সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন আইয়ুবী রহ. এবং ক্রুসেড যুদ্ধ

রুম্মান বিন আকবর

(ফেসবুক থেকে সংগৃহীত)

(১) সিংহাসনারোহণের পূর্বে

(২) সুলতান হিসাবে সালাহ্-উদ-দ্বীন

(৩) রাজ্যবিস্তার

(৪) ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই

(৫) হাত্তিনের যুদ্ধ

(৬) আল-কুদ্স বিজয়

(৭) ৩য় ক্রুসেড

(৮) যেভাবে অতিরঞ্জিত হলেন সালাহ্-উদ-দ্বীন

(৯) সালাহ্-উদ-দ্বীনের অবদান

সিংহাসনারোহণের পূর্বে

মহামারী ও মড়কের সাথে সাথে মিছরের উপর আরও দু'টি দুর্যোগ পরপর এগিয়ে এলো। এর মাঝে ১টি হচ্ছেঃ আভ্যন্তরিণ কোন্দল ও ২য়টি হচ্ছে বর্হিশত্রু আক্রমণ। আল-আদীদ ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে ওঠেন ও তার শিশু কন্যার সাথে ওয়াজীর তালাইয়া-ইবনে-রাজিকের বিয়ে দেন। এতে করে তালাইয়া'র দুই শত্রু প্রভাবশালী আমাত্য শাওয়ার ও সেনাপতি দিরগাম হিংসায় জ্বলে ওঠেন ও তালাইয়াকে হত্যা করে ফেলেন। মৃত্যুপথযাত্রী তালাইয়াকে আল-আদীদ দেখতে এলে তালাইয়া হামলাকারীদের সম্পর্কে বলেন। তালাইয়া হত্যায় শাওয়ারের হাত ছিলো, তাই শাওয়ার পালিয়ে যান কিন্তু হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেন আল-আদীদ। তালাইয়া-ইবনে-রাজিকের সেনাপতি দিরগাম দরবারের আমীর ও সেনাবাহিনীকে নিজের পক্ষে টানতে সমর্থ হন ও ওয়াজীর পদ করায়ত্ত করেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বারংবার জোটবদ্ধ হওয়ার আহবান করা সত্ত্বেও শী'আ বিধায় নূর-উদ-দ্বীন

আল-আদীদের সেই আবেদনে কর্ণপাত করেননি। কিন্তু এবারে শাওয়ারের আহবানে ঠিকই সাড়া দেন। বিশ্বাসঘাতক শাওয়ার শামে পালিয়ে যান ও নূর -উদ-দ্বীনকে মিছর আক্রমণে আমন্ত্রণ জানান। নূর-উদ-দ্বীন এবারে সানন্দে রাজী হন ও তার সেনাবাহিনীর সহকারী প্রধান আসাদ-উদ-দ্বীনকে মিছর আক্রমণে প্রেরণ করেন। এই আসাদ-উদ-দ্বীন ছিলেন নূর-উদ-দ্বীনের বা'লাবাক দূর্গের কিল্লাদার(দূর্গাধক্ষ্য) নাজমুদ দ্বীন আইয়্যুব। আরবদের যুদ্ধ বিমুখতার কারণে যুদ্ধপ্রিয় পাহাড়ী জাতী কুর্দীদের নিয়ে ১ম সেনাদল গড়ে তোলেন নূরের পিতা ইমাদ-উদ-দ্বীন যাঙ্গী। নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গীর রাজত্বকালে নাজমুদ দ্বীন আইয়্যুব কিল্লাদার পদে যোগ্যতার পরিচয় দেন, তার তীক্ষ্ম নজর ও সতর্কতার কারণে ক্রুসেডাররা কখনই বা'লাবাক আক্রমণের দুঃসাহস করেনি। তারই ভাই আসাদ-উদ-দ্বীন, যিনি পার্বত্য যুদ্ধে এতোই পারদর্শী ও সাহসী ছিলেন যে- তার উপাধীই ছিলো "শের-ই-কোহ্"/পাহাড়ের বাঘ। বলাবাহুল্য কুর্দীস্তান পাহাড়ী এলাকা, এখানে বিদ্রোহ দমনে যুদ্ধ করেই আসাদ-উদ-দ্বীন এই উপাধী পান। শের-ই-কোহ্ কিন্তু একা গেলেন না, সাথে জোর করে নিয়ে গেলেন ২৬ বছরের ১ যুবককে। যে এর আগে কখনই যুদ্ধে যাননি, ও যাওয়ার ইচ্ছেও ছিলো না। তার স্বপ্নই ছিলো বড় আলেম হওয়ার, তিনি রাত-দিন ব্যস্ত থাকতেন জ্ঞান অর্জনের জন্য। শের-ই-কোহ্ চাইলেন তার ভাতিজা(নাজমুদ দ্বীনের পুত্র) যুদ্ধ বিদ্যাও কিছুটা শিখুক। এই যুদ্ধ অনাগ্রহী জ্ঞান পিপাসু যুবকের নাম সালাহ্-উদ-দ্বীন। ঈসায়ী ১১৬৪ সালে শের-ই-কোহ্র নেতৃত্বে যাঙ্গী বাহিনী এগিয়ে চললো মিছরের উদ্দেশ্যে, সাথে পরম পন্ডিত ১ যুবক সালাহ্-উদ-দ্বীন......

#পাহাড়ের_বাঘ (৩য় খন্ডের ৫ম নায়কের ২য় পর্ব)

ফাতিমী সাম্রাজ্য এক চরম দুঃসময়ে পরেছে, ঈসায়ী ১১৬৪ সালে জেরুজালেমের রাজা #আমালরিক তার ক্রুসেডার বাহিনী নিয়ে বিশ্বের ৩য় শ্রেষ্ঠতম শহর #আল_কাহিরা(কায়রো)'র দরওয়াজায় কড়া নাড়ছে।

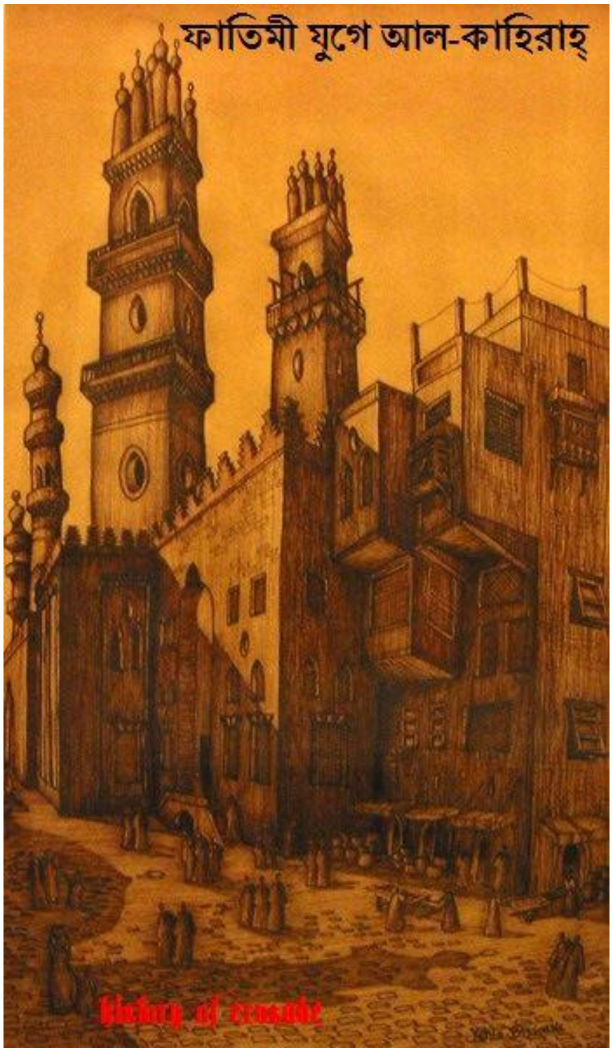

ওদিকে ভুতপূর্ব ওয়াজীর শাওয়ার যাঙ্গীদের ডেকে এনেছে। নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গী শুধু বিশাল এক বাহিনীই প্রেরণ করেননি,তাদের নেতৃত্বে পাঠিয়েছেন তার পরেই সামরিক বাহিনীতেই যার স্থান সেই আসাদ-উদ-দ্বীনকে। লাল টুকটুকে মুখের মাঝে ১টি মাত্র তীক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন চোখ- ইনার নামই আসাদ-উদ-দ্বীন। কোন যুদ্ধে ১টি চোখ হারিয়েছেন এই দুর্ধর্ষ বীর! অবশ্য এখন আর কেউই উনাকে উনার বাপ-মায়ের দেওয়া নামে(আসাদ-উদ-দ্বীন/ধর্মের সিংহ) চিনে না। বরং গোটা পশ্চিম এশিয়া ও ক্রুসেডাররা উনাকে#শের_ই_কোহ্ এই১ নামেই চিনে।

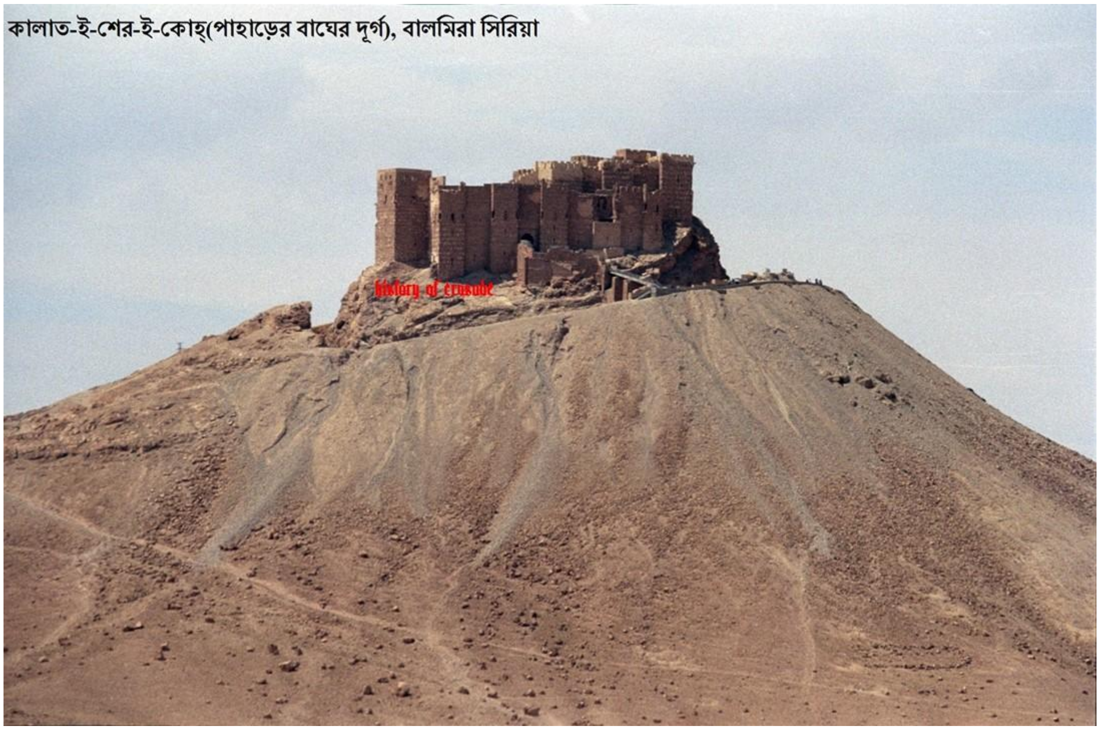

কি কুর্দীস্তানের পার্বত্য অঞ্চল বলুন, আর জাবাল লূবনানের পর্বত-ই বলুন না কেন- শের-ই-কোহ্ পাহাড়ী অঞ্চলে এমন ভাবে লড়াই করেন যে- দেখলে মনেহয় কোন পাহাড়ী বাঘ বুঝি শিকার করছে। তাই তার নাম শের -ই-কোহ্ দূরদর্শি শের-ই-কোহ্ একাই আসেননি, বরঞ্চ জোর করে সাথে এনেছেন ভাতিজা সালাহ্-উদ-দ্বীন। যার এখনও যুদ্ধের হাতে খড়ি হয়নি, শের-ই-কোহ্ চান তার ভাতিজার হাতে খড়ি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দিয়েই শুরু হোক। ক্রুসেডারদের মিছর আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ হচ্ছেঃ দিরগাম মন্ত্রী হয়ে মিছর ফ্রাঙ্কদের যে কর দিতো তা বন্ধ করে দেন। ক্রুসেডাররা আমালরিকের নেতৃত্বে আল -কাহিরা আক্রমণ করলে দিরগাম প্রাণপণ লড়াই করেন ও আল-আদীদের সাহায্য চান, কিন্তু আল-আদীন কোন ধরণের সাহায্যই পাঠাতে পারেননি। অর্থকষ্ঠে মিছরীয় বাহিনী শোচনীয় অবস্থান পতিত হয় ও দিরগামতে ত্যাগ করে বহু সৈন্য দলত্যাগ করলে ক্রুসেডারদের আক্রমণে দিরগাম নিহত হন। কিন্তু যাঙ্গী বাহিনীর আগমন সংবাদে ও নাইল নদ বন্যায় স্ফীত থাকায় ক্রুসেডার বাহিনী মিছর ত্যাগ করে। শের-ই-কোহ্র ২৭ বছর বয়স্ক ভাতিজা সালাহ্-উদ-দ্বীন এই ১ম যুদ্ধের কাছাকাছি এলেন। ওয়াদা রক্ষার্থে

শের-ই-কোহ্ শাওয়ারকে মিছরের ওয়াজির(মন্ত্রী) নিযুক্ত করে ভাতিজাসহ এশিয়ায় ফিরে চললেন

#শাওয়ারের_শয়তানী (৩য় খন্ডের ৫ম নায়কের ৩য় পর্ব)

শের-ই-কোহ্'র মিছরত্যাগ মাত্রই শাওয়ার আবার নিজমূর্তি ধারণ করলো ও প্রায় স্বাধীনভাবে মিছর শাসন শুরু করলো। শুধু তাই নয়, বহুরুপি শাওয়ার ক্রুসেডারদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ক্রুসেডারদের মিছরে আসার আমন্ত্রণ জানায়। শের-ই-কোহ্ তার মুনিব নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গীকে অনুরোধ জানান পুনরায় মিছর অভিযানের জন্য। কিন্তু নূর-উদ-দ্বীন এবারে রাজী ছিলেন না একেবারেই। দূরদর্শি শের-ই-কোহ্ বোঝালেনঃ "মিছর ও শামের যাঁতাকলে পিশে ফেলতে হয় লেভান্টের ক্রুসেডারদের। মিছর ও শাম এক না করলে আল-কুদ্স(জেরুজালেম) দখলের স্বপ্ন দুরাশা মাত্র। মাত্র শামে পর্যাপ্ত সম্পদ নেই যা দিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিরামহিন ভাবে লড়া যাবে, সেই সম্পদ আছে মিছরে। মিছর অধিকার করতে পারলেই মিছরের অফুরন্ত সম্পদ জিহাদের জন্য কাজে লাগানো যাবে"। শের-ই-কোহ্'র দূরদর্শি প্রস্তাব ও আব্বাসী খালিফাহ্'র অনুরোধে অবশেষে রাজী হলেন নূর। হায় আফসোস! গল্পকারেরা ইতিহাসের নামে গল্পই চালিয়ে গেছে কিন্তু শের-ই-কোহ্কে তার প্রাপ্য কৃতিত্ব দেননি। প্রাপ্য কৃতিত্ব দেননি, তার দূরদর্শিতার ও ভাতিজাকে যোদ্ধায় পরিণত করার জেদকে। যাইহোক নূর-উদ-দ্বীন মাত্র ২,৩০০ সৈন্যের ১টি তুর্কী সেনাদল দিলেন শের-ই-কোহ্'র নেতৃত্বে। ভাতিজাকে যোদ্ধা বানানোর স্বপ্নে বিভোর শের-ই-কোহ্ আবারও জোর করে সাথে নিলেন ৩০ বছর বয়সী সালাহ্-উদ-দ্বীনকে। জেরুজালেমের ফ্রাঙ্করাজা আমালরিকও শাওয়ারকে বিশ্বাস করতেন না, তাই স্বয়ং ফাতিমীদের খালিফাহ্ আদ-আদীদের সাথে সাক্ষাৎ করে। সিদ্ধান্ত হয় যে- ক্রুসেডাররা যাঙ্গী বাহিনীকে মিছর থেকে বহিষ্কার করতে পারলে ৩০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা পাবে। কে করে কার সাথে চুক্তি? শের-ই-কোহ্ তার তুর্কী বাহিনী নিয়ে ঝড়ের বেগে ক্রুসেডারদের পরে রওয়ানা হয়েও তাদের আগেই মিছরে পৌছে যান।

তুর্কী বাহিনী মহানদী নাইলের পশ্চিমপাড়ে গিজায় ও ক্রুসেডার বাহিনী পূর্বপাড়ে অবস্থিত ফুসতাতে অবস্থান নেয়, ফলে #দু_বাহিনীর_অবস্থান হয় মুখোমুখী।

ধূর্ত শের-ই-কোহ্ ৩০ বছর বয়সী সালাহ্-উদ-দ্বীনকে আগেভাগেই বিলবিস(বাইব্লস) পাঠান তথাকার ভান্ডার হস্তগত করার জন্য। সালাহ্-উদ-দ্বীন সফলভাবেই বিলবিসের ভান্ডার হস্তগত করেন। ক্রুসেডাররা দ্রুত বিলবিসে এলে শের-ই-কোহ্ও আরও দ্রুত বিলবিসে এসে পৌছান। কিন্তু ঈসায়ী ১১৬৭ সালের বিলবিসে ক্রুসেডার বাহিনী নাইল পেরুতে ব্যর্থ হয় ও #ধুলিঝড়ে_তাদের বাহিনী বিধ্বস্ত হয়।

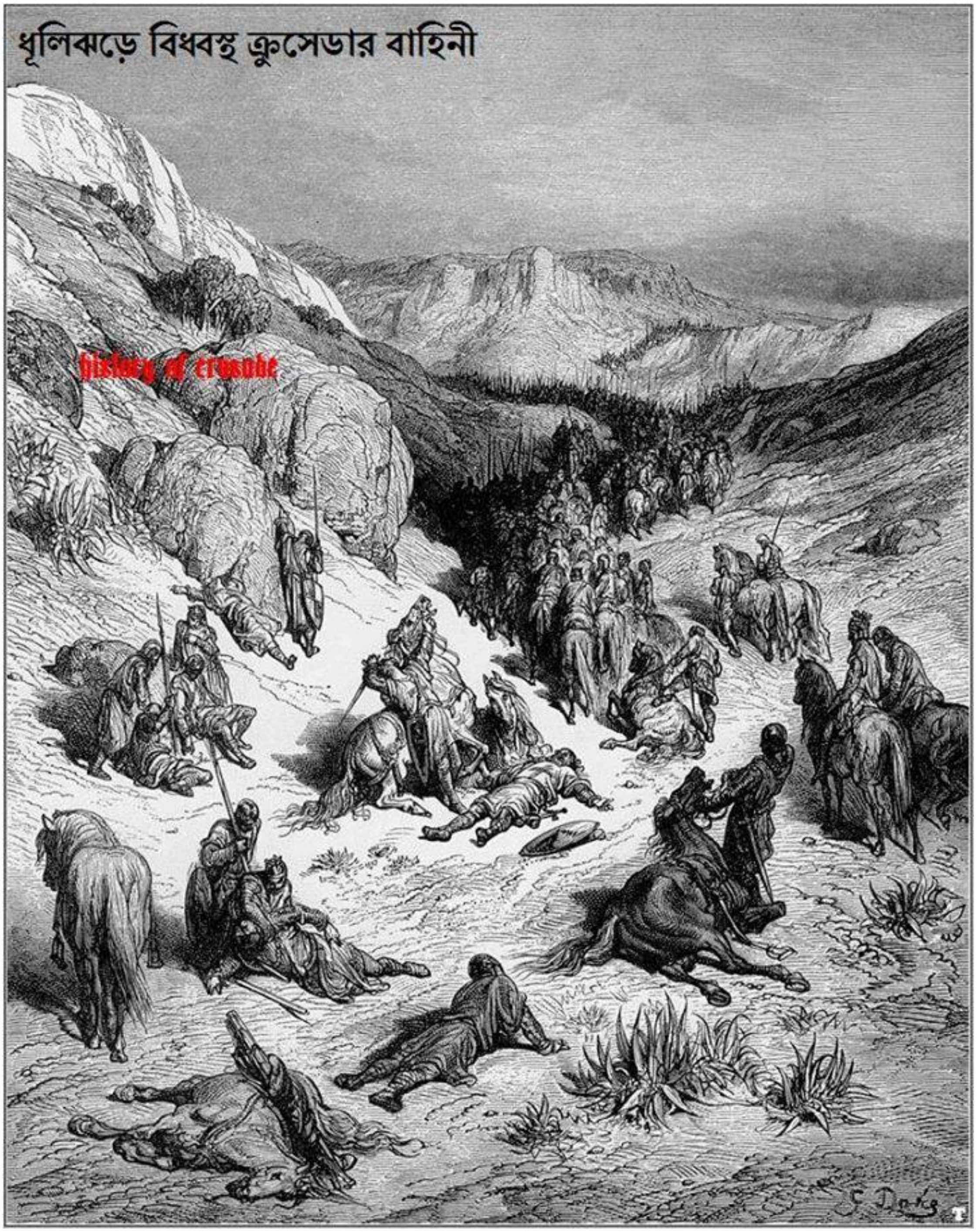

বিলবিসের ভান্ডার সফলভাবে হস্তগত করায়#সালাহ্_উদ_দ্বীনের সাহস বৃদ্ধি পায়,

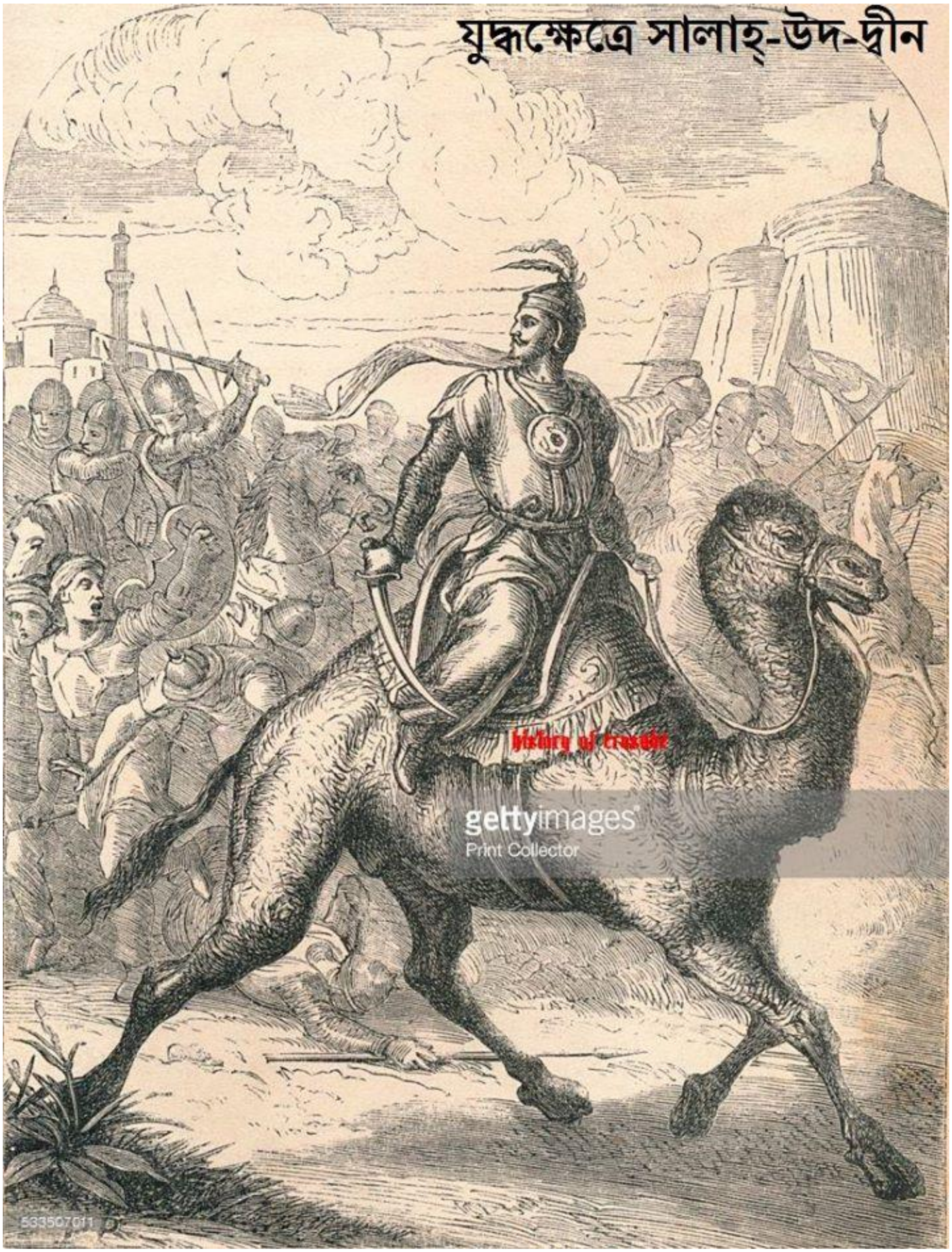

যুদ্ধক্ষেত্রে সালাহ্-উদ-দ্বীন

তিনি সাবেক হেলিনিক ও রোমান আফরিকার রাজধানী #ইসকান্দারিয়া(আলেকজান্দ্রিয়া) অধিকার করে নেন।

কিন্তু এসব বিজয় কার্যত কোন ফল এনে দেয়নি, শাওয়ার আবার শয়তানী শুরু করে ও তার কূটচালের শিকার হয়ে যাঙ্গী ও ক্রুসেডার বাহিনী মিছর ত্যাগ করে। মুসলিমরা ধোঁকায় পরলেও ক্রুসেডাররা ধোঁকায় পরার পাত্র ছিলো না, কারণ তারা নিজেরাই ছিলো ধোঁকাবাজ; তাই আমালরিক আবার মিছর অভিমুখে রওয়ানা হয়। ওদিকে শের-ই-কোহ্ ও সালাহ্-উদ-দ্বীন তখন বহু বহু দূরে...............

#শাওয়ারের_শেষ! (৩য় খন্ডের ৫ম নায়কের ৪র্থ পর্ব)

খ্রীষ্টানরা নিজেরাই হচ্ছে ধোঁকাবাজ তাদের ধোঁকা দেওয়া কি এতই সোজা? #আমালরিক তার ক্রুসেডার বাহিনী নিয়ে ফিরে এলো, এবং এগিয়ে চললো সোজা রাজধানী অভিমুখে। বারংবার ক্রুসেডারদের আক্রমণে ও মহামারীতে জর্জরিত

ফাতিমী সেনাবাহিনী উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছিলো। এছাড়াও শাওয়ারের কেবলমাত্র শয়তানী বুদ্ধিই ছিলো, যুদ্ধ করার সাহস/যোগ্যতা ছিলো না। তাই আমালরিককে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেয়, যাতে আমালরিক ভোগ-বিলাসে মেতে থাকে এবং ৫০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শহর#ফুসতাত

পুড়িয়ে দেন- যাতে আমালরিক আল-কাহিরা(কায়রো) যাওয়ার পথে কোন খাদ্য-সরবরাহ না পায়। উমার(রাঃ) এর খিলাফাহ্‌কালে ঈসায়ী ৬৫২ সালে মিছরের ১ম ওয়ালী(প্রাদেশিক শাসনকর্তা) আমর-ইবনুল-আস(রাঃ)#ফুসতাত শহরের প্রতিষ্ঠা করেন।

শাওয়ারের দেওয়া আগুনে সামান্য কিছু দালানকোঠা ও #আমর_রা_এর_মাসজিদ

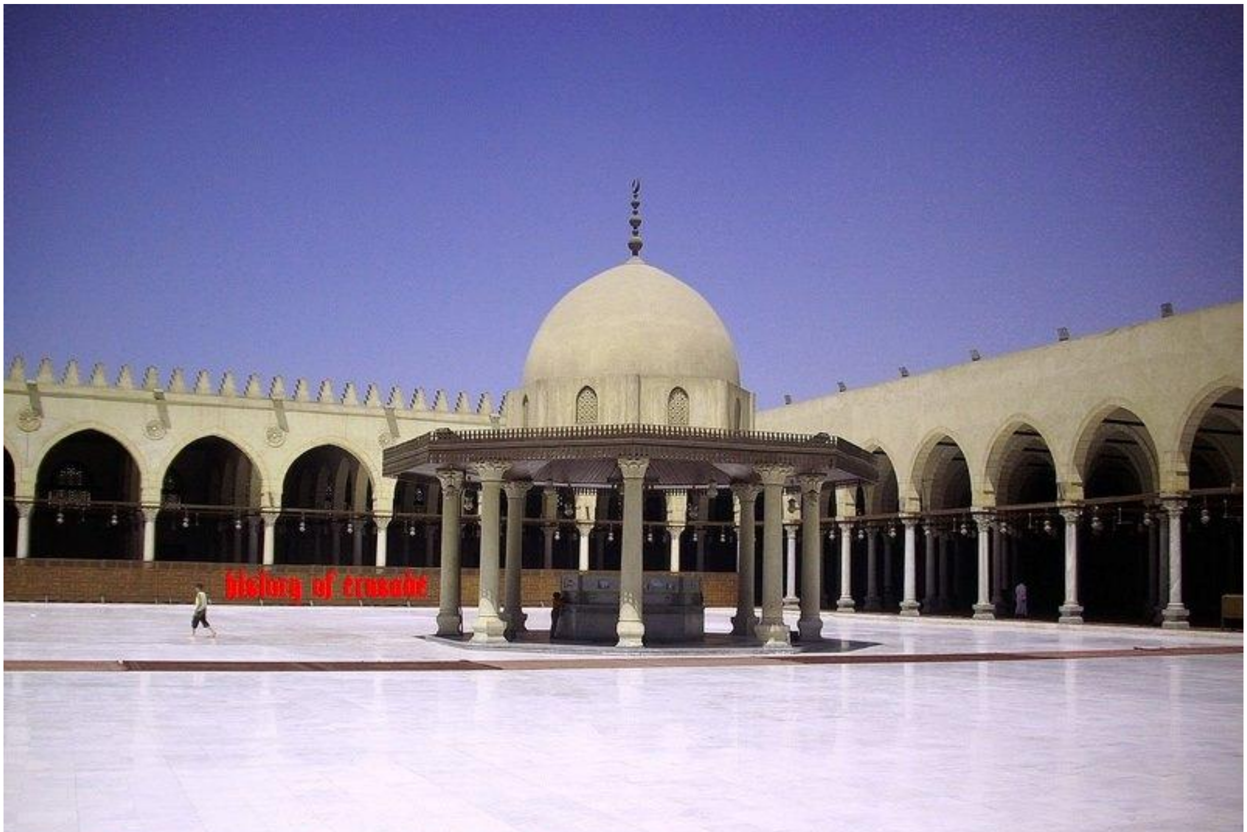

আম্‌র-ইবনূল-আস(রাঃ) এর মাসজিদ- ফুসতাত

ছাড়া সমস্ত ফুসতাত ভষ্মিভুত হয়। শাওয়ার বাধ্য হয়ে নূর-উদ-দ্বীনের সাথে যোগাযোগ আরম্ভ করেন, কারণ শাওয়ার ও আল-আদীদসহ ফাতিমীরা ক্রুসেডারদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। ফাতিমীদের খালিফাহ্ আল-আদীদ স্বয়ং ও দরবারের বহু ভদ্র মহিলারা পত্র মারফত তাদের দূরবস্থা ও বন্দীদশা সম্পর্কে নূর - উদ-দ্বীন যাঙ্গীকে অবহিত করে ও করুণভাবে সাহায্যের আবেদন জানায়।সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল-আদীদ ১টি বৃহৎ তুর্কী বাহিনীসহ শের-ই-কোহ্‌কে পুনরায় মিছর অভিযানের নির্দেশ দেন। লালমুখো ১চোখে পাহাড়ী বাঘের আগমন বার্তা শুনেই হতচকিত-ভীত ক্রুসেডাররা মিছর ত্যাগ করে। শের-ই-কোহ্ বীবের বেশে মিছরে প্রবেশ করেন, এবারও তার সাথে ছিলেন সালাহ্-উদ-দ্বীন (১১৬৯ ঈঃ)! সালাহ্-উদ-দ্বীন যখন ১ম মিছরে এসেছিলেন তখন উনার বয়স ছিলো ২৭, আর এখন ৩য় বার মিছর আগমনের সময় উনার বয়স ৩২। শের-ই-কোহ্ মিছরে এসেই কুচক্রী

শাওয়ারকে বন্দী করেন ও ষড়যন্ত্রের দায়ে তাকে হত্যা করা হয়। আল-আদীদ শের-ই-কোহ্‌কে ওয়াজীর(মন্ত্রী) হিসাবে নিয়োগ দেন এবং আল-মালিক-উল-মান্‌সূর(বিজয়ী রাজা) উপাধীতে ভুষিত করেন। শের-ই-কোহ্ পরে যান উভয় সংকটে, কেননা তিনি মুসলিম(সুন্নী) নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গীর সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান, আর এখানে এসে হলেন শী'আ খালিফাহ্ আল-আদীদের ওয়াজীর! তিনি একই সাথে নূর-উদ-দ্বীন ও আল-আদীদের আনুগত্য স্বীকার করেন। মাত্র দু'মাস পর......... (চলবে)

#পাহাড়ীয়া_বাঘের_মৃত্যু (৩য় খন্ডের ৫ম নায়কের ৫ম পর্ব)

ঈসায়ী ১১৬৯ সাল, মাত্র দু'মাস ফাতিমী সাম্রাজ্যের ওয়াজির হিসাবে কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের পর শের-ই-কোহ্ ইন্তেকাল করেন! শের-ই-কোহ্ ছিলেন সেই ব্যক্তি- যিনিই ১ম বুঝেছিলেন খ্রীষ্টান লেভান্টকে শাম ও মিছরের যাঁতাকলে পিশে ফেলতে হবে। তিনিই ১ম মিছরের গুরুত্ব বুঝেছিলেন, তিনি ১ম ধরতে পেরেছিলেন যে- ক্রুসেডাররা এবার মিছর হয়ে মুসলিম জাহানের মাঝে হামলা চালাতে চাইছে। তিনিই নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গীকে রাজী করিয়ে মিছরে অভিযান চালান। সর্বপরি তিনি ক্রুসেডের ইতিহাসের স্মরণীয় বীর সালাহ্-উদ-দ্বীনের আবিষ্কারক। তিনি যদি জোর না করে সালাহ্-উদ-দ্বীনকে বাহিরের জগতে এনে তরবারী ধরিয়ে না দিতেন, তবে হয়তো মুসলিম জাহাআন মহান ১ যোদ্ধাকে পেতো না।শের-ই-কোহ্'র মৃত্যুর পর কে ওয়াজীর হবে? কাকে ওয়াজির করা যায় এই নিয়ে ফাতিমী সাম্রাজ্যে দো-টানার সৃষ্টি হয়। কারণ যোগ্য ও সৎ কাউকেই পাওয়া যাচ্ছিলো না, শেষে স্বয়ং আল-আদীদ এই অবস্থার অবসানকল্পে এগিয়ে আসেন এবং শের-ই-কোহ্'র ভাইয়ের ছেলে ৩৩ বছর বয়স্ক সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফকে ফাতিমী সাম্রাজ্যের ওয়াজীর নিযুক্ত করেন। আল-আদীদের এই সিদ্ধান্তে ফাতিমীরা অসন্তুষ্ঠ হয় ও খালিফাহ্‌কে জিজ্ঞাস করেনঃ "কেন ১জন সুন্নী(মুসলিম)কে ১টি শী'আ খিলাফাহ্'র ওয়াজীর নিযুক্ত করা হলো"? জওয়াবে আল-আদীদ জানানঃ "কারণ

তার চাইতে অল্প বয়স্ক ও দুর্বল আর কেউ নেই(মুসলিম/সুন্নীদের মাঝে)"। আল-আদীদ যে মানুষ কৎ খারাপ চিনতেন উনার একথাই তার প্রমাণ। কেবলমাত্র দাওয়া বিভাগটি ছাড়া সালাহ্-উদ-দ্বীন সামরিক ও বে-সামরিকসহ মিছরের সকল বিভাগের সর্বময় কর্তা হলেন।চলুন দেখে আসি কে এই সালাহ্-উদ-দ্বীন?বর্তমান লূবনান(লেবানন)-এ অবস্থিত বা'লাবাক দূর্গের অধ্যক্ষ নাজমুদ দ্বীন আইয়্যূবের ঔরস্যে ঈসায়ী ১১৩৮ সালে ১টি শিশু জন্মালে তার নাম রাখা হয় সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফ (ধর্মের সাধুতা গুণান্বিত)। নাজমুদ দ্বীন আইয়্যূব#কুর্দী

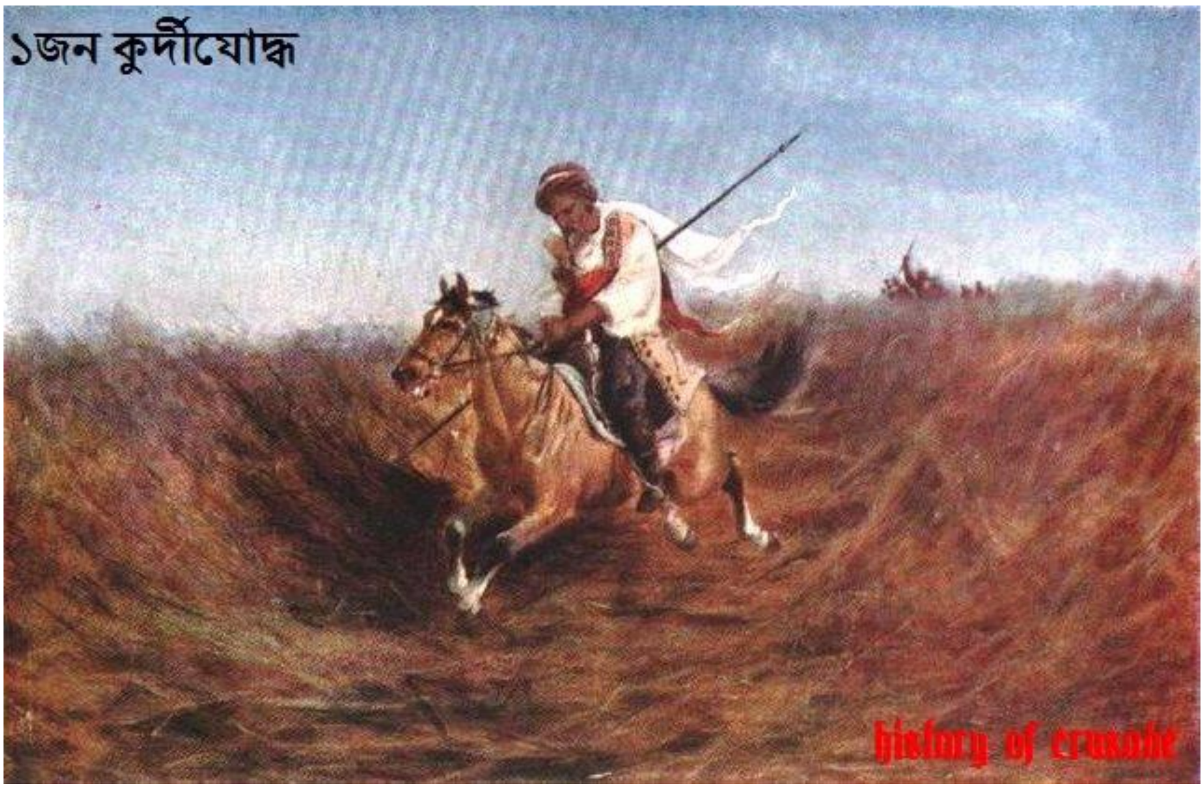

জাতীভুক্ত হলেও তার পূর্বপুরুষের আদিবাস কিন্তু #কুর্দীস্তানে ছিলো না,

বরং তা ছিলো আর্মেনিয়ার সাবেক রাজধানী#দাভিন-এ।

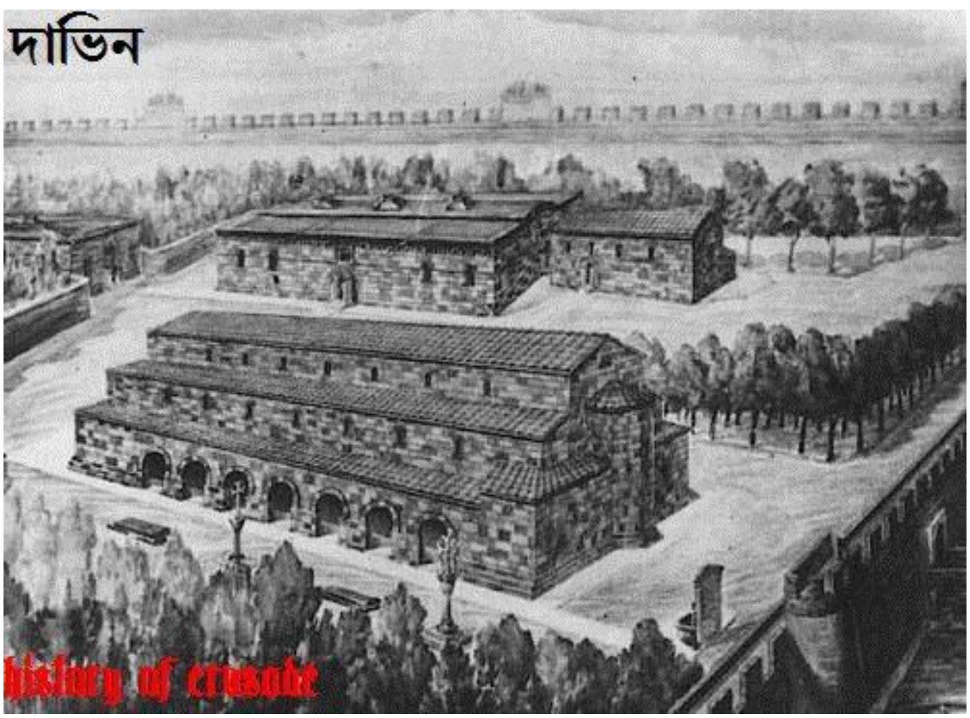

যাঙ্গী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইমাদ-উদ-দ্বীন যাঙ্গীর আদেশে যেদিন রাতে তার সেনানায়ক আসাদ-উদ-দ্বীন শের-ই-কোহ্(ইয়ুসূফের চাচা) বেহ্রুযকে হত্যা করেন সেদিন রাতেই তিনি ও তার ভাই নাজমুদ দ্বীন আইয়ূ্যব #তিররিত ফেরার পর সালাহ্-উদ-দ্বীনের জন্মের সু-সংবাদ পান।

ইমাদ-উদ-দ্বীন যাঙ্গীর আদেশে দুই ভাই নাজমুদ দ্বীন আইয়্যুব ও আসাদ-উদ-দ্বীন শের-ই-কোহ্ ১ বছরের শিশু সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়ুসূফকে নিয়ে তিকরিত থেকে মাওসিল আসেন। অতঃপর নাজমুদ দ্বীন আইয়ূ্যব বা'লাবাক দূর্গের দূর্গাধক্ষ্য নিযুক্ত হন। তিকরিত(ইরাকে), মাওসিল(ইরাকে), হালাব(সিরিয়াতে), দামিশ্ক(সিরিয়াতে) ও বা'লাবাক(লেবাননে) সালাহ্-উদ-দ্বীনের শৈশব, কৈশর ও যৌবনের দিনগুলি অতিবাহিত হয়। সালাহ্-উদ-দ্বীন খুব উচ্চ শিক্ষিত ও পণ্দিত ব্যক্তি ছিলেন, তিনি জ্যামিতির সমস্ত শাখা, গণিত, ধর্ম ও ধর্মীয় বিজ্ঞানের ১জন পন্ডিত ছিলেন! আরবী ঘোড়ার বংশ পরিচয় শাস্ত্রেও তার ছিলো অগাধ পান্ডিত্য! এবং মাতৃভাষা কুর্দীর সাথে সাথে আরবীতেও তিনি ছিলেন সমভাবে পারদর্শি। আবু-তামামা'র হামাসা

তার কণ্ঠস্থ ছিলো! এই মহান বীরের স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থে তিকরিতের আরেক স্মরণীয় সন্তান#সাদ্দাম_হুসাইন

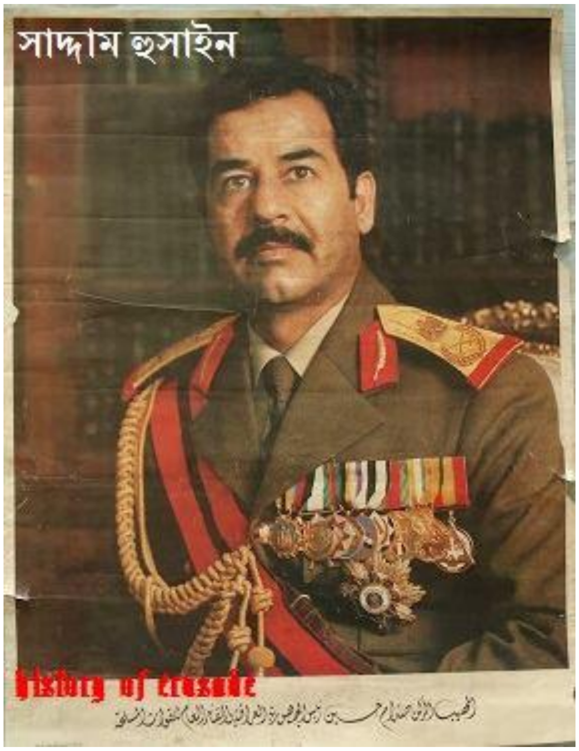

ইরাকের তিকরিত প্রদেশের নামই রাখেন#সালাহ্_উদ_দ্বীন।

বর্তমানে ইরাকের ক্ষমতাসীন সরকার অবশ্য এর নাম পালটে দিয়েছে "সামারা"(পূর্বের নামে)। সালাহ্-উদ-দ্বীন প্রদেশের রাজধানীই তিকরিত, সালাহ্-উদ-দ্বীনের জন্মের সময় তিকরিত ছিলো আব্বাসী শাসনভুক্ত এলাকা।

#দ্বিধান্বিত_ওয়াজীর (৩য় খন্ডের ৫ম নায়কের ৬ষ্ঠ পর্ব)

সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফ এখন মিছরের ফাতিমী সাম্রাজ্যের ওয়াজীর একই সাথে সে মিছরে অবস্থানরত যাঙ্গী বাহিনীর সেনাপতি। এই ব্যাপারটি দ্বিধায় ফেলে দিলো ইয়্যুসূফকে, কি করবেন উনি? কার কথা মানবেন?? একদিকে উনি ফাতিমী খালিফাহ্ আদ-আদীদ কর্তৃক মনোনীত ওয়াজীর, উনি শী'আ অথচ উনার মুনীব! অপরদিকে একই সাথে উনি মিছরে অবস্থানরত যাঙ্গী বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক। মিছরে ইয়্যুসূফের আজকেই এই অবস্থানের পেছনে যাঙ্গীরাই দায়ী। নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গী ওঘুজ তুর্কীদের বাহিনীটি না দিলে ক্রুসেডাররাও মিছর ত্যাগ করতো না, আর উনিও ওয়াজীর হতে পারতেন না। আর নূর-উদ-দ্বীন মাহ্মূদ মুসলিমও! কার কথা শুনবেন উনি? নূর-উদ-দ্বীনের নাকি আল-আদীদের? এই নিয়ে উভয় সংকটে পরে গেলেন ইয়্যুসূফ, কিন্তু তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাই একই সাথে নূর-উদ-দ্বীন মাহ্মূদ যাঙ্গী ও আল-আদীদের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন তিনি। আল-আদীদের আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়ায় নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গী ক্রোধে জ্বলে উঠলেন! একই ধরণের ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন তিনি শের-ই-কোহ্র প্রতিও। কারণ ওঘুজদের এই বাহিনীকে নূর-উদ-দ্বীনই পাঠিয়েছিলেন মিছরে ক্রুসেডার ও ফাতিমীদের উৎখাত করতে, আর সেই বাহিনীরই লোক হয়ে কি না সালাহ্-উদ-দ্বীন আনুগত্য প্রকাশ করছেন শী'আদের খালিফাহ্ আল-আদীদের প্রতি!!! মিছরের দখল একঅর্থে নূর-উদ-দ্বীনেরই আছে, কারণ যাঙ্গী বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক তারই আনুগত্য স্বীকার করেছেন। কিন্তু ইসলামী মতে সেই আধিপত্য আল-আদীদের, কেননা খুতবা এখনও জারী আছে আল-আদীদের নামে! নূর-উদ-দ্বীন ও সালাহ্-উদ-দ্বীনের মধ্যকার এই সংকট দ্রুত নিরসনে ইয়্যুসূফের পিতা #নাজমুদ_দ্বীন_আইয়্যুব

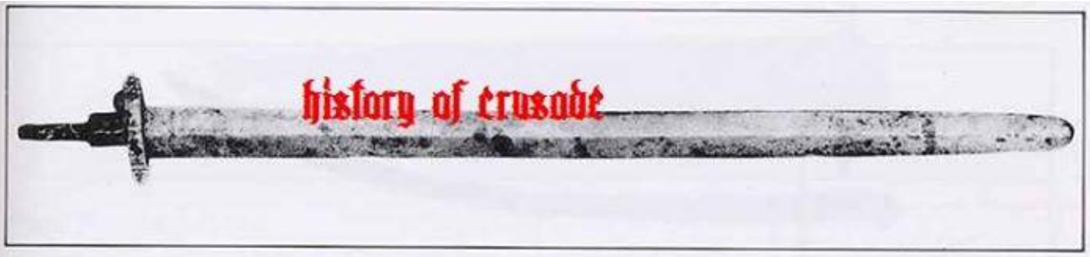

গাযী সালাহ্-উদ-দ্বীনের পিতা
ও বা'লাবাকের কিল্লাদার
নাজমুদ দ্বীন আইয়্যুবের তরবারী
নির্মাতাঃ সালীম-ইবনে-আলী
নির্মাণ সালঃ ঈসায়ী ১১৭৩ সাল
-ইসলামবুল সামরিক যাদুঘর

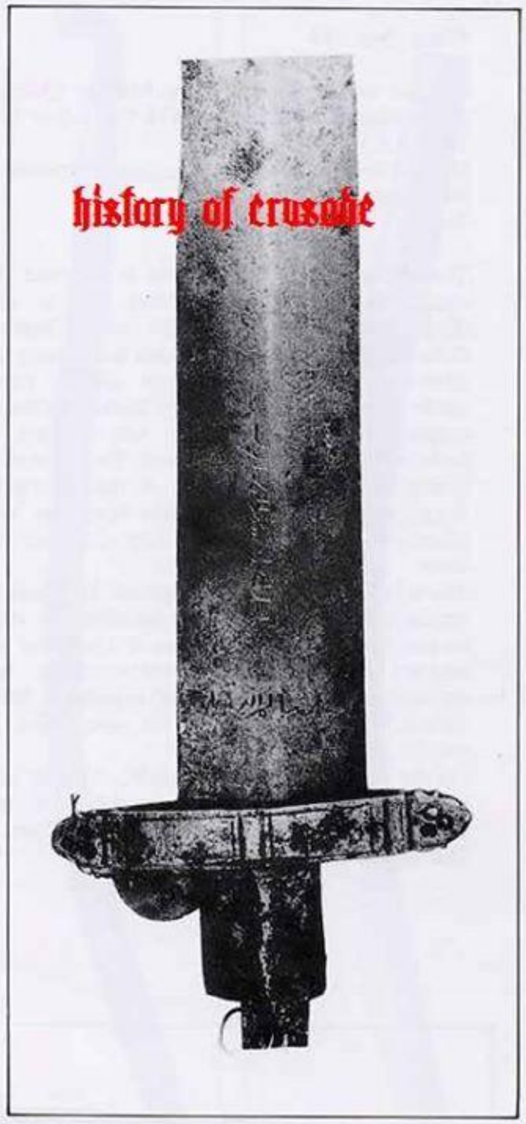

রওয়ানা হলেন মিছরে। ঈসায়ী ১১৭০ সালে তিনি মিছর পৌছে পুত্র ইয়্যুসূফের সাথে দেখা করলে নির্বিবাদী ইয়্যুসূফ ইস্তাফা দেওয়ার ইচ্ছার কথা জানালেন। কারণ উনি চাননি কেউ তাকে অহেতুক ভুল বুঝুক। কিন্তু দূরদর্শি নাজমুদ-দ্বীন আইয়্যুব ছেলেকে শান্ত করলেন ও এই বলে আশস্থ করলেন যে- "তুমি ঠিকই করেছো।

ইস্তাফা এখনই দিও না, যেভাবে চলছে সেভাবেই চলুক"। পিতার পরামর্শ গ্রহণ করে ইয়্যসূফ দু'জনেরই অনুগত থাকলেন। কিন্তু এতে করে নূর-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফের প্রতি আরও ত্যক্ত-বিরক্ত হলেন। নূর-উদ-দ্বীনের ইশারায় আব্বাসী খালিফাহ্ও চিঠির পর চিঠি পাঠিয়ে ইয়্যুসূফকে ফাতিমী শাসন অবসানের জন্য চাপ দিতে থাকেন। ওদিকে পিতার উপদেশ! সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফ দ্বিধায় পরে রইলেন আরও ১টি বছর, যতোদিন না ১১৭১ সাল আসে। এবছর এক সিদ্ধান্তে পৌছুলেন ওয়াজীর ইয়্যুসূফ..................

#ফাতিমী_শাসনের_অবসান (৩য় খন্ডের ৫ম নায়কের ৭ম পর্ব)

সামরিক ও বে-সামরিক ক্ষমতার সর্বাধিকারী সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফ হলেও দাওয়া বিভাগ থেকে যায় আমীর মুয়াতামান আ-দাওলার হাঁতে। আল-আদীদ সালাহ্-উদ-দ্বীনের হাতে ক্ষমতা দিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চি ছিলেন, কারণ তিনি জানতেন সালাহ্-উদ-দ্বীন কখনই তার বিশ্বাসের অমর্যাদা করবেন না। কিন্তু কট্টর শী'আরা ১জন মুসলিমের এত বড় প্রাপ্তি সহ্য করতে পারলো না, মুয়াতামান আ-দাওলা মিছরের নতুন ওয়াজীর সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কট্টর শী'আরা আ-দাওলা'র সাথে যোগ দিয়ে পরিস্থিতি জটিল করে তুললো। উচ্চ মিছর বিদ্রোহে উত্তাল হয়ে উঠলে সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফ তার ওঘুজ তুর্ক বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও ক্রসেডারদের আক্রমণে জর্জরিত শী'আরা অতি সহযেই পরাজিত হলো। এবারে সালাহ্-উদ-দ্বীনের উপর আব্বাসী খালিফাহ্ ও নূর-উদ-দ্বীনের চাপ বৃদ্ধি পেলো। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ঈসায়ী ১১৭১ সালের এক জুম্মায় সালাহ্-উদ-দ্বীন আব্বাসী খালিফাহ্ আল-মুসতানজীদের নামে খুতবা পড়িয়ে মিছরকে মসুলিম আব্বাসী খিলাফাহ্'র অধীনস্ত ঘোষণা করলেন। সেইসাথে মিছরে সরাসরি প্রতিষ্ঠিত হলো যাঙ্গী শাসন, #যাঙ্গী_সালতানাত বিস্তৃতির শীর্ষ শিখরে আরোহণ করলো।

সেই সাথে জমীন থেকে অবসান ঘটলো ২৬৩ বছরের ফাতিমী বংশের। শেষ ফাতিমী সম্রাট আল-আদীদ তখন খুবই অসুস্থ্য, উনি বরাবরই ছিলেন অসুস্থ্য ও রুগ্ন। সালাহ্-উদ-দ্বীনের সাথে উনার সম্পর্কে ছিলো আন্তরিক, আল্লাহ্'র এক অপার করুণা যে সালাহ্-উদ-দ্বীন কর্তৃক ফাতিমী শাসন অবসানের সংবাদ আল-আদীদকে শুনে যেতে হয়নি। আল-আদীদ মাত্র ২০ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন, আ-দাওলার বিদ্রোহ দমনের ফলে ফাতিমী শাসন অবসানের ফলে মিছরে কোন টু-শব্দও হয়নি। বলা হয় "দুটি ছাগলেও গুঁতোগুতি হয়নি"। আড়াইশ বছরেরও বেশি সময় ধরে জমা ফাতিমীদের অতুল ঐশ্বর্য্য সালাহ্-উদ-দ্বীনের হাতে এলো। কিন্তু তিনি কিছুই নিজের জন্য না রেখে পুরোটাই তার মুনীব নূর-উদ-দ্বীন ও সৈন্যদের মাঝে বিলিয়ে দেন। এটা সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফের মহানুভবতার আরেকটি জলন্ত নিদর্শন। ফাতিমীদের ঐশ্বর্য্য বোঝার জন্য #এই_জগের ছবিটি দেখুন।

সালাহ্-উদ-দ্বীনের আদেশে ইসমাঈলীয়া গ্রন্থাগার ধ্বংস করা হয়, হামাদানীর মতে এটা ১টি কালো পদক্ষেপ ছিলো! অথচ ওখানে ছিলো ইসলামের অপব্যাখ্যায় পূর্ণ বইপত্র। একই সাথে সালাহ্-উদ-দ্বীন ইসমাঈলীয়াদের বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র দারুল উলুম বন্ধ করে দেন, এবং শাফীঈ ও মালিকী মাযহাবের শারীয়াহ্ চালু করেন। নিঃসন্দেহে ১জন মায্হাবী হিসাবে এটা সালাহ্-উদ-দ্বীনের ১টি কালো পদক্ষেপ ছিলো। কারণ এতে করে হানাফী ও হাম্বালী মায্হাবকে অস্বীকার করা হয়, হানাফী ও মালিকীরা আইনের ক্ষেত্রে অসহায় হয়ে পরে, এই কারণেই সালাহ্-উদ-দ্বীন নিগ্রোদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হন, কারণ নিগ্রোদের অধিকাংশই ছিলো হানাফী (আল-মাকরিযী)

#ফিলিস্তিন_অভিযান (৩য় খন্ডের ৫ম নায়কের ৮ম পর্ব)

এবারে একটু পেছনে ফিরে দেখা যাক, ফাতিমী সাম্রাজ্যের ওয়াজীর থাকা কালেও সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়ুসূফ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি আল-আদীদের সুদানীয়া বাহিনীসহ অগ্রসর হন, জেরুজালেমরাজ আমালরিক তখন রয়েছেন মিছর সীমান্তের কাছে শামের গাজাহ্তে। সালাহ্-উদ-দ্বীন রাজধানী আল-কাহিরাতে শী'আদের কোন ধরণের অপতৎপরতা বন্ধে সুলতান নূর -উদ-দ্বীন কর্তৃক প্রেরিত ওঘুজ তুর্ক বাহিনী রেখে যান, আর আল-আদীদের সুদানীয়া বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন গাজাহ্ অভিমুখে। চতুর আমালরিক সালাহ্-উদ-দ্বীনের আগমন বার্তা পেয়েই তার ক্রুসেডার বাহিনীর মূলশক্তি #টেম্পটার_নাইট বাহিনীকে #দারুম(বর্তমান দাইর আল-বালাহ্)

থেকে #গাজাহ্'য় মোতায়েন করেন।

কিন্তু সালাহ্-উদ-দ্বীন ছিলেন আরও চতুর, তিনি ঠিকই আমালরিকের চাল ধরে ফেললেন ও দারুমকে পাশ কাটিয়ে গাজাহ্য় হাজির হলেন। গাজাহ্'র নগর দূর্গের

বাহিরে যেই শহর ছিলো সেই অরক্ষিত শহরের অধিবাসীরা নগরদূর্গে আশ্রয় নিতে সম্মত না হওয়ায় তিনি নগরদূর্গের বাহিরে অবস্থিত গাজাহ্ শহরটি ধ্বংস করে দেন ও এর অধিকাংশ খ্রীষ্টান অধিবাসীদের হত্যা করে- ক্রুসেডারদের মনে ত্রাশের সঞ্চার করেন। ভয় পেলেও গাজাহ্ রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন আমালরিক, শক্তহাতে সে দূর্গ আকড়ে ধরে বসে রইলো। গাজাহ্ অধিকারে ব্যর্থ হলেও হাল ছাড়লেন না সালাহ্-উদ-দ্বীন- এবারে তিনি দক্ষিণে মোড় নিলেন। তার লক্ষ্য#আইলাত,

ক্রুসেডার শয়তানরা আকাবাহ্ উপসাগরকে দখলে রাখার উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনের একদম দক্ষিণবিন্দুতে ১টি দ্বীপের উপর এই দূর্গ নির্মাণ করেছিলো। মানুষরুপি এক শয়তান খ্রীষ্টান ছিলো এর নির্মাতা, এই দূর্গ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিলোঃ মিছর ও আরবে যাতায়াতকারী নৌযানগুলোতে লুটপাট চালানো ও হাজ্জ্ব কাফেলা লুন্ঠন করা। দূরদর্শি সালাহ্-উদ-দ্বীন বিশাল#নেগেভ_মরুভূমি

অতিক্রম করে আচমকা দুঃস্বপ্নের মতো আইলাত দূর্গের সামনে হাজির হয়ে ক্রুসেডারদের তাঁক লাগিয়ে দিলেন। ক্রুসেডাররা স্বপ্নেও ভাবেনি সালাহ্-উদ-দ্বীন দুর্গম মরুভূমির ১দম শেষ প্রান্ত ও ক্রুসেডার রাজ্যের ১দম সর্বদক্ষিণ গুরুত্বহিন এই বিন্দুতে হামলা চালাবেন। ফলে যা হওয়ার তাই হলো,

#ঈসায়ী_১১৭০_সালের_অভিযানে

আইলাত যাঙ্গী সালতানাতের অর্ন্তভুক্ত হলো। মূর্খ ক্রুসেডাররা গাজাহ্ রক্ষা করতে পেরেই খুশীতে নাচছিলো, তাদের ধারণাও ছিলো না তারা কি হারালো! আইলাত দখলের ফল ছিলো সুদূর প্রসারী এতে করে মিছরের সাথে হিজাজের সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হলো ও ক্রুসেডাররা তাদের রাজ্যের লেজ হারালো। আইলাতের পতনে ক্রুসেডাররা কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কি যে হারালো - তা তারা ধারণাও করতে পারলো না, কেবল ১জন ছাড়া। সে যেনো মানুষের আকারে ১ শয়তান, খোদ সাধারণ খ্রীষ্টানরাও এই লোককে ঘৃণা করে...... মানুষরুপি সেই শয়তানের নাম............

#শয়তান_১ (৩য় খন্ডের ৫ম নায়কের ৯ম পর্ব)

অধিকাংশ খ্রীষ্টানই মুসলিম বিদ্বেষী, কিন্তু যদি কোন সুনিদৃষ্ঠ জাতীর কথা বলা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে ফ্রেঞ্জদের নাম সবার আগে উঠে আসবে। ইউরোপের আর কোথাও হিজাব নিষিদ্ধ হোক আর না হোক ফ্রান্সে হবেই, ইউরোপের আর কোথাও মুসলিমদের বিনা কারণে অত্যাচারের শিকার হতে হোক আর না হোক - ফ্রান্সে হবেই। ক্রুসেডের সময়ও তেমনি জনৈক ক্রুসেডার মুসলিম বিদ্বেষে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো, তার নীতির কোন বালাই ছিলো না, তার লোভের কবল থেকে খ্রীষ্টানরাও নিরাপত ছিলো না। সে ছিলো ক্রুসেডারদের মাঝে সব চাইতে জঘন্য মানুষরুপি শয়তান চেটিলানের#রেজিনাল্ড।

এই ব্যক্তি ছিলেন ফ্রান্সের চেটিলানের কাউন্ট ও জাতীতে ফরাসী ক্রুসেডার রাজ্যসমূহের কেন্দ্রবিন্দু কান্ট্রি-অব-জেরুজালেমের প্রধান সহায়ক, যিনি রেনাল্ড নামেও সমধিক পরিচিত। সে ছিলো অসামান্য সাহস ও একই সাথে তেমনি লোভ ও সীমাহিন শয়তানী বুদ্ধির অধিকারী। এই ব্যক্তি ঈসায়ী ১১৫১ সালে বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের অর্ন্তগত ক্রুসেডার রাজ্য কান্ট্রি-অব-এন্টিয়কের বিধবা কাউন্ট পত্নীকে বিয়ে করে ক্ষমতায় আসেন। নীতিজ্ঞানহিন এই ব্যক্তি ক্ষমতায় এসেই এন্টিয়কের প্রধান বিশপকে তার সমস্থ সম্পত্তি তার(রেজিন্যাল্ড) হাতে তুলে দেওয়ার আদেশ দেন। বৃদ্ধ বিশপ স্বভাবিক ভাবেই সেই আদেশ অমান্য করেন, রেজিন্যাল্ড তখন স্বমূর্তিতে আবির্ভুত হন- বিশপকে গ্রেফতার করা হয়। বন্দী বিশপের মাথা ন্যাড়া করে কামানো মাথায় মধু ঢেলে প্রখর রোদের মাঝে তাকে এন্টিয়ক দূর্গের ছাদে দাড় করিয়ে রাখা হয়। মধুর ঘ্রাণ পেয়ে আশে পাশের সমস্ত কীট-পতঙ্গ এসে বৃদ্ধ বিশপকে ঘিড়ে ধরে ও মাথায় হামলে পরে। পরেরর দিন সকালে যখন একই ভাবে শাস্তি দেওয়ার পায়তারা চলছিলো তখন বেচারা বৃদ্ধ তার সারা জীবণের সঞ্চয় ও গীর্জার সমস্ত সম্পত্তি রেজিন্যাল্ডের হাতে তুলে দেন। জুলুম করে অর্জিত এই অবৈধ সম্পদ দিয়ে সে আরেকটি কুকর্ম করে- আরও অর্থ লাভের জন্য। সিলিসিয়ার রাজার সহায়তায় সে বায়জন্টাইন সাম্রাজ্যের অর্ন্তগত সাইপ্রাস আক্রমণ করে। এবং

প্রায় অরক্ষিত এই দ্বীপটি সহজেই অধিকার করে নেয়, কান্ডজ্ঞানহিন রেজিন্যাল্ড সাইপ্রাসের প্রত্যেকটা বাড়ী লুন্ঠনের আদেশ দেন, তার আদেশে ৩ সপ্তাহ ধরে সাইপ্রাসের প্রত্যেকটি বাড়ী লুট করা হয়। সাইপ্রাসবাসী প্রতিপদে পদে বাঁধার সৃষ্টি করলে তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা ও ধর্ষণ করা হয়। মাত্র ৩ সপ্তাহের মধ্যে সাইপ্রাসকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। ১১৫৭ সালে রেজিন্যাল্ড যুদ্ধ বিরতি চুক্তি ভঙ্গ করে যাঙ্গী সালতানাতভুক্ত শামে আক্রমণ চালায়। কিন্তু সুলতান নূর -উদ-দ্বীনের কাছে পরাজিত ও বন্দী হয়। সালাহ্-উদ-দ্বীন মিছরের শাসক হওয়ার সময়ও এই শয়তান কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, তখন তারা বন্দী জীবণের ১৪ বছর চলছিলো.................. কান্ট্রি-অব-জেরুজালেমকে এই শয়তানই বুদ্ধি দিয়েছিলো শাম-আরব ও মিছর-শাম এর বাণিজ্য/হাজ্জ্ব কাফেলা চলার পথে দূর্গ নির্মাণ করতে- এতে করে হাজ্জযাত্রীদের মালামালও লুটে নেয়া যাবে আর ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করা যাবে। তার শয়তানী বুদ্ধিতেই শাম ও আরবের বাণিজ্য/হাজ্জ্ব কাফেলা চলাচলের উপরেই নির্মিত হয় ক্রুসেডারদের দুই শক্ত দূর্গ #কারক্

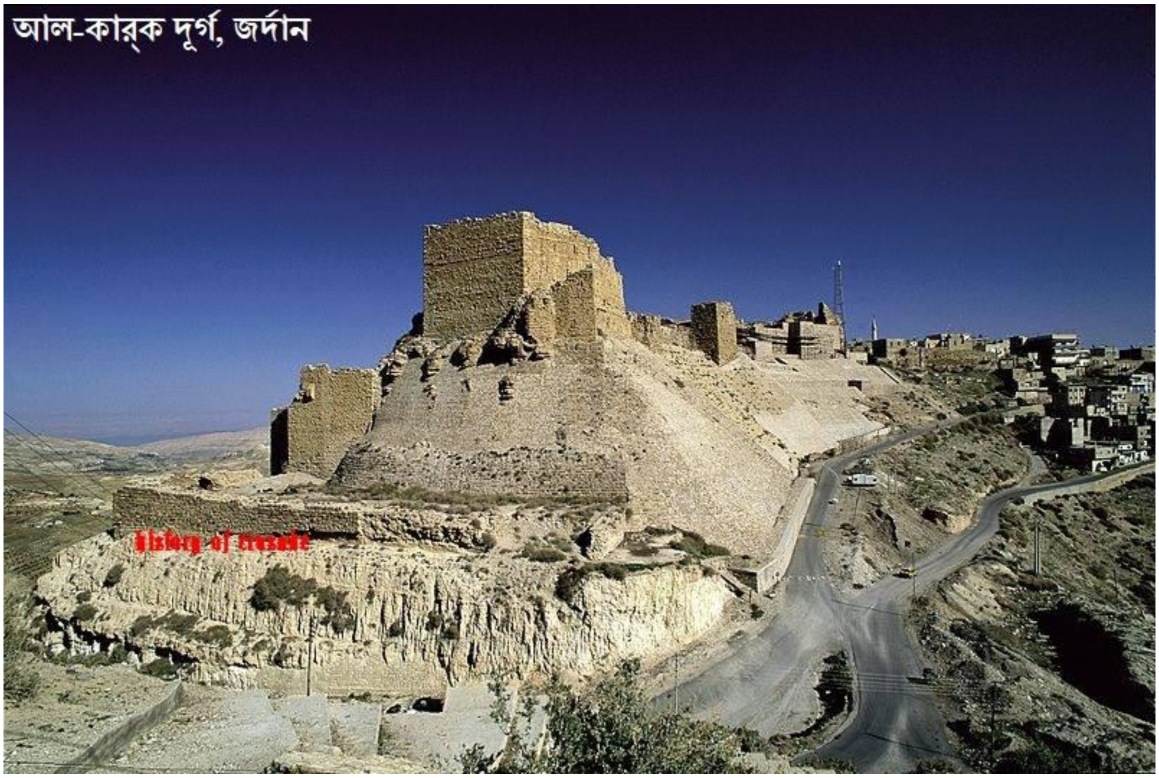

ও #শাওবাক দূর্গ দু'টিই আধুনিক জর্দানে অবস্থিত।

সুলতান নূর-উদ-দ্বীনের দৃষ্টি পরলো এই দূর্গদ্বয়ের উপর- সালাহ্-উদ-দ্বীনকে হুকুম দিলেন প্রস্তুত হওয়ার জন্য, কারণ সুলতান নিজেই আসছেন #কারক ও

#শাওবাক অভিমুখ............

#অবরোধ_প্রত্যাহার (৩য় খন্ডের ৫ম নায়কের ১০ম খন্ড)

আশ্-শাওবাক ও আল-কারক্ ছিলো ক্রুসেডারদের রাজ্যগুলোর মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান কান্ট্রি-অব-জেরুজালেমের ২টি শক্ত ঘাঁটি। দূর্গ দ্বয় কেবলমাত্র শাম থেকে ইয়ামান পর্যন্ত প্রলম্বিত বাণিজ্যপথই নিয়ন্ত্রণ করতো না, বরং একই সাথে এই দূর্গদ্বয় ছিলো মুসলিম জাহান ও খ্রীষ্টান জগতের মাঝে রক্ষাব্যুহ। দূরদর্শী নূর -উদ-দ্বীন মাহ্মূদ জেনে শুনে- বুঝেই এই দূর্গদ্বয়ের পাদদেশে হাজির হলেন ও মিছরে

তার প্রতিনিধি সালাহ্-উদ-দ্বীনকেও ডেকে পাঠালেন। সালাহ্-উদ-দ্বীন তার মুনীব কর্তৃক প্রেরিত ওঘুজ তুর্ক বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন। নূর -উদ-দ্বীন ও সালাহ্-উদ-দ্বীন এই দু'জনের বাহিনী মিলিত হলে মুসলিম বাহিনীর শক্তি আশ্চর্য্য রকমের বৃদ্ধি পায়। এই দু'জন নায়ক প্রথমেই শাওবাককেই তাদের নিশানা বানালেন, শাওবাক ছিলো ক্রুসেডারদের অন্যতম দুর্জয় ঘাঁটি, তাই দুই নায়কের মিলিত শক্তির কাছেও সহযে হার মানলো না শাওবাক!! উলটো কার্কের শক্তি বৃদ্ধি করলো ক্রুসেডারদের দল। নূর-উদ-দ্বীন মাহ্মূহ যাঙ্গী ও সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়ুসূফ এই দু'জন অবরোধ আরও জোরদার করলেন, ঠিক সেই সময়েই খারাপ খবর এলো আল-কাহিরা থেকে............... ক্রুসেডারদের মদদ পুষ্ট হয়ে শী'আরা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে ফাতিমী সাম্রাজ্যের। মিছরের অবস্তা নাজুক, এমন পরিস্থিতিতে মিছরে না গেলে/কালেক্ষেপণ করলে মিছর হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান আলী-ইবনে-সাফ্ওয়ান দ্রুত সালাহ্-উদ-দ্বীনকে মিছরে আসার অনুরোধ জানিয়েছেন।তাই আর কাল বিলম্ব না করে নূর -উদ-দ্বীনকে জানিয়েই সোজা রওয়ানা হয়ে গেলেন মিছরের উদ্দেশ্যে। কিন্তু নূর -উদ-দ্বীন এতে ক্রুদ্ধ হলেন, কারণ সালাহ্-উদ-দ্বীন তারই কর্মচারী হয়ে তারই অনুমতিটুকু পর্যন্ত প্রার্থনা করেননি!!! ইবনূল আসীরের মতে- নূর-উদ-দ্বীন এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেনঃ "সালাহ্-উদ-দ্বীন এমন আচরণ করছে যেন সে মিছরের সুলতান"! কিন্তু সেই মুহুর্তেই মিছরে না পৌছালে সমূহ সর্বনাশ হতো!! নূর-উদ-দ্বীন একাই অবরোধ করে রাখলেন শাওবাক, ওদিকে চক্রান্তকারী ফাতিমীদের শায়েস্তা করে মিছরে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন সালাহ্-উদ-দ্বীন। কিন্তু দুঃসংবাদ এবার এলো দক্ষিণ থেকে.........

#১১৭৩(৩য় খন্ডের ৫ম নায়কের ১১শ পর্ব)

সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়ুসূফ আলী-ইবনে-সাফ্ওয়ানের খবরে মিছর পৌছানোর পরই সব ঠিক হয়ে যায়, ফাতিমীরা সব চুপ করে যায়। কিন্তু দূরদর্শি সালাহ্ উস্কানীদাতা

ও দোষীদের খুঁজে বেড় করে শাস্তি দেন- ফলে মিছরের পরিস্থিতি শান্ত হয়ে অথে। কিন্তু এবারে দুঃসংবাদ আসে দক্ষিণের নুবিয়া থেকে, কিছু আর্মেনীয় উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও উস্কানীতে নুবিয়ার খ্রীষ্টানরা তৎকালীন মিছরের সর্বদক্ষিণের শহর #আসওয়ান আক্রমণ করে বসে।

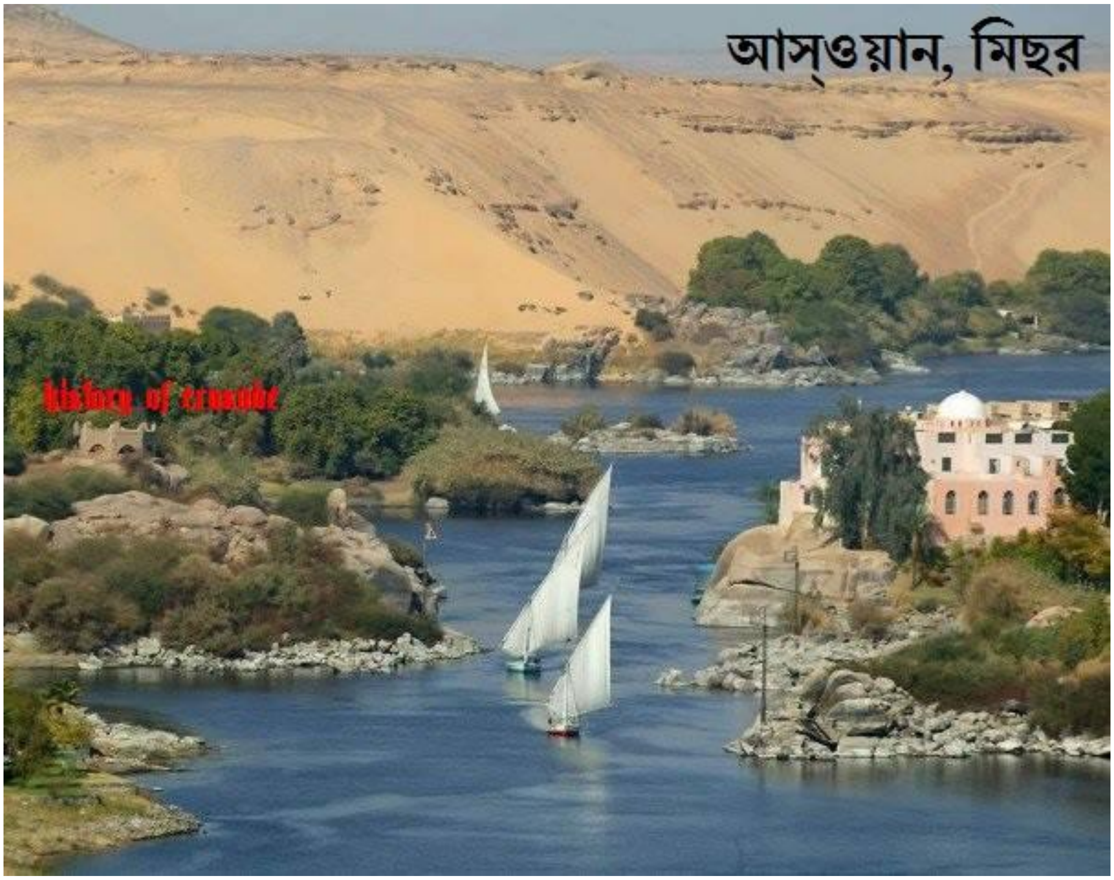

আস্ওয়ানের আমীর পত্র মারফত সালাহ্-উদ-দ্বীনের সাহায্য কামনা করেন। সালাহ্-উদ-দ্বীন নুবিয়ার খ্রীষ্টানদের এই আক্রমণকে গুরুত্বের সাথে নেন ও তার ছোটভাই তুরান শাহ্‌কে সসৈন্যে আস্ওয়ানে প্রেরণ করেন। তুরান শাহ্ খুবই যোগ্য ও তৎপর ১জন ব্যক্তি ছিলেন, তুরান শাহ্'র আস্ওয়ান আগমনের সংবাদেই খ্রীষ্টানরা পালিয়ে গেলো। তুরান শাহ্ আল-কাহিরা আসা মাত্রই #নুবিয়ান

বাহিনী আবার আস্ওয়ান আক্রমণ করলো, এবারে ক্রুদ্ধ তুরান শাহ্ আবার অগ্রসর হলেন ও ঈসায়ী ১১৭৩ সালে নুবিয়ার #ইবরীম(বর্তমান মিছরের কাস্র ইব্রীম) অধিকার করে নেন।

দূরদর্শি সালাহ্-উদ-দ্বীন জানতেন তার মুনীব নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গী তার উপরে ক্ষীপ্ত, তাই তিনি ইব্রীম বিজয়ের সংবাদ ও ৬০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা করসরুপ পাঠান তার বন্ধু ও শিক্ষকের মারফত। সেই সাথে ছিলো মিছরে তৈরী নানান বাহারী পণ্য, অলংকার ও ১টি#আফরিকান_হাতী।

সুলতান নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গী সুগঠিত দেহের বিশ্বের বৃহত্তম এই স্থলচর প্রাণী দেখে খুবই খুশী হন। কারণ কেবল জাঝিরা বা শাম কেন - গোটা পশ্চিম এশিয়াতেও হাতী ছিলো না। দূরদর্শি সালাহ্-উদ-দ্বীন গাজাহ্ ও শাওবাকে ব্যর্থ হলেও তিনি ক্রুসেডারদের এত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র ছিলেন না। সালাহ্-উদ-দ্বীনের বুদ্ধির সিকিভাগও ক্রুসেডারদের ছিলো না, তিনি ভাবলেনঃ গাজাহ্ ও মরুদূর্গ শাওবাকে পরাজিত হয়েছেন তো কি হয়েছে? অন্যভাবে ক্রুসেডারদের দুর্বল করতে হবে। সেই লক্ষ্যে তিনি এমন ১ আজব অথচ ফলদায়ক কাজ করলেন যে- ক্রুসেডাররা হতবাক হয়ে গেলো। দূরদর্শি সালাহ্-উদ-দ্বীন ক্রসেডারদের রাজ্যের ভেতর হানা দিয়ে #শামী_বেদুঈনদের

তাড়িয়ে নিজ রাজ্যে নিয়ে এলেন। সালাহ্-উদ-দ্বীনের উদ্দেশ্য ছিলো- যাতে ফ্রাঙ্করা এই দুর্ধর্ষ বেদুঈন জাতীকে কোন ভাবেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে না পারে। তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হলো, ওদিকে দুঃসংবাদ পেলেন বা'লাবাক থেকে। তার পিতা নাজ্মুদ-দ্বীন আইয়্যুব ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে ৩১শে জুলাই ১১৭৩ সালে মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছেন! সালাহ্-উদ-দ্বীন ভীষণ চিন্তিত হয়ে পরলেন, কারণ-

#সৌভাগ্যের_ঈগলঃ (৩য় খন্ডের ৫ম নায়কের ১৩শ পর্ব)

সুলতান নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গী(রহঃ)এর ইন্তেকালের সংবাদ শোনার পর ঈসায়ী ১১৭৪ সালেই মিছরের শাসনকর্তা সালাহ্-উদ-দ্বীন "আল-মালিক আন্-নাছির সালাহ্-

উদ-দ্বীন ইয়ুসূফ শাহ্-ইবনে-আইয়ুব" উপাধী ধারণ করে মিছরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সালাহ্-উদ-দ্বীনের স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গী কর্তৃক প্রেরিত ওঘুজ তুর্ক সৈন্যদের মাঝে অস্থিরতা দেখা দেয়, পরবর্তীতে সালাহ্-উদ-দ্বীনকে যেই চরম সৈন্য সল্পতার মুখোমুখী হতে হয়- তার মূল কারণ- তার নিজেরই এই স্বাধীনতা ঘোষণা। এছাড়াও সালাহ্-উদ-দ্বীনের এই স্বাধীনতা ঘোষণা ছিলো ২ মহাদেশ আফরিকা ও এশিয়াব্যপি বিস্তৃত যাঙ্গী সালতানাতের ১ম নজীর, তখনও জাঝিরা বা শামে কেউই বিদ্রোহ করেনি। এই স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে মুসলিম উম্মাহ্'র মাঝে ভাঙন দেখা দেয় ও প্রত্যেকেই সালাহ্-উদ-দ্বীনের পথ অনুসরণ করতে প্ররোচিত হয়। অথচ তখন যদি সুলতান ইয়ুসূফ স্বাধীনতা ঘোষণা না করতেন তাঁহলে মুসলিমদের ঐক্য বজায় থাকতো, তিনি আল-মালিক-উস-সালিহ্ ইসমাঈলের অভিভাবক হিসাবেই যাঙ্গী সালতানাতের নেতৃত্ব দিতে পারতেন ও ক্রুসেডারদের লেভান্ট থেকে বিতাড়িত করা যেতো। যা হোক, সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্'র রাজত্ব দু'টি কারণে বিশেষত্ব পূর্ণঃ ১/ মুসলিম শাসকদের মাঝে তিনিই ১ম তার সকল #মুদ্রায়

#নিজের_প্রতিকৃতি

অঙ্কন করান ও ২/ মুসলিম শাসকদের মাঝে তিনিই ১ম কোন প্রকারের পশু-পাখীকে কুল চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করেন ও পতাকায় পশু -পাখীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করান। ১ম ব্যাপারটির কারণ ছিলোঃ ক্রুসেডার রাজ্যসমূহের সমস্থ রাজাদের বৈশিষ্ট ছিলো মুদ্রায় তাদের প্রতিকৃতি অঙ্কন, সালাহ্-উদ-দ্বীন তাদের অনুসরণ করেন মাত্র। ২য় ব্যাপারটির কারণ ছিলোঃ কুর্দীরা ঈগল পাখীকে তাদের সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করতো তাই তিনি তার কুলচিহ্ন রুপে #ঈগল_পাখীকে গ্রহণ করেন।

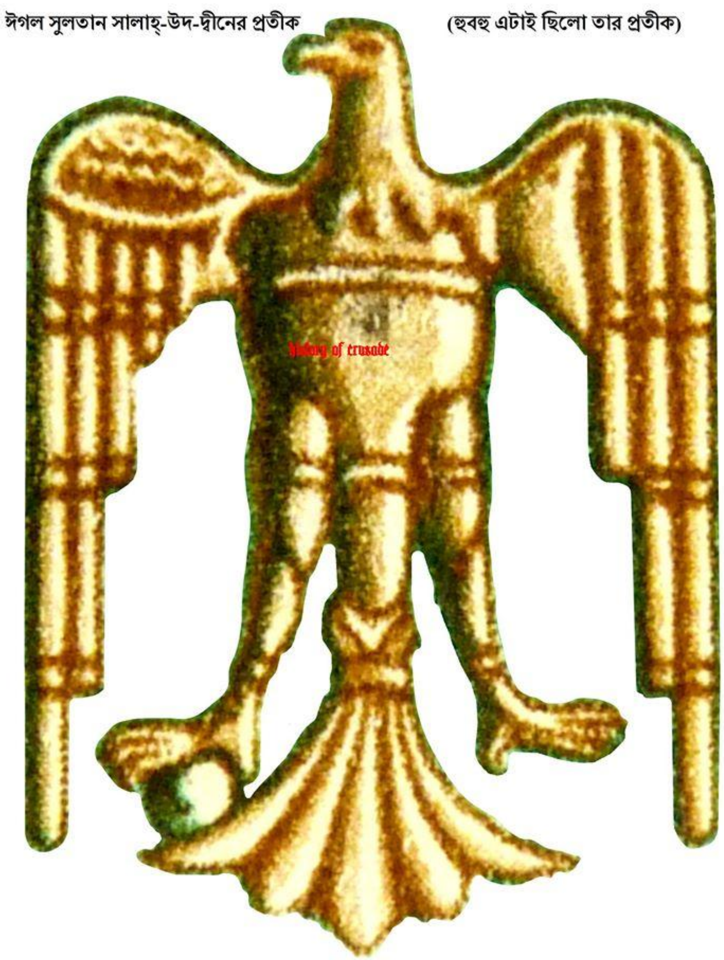
ঈগল সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের প্রতীক
(হুবহু এটাই ছিলো তার প্রতীক)
History of crusade

এবং তার #পতাকায়ও

তার নির্মিত আল-কাহিরা(কায়রো) [#নগরদূর্গের_দেওয়ালে তা] খোদিত করান।

অথচ মুসলিমদের মাঝে ১ম কুলচিহ্ন ব্যবহার করেন দুই জ্যোতীর অধিকারী বিশাল সাম্রাজ্যের বিজেতা ধনী উছমান-ইবনে-আফফান(রাঃ), উনিই ১ম কুলচিহ্ন রুপে চাঁদ-তারাকে ব্যবহার করেন। যাইহোক সালাহ্-উদ-দ্বীন আরব জাতীয়তাবাদীদের কাছে ১জন পরম পূজনীয় ব্যক্তি ও খ্রীষ্টানদের পরে তারাই তাকে অতিরঞ্জিত করে বর্হিবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই আরব জাতীয়তাবাদীরাই তাদের জাতীয় প্রতীকরুপে সালাহ্-উদ-দ্বীনের এই ঈগলকে গ্রহণ করেছে। বর্তমানে#মিছর,

#সিরিয়া,

#ইয়ামান

ও #ফিলিস্তীনের

জাতীয় প্রতীক সালাহ্-উদ-দ্বীনের এই ঈগল পাখী। কিছুদিন আগেও #লিবিয়া

ও #ইরাকের

জাতীয় প্রতীক ছিলো সালাহ্-উদ-দ্বীনের এই ঈগল! এই প্রত্যেকটি দেশই ছিলো সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের অধিকারভুক্ত,এবং এই প্রত্যেকটি দেশেই আরব জাতীয়তাবাদ খুবই তুঙ্গে। বর্তমানে এসব দেশগুলোতে #এই_ঈগল

যুক্ত ডাকটিকেট আজও ব্যবহৃত হয় ও স্মরণ করিয়ে দেয় সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের ঘটনা!

"সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়ুসূফ সম্পর্কিত তথ্যসূত্র"

১/ ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবা আনবা আয্-জামানঃ শামস-উদ-দ্বীন আবুল আব্বাস আহ্মাদ-ইবন-মুহাম্মাদ-ইবনে-খাল্লিকান,
Translated by Reynold A. Nicholson as "Deaths of Eminent Men and History of the Sons of the Epoch"

2. An-Nawadirus Sultania Wal-Mahasinal Yusufia: Baha-ud-Din Yusuf-Ibn-Rafi-Ibn-Saddad, Translated by Josephly Virtues as "The Rare and Excellent History of Saladin", 2002.

3. The Life of Saladin: Bohadin, published by Schultens in 1732 in Leiden.

4. The Kurds: a concise handbook, by R. Izady, Mehrdad (1991).

5. Al-Kamil Fit Tarikh: Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ash-Shaybani (Ibnul Asir), Translated as "The Complete History".

6. The Fatimids: Abbas Hamadani, P.P.House, karachi 1962,

7.আস্-সিলূক লিমি'রিফাত দিওয়াল মূলক্ঃ তাকী-উদ-দ্বীন আবুল আব্বাস আহ্মাদ-ইবনে-আলী-ইবনে-আবদুল কাদির-ইবনে-মুহাম্মাদ আল-মাকরিযী

সুলতান হিসাবে সালাহ্-উদ-দ্বীন

History of Crusade·Friday, 2 September 2016

#ঝড়ের_পূর্বাভাষ

(৪র্থ খন্ডের ১ম পর্ব)

সুলতান নূর-উদ-দ্বীনের বিনা অনুমতিতে তারই ওয়ালী (তৎকালে গভর্নরকে ওয়ালী বলা হতো) সালাহ্-উদ-দ্বীনের একের পর এক অভিযানে নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গী ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠেন, তার এই রাগ সালাহ্-উদ-দ্বীন কর্তৃক বিপুল অর্থ ও হাতী দেওয়ার পরও পুরোপুরি যায়নি। সালাহ্-উদ-দ্বীনের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও হাতী পাওয়ার পর সুলতান নূর-উদ-দ্বীন ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হয়। সুলতান তখন পত্র মারফৎ তার প্রেরিত ওঘুজ তুর্ক বাহিনীকে ডেকে পাঠান - কিন্তু সালাহ্-উদ-দ্বীন সেই ওঘুজ বাহিনীকে পাঠাননি। এতে করে সুলতান সালাহ্ -উদ-দ্বীনকে বিদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত করেন, কিন্তু বা'লাবাকের কিলাদার সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফের পিতা নাজ্মুদ দ্বীন আইয়্যূবের কারণে নূর কোন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। কারণ তার এই কিলাদার(দূর্গাধক্ষ্য) ছিলো তার অত্যন্ত বিশ্বস্থ ও প্রিয়পাত্র, তার ভাই আসাদ-উদ-দ্বীন শের-ই-কোহ্-ও তাই ছিলেন। এদের কারণে নূর-উদ-দ্বীন কোন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। কিন্তু অবস্থা বদলে যায় নাজমুদ দ্বীন আইয়্যূবের ইন্তেকালে, বা'লাবাকের কিলাদার নিমকহালাল এই সেনাপতি ৩১শে জুলাই ১১৭৩ সালে ঘোড়া থেকে পরে মারাত্মক আহত হন ও ৯ দিন ধরে অসহ্য যন্ত্রনা সহ্য করার পর ৯ই আগষ্ট ১১৭৩ সালে ইন্তেকাল করেন। সুলতান নূর-উদ-দ্বীন মাহ্মূদ তখন দিয়ার-ই-বাক্র, মাওসিল ও জাঝিরা থেকে তার সৈন্যদের ডেকে পাঠান সালাহ্-উদ-দ্বীনকে উৎখাত করার জন্য(ইবনুল কালানিসী'র বিবরণী)। কিন্তু সমস্ত সৈন্য দামেশ্কে এসে পৌছানোর আগেই যাঙ্গী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ১৫ই

মে ১১৭৪ সালে ইন্তেকাল করেন। সালাহ্-উদ-দ্বীন তখন মিছরের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, আর উনার এই স্বাধীনতা ঘোষনার মাধ্যমেই যাঙ্গী সালতানাত দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়-প্রত্যেক ওয়ালী-ই স্বাধীনতা জন্য লালায়িত হয়ে পরে। একাদশ বর্ষিয় নূর তনয় ইসমাঈল সিংহাসনে আরোহণ করলে তার মাতুলকুল বূরী ও হালাবের ওয়ালীরা প্রত্যেকেই নাবালেগ সুলতানের অভিভাবত্বের দাবী জানান। ওদিকে আবার মাওসিলের যাঙ্গীরাও ইসমাঈলের অভিভাবত্বের দাবী জানান। সালাহ্-উদ-দ্বীনও নিজেকে ইসমাঈলের অভিভাবক রুপে দাবী করেন। এভাবেই যাঙ্গী সালতানাত গৃহযুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে কেউ-ই ইসমাঈলের বন্ধু ছিলো না, এরা প্রত্যেকেই চাইতো অভিভাবত্বের নামে শামের শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করতে। সালাহ্-উদ-দ্বীন বাবার কবর জিয়ারত করার(প্রকৃতপক্ষে শাম অধিকার) নামে বিশাল বাহিনী নিয়ে বা'লাবাক অভিমুখে অগ্রসর হন, হালাবের গুমাস্তগীন ও দামেশ্কের বূ'রী আমীর ইসমাঈলের অভিভাবত্বের দাবীতে পরস্পর যুদ্ধের সন্নিকটে চলে এলে চতুর ইসমাঈল বাপ-দাদার রাজধানী হালাবে পালিয়ে চলে আসেন। ওদিকে আবার সালাহ্-উদ-দ্বীনের বীর ভাই তুরান শাহ্ দক্ষিণে চলেছেন হিজাঝ দখলের জন্য। মাওসিলের যাঙ্গীরা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, তবে কি যাঙ্গী সালতানাতের ভাগ্যাকাশে এটা ঝড়ের পূর্বাভাষ?

#বিজয়াভিযান (৪র্থ খন্ডের ২য় পর্ব)

ঈসায়ী ১১৭৪ সাল, সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্'র সিংহাসনে আরোহণের ১ম বছর বাবার কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে(মূলত শাম অধিকারের জন্য) সসৈন্যে বা'লাবাক অভিমুখে অগ্রসর হন। এবং মরহুম নাজমুদ দ্বীন আইয়্যূবের কবর জিয়ারতের পূর্বেই বিনা বাধায় বা'লাবাক অধিকার করে নেন। যাঙ্গী সৈন্যরা কোন বাধা দেয়নি ও বা'লাবাক রক্ষার জন্য ইসমাঈল পর্যাপ্ত সৈন্যও রাখেননি, কারণ তিনি ভাবতে পারেননি যে সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ বা'লাবাক অধিকার করে নেবেন। বা'লাবাক অধিকারের পর সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ যাঙ্গী সুলতান ইসমাঈলকে পত্র মারফত

জানান "আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে আমার তরবারী চমকাবে" এবং তিনি একই সাথে সুলতান নূর-উদ-দ্বীন মাহ্‌মূদের ইন্তেকালকে ভূমিকম্পতুল্য কঠিন শোক আখ্যা দিয়ে সমবেদনাও জানান। কিন্তু সেই একই সময়ে আইয়্যূবী বাহিনী যাঙ্গী সালতানাতভুক্ত বিশাল এক অঞ্চল অধিকার করে নিচ্ছে। সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্'র যোগ্য ও দুর্ধর্ষতম ভাই তুরান শাহ্ যাঙ্গী সালতানাতভুক্ত আল-হিজাঝ অধিকার করে আরও দক্ষিণে এগিয়ে চলেন ও একে একে#যাবিয়া

ও রাজধানী#তাইজ

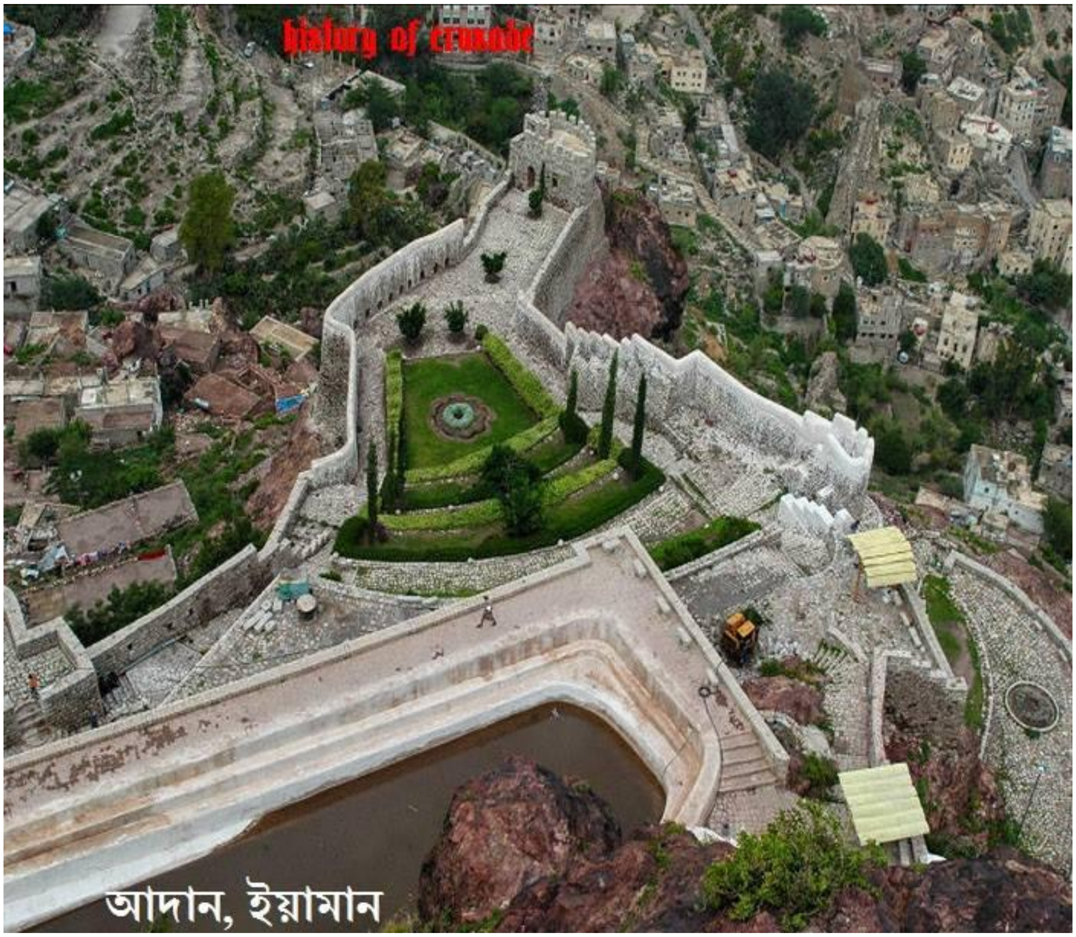

অধিকারের মাধ্যমে খারিজী শাসনভুক্ত ইয়ামান অধিকার করে নেন। এখানেই থামলেন না দুর্ধর্ষ ক্ষীপ্র তুরান শাহ্, তিনি আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে শী'আ বানু কানেমের শাসনভুক্ত #আদান অধিকার করে নেন।

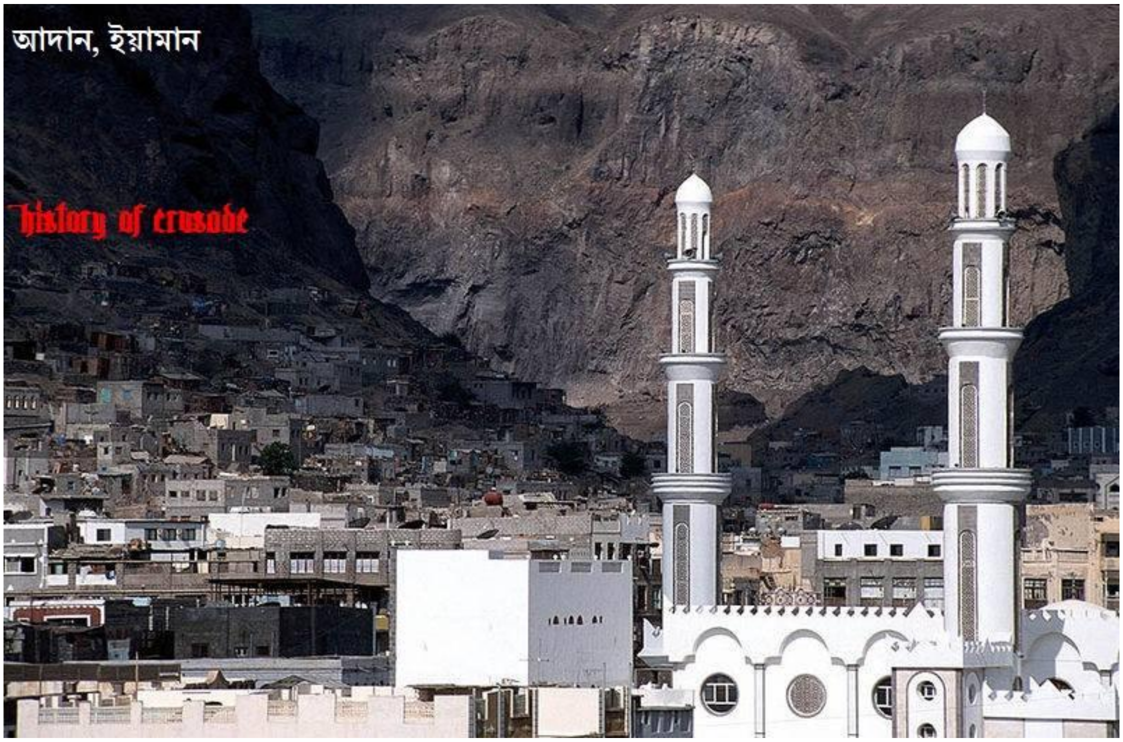

সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্'র এই দুর্মদ বিজয়াভিযান শুধু দক্ষিণেই নয়, দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চললো পশ্চিমেও। সুলতানের আরেক সেনাপতি শরাফ-উদ-দ্বীন কারাকুশ ১১৭৪ সালেই অধিকার করে নেন বারক্বাহ্(সাইরেনিকা) ফাতিমীরা শেষদিকে এতোই দুর্বল হয়ে পরে যে আজ ফারাও সেমেরখেটের আমল থেকে আজ (১১৭৪ ঈঃ) ৬,০০০ বছর ধরে মিছরের খাছ অংশ সাইরেনিকাও ফাতিমীদের হস্তচ্যুত হয়ে যায়। এখানেই থেমে থাকেননি কারাকুশ তিনি দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেন আরও পশ্চিমে এবং অধিকার করে নেন তারাবুলুস(ত্রিপোলীতানিয়া)-ঈসায়ী ১১৭৫ সালে। এভাবেই #আইয়ূ্যবী_সালতানাত মাত্র ১ বছরেই দ্বিগুণ আকার ধারণ করে।

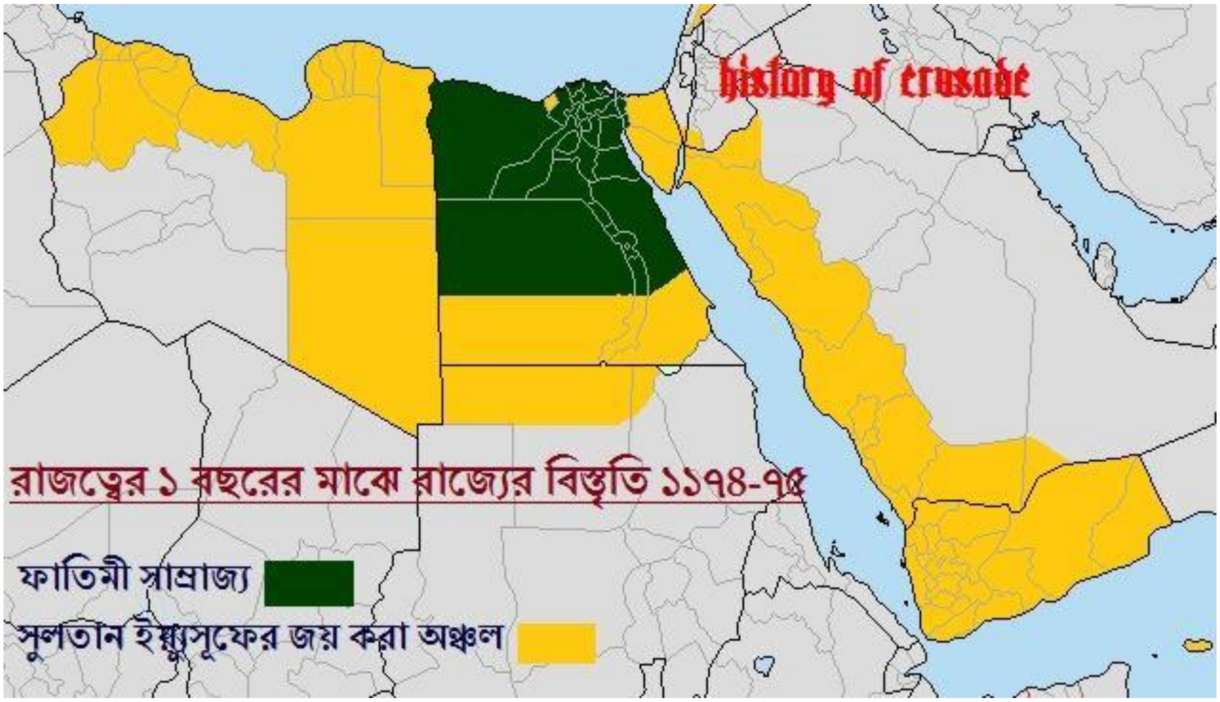

উল্লেখ্য যে- সাইরেনিকা, তারাবুলিসি তানইয়া, ইয়ামান ও আদান এই ৪টি- ছিলো খারিজী ও শী'আদের শাসনভুক্ত তাই এগুলো কেবল রাজ্যজয়ই ছিলো না, বরং তা ছিলো বৈধ জিহাদ। যাইহোক ১টি কথা না বললেই নয়- সুবিখ্যাত ক্রুসেড সিরিজে তাদের মহাঅজ্ঞতার কারণেই তাকী-উদ-দ্বীনকে সালাহ্-উদ-দ্বীনের ভাই হিসাবে দেখানো হয়েছে ও কল্পনার ফানুস উড়িয়ে বলা হয়েছে উনি নাকি সুদান আক্রমণ করতে যেয়ে বিপদে পরেছিলেন, তাকে অপদার্থ ও অহংকারী হিসাবে দেখানো হয়েছে!! প্রকৃতপক্ষে আল-মুজাফ্ফার তাকী-উদ-দ্বীন উমার সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের ভাই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন সালাহ্-উদ-দ্বীনের ভাতিজা, অর্থাৎ তিনি ছিলেন সুলতানের ছোটভাই নূর-উদ-দ্বীন শাহানশাহ্র পুত্র, গল্প মানেই মিথ্যা-বানোয়াট এখানে মিথ্যা বানাতে বানাতে ভাতিজাকে ভাই বানিয়ে দেওয়া হয়েছে! আরেকটি ব্যাপার- তখন সূদান বলে কোন দেশ ছিলো না, সূদানী বলেও কিছু ছিলো না- ছিলো নুবিয়া ও নুবিয়ান। আর তাকী-উদ-দ্বীন কস্মিনকালেও সূদান/নুবিয়া আক্রমণ করতে যেয়ে ব্যর্থ হননি, বরং নুবিয়া আক্রমণ করেছিলেন সুলতানের ভাই দুর্ধর্ষ তুরান শাহ্- রণাঙ্গনে যিনি ছিলেন অজেয় এবং নুবিয়ানরা আস্ওয়ান

আক্রমণ করলে তিনি অগ্রসর হন ও তুরান শাহ্ সসৈন্যে অগ্রসর হলে নুবিয়ানরা ভয়েই পালিয়ে যায়। আর এরপর তুরান শাহ্ ফিরে গেলে তারা আবার মিছর আক্রমণ করলে তুরান শাহ্ প্রতিশোধ সরুপ উত্তর নুবিয়া অধিকার করে নেন, যার বর্ণনা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। আর গল্পই বলুন, সিনেমাই বলুন আর উইকিপিডিয়াই বলুন- কেউই সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্‌কে মূল্যায়ণ করেননি - তার সব চাইতে বড় কীর্তি রাজ্য বিস্তারের সাফল্য নিয়ে। "ঐতিহাসিক উপন্যাস" নামে আখ্যায়িত গল্পের বইয়ের পাঠকরা মানতে না পারলেও এটাই সত্যি যে- সামরিক দিক থেকে সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্'র চাইতেও কৃতিত্ব বেশি বাইবার্সের। এটার মতো এটাও আরেকটা সত্য যে- রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে বাইবার্সের চাইতে সালাহ্-উদ-দ্বীনের কৃতিত্ব বেশি। কারণ তিনি গোটা মিছরও হাতে পাননি, কিন্তু অধিকার করেছিলেন এর চাইতেও কয়েকগুণ বেশি ভূখন্ড। অনেকেই চায় মুসলিমদের কৃতিত্ব খাটো করে দেখাতে, আর এটা যারা চায় তারাই সর্বদা গাযী সালাহ্-উদ-দ্বীনের বিশাল সালতানাতকে ছোট করে দেখায়। তার ১টা জলজ্যন্ত প্রমাণ সুবিখ্যাত উইকিপিডিয়া থেকেই দেওয়া হলঃএই #স্ক্রীণ_শর্টে দেখুনঃ

Today part of
Egypt
Iraq
Israel
Jordan
Lebanon
Libya
Palestine
Saudi Arabia
Sudan
Syria
Tunisia
Turkey
Yemen

[a]For details of the languages spoken by the Ayyubid rulers and their subjects, see Religion, ethnicity and language below.
[b]A branch of the Ayyubid dynasty ruled Hisn Kayfa until the early 16th century.
[c]The total population of the Ayyubid territories is unknown. This population figure only includes Egypt, Syria, Upper Mesopotamia, Palestine and Transjordan. Other Ayyubid territories, including Yemen, the Hejaz, Nubia and Cyrenaica are not included.

এতে সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্'র রাজ্য বর্তমান কোন কোন দেশ সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিলো তা দেওয়া আছে। আমার চিহ্নিত করা দুটি দেশ দেখুনঃ এই তালিকায় সুদান ও তিউনিসিয়ার নাম আছে, কিন্তু একই উইকিপিডিয়ার [#মানচিত্রে]

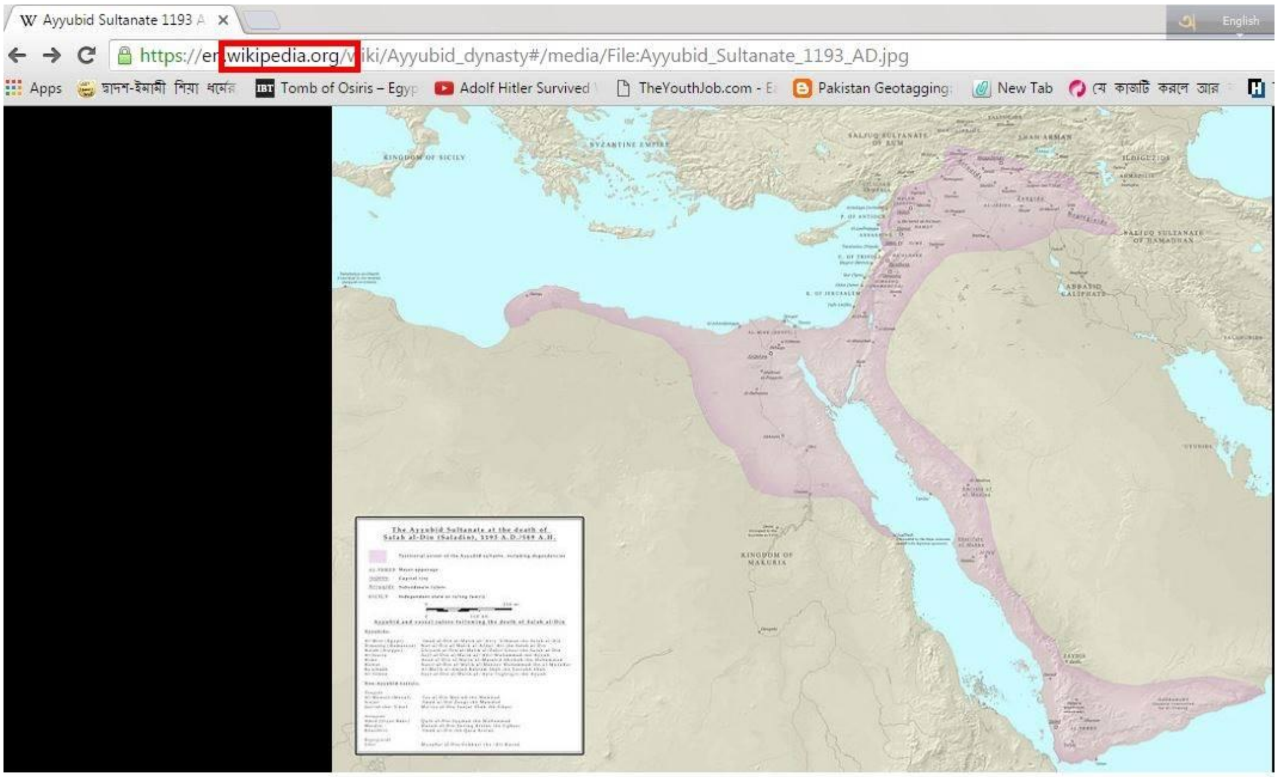

Location of Ayyubid

দেখুন- এখানে গোটা মিছরের ভূখন্ডও দেখানো হয়নি! আর তিউনিস(তিউনিসিয়া) তো দূরে থাক, লিবিয়ার গোটা উপকূলও দেখানো হয়নি! এই হচ্ছে ইসলামের দুশমনদের ন্যায়বিচার। তবে আমরা যেই মানচিত্র দিয়েছি এটাই সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্'র রেখে যাওয়া রাজ্য নয়, যথাসময়ে সেই মানচিত্র প্রকাশ করা হবে ও সুলতান ইয়ুসূফের রাজ্য নিয়ে ইসলামের দুশমনরা যেই যোচ্চুরী করেছে তাও প্রমাণ করেই দেওয়া হবে ইনশা আল্লাহ্।

#দামেশ্ক_বিজয় (৪র্থ খন্ডের ৩য় পর্ব)

ফিরে দেখাঃ সুলতান নূর-উদ-দ্বীন মাহ্‌মূদ যাঙ্গীর ইন্তেকালের পর তার একাদশ বর্ষিয় পুত্র আল-মালিক-উস-সালিহ্‌ ইসমাঈল সিংহাসনে আরোহণ করেন। এতে যাঙ্গী আমীরদের মাঝে নাবালেগ সুলতানের অভিভাবকত্ব নিয়ে বিরোধের সূচনা হয়। সবাই চাইতেন ইসমাঈলের অভিভাবক হতে, কারণ এতে করে তার নাবালেগত্বের সুযোগে স্বাধীনভাবে রাজ্য চালানো যাবে। হালাবের যাঙ্গী ও দামেশ্‌কের বূরী আমীরের মাঝে অভিভাবকত্ব নিয়ে দ্বন্দ যুদ্ধের দিকে মোড় নিলে সুলতান ইসমাঈল দুঃসাহসিকতার সাথে দামেশ্‌ক থেকে পালিয়ে তার চাচা হালাবের আমীরের কাছে আশ্রয় নেন। এতে রাগে অগ্নিশর্ম হয়ে ওঠেন দামেশকের আমীর সুলতানের মামা। এমতাবস্থায় মাওসিলের আমীর ও মিছরের সুলতানও ইসমাঈলের অভিভাবত্বের দাবী করেন। এমনই দুর্যোগকালে সুলতান ইয়ুসূফ আবার কবর জিয়ারতের নাম করে বা'লাবাক অভিমুখে অগ্রসর হন ও বা'লাবাক অধিকার করে নেন। একই সময় সুলতান ইয়ুসূফের সেনাপতি ও ভাই তুরান শাহ্‌ যাঙ্গী সালতানাতভুক্ত হিজাঝ অধিকার করে নেন।তারপরঃ ওদিকে ইসমাঈলের হালাব পৌছানোর পর তার পিতা নূর-উদ-দ্বীনের বহুদিনের বিশ্বস্থ সাথী তুর্কী সৈন্যাধক্ষ গুমাস্তগীন হালাবের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন ও নিজেকে সুলতানের অভিভাবক হিসাবে ঘোষণা করেন। সেই সাথে শাম ও জাঝিরা'র বিদ্রোহীদের দমন করতেও সচেষ্ঠ হন। এতে দামেশকের বূ'রী আমীর গুমাস্তগীনের চাচাতো ভাই মাওসিলের আমীর সাইফ-উদ-দ্বীনের কাছে গুমাস্তগীনকে শায়েস্তা করার অনুরোধ করেন। কিন্তু সাইফ-উদ-দ্বীন তা প্রত্যাখ্যা করেন ও শামের নাগরিকদের সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্'র কাছে বূ'রীদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য অনুরোধ করতে বলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্‌ আল-কারক্‌ পেরিয়ে #আল_বুছরাহ্‌তে

৭,০০ #বর্শাধারী সৈন্যসহ হাজির হন।

আইয়ূবী বর্শাধারী অশ্বারোহী

সেখানে আমীর, সৈন্য ও দুর্ধর্ষ #বেদুঈনরা সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্'র আহবানে সাড়া দিয়ে সমাবেত হয়।

এই সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ ২৩শে নভেম্বর ১১৭৪ সালে #দামেশক_দূর্গ অবরোধ করেন

ও কিলাদার(দূর্গাধক্ষ্য) রাইহানকে আত্নসমর্পণের নির্দেশ দেন। কিন্তু রাইহান সেই আত্নসমর্পণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ও শক্তহাতে দূর্গ আগলে রাখেন। কিন্তু তখন ১জনের আগমন-ই দামেশকের পতন ঘনিয়ে আনলো। তার নাম তুঘতাকীন, ইনি আরই কেউই নন বরং সুলতান ইয়্যূসূফ শাহ্'র আপন ভাই ও সমস্ত ভাইদের মাঝে ছোট। তবে বীরত্বে তুঘতাকীন ছিলেন সবার চাইতে বড়। দুর্ধর্ষ তুঘতাকীন কুর্দীদের ১ বাহিনী নিয়ে দামেশক অবরোধ করলেন ও মাত্র ৪ দিনের সংক্ষিপ্ত অবরোধের পর দামেশ্কের পতন ঘটলো। দামেশ্কসহ গোটা দক্ষিণ শাম আইয়ূ্যবী সালতানাতভুক্ত হলো। সুলতান ইয়্যূসূফ শাহ্ সুলতান ইসমাঈলকে তার পিতৃ রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানালেন...............

#বিজয়াভিযান (৪র্থ খন্ডের ৪র্থ পর্ব)

সুলতান নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গী'র ইন্তেকালের পর যাঙ্গী সালতানাত জুড়ে ক্ষমতার যে লড়াই শুরু হয় তার সুযোগে ক্রুসেডাররা নূরের কষ্ঠার্জিত বানীইয়াস দূর্গ

ক্রুসেডারদের দখল চলে যায়। এই দূর্গ(বর্তমান ইসরাঈলের গোলান মালভূমিতে অবস্থিত) ১১৫৯ সালে মহান নূর-উদ-দ্বীন মাহ্মূদ যাঙ্গী ক্রুসেডারদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্ এখন চলেছেন শাম বিজয়ের জন্যে। তিনি যাঙ্গী রাজধানী দামেশ্ক অধিকারের পর সুলতান ইসমাঈলকে আমন্ত্রণ জানালেও মাওসিল ও হালাবে অবস্থানরত সুলতানের চাচারা তাকে নিষেধ করেন এবং বলেনঃ "তুমি না যাওয়ার পরও যদি সে তোমার রাজ্যে হামলা চালানো বন্ধ না করে তবে বুঝবে সে বিশ্বাসঘাতক, তুমি না যেয়েই ভালো করেছো। আর যদি সে তোমার না যাওয়ার সিদ্ধান্তে তার অবৈধ অভিযান বন্ধ রাখে, তবে ভাববে সে অনুগত- তখন দামেশ্ক ফিরে যেও"। ইসমাঈল তাই তার দাদার(ইমাদ-উদ-দ্বীন) রাজধানী#হালাব ছেড়ে বের হলেন না।

ওদিকে ইসমাঈলের না আসার সংবাদ শোনার পরও সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্ শামে তার অভিযান চালিয়ে গেলেন। তিনি ক্রমশ উত্তরে এগিয়ে চললেন,যাঙ্গী আমীরেরা হালাবে একত্রিত হলো- সুলতান ইসমাঈলকে বাঁচানোর জন্য;কারণ হালাবও ছিলো উত্তরে। হালাবের আমীর গুমাস্তগীন সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্'র বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠা জনগণের অন্তরের দাবানলে ঘৃতাহুতি দিলেন। সে বলে বেড়ালো "এই সালাহ্-উদ-দ্বীন-ই কি তার বাবার সামনে মিছরে ২য় বার যাওয়ার সময় নিজেকে নূর-উদ-দ্বীনের দাস বলেননি?তিনি কি আজীবণের জন্য যাঙ্গীদের আনুগত্য করার শপথ নেননি?এমনকি মিছরের ওয়ালী হওয়ার পরও কি আজীবণ যাঙ্গীদের পক্ষে থাকার ঘোষণা করেননি?তাঁহলে আজ কেন এই যুদ্ধাভিযান?সালাহ্-উদ-দ্বীন বিশ্বাসঘাতক"। আলী(রাঃ) এর ভাষায় বলতে হয়ঃ "কথা সত্য মতলব খারাপ"। গুমাস্তগীনের মতলব আসলেই খারাপ ছিলো। ঈসায়ী ১১৭৫ সালে সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্ হিমস এড়িয়ে#হামাহ্

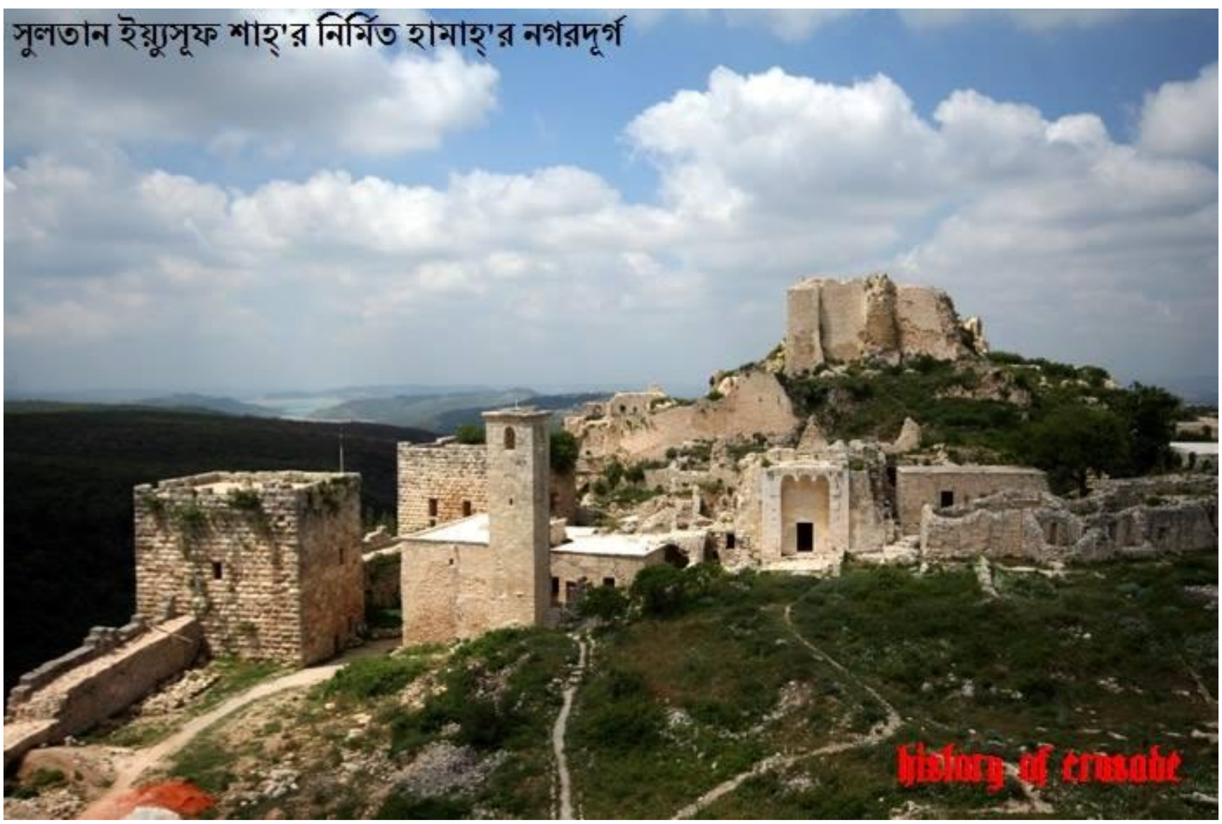

আক্রমণ করে বসলেন এবং প্রচন্ড যুদ্ধের পর হামাহ্ অধিকার করে নিলেন। হামাহ্ অধিকারের পর- হামাহ্'র প্রাচীন দূর্গটি মারাত্বক ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পরলে তিনি হামাহ্'র নগরদূর্গ নতুন করে নির্মাণ করলেন। দুর্ভেদ্যতা ও হিমসের জনগণের সাহস ও হিমসরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ের কারণে সুলতান #হিমস এড়িয়ে গেলেন।

এভাবেই#দূরদর্শি_অভিযানের

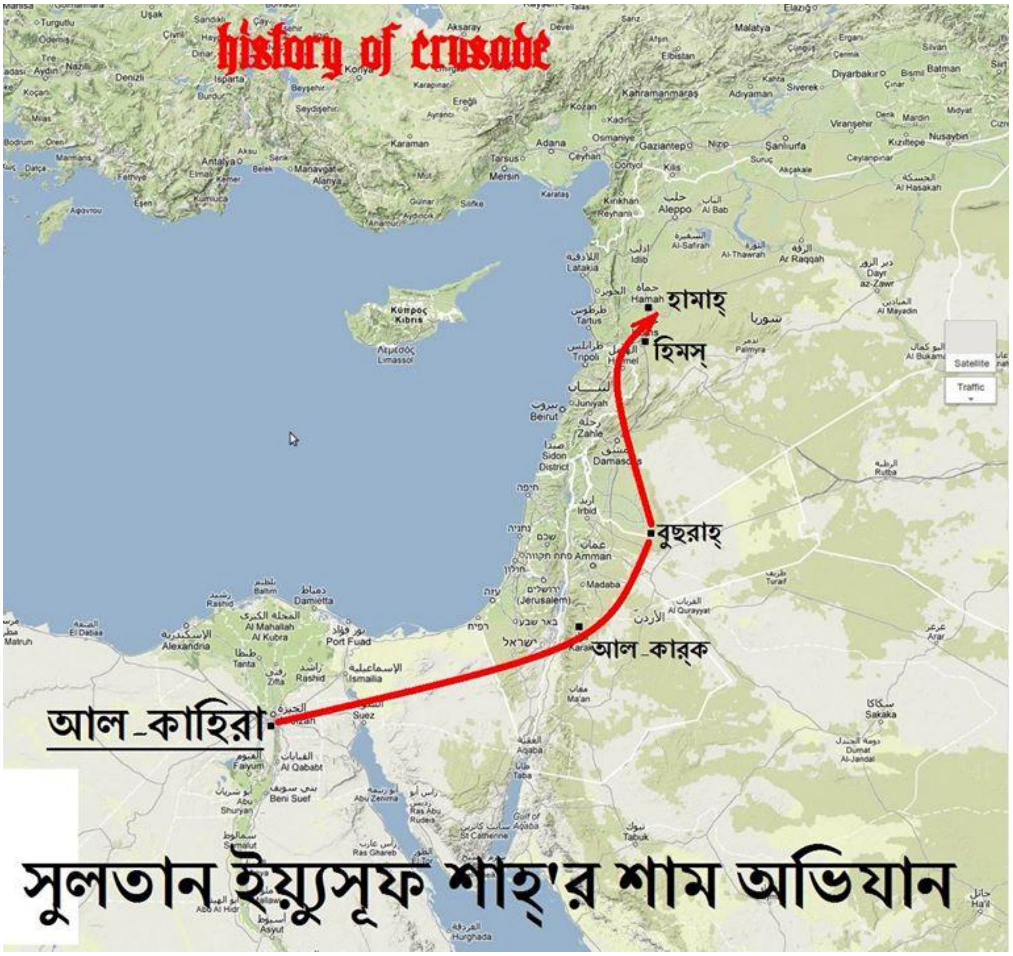

মাধ্যমে হামাহ্ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় গোটা শাম আইয়্যুবী অধিকারে এসে গেলো। কিন্তু দৃশ্যপটে খলনায়ক হয়ে আর্বিভূত হলেন গুমাস্তগীন.........বিঃদ্রঃ হামাহ্'র দূর্গের যে ছবি দেয়া আছে তা সুলতান ইয়্যুসূফের তৈরী।

#হাশিশীন_হামলা (৪র্থ খন্ডের ৫ম পর্ব)

সুলতান ইসমাঈলের পক্ষে হালাবের রাজপ্রতিনিধি গুমাস্তগীন, যিনি একদা সুলতান নূর-উদ-দ্বীনের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়েছেন, খুবই বিশ্বস্থ ছিলেন নূর-উদ-দ্বীনের। সেউ গুমাস্তগীনই এবার এমন এক জঘন্য কাজ করলো যে সবাইকে হার মানালো। গুমাস্তগীন হাশিশীনদের গুরু রাশীদ-উদ-দ্বীন সিনানের সাহায্য প্রার্থন করলেন সালাহ্-উদ-দ্বীনের বিরুদ্ধে। হাশিশীন ফিদাঈদের প্রতিষ্ঠাতা হাসান-বিন-সাবাহ্'র মৃত্যুর পর এই জঘন্য সম্প্রদায়ের সম্বৃদ্ধি কমেনি

বরং বেড়েছিলো। তারা শামের নুসাইরী পর্বতমালায় ৯টি দূর্গ প্রতিষ্ঠা করে, এই ৯টি দূর্গের মাঝে প্রধান ছিলো #মাস্‌ইয়াফ,

এটাই ছিলো গুপ্তঘাতক(ফিদাঈ)দের রাজধানী, এখানেই থাকতেন তাদের শাইখুল জাবাল #রাশীদ_উদ_দ্বীন_সিনান।

ফিদাঈরা শী'আ ধর্মের সাবাঈ শাখাভুক্ত, কিন্তু এটাও ছিলো নামমাত্র, কারণ ব্যক্তিগত জীবণে এরা কোন ধর্মই মানতো না। এদের নিনজার সাথে তুলনা দেওয়া যায়, এদের চলাফেরা ছিলো নিঃশব্দ, শিকার কখনই এই ধূর্ত-ক্ষীপ্র ঘাতকদের দেখতে পারতো না। দেখতে পারতো তখন- যখন তাদের বিষাক্ত ছুরি/তীর শরীরে বিদ্ধ হতো। এদের খারাপ ভাবে জঘন্য হত্যাকারী ও ভদ্র ভাবে নিপুন হত্যা শিল্পী বলা যায়। এদের প্রধানের উপাধী ছিলোঃ শাইখুল জাবাল বা "পর্বতের বৃদ্ধলোক", শাইখের অনেক অর্থ হলেও ফিদাঈনরা নিজেদের প্রধানকে শাইখ বলতে বৃদ্ধ বোঝাতো। এদের গুরুদের মূল বৈশিষ্ট ছিলো এরা পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত দূর্গে বাস করতো। নেতার প্রতি অন্ধ আনুগত্য ছিলো এই ফিদাঈদের মূল বৈশিষ্ট, ১১৯৪ সালে জেরুসালেমের রাজা শ্যাম্পেইনের হেনরী রশীদ-উদ-দ্বীন সিনানের সাথে সাক্ষাতের জন্য এলে রশীদ-উদ-দ্বীন তার দুই অনুচরকে ইশারা করলে সেই দুই

ফিদাঈ মাসইয়াফ দূর্গের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আত্নহত্যা করে! ফাতিমী ও হাশিশীনরা ছিলো স্বধর্মী ইসমাঈলীইয়া শী'আ, তাই মিছর থেকে ফাতিমী শাসন অবসানে সিনান খুবই ক্রুদ্ধ ছিলেন সালাহ্-উদ-দ্বীনের প্রতি। তাই গুমাস্তগীনের প্রস্তাব সিনান সাদরে লুফে নেন ও ১১ই মে ঈসায়ী ১১৭৫ সালে তার ১৩জন ফিদাঈকে আইয়্যূবী বাহিনীতে প্রেরণ করেন। আইয়্যূবী বাহিনীতে ফিদাঈদের ঢুকতে কোন অসুবিধাই হয়নি, কিন্তু সমস্যা হলো কার্যসিদ্ধির ক্ষেত্রে। শামের#বানু কুবাইস

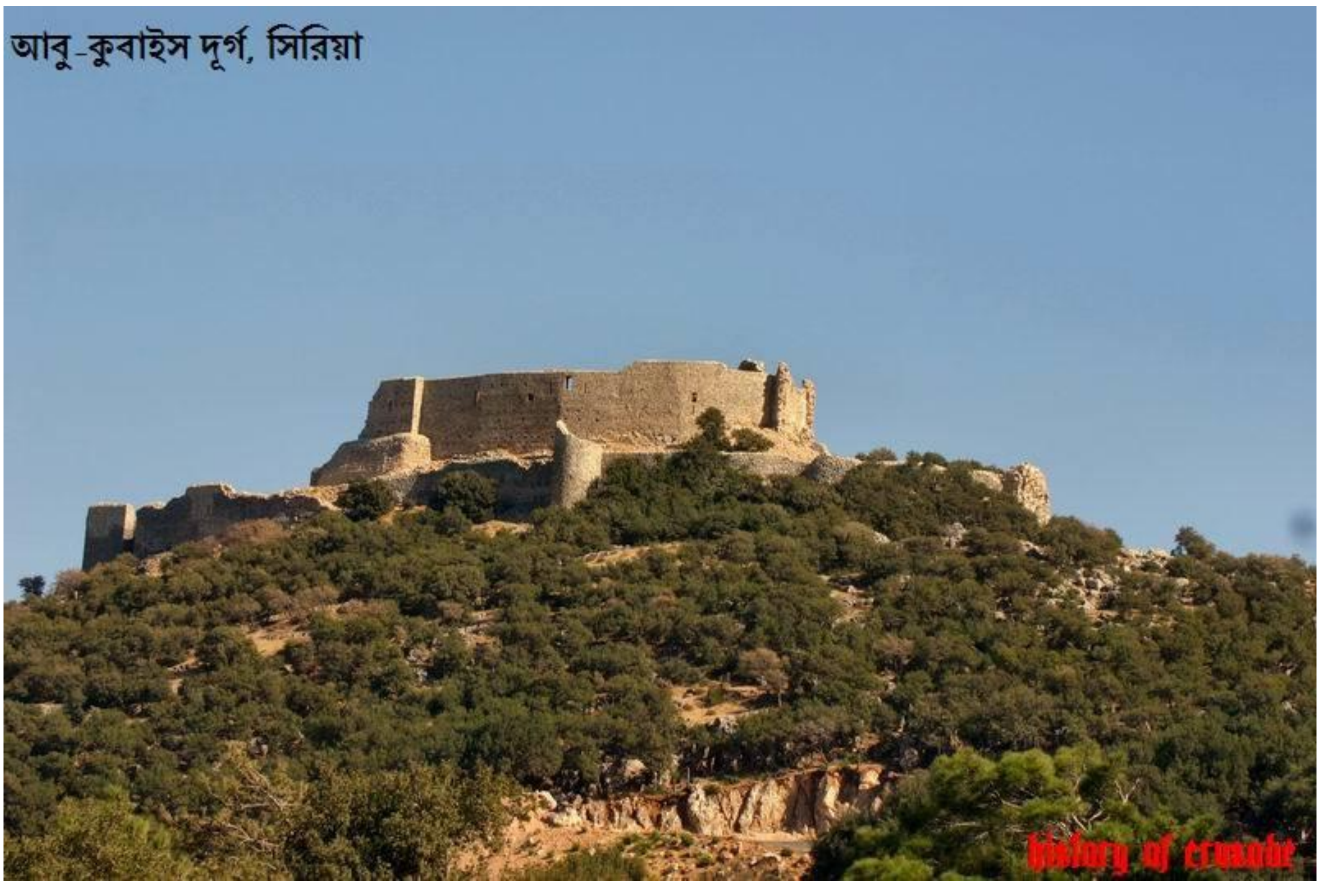

দূর্গের দূর্গাধক্ষ্য নাসীহ্-উদ-দ্বীন খুমারতেগীন হলেন ফিদাঈদের ১ম ও প্রধান নিশানা, কিন্তু বিধি বাম! ১৩জন ফিদাঈ খুমারতেগীনের উপর দিনের বেলাতেই হামলা করলে আইয়্যূবী সৈন্যদের সাথে ফিদাঈদের সংঘর্ষ শুরু হয়। ১১জন ফিদাঈ অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। দুর্ধর্ষ কিলাদার খুমারতেগীনের হাতে ঘটনাস্থলেই ১জন নিহত হন ও অপরজন পলায়নকালে নিহত হন। এভাবেই

ফিদাঈদের প্রথম অভিযান ব্যর্থ হয়, এতে উৎসাহিত হয়ে সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ সসৈন্যে হিমস্ অভিমুখে অগ্রসর হন। ইয়্যুসূফকে বাঁধা দিয়ে নাহ্‌র আল -খাবুরের তীরে সৈন্য সমাবেশ করেন ত্রিপলীর রেমন্ড, আর মাওসিলের সুলতান তার ভাতিজার দূর্গ রক্ষায় পাঠালেন বিপুল পরিমাণ রসদ। কি হবে এবার?

#কুরুন_হামাহ্ (৪র্থ খন্ডের ৭ম পর্ব)

মরহুম সুলতান নূর-উদ-দ্বীন মাহ্‌মূদ যাঙ্গী'র ভাতিজা ও যাঙ্গী পরিবারের প্রধান জাঝিরাহ্'র সুলতান সাইফ-উদ-দ্বীন গাযী মিছররাজ সালাহ্-উদ-দ্বীন কর্তৃক হামাহ্ ও হিমস অধিকার সহজ ভাবে মেনে নিতে পারলেন না। সালাহ্-উদ-দ্বীন কর্তৃক যাঙ্গী সালতানাতের একের পর এক এলাকায় হামলা মেনে নিতে পারলেন না নূর তনয় সুলতান ইসমাঈলও, তাই শাম ও জাঝিরাহ্'র যাঙ্গী পরিবার জোট বাঁধলো সালাহ্-উদ-দ্বীনের বিরুদ্ধে। এবং যাঙ্গী পরিবারের প্রধান সাইফ-উদ-দ্বীন গাযী'র নেতৃত্বে সম্মিলিত বাহিনী এগিয়ে চললো হামাহ্ অভিমুখে। উত্তর শাম ও জাঝিরাহ্'র এই সম্মিলিত বাহিনীতে ছিলো ২০,০০০ সৈন্য। ওদিকে নিজের বিপদ বুঝতে পেরে সালাহ্-উদ-দ্বীনও তার শক্তি বাড়ালেন। ১৯শে রমাদান ৫৭০ হিজরী মুতাবিক ১৩ই এপ্রিল ১১৭৫ ঈসায়ী ২০,০০০ যাঙ্গী বাহিনী হামাহ্ অভিমুখে অগ্রসর হলে ২০,০০০ সৈন্য নিয়ে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন কুরুন হামাহ্ নামক স্থানে যাঙ্গী বাহিনীকে চমৎকার নৈপুণ্যের সাথে চারিদিক থেকে ঘিড়ে ফেলেন। হামাহ্'র কাছেই ১টি টিলার সব থেকে উচু চূড়ার নাম ছিলো কুরুন হামাহ্ বা হামাহ্'র শিঙ, এখানে সালাহ্-উদ-দ্বীন তার তীরান্দাজ বাহিনী মোতায়েন করলেন ও যাঙ্গী বাহিনীকে হামাহ্'য় প্রবেশ মুখে এমন ১ স্থানে অবরুদ্ধ করলেন, যার সামনে হামাহ্ পেছনে কুরুন হামাহ্। ২০,০০০ সৈন্য নিয়ে চারিদিক থেকে ঘেড়াও করে পাহাড়ের চূড়া থেকে তীরান্দাজদের তীরবৃষ্টি ফলাফল - যাঙ্গীদের শোচনীয় পরাজয়। এই ছিলো কুরুন হামাহ্'র যুদ্ধ- সালাহ্-উদ-দ্বীনের অসাধারণ বুদ্ধির প্রমাণ, তার চাইতে শক্তিশালী বাহিনীকে এভাবেই নড়তে না দিয়েই পরাস্ত করে ফেললেন। এই

যুদ্ধের মাধ্যমে হালাব বাদে প্রায় গোটা শাম আইয়্যূবী সালতানাতভুক্ত হলো। হামাহ্ ও হিমসের মালিকানার নিষ্পত্তি হয়ে গেলো এবং উত্তর শাম ও জাঝিরাহ্র ভবিষ্যৎ কি হতে পারে তার আভাষও পাওয়া গেলো। এই বিজয়ের ফলে সালাহ্-উদ-দ্বীন জাকজমকের সাথে ২য় বার অভিশেষ অনুষ্ঠান পালন করলেন। জুম্মার নামাযে তার নামে খুতবা পড়তে এবারে সবাই মেনে নিলো এবং খোদ আব্বাসী খালিফাহ্ এবার সালাহ্-উদ-দ্বীনকে স্বীকৃতি দিলেন। তিনি মিছর ও ইফরিকিয়া, পশ্চিম আরব, ইয়ামান, শাম এমনকি জাঝিরাহ্'র শাসনরুপে ঘোষণা করলেন সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনকে। খালিফাহ্'র স্বীকৃতি পেয়ে সালাহ্-উদ-দ্বীন আরও উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন ও উত্তরে হালাব অভিমুখে রওয়ানা হলেন............

#তাল_আস_সুলতান (৪র্থ খন্ডের ৮ম পর্ব)

কুরুন হামাহ্'র প্রান্তরে যাঙ্গীদের কোমড় ভেঙে দেওয়ার পর সালাহ্-উদ-দ্বীন জাঁকজমকপূর্ন ভাবে ২য় অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। আব্বাসী খালিফাহ্'র সমর্থন ও স্বীকৃতি পাওয়ার পর সালাহ্-উদ-দ্বীন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। আব্বাসী খালিফাহ্ আল-মুস্তাদী দূত মারফত সালাহ্-উদ-দ্বীনকে বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানালেন ও ক্রুসেডারদের হাত থেকে লেভান্ট উদ্ধারের জন্য বললেন, বিশেষ করে গাজাহ্'য় আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দিলেন। কারণ সালাহ্-উদ-দ্বীন নিজেকে নিজেকে গাযী হিসাবে জাহির করেন কিন্তু ক্রুসেডারদের কাছে পরাজিতই বেশি হয়েছেন। বিশেষ করে সুলতান হওয়ার পর গাজাহ্'য় তার পরাজয় মুসলিম জাহানের পক্ষে লজ্জাজনক তাই দ্রুত গাজাহ্'র মাধ্যমে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরুর নির্দেশ দিলেন। একই সাথে যাঙ্গী সুলতান সাইফ -উদ-দ্বীন গাযীকে যুদ্ধ বাঁধাতে নিষেধ করে দিলেন। এই আব্বাসী খালিফাহ্ ছিলেন মহান এক ব্যক্তি, উম্মাহ্'র জন্য উনার দরদও ছিলো অসাধারন, তাই খালিফাহ্ সালাহ্-উদ-দ্বীনকে আরও বলনেনঃ "প্রয়োজনে আমাকে বলো, আমিও সৈন্য পাঠাবো ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে"। সরল সাইফ-উদ-দ্বীন গাযী খালিফাহ্'র নির্দেশ মেনে নিয়ে দিয়ার-ই-

বাক্‌র ও জাঝিরাহ্‌তে অধিকাংশ সৈন্যদের পাঠিয়ে দিলেন। সালাহ্‌-উদ-দ্বীন কিন্তু খালিফাহ্‌'র নির্দেশ মুতাবিক দক্ষিণে(গাজাহ্‌) যাওয়ার নামই নিলেন না, বরঞ্চ হিজাঝ, উরদুর ও দঃশাম থেকে সৈন্যদের ত্বলব করে পাঠালেন। রটিয়ে দেওয়া হলো যে- তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছেন। কিন্তু সমস্ত সৈন্য এসে পৌছানোর পর, তিনি দক্ষিণে নয় বরং উত্তরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সালাহ্‌-উদ-দ্বীন তখন #মাআর্‌রাতুন্_নুমান

শহরে ছিলেন, ইপ্সিত বাহিনী এসে পৌছানোর পর তিনি হালাব অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সেদিন ছিলো সূর্য্যগ্রহণ, তবু থামলেন না সালাহ্‌-উদ-দ্বীন আবছা আলোতেই রওয়ানা হলেন। সাইফ-উদ-দ্বীন হালাব অভিমুখে সালাহ্‌'র যুদ্ধযাত্রার সংবাদ পেয়েই নালিশ করার জন্য বাগদাদে দূত পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বাঁধা দিতে এগিয়ে এলেন। হালাব থেকে মাত্র ২৫ কি মি দূরে #তাল_আস_সুলতান

(সুলতানের ঢিবি/স্তুপ) নামক ক্ষুদ্র শহরে অপ্রস্তুত যাঙ্গী সুলতান তার মুষ্ঠিমেয় সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন। সালাহ্-উদ-দ্বীনের ২৫,০০০ সৈন্য তেজস্বী ভাবে সাইফ-উদ-দ্বীনের ৫,০০০ সৈন্যের বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পরলো। তুমুল হাতাহাতি লড়াই হলো তাল আস-সুলতানের উপকণ্ঠে, যাঙ্গী বাহিনী সালাহ্-উদ-দ্বীনের বাহিনীর বাম ব্যুহ ভেঙে দিলো। সালাহ্-উদ-দ্বীন পালটা ব্যবস্থা হিসাবে সমস্ত সৈন্য নিয়ে যাঙ্গীদের কেন্দ্রিয় বাহিনীতে হামলা চালালে বিপর্যয়ের সম্মুখিন হয় যাঙ্গী বাহিনী। অধিকাংশ যাঙ্গী সেনাপতিই যুদ্ধে প্রাণ দেয়, সৈন্যরা নিহত ও আহতই হয় বেশি। খুব কম সৈন্যেই সেদিন পালিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু সালাহ্-উদ-দ্বীনের স্বপ্ন পূরণ হলো না। জীন্তব ধরা গেলো না সাইফ-উদ-দ্বীন গাযীকে। তিনি আইয়্যূবী সৈন্যদের কাতার কাতার কেটে তীব্র বেগে বেড়িয়ে গেলেন। এই দুরন্ত সাওয়ারকে কোন আইয়্যূবী সৈন্যই আর ধরতে পারলো না। যাঙ্গীদের সমস্ত সম্পদ সালাহ্-উদ-দ্বীনের হাতে এলো, তিনি উদার ভাবে সমস্ত সম্পদ সৈন্যদের মাঝে বিলিয়ে দিলেন। কিন্তু এখানেই থেমে থাকলেন না সালাহ্-উদ-দ্বীন খালিফাহ্'র নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এগিয়ে

গেলেন হালাব অভিমুখে। কিন্তু হালাবের শক্তি দিন দিন বাড়ছিলো সাধারণ জনগণ দলে দলে হালাবে সমাবেত হচ্ছিলো...............

#সালাহ্_উদ_দ্বীনের_বিজয়াভিযান (৪র্থ খন্ডের ৯ম পর্ব)

কিন্তু হালাবের শক্তি দিন দিন বাড়ছিলো সাধারণ জনগণ দলে দলে হালাবে সমাবেত হচ্ছিলো। #হালাবের মতো শক্তিশালী দূর্গ

অধিকারের মতো শক্তি তখনও ছিলো না সালাহ্-উদ-দ্বীনের তাই তিনি চাইলেন আপোষে হালাব অধিকার করতে। আমি মুজাহিদ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধেই লড়ছি, আমাকে সাহায্য করা মানেই ইসলামকে সাহায্য করা এসব চিরাচারিত বুলি সালাহ্-উদ-দ্বীনের লোকেরা ছাড়িয়ে দিলো- হালাবের জনগণের মাঝে। তবুও অনঢ় হালাববাসী, তারা মাথা নোয়াতে নারাজ! সালাহ্-উদ-দ্বীন ঘোষণা করলেনঃ "শান্তিপূর্ণ ভাবে ইসলামের সৈনিকদের হাতে হালাব সমর্পণ করা হোক, খুলে দেওয়া হোক হালাবের সিংহ দুয়ার। কিন্তু হালাবের জনগণ সাফ জানিয়ে দিলোঃ "ইমাদ-

উদ-দ্বীন যাঙ্গী ও নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গী'র হালাব কোন গাদ্দারের জন্য নয়- আমাদের প্রাণ গেলেও হালাবের মাটিতে তোমার পা আমরা পড়তে দেবো না"। সালাহ্-উদ-দ্বীনেকে আবারও ব্যর্থ হয়েই ফিরতে হলো হালাব থেকে। তবুও দমলেন না সালাহ্ -উদ-দ্বীন, তিনি হালাব এড়িয়ে অধিকার করে নিলেন উত্তর-পূর্বে অবস্থিত #বাব_আল_বিযা দূর্গ।

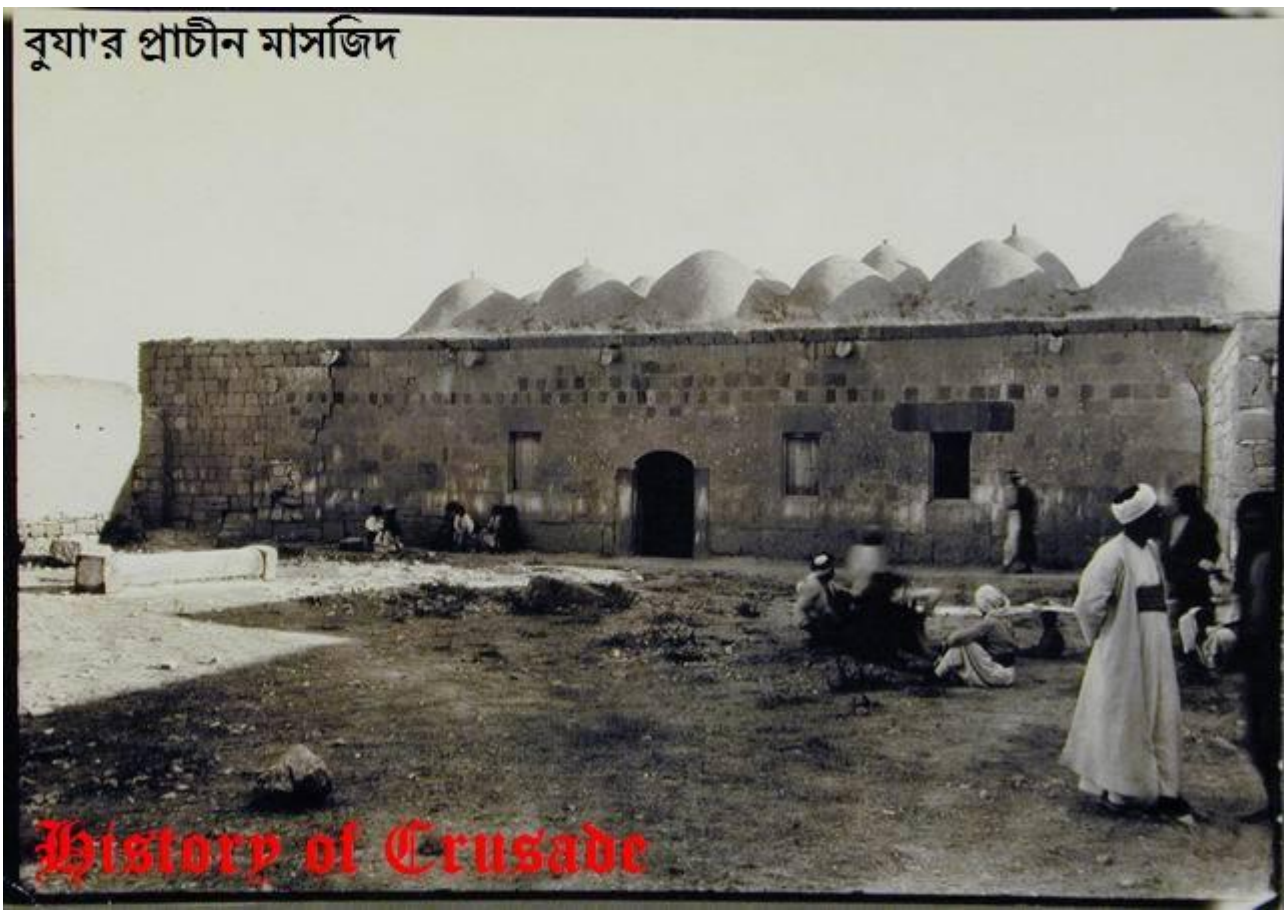

এরপর এগিয়ে গেলেন আরও পূর্বে ও সামান্য উত্তরে, এবং অধিকার করে নিলেন জাঝিরাহ্'র সীমান্তবর্তী #মানবিয দূর্গ।

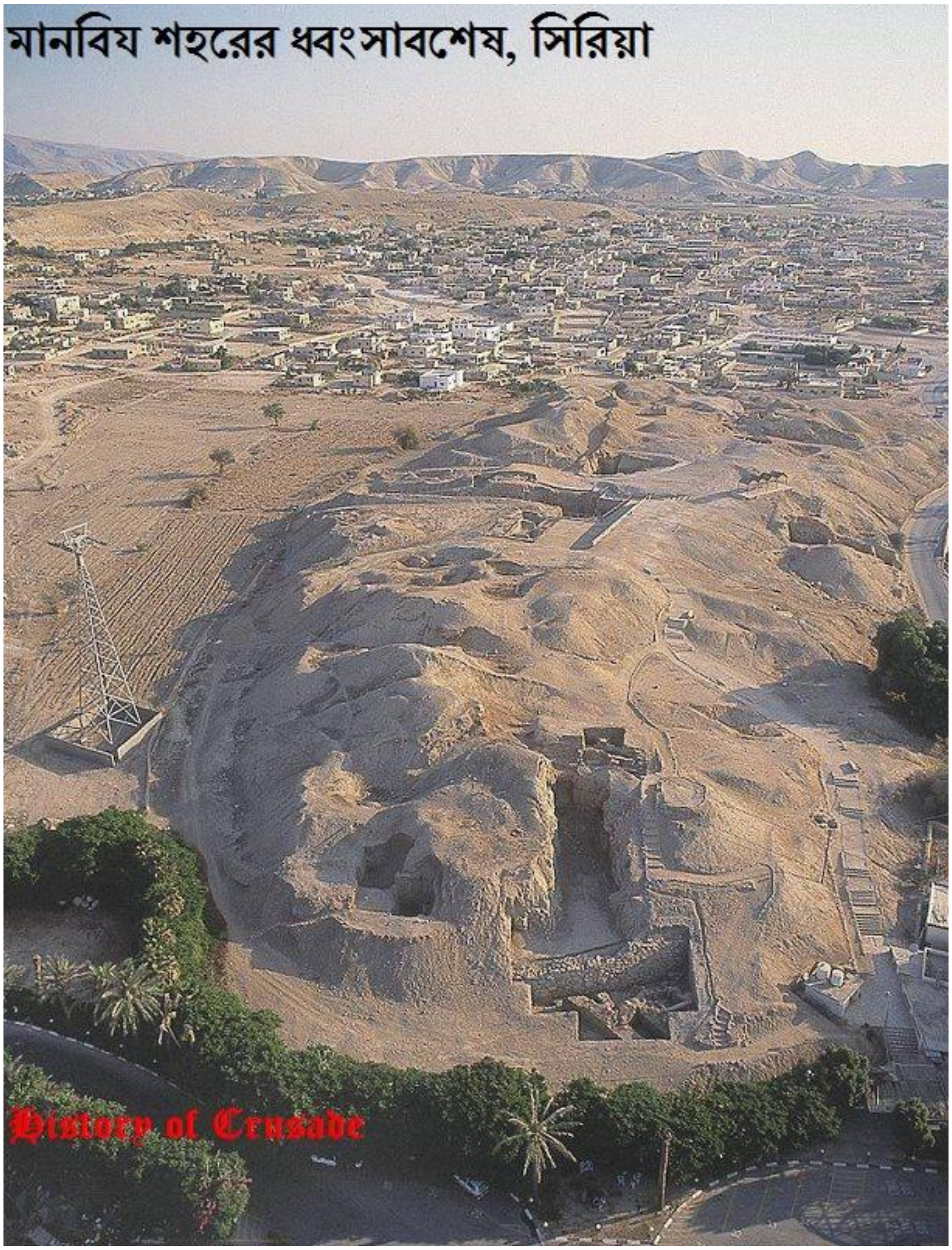

তারপর যাঙ্গীরা মোটেও যেখানে হামলা চালাতে পারেন- ভাবতেই পারেননি সেখানেই হাজির হলেন! আচমকা দিক পরিবর্তন করে জাঝিরাহ্‌র চাইতে এটাই সহজ হবে ভেবে রওয়ানা হলেন পশ্চিমে এবং ২১শে জুন অধিকার করে নিলেন #আজায দুর্গ।

সালাহ্-উদ-দ্বীন এসব[#অভিযানের ফলে] হালাব হয়ে গেলো ছিটমহলের মতো।

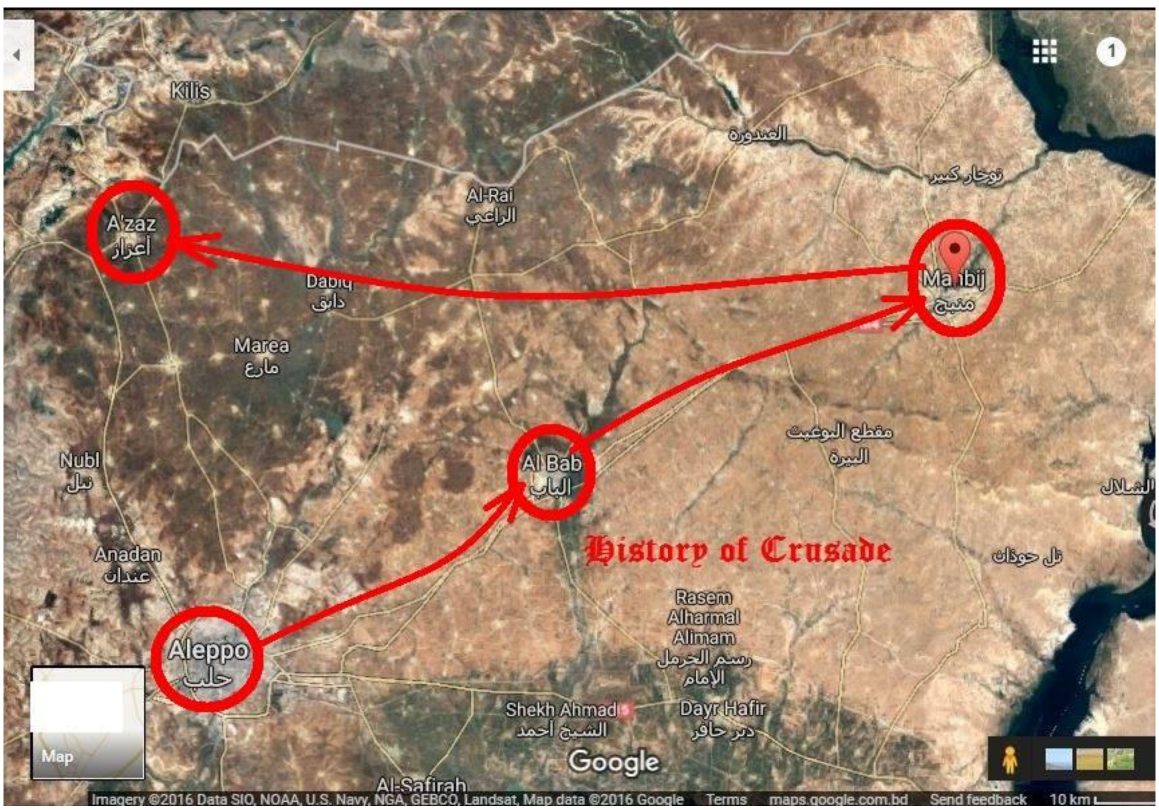

তখন হালাবের শাসনকর্তা গুমাস্তগীন সালাহ্-উদ-দ্বীনকে থামানোর জন্য আরও নীচ কাজ করলেন। গুমাস্তসীন ছিলেন নূর-উদ-দ্বীন(রহঃ) একান্ত বিশ্বস্থ লোক,সেই বিশ্বস্থতার কারণেই তিনি সালাহ্-উদ-দ্বীনের একের পর এক অবৈধ অভিযানের

বিরুদ্ধে বাঁধা হয়ে দাড়ান। কিন্তু এবার তিনি এমনই ১টা নীচ কাজ করলেন যে- উনার স্থান মানুষ থেকে পশু পর্যায়ে নেমে গেলো! গুমাস্তগীন সালাহ্-উদ-দ্বীনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চাইলেন- ফিদাঈদের সাহায্যে! এরপর ঘটে গেলে এক দুর্ঘটনা.................।

#�মুজাহিদ_থেকে_শয়তান� (৪র্থ খন্ডের ১০ম পর্ব)

সুলতান নূর-উদ-দ্বীন মাহ্মূদ যাঙ্গী(রহঃ) এর জনৈক তুর্কী সেনাপতি গুমাস্তগীন, যিনি ছিলেন মুনীবের প্রতি খুবই বিশ্বস্থ ও বাহাদূর। তাওরুস থেকে হিজাঝ পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল এলাকায় তিনি মুনীবের সাথে প্রায় প্রতিটি যুদ্ধেই লড়েছেন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে। মুহাজিদ হিসাবে নাম খ্যাতিমান ছিলেন গুমাস্তগীন, মুনীব নূর-উদ-দ্বীনের ইন্তেকালের মিছরের ওয়ালী সালাহ্-উদ-দ্বীন ১ম যাঙ্গীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে গুমাস্তগীনই ১ম যাঙ্গীদের পক্ষে এগিয়ে আসেন। কিন্তু এবার এই মুজাহিদ এমন এক কাজ করলেন যেটা তাকে মুজাহিদ থেকে শয়তানের স্তরে নামিয়ে দিলো। সালাহ্-উদ-দ্বীনের বিরুদ্ধে ও যাঙ্গীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি নিমকহালালীর পরিচয়ই দিয়েছিলেন, কিন্তু এবারে সেই নিমকহালালী শয়তানীতে রুপান্তরিত হলো। মীর হাবীব যেমন তার মুনীব মুরশীদ কুলি খান (২য়) রুস্তম যাঙ্গের প্রতি একান্ত অনুগত ছিলেন ও আলীবারদি খান উড়িষ্যা দখল করে নিলে তিনি আলীবারদির বিরুদ্ধে ও মুনীব পরিবারের পক্ষে দাড়ান। কিন্তু এই মীর হাবীবই এই নিমকহালালীর জন্য এমনই ১ কাজ করেন যে তিনি বাংলার কুখ্যাত-জঘন্য বিশ্বাসঘাতকদের তালিকা কলঙ্কিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছেন। এই মীর হাবীব-ই আলীবারদির বিরুদ্ধে মারাঠাদের বাংলা আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। গুমাস্তগীনও তাই করলো এবং মুজাহিদ থেকে শয়তানের স্তরে নেমে গেলো। পূর্বেই গুমাস্তগীনের গুপ্তঘাতকদের সাথে হাত মিলানোর কথা বলা হয়েছে,এবারও এমন ১ ঘটনা ঘটলো যার জন্য তাকেই দায়ী ভাবা স্বাভাবিক। যদিও ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ নেই যে- এবারের কাজ গুমাস্তগীনই করেছে,কিন্তু তাও আঙুল তার দিকেই উঠবে, কারণ

এর আগে সেই-ই এমনই আরেকটি নোংরা কাজ করেছিলো। সেটি হচ্ছে গুপ্তঘাতকদের সাথে হাঁত মিলানো!! আযাজ অবরোধের কিছুদিন পরের ঘটনাঃ জনৈক গুপ্তঘাতক সৈনিক পরিচয়ে আইয়্যূবী বাহিনীতে ঢুকে যায়, একদিন সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন যখন উনার জনৈক সেনানায়কের তাবুতে শুয়ে ছিলেন তখন নিঃশব্দে সেই গুপ্তঘাতক এসে সুলতানের মাথায় আঘাত করে, কিন্তু পাগড়ীর নিচে

�#�এমন_শিরস্ত্রাণ�

থাকায় সুলতানের মাথায় কিচ্ছু হলো না। সেদিন সালাহ্-উদ-দ্বীনের পরনে ছিলো
�#�ক্যুরিয়াস�,

এটি পশুর লোম, তুলা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তুদ্বারা নির্মিত এক প্রকারের কাপড়ের বর্ম, যা অনেক সময় তীর পর্যন্ত রুখে দিতে পারতো। যাই হোক
�#�গুপ্তঘাতকের_ছোরার�

আঘাতে কেবল ক্যুরিয়াস কেটে গেলো, সুলতান সাথে সাথেই হাত দিয়ে ঠেকালেন এবং গুপ্তঘাতকের �#�ছুরিসহ� হাত আটকে ফেললেন,

ধ্বস্তা ধ্বস্তির শব্দে সৈনিকরা ছুটে এলো, ততোক্ষণে গুপ্তঘাতক কুপোকাত প্রায়!! সৈনিকরা এসে গুপ্তঘাতককে সেখানেই হত্যা করে ফেলেন,চিতার ক্ষীপ্রতা ও অসাধারণ বীরত্বের কারণে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন এ যাত্রায় রক্ষা পেলেন। তবে এ ঘটনায় তিনি খুবই ভীত ও চিন্তিত হয়ে পরলেন............

#�শামের_সুলতান� (৪র্থ খন্ডের ১১শ পর্ব)

গুপ্তঘাতকের এই ব্যর্থ হামলার পর সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ভীত হয়ে পরলেনও একই সাথে তিনি আরও সতর্ক হয়ে উঠলেন। ২১শে জুন ঈসায়ী ১১৭৬ সালে আ'যাজের সুলতান ইয়ুসুফের পদানত হলো, তিনি এবার চাইলেন শামে গুপ্তঘাতকদের রাজধানী�#�মাসইয়াফ�

অধিকার করে গুপ্তঘাতকদের শায়েস্তা করতে। কিন্তু তার সেনানায়করা তাকে আরও বিচক্ষণ পরামর্শ দিলেন, তারা বললেন হালাবের অবরোধ জোরদার করে- ১টা ফলাফল বেড় করে আনবে। নতুবা সুলতানের দুশমনরা একথাই বলবে যে - "সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ নন, ফলাফল ছাড়াই হার মেনে নিয়ে অবরোধ প্রত্যাহার তার ১টা স্বভাব"। তাই সুলতান আবার হালাব অভিমুখে অগ্রসর হলেন ও হালাবের অবরোধ জোরদার করলেন। এতদিন হালাব ছিলো দূর্ভেদ্য - দূর্গ, এর মূল কারণ ছিলো প্রজারা। তারা সুলতান ইয়্যুসূফকে ঘৃণা কোরতো, কিন্তু গুমাস্তগীন কর্তৃক গুপ্তঘাতকদের সাথে হাত মিলানোয় প্রজারা তার প্রতি ঘৃণায় ফেটে পরে। এবার তারা বলা আরম্ভ করলোঃ "গুমাস্তগীনের চাইতে তো সালাহ্-উদ-দ্বীনই ভালো? সে আর যাই হোক, কাফেরদের সাথে তো আর হাত মেলায়নি"? মোটকথা গুমাস্তগীন তার কর্মদোষেই সবার ঘৃণার পাত্রে পরিণত হলো। এতকিছুর পরও সুলতানের অবরোধ হালাবের পতন ঘটানোর মতো শক্তিশালী ছিলো না, কিন্তু

গুমাস্তগীনের অবস্তা খারাপ হয়ে যাচ্ছিলো দিন দিন, কারণ প্রজারা এমন ক্ষীপ্ত ছিলো যে- গুমাস্তগীনকে কিলাদার করায় সুলতান আস-সালিহ্ ইসমাঈলের বিরুদ্ধেই কথা বলা শুরু করেছিলো। ওদিকে মারদিন ও কাইফা'র আমীরদ্বয় সুলতান ইয়্যুসূফের আনুগত্য স্বীকার করে নিলো। এই সুযোগটি কাজে লাগালেন গুমাস্তগীন, সুলতান ইসমাঈলকে বোঝালেন মারদিন ও কাইফা'র আমীররা ইয়্যুসূফের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে, এক্ষুনি কিছু না করলে এমন বে-ঈমান আরও বেড় হবে। তার চাইতে সন্ধি করে ফেলেন, সুলতান ইসমাঈলের বয়স তখন ১৩ বছর, ইসলামী শারীয়াহ্ মতে ছেলেরে ১২ বছর বয়স থেকে বালেগ হিসেবে বিবেচিত হয়। সুলতান ইসমাঈল তাই বুঝলেন ও সুলতান ইয়্যুসূফের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন এবং সুলতান ইয়্যসূফের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। এসময় �#�শামের�

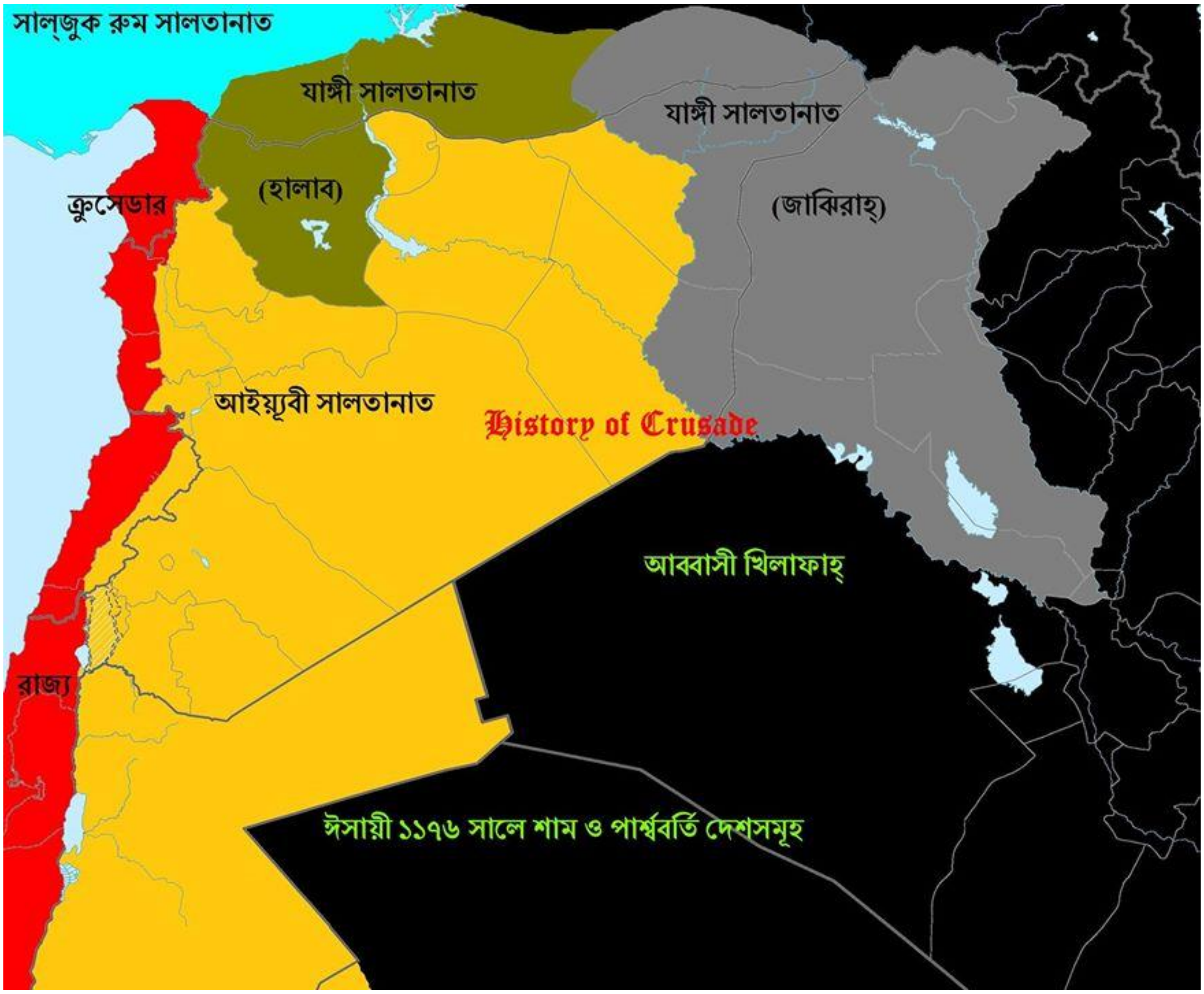

পরিস্থিতি এই দাঁড়ায় যে- শামের বৃহত্তর অংশের সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্, সুলতান ইসমাঈল শাসিত হালাব আইয়্যূবীদের করদ রাজ্য এবং হালাব দূর্গ গুমাস্তগীনের শাসনাধীন। হালাবের সন্ধির মাধ্যমে সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ শামের সুলতানে পরিণত হলেন। ওদিকে যাঙ্গী পরিবারের মূল সুলতান সাইফ -উদ-দ্বীন গাযী ছিলেন সাহসী বীর, তিনি সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্‌কে পত্র মারফত�#�খাবুর_নদী�

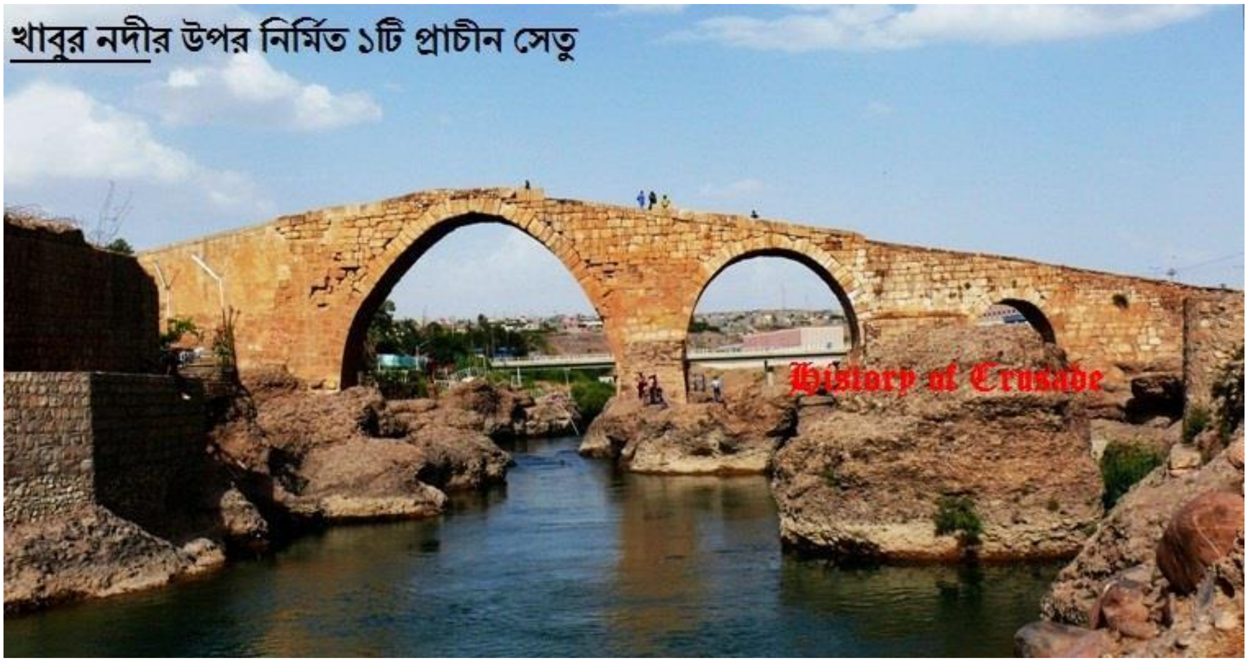

অতিক্রম না করলে হুশিয়ার করে দিলেন, তিনি লিখলেনঃ "জাঝিরাহ্'র এক খন্ড মাটিও আমি আমাদের গাদ্দার দাসের হাতে তুলে দেবো না"(ইবনুল আসীর)। সাইফ-উদ-দ্বীন গাযী'র এই চিঠির সংবাদে যাঙ্গীরা সাহসী হয়ে উঠলো, সুলতান ইসমাঈলের ছোট বোন মীমাংশার ১টি অপূর্ব পদ্ধতি বেড় করলেন। তিনি নিজে সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্'র সাথে দেখা করতে তার শিবিরে গেলেন। ভদ্র সুলতানও তার শিবিরের প্রবেশদার থেকে শাহ্যাদীকে রাজকীয় অভ্যর্থনার মাধ্যমে দরবারে আনলেন। সুলতান নূর-উদ-দ্বীনের এই ছোট মেয়ে বিনা কারণে যাঙ্গীদের উপরে হামলা করার জন্য সালাহ্-উদ-দ্বীনকে অভিযুক্ত করলেন। সালাহ্-উদ-দ্বীন গুমাস্তগীনের দোহাই দিলেন, সাথে সাথে বুদ্ধিমতি শাহ্যাদী বললেনঃ "আ'জায তো কোন ভাবেই গুমাস্তগীনের এলাকা নয়; আপনার সদিচ্ছা থাকলে আ'জায ছেড়ে দিন- আমি অনুরোধ করছি"। এবারে আর সুলতান কোন জওয়াব দিতে পারলেন না ও আ'জায ছেড়ে দিতে রাজী হলেন। এবং শাহ্যাদীকে প্রচুর উপহারসহ এগিয়ে দিলেন। যাঙ্গীদের সাথে আইয়্যূবীদের সম্পর্ক প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেলো, কিন্তু শয়তান গুমাস্তগীন পরলেন বিপাকে, কারণ সবাই এক জোট হলে তো তার অসুবিধা..................

#প্রেম (৪র্থ খন্ডের ১২শ পর্ব)

শামের বূ'রী সুলতান শিহাব-উদ-দ্বীন মাহ্মূদ বূ'রীর আমীর ছিলেন তুর্কী সেনাপতি মূঈন-উদ-দ্বীন উনূর। পরবর্তীতে তিনিই শামের অঘোষিত সুলতানে পরিণত হন। বিখ্যাত যাঙ্গী সুলতান নূর-উদ-দ্বীন মাহ্মূদ যাঙ্গীর ও তার পিতা সুলতান ইমাদ-উদ-দ্বীন যাঙ্গীর সাথে বূ'রীদের যুদ্ধ ইতিহাসের ১টি দীর্ঘ অধ্যায়। মরহুম সুলতান নূর-উদ-দ্বীন নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে যে ক'টা বিয়ে করেন, তার মধ্যে শামের আমীর মূঈন-উদ-দ্বীন উনুরের কন্যা অন্যতম। ঈসায়ী ১১৪৭ সালে সুলতান নূর-উদ-দ্বীনের সাথে উনুরের কন্যার বিয়ে হয়, যারফলে যাঙ্গীদের আধিপত্য দঃশামেও প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান নূর-উদ-দ্বীন উনুরের কন্যাকে অনেক ভালোবাসতেন এবং তিনিই তার নাম দিয়েছিলেনঃ ইসমাত-উদ-দ্বীন খাতুন(عصمة الدين خاتون), উনার আসল নাম কি তা জানা যায় না। কিন্তু নূর-উদ-দ্বীন প্রদত্ত এই নামেই ইনি ইতিহাসখ্যাত। সুলতানা ইসমাত নূর-উদ-দ্বীনকে কোন সন্তান দিতে পারেননি, বিধায় নূরের একাদশ বর্ষিয় পুত্র মালিক-উস-সালিহ্ ইসমাঈল ও দুই কন্যার সাথে ইসমাতে সম্পর্ক ছিলো খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ। সাধারণত রাজপরিবার বলুন বা সাধারণ পরিবারই বলুন- সৎ মায়ের খারাপ আচরণ তখনই ফুঁটে ওঠে যখন দু'পক্ষেরই সন্তান থাকে। আর নিজ নিজ সন্তানের স্বার্থেই মহিলারা খারাপরুপে আর্বিভুত হন। কিন্তু নূরের সন্তানরা ইসমাতকে বিয়ের পর ইয়াতীম হয়ে গেলে ইসমাত এদের আগলে রাখেন। ইসমাঈলের স্বার্থ ইসমাত এভাবেই দেখতেন যে ঈসায়ী ১১৭৪ সালে সুলতান নূর-উদ-দ্বীনের ইন্তেকালের সুযোগে ক্রুসেডাররা বানী-ইয়াস আক্রমণ করলে সুলতানা ইসমাত ক্রুসেডার রাজ্য জেরুসালেমের রাজা আমালরিকের কাছে প্রস্তাব পাঠানঃ "এই অবরোধ তুলে নিলে আমি আপনাকে বিয়ে কোরব"। কিন্তু আরও বেশি কিছুর প্রত্যাশায় আমালরিক এই প্রস্তাব প্র্যাতাখ্যান করেন। ব্যাপারটি ১জন সুলতানার পক্ষে মর্যাদাহানীকর ও নীচ হলেও ইসমাত এসবই ইসমাঈলের জন্য করেছিলেন। ঈসায়ী ১১৭৫ সালে তাল আস-সুলতানের

যুদ্ধে যাঙ্গীরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলে যাঙ্গীদের সমস্ত সম্পদের সাথে সাথে সুলতানা ইসমাতও সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের হাতে পরেন। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের বয়স তখন(১১৭৫ ইঃ) ৩৮ বছর হলেও তিনি তখনও বিয়ে করেননি। দাসপ্রথা তখন প্রচলিত ছিলো ও ক্রীতদাসীদের সাথে দৈহিক মিলন তখন জায়েয ছিলো। সালাহ্-উদ-দ্বীনের একাধিক ক্রীতদাসী ছিলো ও তিনি তাদের সাথেই মিলিত হতেন। তার ৩২ বছর বয়সে ঈসায়ী ১১৬৯ সালে জনৈকা দাসীর গর্ভে তার(সালাহ্-উদ-দ্বীন) বড় ছেলে আল-আফযালের জন্ম হয়। ৩৪ বছর বয়সে ঈসায়ী ১১৭১ সালে অপর দাসীর গর্ভে তার আরেক পুত্র আল-আজীজের জন্ম হয়। ঈসায়ী ১১৭২ সালে অপর এক দাসীর গর্ভে সালাহ্-উদ-দ্বীনের ৩য় পুত্র আয-যাহির জন্মগ্রহণ করেন। সুলতান এই ৩ ছেলের ১ ছেলেও কোন বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে জন্মাননি। সুলতানা ইসমাত বন্দী হওয়ার পর সালাহ্-উদ-দ্বীন তার রুপ দেখে মুগ্ধ হন। বিয়ের ইচ্ছা উনার ছিলো না, কিন্তু বিয়ে ছাড়া মিলিত হওয়ার কোন উপায়ও ছিলো না। কারণ সুলতানা ইসমাত সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের যুদ্ধবন্দী হিসাবে তার জন্যে হালাল হলেও তৎকালে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ইসমাত কোন দাসী ছিলেন না, হতে পারেন না। কারণ তিনি ১ সুলতানের কন্যা ও আরেক সুলতানের স্ত্রী ছিলেন, আর সেই সুলতান স্বয়ং সালাহ্-উদ-দ্বীনেরও মুনীব ছিলেন! তাই সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ইসমাতকে বিয়ের প্রস্তাব দেন, কিন্তু যাঙ্গীদের দুশমন বিধায় ইসমাত ঘৃণাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত করেন ও জানিয়ে দেন (কাজী শাদ্দাদের ভাষায় বলছি) "আপনি ক্ষমতাবান যা খুশী করতে পারেন, কিন্তু কেবল জোর করেই পারেন। আমি কখনই আমার বাবা ও স্বামীর শত্রুকে বিয়ে করতে পারবো না, আমাকে ক্ষমা করতে পারেন বা গর্দান নিতেও পারেন"। বলা বাহুল্য সালাহ্-উদ-দ্বীন এরপর হতাশ হয়ে পরেন, কিন্তু ক'মাস পরেই হালাবের সন্ধি চুক্তি সাক্ষরিত হলে যাঙ্গী ও আইয়্যূবীদের মাঝে আপাতত সমস্ত বৈরীতার অবসান হলে ইসমাত বিয়েতে সম্মতি দেন। যার ফলশ্রুতিতে ঈসায়ী ১১৭৬ সালে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ৪০ বছর বয়সে ১ম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইসমাত-ই ছিলো

সালাহ্-উদ-দ্বীনের জীবণের ১ম প্রেম, তাই ইসমাত সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনকেও কোন সন্তান দিতে না পারলেও দুজনের সম্পর্ক ছিলো খুবই মধুর। বিয়ের পর সুলতান হাশীশিনদের বিরুদ্ধে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন……………(চলবে)

#মাসইয়াফ_অবরোধ (৪র্থ খন্ডের ১৩শ পর্ব)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শামে হাশীশিন ফিদাঈনদের কথা, এরা শামের নুসাইরীয়া পর্বতমালায় ৯টি দূর্গ স্থাপন করে আধুনিক সিরিয়ার প্রায় উপকূলজুড়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিলো, এই ৯টি দূর্গের প্রধান-দূর্গ শামে হাশীশিনদের সদর দফতর ছিলো #মাসইয়াফ_দূর্গে।

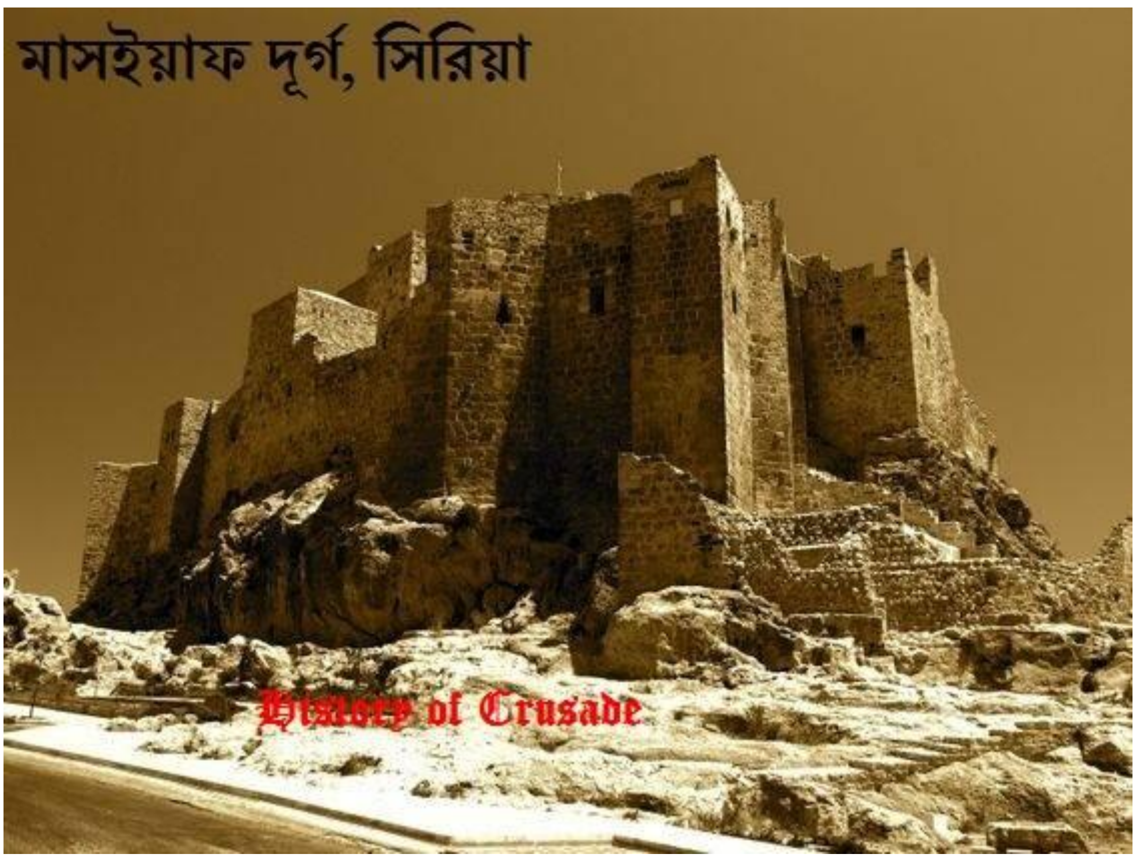

এবং শামে ইসমাঈলীয়া ফেদাঈদের প্রধান ছিলেন রাশীদ-উদ-দ্বীন সিনান, হাশীশিনরা গুমাস্তগীনের উস্কানীতে দু-দু'বার আইয়্যূবীদের উপর হামলা চালায়, শেষবার তো স্বয়ং সালাহ্-উদ-দ্বীনের উপরেই হামলা চালায়। তাই এদের শাস্তি

দেওয়ার জন্য সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ঈসায়ী ১১৭৬ সালের আগষ্ট মাসে হাশীশিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন ও মাস্ইয়াফ অবরোধ করে বসেন। ফেদাঈদের হাঁত থেকে বেঁচে যাওয়ায় সুলতান ভীত হয়ে পরলেও সতর্ক হয়ে যায় তখন থেকেই। তাই মাস্ইয়াফ অবরোধের সময় তার তাবুর চারিপাশে প্রচুর পরিমাণের খড়িমাটি(চক)ও কয়লা ছাড়িয়ে রাখা হয়, সেই সাথে তাবুর চারিপাশে এমন ভাবে আলোর ব্যবস্থা করা হয় যাতে- আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে চারিপাশ আলোকিত হয়ে থাকে। এসবের কারণ ১টাই ছিলোঃ কোন ভাবে কোন গুপ্তঘাতক সুলতানকে আক্রমণ করতে তার তাবুর আশেপাশে এলেই যাতে তাকে দেখা যায়, কোনক্রমে দেখা না গেলেও কয়লা ও চক এভাবে ছড়িয়ে রাখা হয়েছিলো যাতে কেউ পা দিয়েই তার পায়ের নিচে পরে ও তার অজান্তেই পুরো শিবিরে চিহ্ন পরে যায় ও গুপ্তঘাতকেরা আইয়্যূবী সৈন্যদের কাছে ধরা পরে। কিন্তু গুপ্তঘাতকেরা ছিলো আরও চতুর, সুলতানের জনৈক প্রহরী তাকে এক রাতে জানানঃ "পাহাড়ের উপরে মাসইয়াফ থেকে ১টি জলন্ত বস্তুকে সুলতানের তাবুর দিকে ছুটে যেতে দেখেছেন"। সুলতান তখন অবরোধ তদারক শেষে নিজ তাবুতে ফিরছিলেন। একথা শুনেই সুলতান নিজের তাবুতে ফিরে দেখেন তার তাবুর ১টা পাশ আগুনে পুড়ে ছিদ্র হয়ে গেছে ও সুলতানের তাবুর প্রদ্বীপ পরে ভেঙে গিয়েছে। যেটার কারণে প্রদ্বীপ পরে গিয়েছিলো সেটি হচ্ছে ১টি ছুরি-#গুপ্তঘাতকদের_ছুরি,

ছুরির সাথে ছিলো ১টি চিরকুট যাতে লিখাঃ "অবরোধ প্রত্যাহার না করলে, পরবর্তীতে এই বিষাক্ত ছুরি তোমার বুকে বিদ্ধ হবে"। সালাহ্-উদ-দ্বীন এটা দেখে চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলেন যেঃ "রাশীদ-উদ-দ্বীন সিনান স্বয়ং তাকে(সালাহ্-উদ-দ্বীন) মারতে এসেছিলো"। এঘটনার পর সুলতান অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়, গুপ্তঘাতকদের কোন দূর্গেরই পতন ঘটেনি ও এই ১মাসেরও কম সময়ের এই অবরোধে সুলতান কোন বিজয়েরও মুখ দেখেননি। অবরোধ প্রত্যাহারে গুপ্তঘাতকদের সাহস ও মর্যাদা বৃদ্ধিপায়, সালাহ্-উদ-দ্বীনের তার ভাই ও হামাহ্'র আমীর নূর-উদ-দ্বীন শাহানশাহ্'র মধ্যস্ততায় রাশীদ-উদ-দ্বীন সিনানের সাথে শান্তিচুক্তি করেন। ইবনুল আসীরসহ অনেক মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতেঃ "ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তিনি গুপ্তঘাতকদের সাথে মিত্রতা করতে

চেয়েছিলেন”। যাই হোক- এই ব্যর্থ মাস্ইয়াফ অবরোধের ফলে ইসমাঈলীয়াদের বিরুদ্ধে মুসলিম সুলতানের ব্যর্থতাই ফুটে ওঠে!

#প্রস্তুতি (৪র্থ খন্ডের ১৪শ পর্ব)

সালাহ্-উদ-দ্বীন এখন উত্তরে তাওরুস দাগালারী(টরাস পর্বতমালা) থেকে দক্ষিণে আদান(এডেন) উপসাগর ও পূর্বে ফোরাত থেকে পশ্চিমে সিদরা উপদাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল ভূখন্ডের অধিশ্বর। মাসইয়াফের ব্যর্থ অবরোধ থেকে তিনি তার শামী বাহিনীকে দামেশ্কে পাঠিয়ে দিলেন ও তুরান শাহ্ তার বাহিনীকে ইয়ামানে পাঠিয়ে দিলেন; সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন তার নিজস্ব অনুচরদের নিয়ে মিছর রওয়ানা হলেন। মিছরে পৌছেই দু'বছর তিনি কোন যুদ্ধে জড়ালেন না, বরঞ্চ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। সালাহ্-উদ-দ্বীনের মূল শক্তি ছিলো বর্শাধারী অশ্বারোহী ও তীরান্দাজ, তাদের আরও সুসজ্জিত করে গড়ে তোলা হলো। কায়রো নামে অধিক পরিচিত আল-কাহিরা ইসমাঈলী ফাতিমীদের আমলে প্রতিষ্ঠিত শহর। এই শহর-ই ছিলো সালাহ্-উদ-দ্বীনের রাজধানী, এতে ফাতিমী আমলের নগরদূর্গও ছিলো, ক্রুসেডারদের আক্রমণ ও অন্যান্য যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে এই নগরদূর্গ প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। সালাহ্-উদ-দ্বীন এবারে এক মহা-প্রকল্পে হাত দেন, তিনি #আল_কাহিরাহ্_নগরদূর্গ

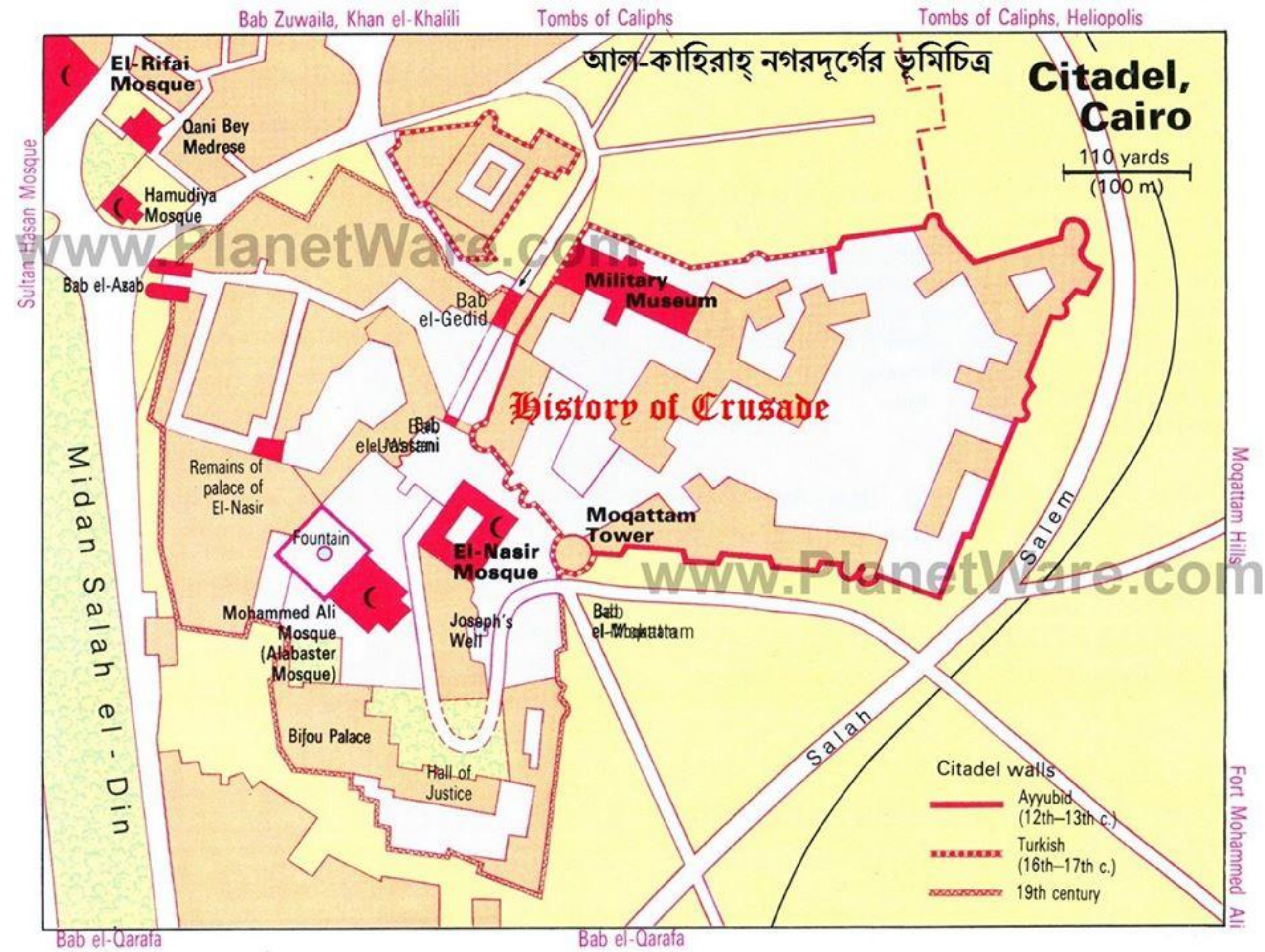

প্রায় নতুন করে নির্মাণ করেন ও ফাতিমী যুগের #প্রতিরক্ষা_প্রাচীর

সংস্কার করে আরও শক্তভাবে গড়ে তুলেন। কিছু ছোট পিরামিড ভেঙে তার পাথরদ্বারাই এই নির্মাণকাজ শুরু হয়, বিধায় এই নিয়ে অসন্তোষও গড়ে ওঠে। উলামা সম্প্রদায় সালাহ্-উদ-দ্বীনের এই কাজে অসন্তুষ্ঠ হন, কেননা পিরামিড কোন পূজালয় ছিলো না; বরঞ্চ এগুলো ছিলো ফারাওদের গোরস্তান। আর ইসলাম যে কোন ধর্মের মানুষের শেষ শয্যাকে অবমাননা করতে শেখায়নি। উপরন্তু

#আল_কাহিরার_নগরদূর্গ

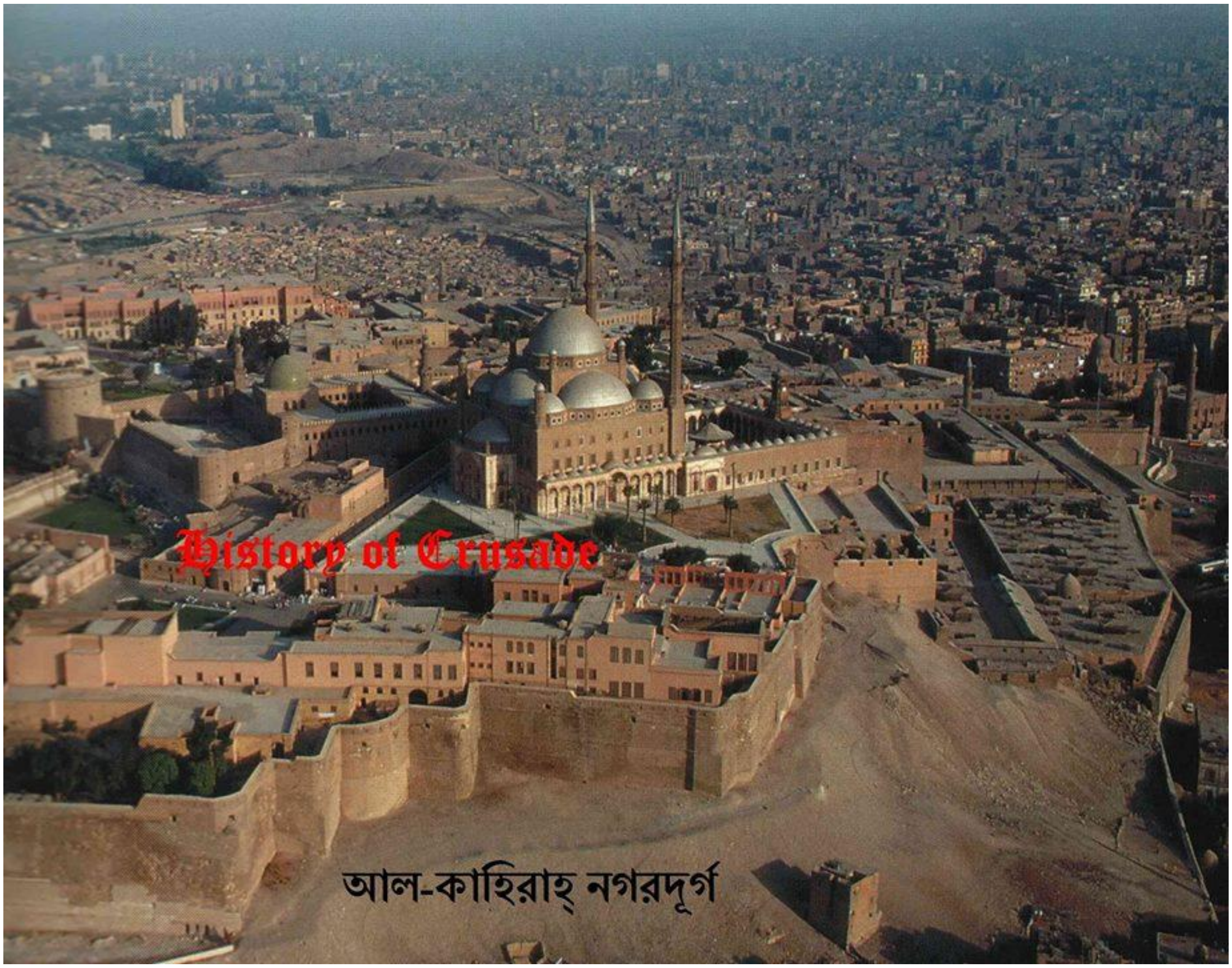

নির্মাণ শেষে তার সিংহ দুয়ারের সালাহ্-উদ-দ্বীন#তার_প্রতীক/কুলচিহ্ন

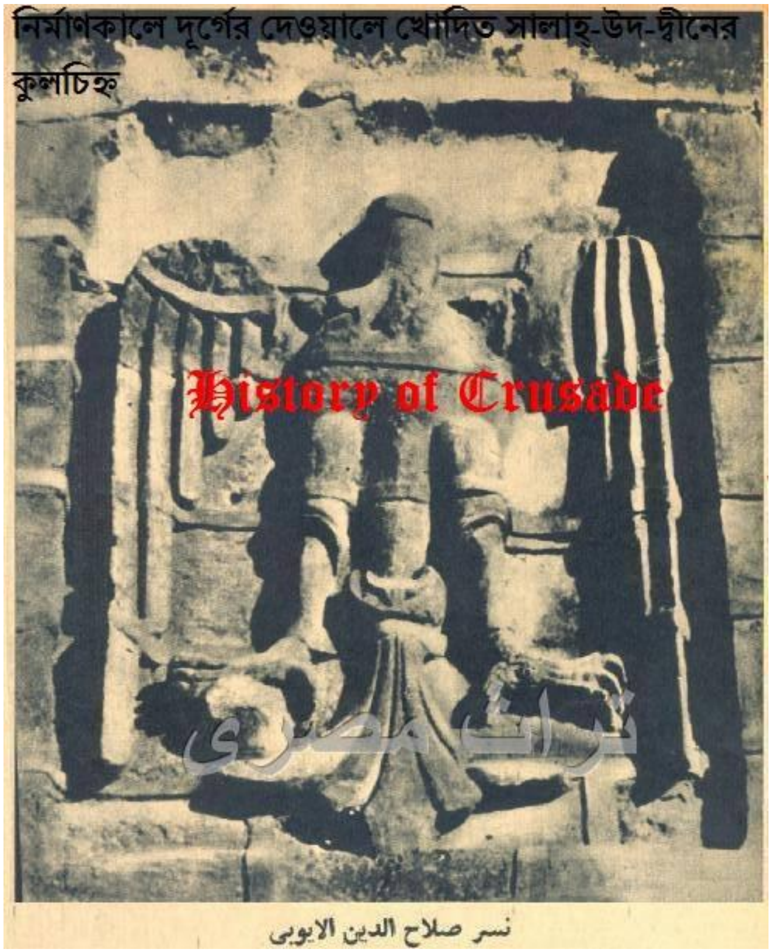

ঈগলপাখী খোদাই করিয়ে দিলে উলামারা অসন্তুষ্ঠ হন। প্রকৃতপক্ষে উলামা সম্প্রদায় কখনই সালাহ্-উদ-দ্বীনের প্রতি সন্তুষ্ঠ ছিলেন না, এর মূল কারণ ছিলোঃ উনিই ১ম বিধর্মীদের মতো মুদ্রায় নিজের প্রতিকৃতি খোদিত করেন। সালাহ্ -উদ-দ্বীনের প্রতি উলামা সম্প্রদায়ের এই অসন্তুষ্ঠি ও তাদের যাঙ্গী সমর্থক আখ্যা দিয়ে সালাহ্-উদ-দ্বীনের দমন পীড়নের কারণেই কুখ্যাত মিথ্যা সৃষ্টিকারী ক্রুসেড সিরিজ পাতার পর পাতা এই মিথ্যা কাহিনীই লিখে গিয়েছে- কিভাবে পীরবেশে ক্রুসেডারদের দালালরা মুসলিমদের ক্ষতি করতো! অথচ তখন ভন্ডপীর কল্পনাও করা যেতো না, সালাহ্-উদ-দ্বীন যাদের দমন করেছিলেন তারা কোন পীর ছিলো না, বরং তারা ছিলেন হক্কানী উলামা। যারা সালাহ্-উদ-দ্বীন কর্তৃক মুদ্রায় নিজের প্রতিমূর্তি স্থাপনের মতো জঘন্য কাজকে সমর্থন করেননি। #এটা

প্রতিকৃতি খোদিত সালাহ্-উদ-দ্বীনের দিরহাম

তেমন-ই এক মুদ্রা।

"সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়ুসূফ সম্পর্কিত তথ্যসূত্র"

১/ ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবা আনবা আয্-জামানঃ শামস-উদ-দ্বীন আবুল আব্বাস আহ্মাদ-ইবন-মুহাম্মাদ-ইবনে-খাল্লিকান,
Translated by Reynold A. Nicholson as "Deaths of Eminent Men and History of the Sons of the Epoch"
2. An-Nawadirus Sultania Wal-Mahasinal Yusufia: Baha-ud-Din Yusuf-Ibn-Rafi-Ibn-Saddad, Translated by Josephly Virtues as "The Rare and Excellent History of Saladin", 2002.
3. The Life of Saladin: Bohadin, published by Schultens in 1732 in Leiden.
4. The Kurds: a concise handbook, by R. Izady, Mehrdad (1991).
5. Al-Kamil Fit Tarikh: Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ash-Shaybani (Ibnul Asir), Translated as "The Complete History".
6. The Fatimids: Abbas Hamadani, P.P.House, karachi 1962,
7.আস্-সিলূক লিমি'রিফাত দিওয়াল মূলক্ঃ তাকী-উদ-দ্বীন আবুল আব্বাস আহ্মাদ-ইবনে-আলী-ইবনে-আবদুল কাদির-ইবনে-মুহাম্মাদ আল-মাকরিযী

“রাজ্যজয়”

History of Crusade·Sunday, 16 October 2016

#ফিলিস্তিনযাত্রা(৫ম খন্ডের ১ম পর্ব)

আল-কাহিরাহ্য় বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজেই সুলতান সালাহ্ উদ-দ্বীনের দু'টি বছর কেটে গেলো। কিন্তু দু'বছর শেষ হওয়ার আগেই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো ফিলিস্তিনে। ক্রুসেডাররা সালাহ্-উদ-দ্বীনের নবাধিকৃত রাজ্যের রাজধানী দামেশ্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে,একই সাথে নভেম্বর ১০৭৯ সালে হালাবের উত্তরে অবস্থিত #হারিম দূর্গ অধিকার করে নিলো সালাহ্-উদ-দ্বীনের হাত থেকে।

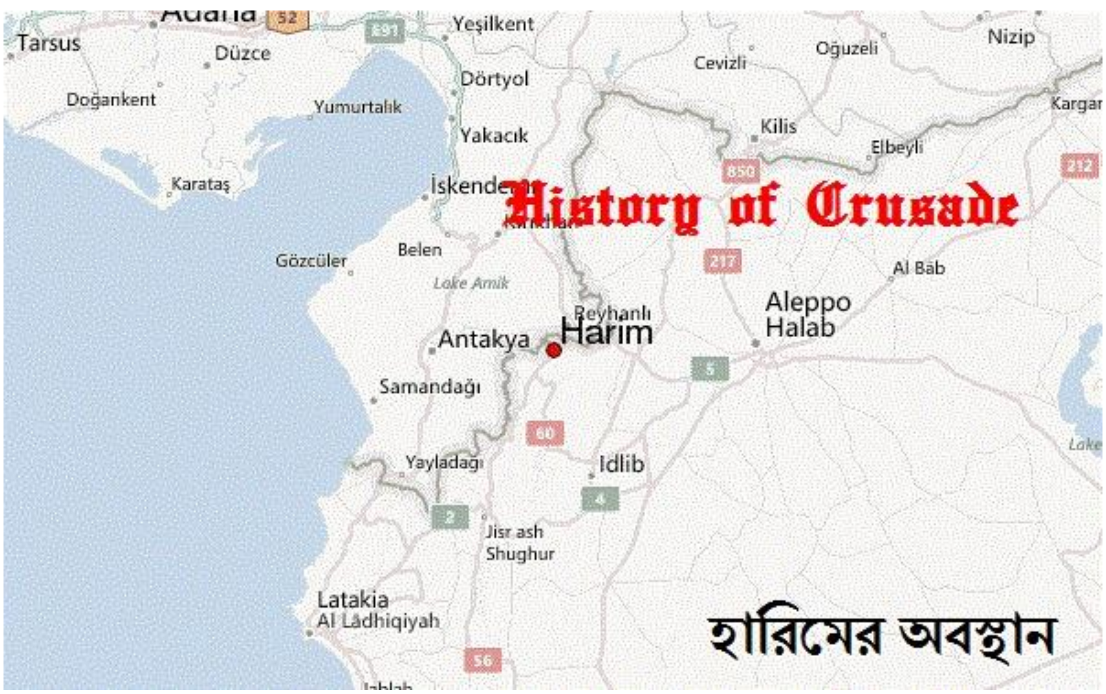

কিন্তু ক্রুসেডাররা এখন উত্তরেই ব্যস্ত, দক্ষিণে ফিলিস্তিনে পর্যাপ্ত সৈন্য নেই তাদের। এখনই সময় ফিলিস্তিনে হামলা চালানোর! এটাই তো মোক্ষম সুযোগ! তাই সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ফিলিস্তিনযাত্রা করলেন, প্রথমেই আল-কাহিরাহ্ থেকে রওয়ানা হয়ে সুলতান পৌছুলেন "শামের সেতু" নামে খ্যাত #আসক্কলান-এ।

প্রত্যক্ষদর্শি টায়ারের #উইলিয়ামের বর্ণনা মতে এসময় সালাহ্-উদ-দ্বীনের সাথে ছিলো ২৬,০০০ সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী!

যাতে ছিলো বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৮,০০০ বাছাইকৃত সৈন্য এবং সুদানী নিগ্রোদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ১৮,০০০ সৈন্যের এক বিপুল নিগ্রো বাহিনী। সুলতান এই বিপুল বাহিনীর সাহায্যে এই ১ম ফিলিস্তিনের ভেতর আক্রমণ চালালেন এবং #আর_রামলাহ্

ও #আল_লূদ ধ্বংস করে ভূমিস্মাৎ করে দিলেন।

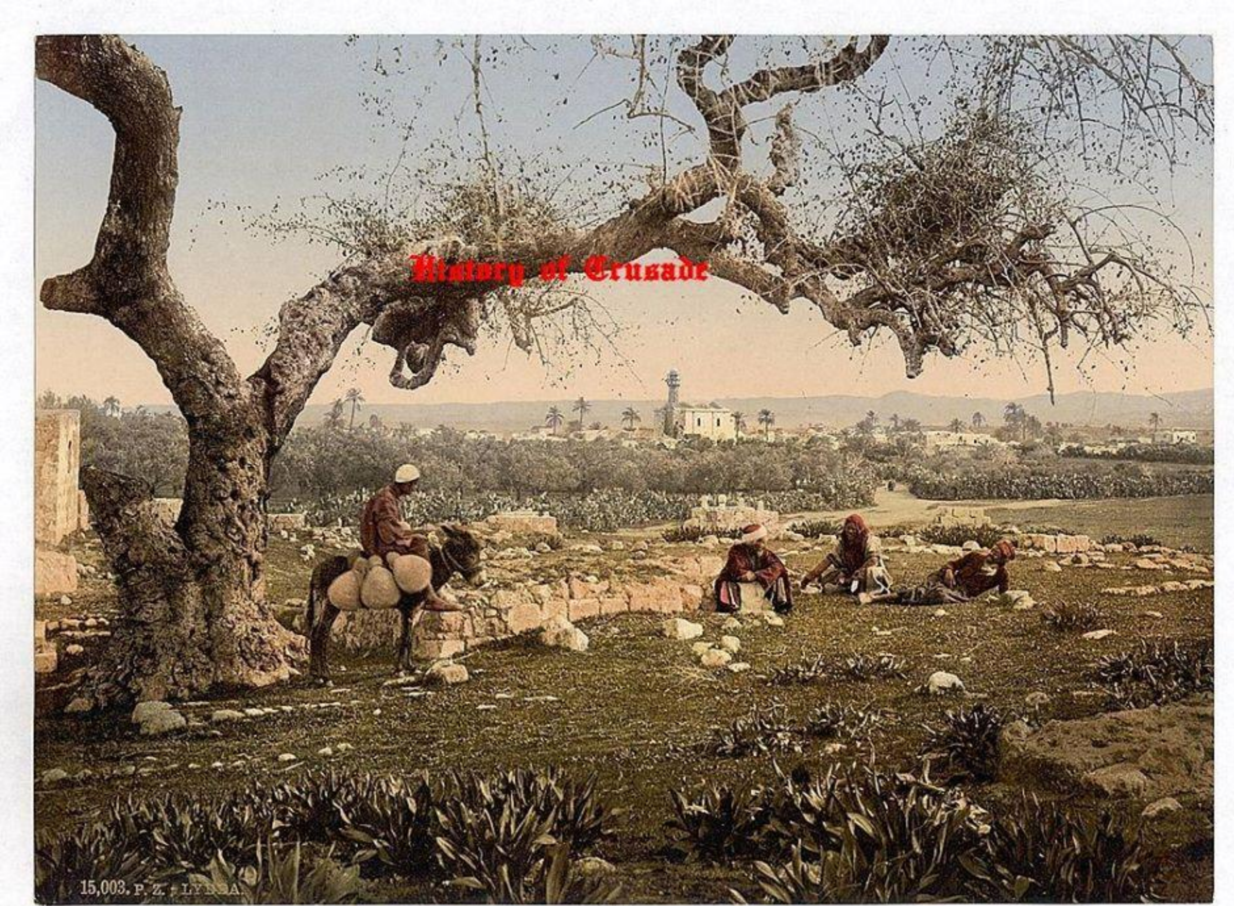

১৮৯০ সালে লূদ এর আলোকচিত্র

#লূদ সম্পর্কে ১টি কথা না বললেই নয়,

সেটি হচ্ছেঃ “ঈসা(আঃ) এই #লূদ-এই দাজ্জালকে হত্যা করবেন”,

#লূদ বর্তমানে ইসরাঈলের ১টি শহর।

সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন কিংডম-অব-জেরুসালেমকে এই অধিকার দিয়েছিলেন যে- জেরুসালেমরাজ যে কোন সময় সসৈন্যে গাজাহ্ থেকে আইয়্যূবী সালতানাতের অর্ন্তগত আসক্বলানে যে কোন সময়- ঢুকতে পারবেন- মুসলিমরা কোন আক্রমণই করবে না। এবারে তাই জেরুসালেমরাজ সেই সুযোগ কাজে লাগালেন এবং ৫/৬,০০০ পদাতিক ও ৩,৭৫ জন নাইট নিয়ে আসক্বলান হয়ে রামলাহ্'য় আইয়্যূবী শিবিরের সামনে হাজির হয়ে সুলতানকে তাঁক লাগিয়ে দিলেন। পুরোদস্তুর সিংহাসনে আরোহণের পর এবারই ১ম সালাহ্-উদ-দ্বীন যুদ্ধের জন্য ক্রুসেডারদের মুখোমুখী হলেন!

#সত্যিকারের_ক্রুসেড (৫ম খন্ডের ২য় পর্ব)

সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের ২৬,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে ফিলিস্তিনের হৃদপিন্ডের মাঝে অভিযানের কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে পরলো ক্রুসেডাররা। কিংডম-অব-জেরুসালেমের রাজা ৪র্থ বল্ডউইন ও ফ্ল্যান্ডার্সের কাউন্ট #১ম_ফিলিপ তখন তীর্থের জন্য পবিত্র নগরী আল-কুদ্সে(জেরুসালেম) ছিলেন। মিছরের সুলতানের

এই বিশাল বাহিনীর কথা শুনেই ক্রুসেডারদের রাজ্যগুলোর মাঝে প্রধান কিংডম-অব-জেরুসালেমের রাজা#৪র্থ_বল্ডউইন ৩৭৫ জন নাইট টেম্পলার ও ৫,০০০ পদাতিক সৈন্যসহ সালাহ্-উদ-দ্বীনের গতিরোধ করার জন্য অগ্রসর হলেন। ৪র্থ বল্ডউইন ছিলেন ১৬ বছর বয়সী ১জন কিশোর ও তিনি তখন মারাত্মক কুষ্ঠরোগে ভুগছিলেন। কুষ্ঠের প্রকোপে তার চেহারাই বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো, যাদ্দরুণ তিনি সর্বদা#মুখোশ

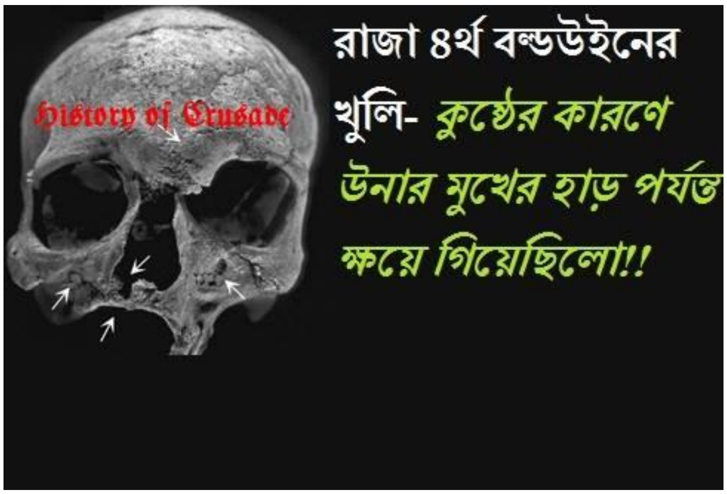

পরে থাকতেন; তবে বয়সে কিশোর ও মারাত্মক অসুস্থ্য হলেও তিনি ছিলেন অসাধারণ রকমের তৎপর ব্যক্তি। তার ব্যক্তিত্বগুণ এমনই ছিলো যে- চিরন্তন অবাধ্য ও অসভ্য ক্রুসেডারদের মধ্যে সব থেকে কুখ্যাত ও বদমাশ ব্যক্তি ক্যাটালিঁয়নের#কাউন্ট_রেনাল্ড ৭৫ জন নাইট ও ২,০০০ সৈন্য নিয়ে স্বেচ্ছায় বল্ডউইনের সাথে যোগ দিলো। বায়জান্টাইন সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত ১,০০০ #টুর্কোপোলিস-ও বল্ডউইনের বাহিনীতে যোগ দিলো। ফলে বল্ডউইনের বাহিনীর সংখ্যা দাড়ালো ৮,০০০ পদাতিক ও ৪,৫০ জন নাইটে। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন আর্-রামলাহ্ রক্ষার জন্য ১০,০০০ সৈন্য রেখে বাকি ১৬,০০০ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন, তবে মিছর থেকে ৬,৯৭৬ জন তুর্কী মামলূক সৈন্য ও ১,৫৫৩ জন নিগ্রো মামলূক সৈন্যসহ আরও মোট ৮,৫২৯ জন সৈন্য সুলতানের আহবানে যোগ দেন। এরফলে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের মোট সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ২৪,৫২৯ জনে।

সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের এই মামলূকরা মামলূক রাজবংশের বাহ্‌রী ও বুরুজীদের থেকে ভিন্ন ছিলো। বাহ্‌রীরা ছিলো কিপচাক-কুমান ও সারকাসিয়, বুরুজীরা ছিলো তাতার গ্রীক ও কিপচাক। আর সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের এই মামলূকেরা ছিলো ওঘুজ তুর্ক, এই ওঘুজ তুর্করাই বিখ্যাত উছমানীয়া তুর্কদের পূর্বপুরুষ। দাস(মামলূক) কিনে সেনাবাহিনী গঠনের ১ম কৃতিত্ব ইমাদ-উদ-দ্বীন যাঙ্গীর। ইমাদ-উদ-দ্বীন যাঙ্গীই ১ম আরবদের যুদ্ধবিমুখতা দেখে তুর্কী দাস কিনে এই মামলূক বাহিনী গঠন করেন। ক্রুসেডাররা মাত্র ৮,০০০+ হলেও তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো অত্যন্ত বেশি, কারণ বল্ডউইনের আদেশ মতো ঈসা(আঃ)কে ক্রুশবিদ্ধ করার সেই তথাকথিত #ট্রুক্রুশ'কে

ক্রসেডার বাহিনীর সম্মুখভাগে স্থাপন করা হয়। কিন্তু সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ২৪,০০০+ সৈন্য নিয়েও ভীত ভাবে অগ্রসর হন, কারণ- উনার যোগ্য ও সাহসী সেনাপতিরা উনার সাথে ছিলো না! (ইমাদ-উদ-দ্বীন ইসফাহানীর বিবরণী)। ট্রু-ক্রুশ আনায় এটিকে ১ম সত্যিকারের ক্রুসেড বলা যায়

#তাল_আছ_ছফীর_যুদ্ধ(৫ম খন্ডের ৩য় পর্ব)

মিছরের সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফ শাহ্ ২৪,৫২৯ জন সৈন্যসহ আর্-রামলাহ্ থেকে অগ্রসর হলেন- আল-কুদ্স অভিমুখে। তাকে রোখার জন্য জেরুসালেমরাজ ৪র্থ বল্ডউইনের নেতৃত্বাধীন ৮,৫২৯ জন ক্রুসেডার অগ্রসর হলো- বাহিনীর সামনে ট্রু-ক্রুস স্থাপন করে। সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ রামলাহ্ থেকে ২৫ মাইল দূরে "তাল আল-হাসী" নামক স্থানে পৌছানোর পর ক্রুসেডারদের গতিবিধির নিশ্চিত খবর পেলেন। কিন্তু তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পরলেন ৪,৫০ জন নাইটের কথা শুনে, তিনি বারবার যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন, কারণ তার যোগ্য সেনাপতিরা তার সাথে ছিলেন না(ইমাদ-উদ-দ্বীন ইসফাহানী)। তাল আল-হাসি থেকে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত #তাল_আছ_ছফী

নামক স্থানে তিনি রাতের বেলায় শিবির স্থাপন করলেন বিশ্রামের জন্য এবং গোটা মুসলিম বাহিনী অরক্ষিত অবস্থায় ঘুমিয়ে পরলো। কিন্তু খ্রীষ্টান বাহিনীর সহকারী সেনাপতি রেনাল্ড কিন্তু ঘুমালেন না, তিনি গোটা ক্রুসেডার বাহিনীকে জাগিয়ে

তুললেন ও নাইট ছাড়া বাকি বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পরলেন মুসলিম শিবিরের উপর। ঈসায়ী ১১৭৭ সালের ২৫শে নভেম্বর#তাল_আছ_ছফীর_প্রান্তরে

ঘুমন্ত মুসলিম বাহিনীর উপর মুষ্ঠিমেয় ক্রুসেডাররা ঝাঁপিয়ে পরলো দুঃসাহসীকতার সাথে। সুলতান জেগে উঠে দেখলেন তার দেহরক্ষীদের প্রায় সবাই -ই নিহত হয়েছে ফলে তিনি সাহস হারিয়ে ফেললেন, তবু সাহসী কিছু সৈন্যের অনুরোধে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালেন। কিন্তু সাড়ে ৪'শ নাইটকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসতে দেখে সালাহ্-উদ-দ্বীন বিজয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে রণেভঙ্গ দিলেন! #তাল_আছ_ছফীর_যুদ্ধে

শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন সালাহ্-উদ-দ্বীন,খ্রীষ্টান বাহিনীর ১,১০০ সৈন্য নিহত হয়েছিলো ওঘুজ তুর্কীদের প্রতিরোধের কারণে। কিন্তু সালাহ্ -উদ-দ্বীন এই যুদ্ধে হারিয়েছিলেন তার প্রায় ১০,০০০ সৈন্য।সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন এর আগেও একাধিক যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন,কিন্তু এমন শোচনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ এটাই ছিলো ১ম ও সেই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। এই যুদ্ধের ফলে ক্রুসেডারদের মর্যাদা বর্হিবিশ্বে দারুণ বেড়ে যায় ও রেনাল্ড ও বল্ডউইনের মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়।

সূত্রঃ ইমাদ-উদ-দ্বীন ইসফাহানী কর্তৃক রচিত “আল-ফাতহুল কূসী ফি আল-ফাতহুল কুদ্সী”

#পরাজয়ের_বিজয় (৫ম খন্ডের ৪র্থ পর্ব)

তাল আছ-ছফী’র প্রান্তরে সুলতান ইয়্যুসূফের শোচনীয় পরাজয় অচিরেই বিজয়ে রুপ নিলো- সুলতানের সক্রিয়তা ও ক্রুসেডারদের ভীতির কারণে। এত বড় বিজয় লাভ করার পরও ক্রুসেডারদের সাহস হলো না সালাহ্-উদ-দ্বীনকে তাড়া করার। কারণ সালাহ্-উদ-দ্বীনের সেনাবাহিনী তাদের চাইতে তখনও বড় এই ছিলো তাদের ভীতির কারণ। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন কিন্তু এত বড় পরাজয়ের পর ভেঙে

পরলেন না উলটো কয়েক মাস বাদে বাহিনীকে সংগঠিত করে নিয়ে আবার রওয়ানা হলেন শামের উদ্দেশ্যে। এবার তিনি বিপদসংকুল উঃশামের দিকে নজর দিলেন এবং হিমসের নগর-দূর্গের বাহিরে শিবির স্থাপন করলেন। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের চমৎকার বুদ্ধির পরিচয় এই উঃশাম অভিযান, কারণ- দূরদর্শি সুলতান বুঝে গিয়েছিলেন যে- জেরুসালেম রাজ্যের বিরুদ্ধে পেরে ওঠার শক্তি উনার নেই তাই তুলনামূলক দুর্বল ত্রিপোলীর বিরুদ্ধেই তিনি আঘাত হানতে মনস্থির করেম, উঃশামে আইয়্যূবী সালতানাতের সীমায় ছিলো দু'টি ক্রুসেডার রাজ্যঃ ১/ এন্টিয়ক(সর্ব উত্তরে) এবং ২/ ত্রিপোলী(উত্তরে)।হিমসের সেনাবাহিনী তার সেনাপতিদের নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের সাথে ছোটখাট সংঘর্ষে লিপ্ত থাকলো। ওদিকে হামাহ্য় অবস্থানকারী আইয়্যূবী বাহিনী ত্রিপোলী রাজ্যের ক্রুসেডারদের সাথে সীমান্ত সংঘর্ষে বারংবার জয়লাভ করলো এবং গানীমাহ্ ও প্রচুর যুদ্ধবন্দীদের হিম্সে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দিলো। সুলতান মুসলিম রাজ্যে লুটপাট, অগ্নি সংযোগ ও ধ্বংসলীলা চালানোর জন্য ধৃত প্রত্যেক যুদ্ধবন্দীর শিরোচ্ছেদের আদেশ দিলেন। এই ১ম সুলতান এমন কঠোর কাজ করলেন, তার কারণ ছিলো তাল আছ-ছফী'র পরাজয়ের ক্ষোভ।ওদিকে সুলতান ইয়্যুসূফের গুপ্তচরেরা সংবাদ নিয়ে এলোঃ উঃশামে উনার ব্যস্ততার সুযোগে জেরুসালেমরাজ বল্ডউইন দামেশক্ আক্রমণের পায়তারা করছে। সংবাদ পাওয়া মাত্রই সুলতান দ্রুত তার ফার্রুখ শাহ্কে ১,০০০ সৈন্যসহ দামেশ্কে পাঠিয়ে বললেনঃ "ক্রুসেডারদের গতিবিধির দিকে নজর রাখতে"। কিন্তু ফার্রুখ শাহ্.........

#মুসলিম_বিজয়। (৫ম খন্ডের ৫ম পর্ব)

সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ ১,০০০ সৈন্যসহ সেনাপতি ফার্রুখ্ শাহ্কে পাঠিয়েছিলেন ক্রুসেডারদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে দামিশ্ককে রক্ষা করতে। তিনি ফার্রুখকে বারবার যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে ও ক্রুসেডারদের হামলা না করার আদেশ দেন। এই বাহিনীকে পথ দেখানো ও নিরাপদে রাখার জন্য বাতিঘড় থেকে আলো জ্বালিয়ে

পথও দেখানো হয়। এপ্রিল ১১৭৯ সালে সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্ রাজা বল্ডউইনের তৎপরতার সংবাদ পেয়ে যুদ্ধের জন্য ফার্‌রুখ শাহ্’র সাথে মিলিত হন। মুসলিম বাহিনী তখন#গোলান_মালভূমির

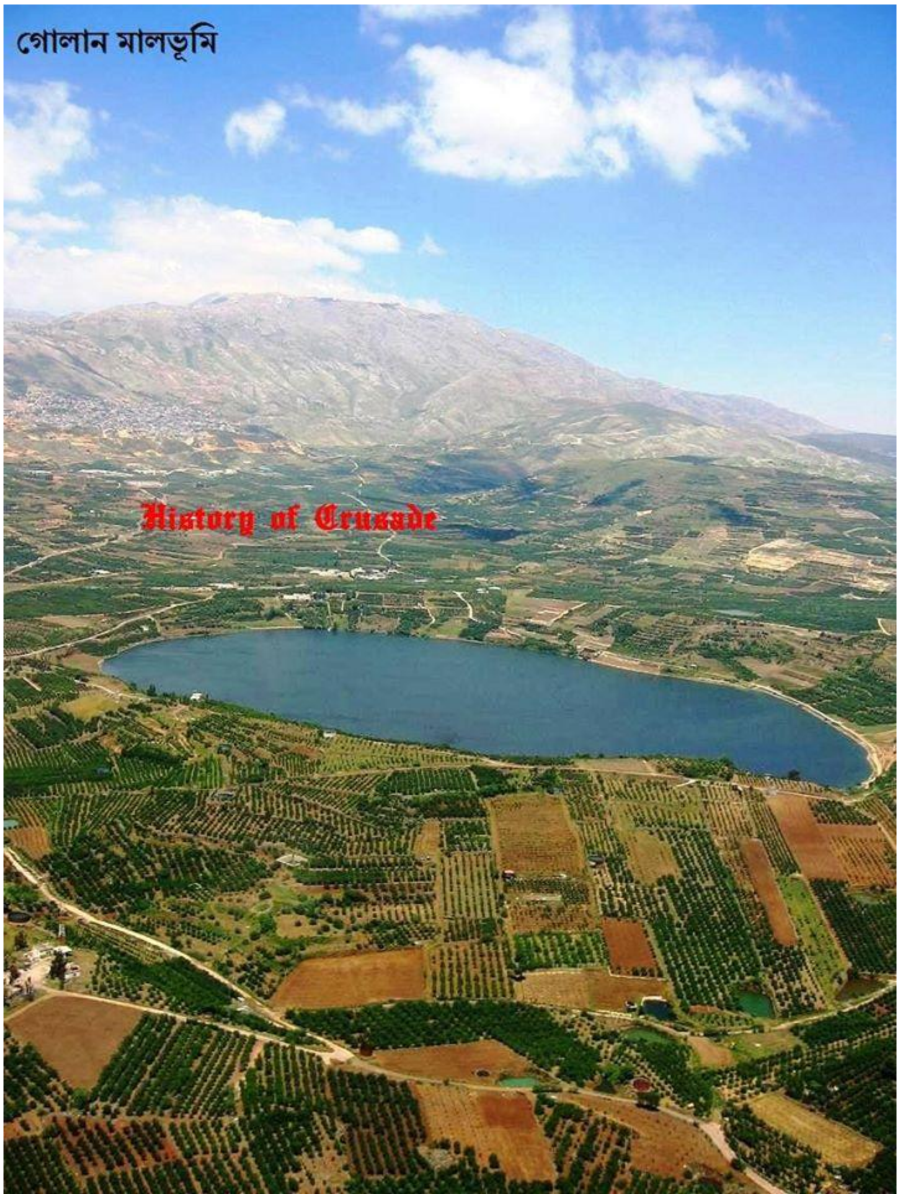

পূর্বে তাদের বাহিনীর পশুদের ঘাস খাওয়াচ্ছিলো, বল্ডউইনের ইচ্ছা ছিলো সেখানে হামলা চালানোর। এ উদ্দেশ্যে বল্ডউইনের নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার বাহিনী #কুনাইতরাহ্’র দঃপূঃ হাজির হয়।

কিন্তু এবার আর সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ বোকামী করলেন না, বরং এবার তিনি ছিলেন খুবই সতর্ক। তাই দেখা গেলো ক্রুসেডার বাহিনী কুনাইতরাহ্'র দঃপঃ আক্রমণের উদ্দেশ্যে চুপিচুপি জড়ো হলেও আইয়্যূবী বাহিনী প্রস্তুত হয়েই ছিলো। ক্রুসেডাররা স্বপ্নেও ভাবেনি কি হতে যাচ্ছে! তারা ভেবেছিলো চুপিচুপি ভিন্ন পথে আক্রমণ করে মুসলিমদের পরাস্ত করে ফেলবে, কিন্তু ঘটলো এর উলটা ঘটনা! দেখা

গেলো মুসলিম বাহিনী ঐপথেই প্রস্তুত হয়েই ছিলো, তাই ক্রুসেডার বাহিনী আক্রমণ করার আগেই তারাই আইয়্যূবী বাহিনীর আক্রমণের শিকার হলো এবং ক্রুসেডার বাহিনী পরাস্ত হয়ে পিছু হটে গেলো। এই বিজয়ের পর সুলতান তার ভাই আল - আদিলকে চিঠি লিখে ১,৫০০ অশ্বারোহী সৈন্য এনে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করলেন - সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে। ১১৭৯ সালের গ্রীষ্মে বল্ডউইন সুলতান ইয়্যূসূফকে এমন ১ গ্যাড়াকলে ফেলালেন যে- তিনি আবার সাহস হারিয়ে ফেললেন!

#বিপদ_এবং_বিজয় (৫ম খন্ডের ৬ষ্ঠ পর্ব)

১১৭৯ ঈসায়ীর গ্রীষ্মে জেরুসালেমরাজ রাজা বল্ডউইন স্বয়ং বেড়িয়ে আসেন ও আইয়্যূবীদের কোনঠাসা করার জন্যে দামেশক্ যাওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি ও পথের নিয়ন্ত্রণভার ক্রুসেডারদের হাতে আনার উদ্দেশ্যে #জর্দান_নদীর

উপর প্রতিষ্ঠিত #জ্যাকবের_সেতুর

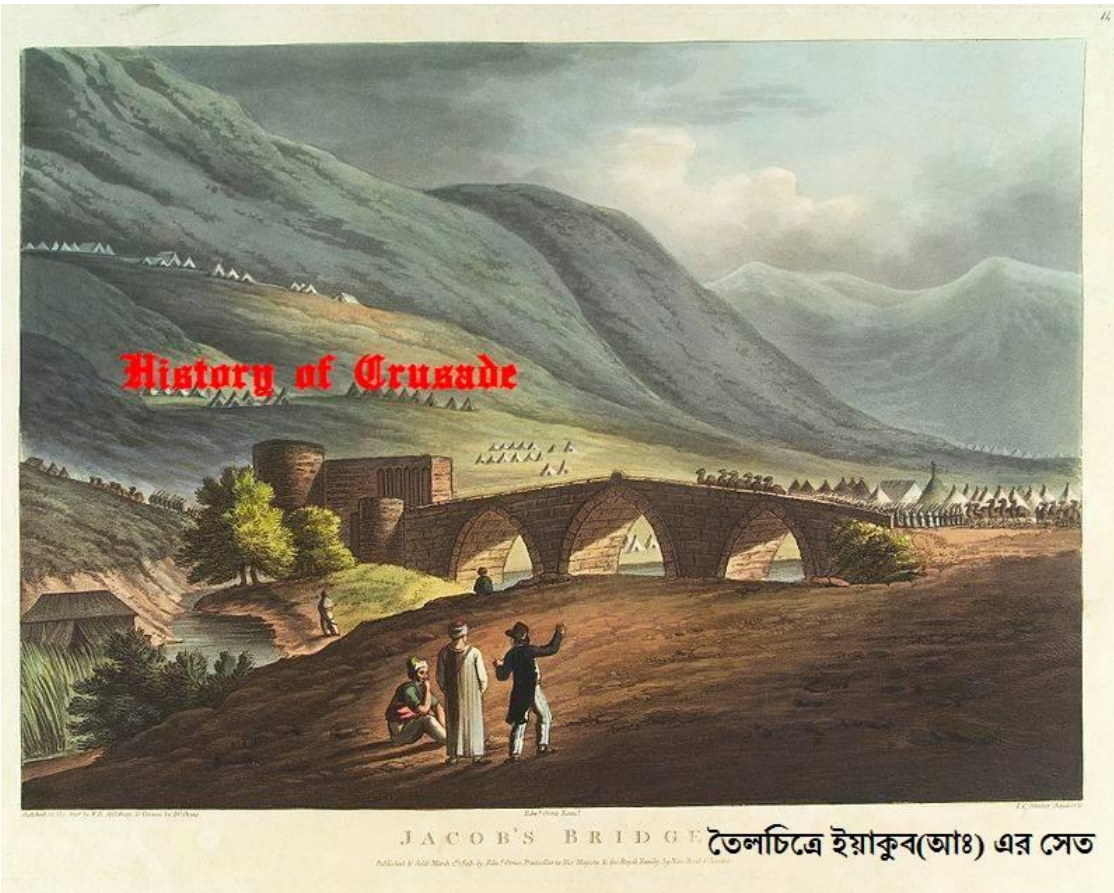

উভয় দিকে দূর্গ নির্মাণ করে জর্দান নদী হতে দামেশ্‌ক পর্যন্ত বিস্তৃত পথের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। ক্রুসেডারদের কাছে#Jacob's_bridge

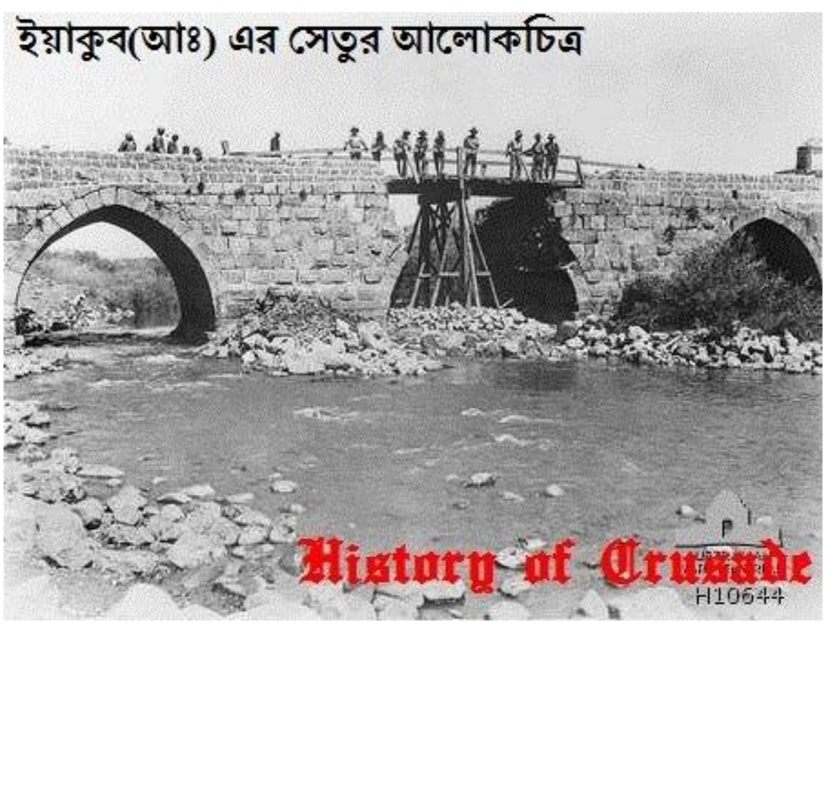

নামে পরিচিত হলেও এর আসল নাম ছিলো#ইয়াকুব_সেতু,

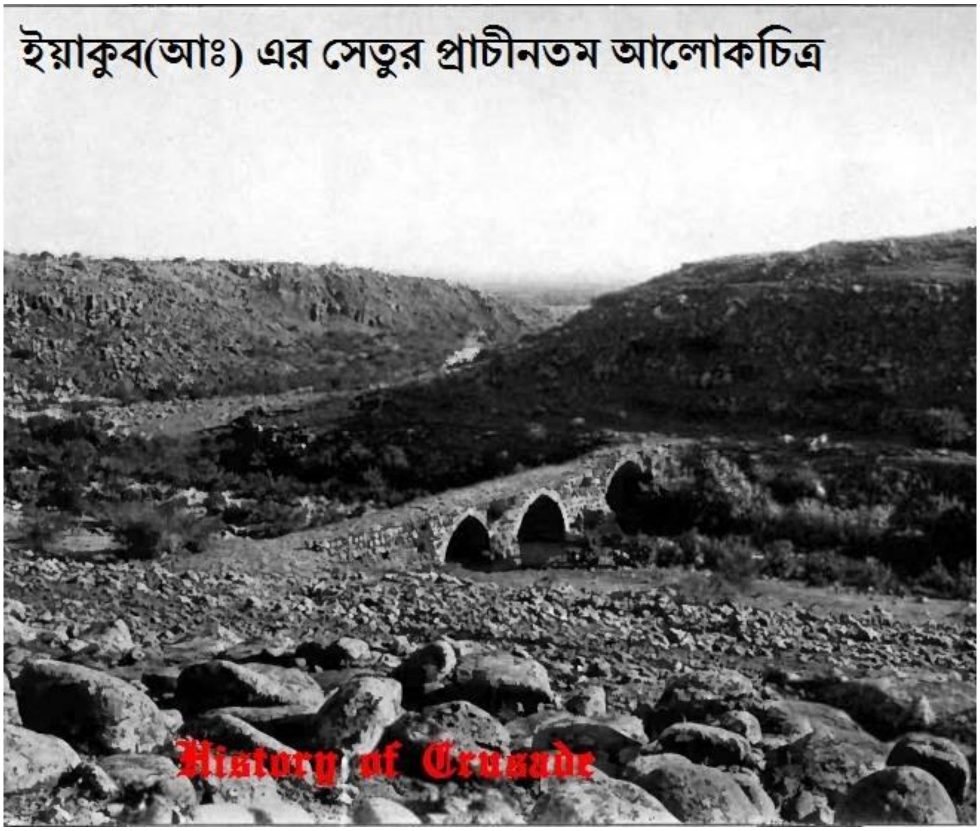

আল্লাহ্'র নাবী ইয়াকুব(আঃ) মানুষের চলাচলের সুবিধার্থে পবিত্র জর্দান নদীর উপর এই সেতু নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য যে ইয়াকুব(আঃ) বানী ইসরাঈলের নেতাও ছিলেন, এবং তারা এই ফিলিস্তীন ভূখন্ডেই বাস করতো। বল্ডউইনের এই সিদ্ধান্তে সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ শঙ্কিত হয়ে পরেন এবং সাহস হারিয়ে ফেলেন। কারণ সেতুর দু'পাশে ও দামেশ্‌ক যাওয়ার পথে দূর্গ নির্মিত হলে মুসলিম রাজ্যের মারাত্মক ক্ষতি হবে। তাই সুলতান বল্ডউইনের কাছে দূত পাঠিয়ে ১ লাখ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে দূর্গ নির্মাণ বন্ধের প্রস্তান পাঠান। বল্ডউইন এই প্রস্তাবে খুবই খুশী হন, কারণ এর অর্থ সালাহ্-উদ-দ্বীনের নত হওয়া-ক্রুসেডারদের অধীনতা স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু তাও বল্ডউইন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন- মুসলিমদের আরও বিপদে ফেলানোর উদ্দেশ্যে- যা এই দূর্গরাজি নির্মাণ দ্বারাই সফল হতো। সাহসী ও বীর সেনাপতি ফাররুখ শাহ্'র উৎসাহে সুলতান আবার তার সাহস ফিরে পেলেন এবং ফার্‌রুখ

শাহ্‌'র পরামর্শ মতে কালবিলম্ব না করেই আকস্মিৎ সদ্য নির্মিত চেষ্টলেট দূর্গ আক্রমণ করে বসেন। এবং টেম্পলারদের পরাজিত করে এই দূর্গ পদানত করেন ! এ সংবাদ পাওয়া মাত্রই বল্ডউইন কাল বিলম্বা না করেই আইয়্যুবী বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসেন। তড়িঘড়ি করার কারণে ক্রুসেডারদের পদাতিক বাহিনী পেছনে পরে গিয়েছিলো। তাই বেকায়দায় পরলেও চরুর সালাহ্‌-উদ-দ্বীন এর সুযোগ নেন এবং তার সুযোগ্য নেতৃত্বে ক্রুসেডাররা পরাজিত হয়। ঈসায়ী ১১৭৯ সালের ৩০শে এপ্রিল সালাহ্‌-উদ-দ্বীনের হাতে ইয়াকুব(আঃ) এর সেতুর অপর পাশে নির্মিত ২য় দূর্গ এটি'র পতন ঘটলে আইয়্যূবী সালতানাত বিপদমুক্ত হয়। ঈসায়ী ১১৮০ সালের বসন্তে সুলতান ছফাদ চলে আসেন ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বড় ধরণের আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এতে ক্রুসেডাররা ভীত হয়ে পরে ও সন্ধি প্রার্থনা করে। খরার কারণে ফসলের ঘাটতি থাকায় সুলতানও অবশেষে শান্তি প্রস্তাব মেনে নেন। ত্রিপলীর#রেমন্ড কিছুটা গাইগুই করলেও অবশেষে সেও সন্ধি চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়। কারণ আইয়্যূবী নৌ-বহর তখন তারতূস বন্দরের কাছে এসে পরেছিলো।

#শান্তিস্থাপনে_সালাহ্_উদ_দ্বীন(৫ম খন্ডের ৭ম পর্ব)

১১৮০ সালের জুনে#কাইফার

আরতুর্কী আমীর নূর-উদ-দ্বীন মুহাম্মাদের জন্য সুলতান ১টি অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। এতে তাকে ও তার ভাই আবু বাক্‌রকে ১,০০,০০০ দিনার মূল্যের উপহার দেয়া হয়। আরতুর্কী আমিরদের সাথে মিত্রতা স্থাপন এবং জাঝিরাহ্ ও আনাতোলিয়ার আমিরদের প্রভাবিত করা এর উদ্দেশ্য ছিল। পূর্বে সুলতান নূরউদ - দ্বীন ও সাল্‌জুক সুলতান কিলিজ আরসালান(২য়) যুদ্ধের মুখোমুখি হলে তাদের মধ্যে সমঝোতা করান। কিলিজ আরসালান দাবি করেন যে তার মেয়েকে বিয়ে করার মোহর হিসেবে নূর-উদ-দ্বীন তাকে দেয়া এলাকা ফিরিয়ে দেবেন। কিলিজ সংবাদ পেয়েছিলেন যে তার মেয়েকে অপমান করা হয়েছে এবং সাল্‌জুক অঞ্চল লাভের জন্য তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। নূর-উদ-দ্বীন সুলতানকে এই ব্যাপার মধ্যস্থতা করার অনুরোধ জানান। তবে কিলিজ তা প্রত্যাখ্যান করেন। নূর-উদ-দ্বীন এবং সুলতান #গেইক_সু নদীর তীরে

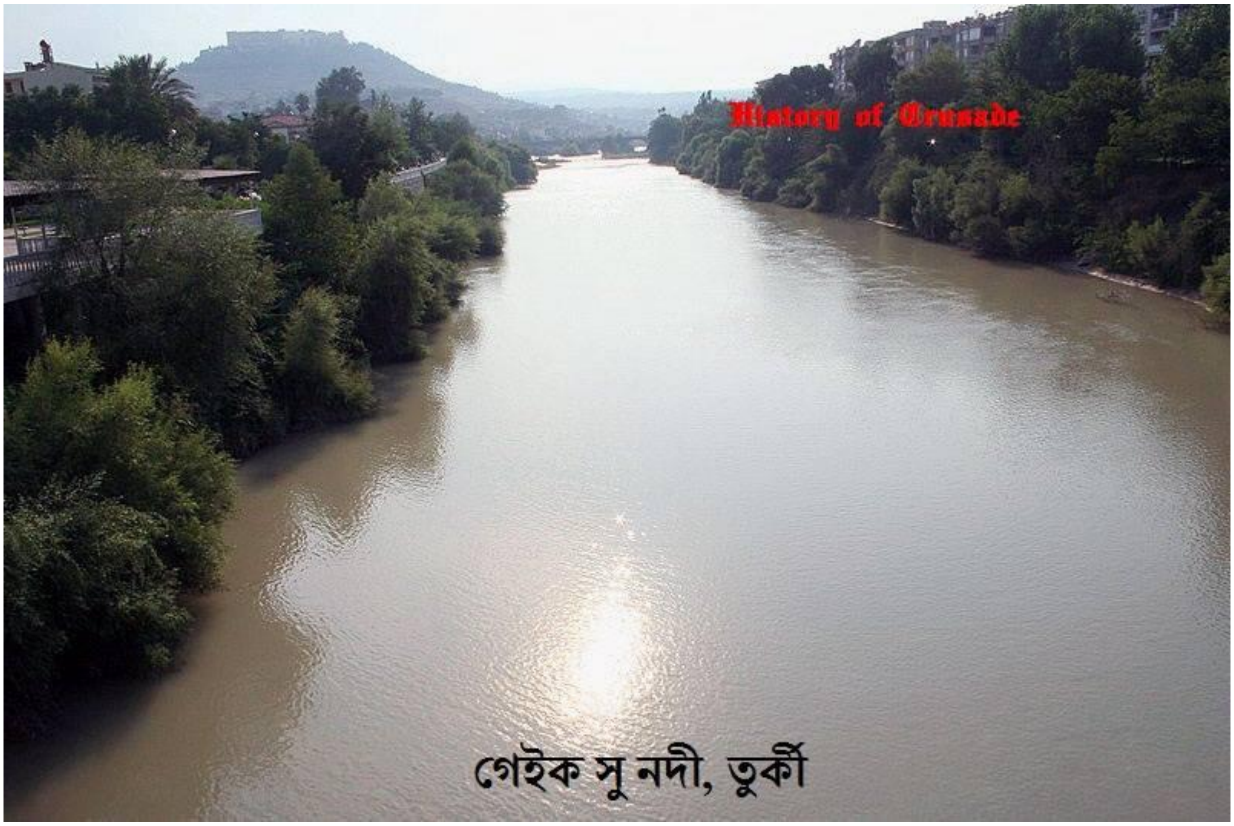

সাক্ষাত করার পর শীর্ষ সাল্জুক আমীর ইখতিয়ার-উদ-দ্বীন আল-হাসান কিলিজকে মেনে নেয়ার সংবাদ নিশ্চিত করেন ফলে ১টি চুক্তি হয়। সুলতান পরবর্তীকালে কিলিজের কাছ থেকে জানতে পারেন যে নূর-উদ্-দ্বীন তার মেয়েকে আবারও অপমান করছে। এতে সুলতান ক্ষিপ্ত হয়ে মালাতয়া আক্রমণের হুমকি দেন। হুমকির পর সাল্জুকরা আলোচনার জন্য চাপ দেয়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে কিলিজের কন্যাকে এক বছরের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হবে এবং যদি নূর-উদ্-দ্বীন শর্ত মানতে ব্যর্থ হয় তবে সুলতান তার সমর্থন প্রত্যাহার করবেন। এরফলে সাল্জুক রুমের সাথে সুলতানের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফার্‌রুখ শাহকে সিরিয়ার দায়িত্বে রেখে ১১৮১ সালের শুরুতে সুলতান আল-কাহিরাহ্তে ফিরে আসেন। আবু শামাহ্’র বর্ণনা অনুযায়ী তিনি মিছরে রমাদানের রোজা রাখতে চাইছিলেন এবং গ্রীষ্মে হাজ্জের জন্য মাক্কাহ্ যেতে চাইছিলেন। অজ্ঞাত কারণে তিনি তার পরিকল্পনা বদলান এবং জুন মাসের দিকে #নাইল নদ অঞ্চলে পরিদর্শনে বের হন।

এখানে তিনি পুনরায় বেদুইনদের আক্রমণের শিকার হন। তিনি তাদের দুই তৃতীয়াংশ জায়গির অপসারণ করেন যাতে ফাইয়ুমের জায়গিরদের ক্ষতিপূরণ দেয়া যায়। এছাড়াও বেদুইনরা ক্রুসেডারদের সাথে ব্যবসা করার দায়ে অভিযুক্ত ছিল। শস্য বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাদেরকে পশ্চিমে বসতি সরিয়ে নিতে বাধ্য করা হয়। পরবর্তীতে আইয়্যূবী যুদ্ধজাহাজ নদীপথে বেদুইন জলদস্যুদের উপর আক্রমণ করে। ১১৮১ সালের গ্রীষ্মের ঘটনা...............

#খালিফাহ্‌র_বিরুদ্ধে_লড়াই!! (৫ম খন্ডের ৭ম পর্ব) ঈসায়ী ১১৮১ সালে জাঝিরাহ্ ও হালাবের যাঙ্গী পরিবারের প্রধান সুলতান সাইফ-উদ-দ্বীন গাযী ইন্তেকাল করেন। তিনি তার ভাই ও চাচাদের মতোই অকুতোভয় বীর ছিলেন, ইনি সেই সাইফ-উদ-দ্বীন গাযী যিনি সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনকে সাবধান করে লিখেছিলেনঃ "জাঝিরাহ্'র এক খন্ড মাটিও আমি আমাদের গাদ্দার দাসের হাতে তুলে দেবো

না"(ইবনুল আসীর)। সালাহ্-উদ-দ্বীন তখন খাবার নদী অতিক্রমের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখনই সাইফ-উদ-দ্বীন গাযী সালাহ্-উদ-দ্বীনকে খাবুর নদী অতিক্রম করার দুঃসাহস না দেখানোর জন্য হুশিয়ারী উচ্চারণ করে উপরের চিঠিটি পাঠান। সালাহ্-উদ-দ্বীন শেষ বীর যাঙ্গী'র কাছে মার খেয়েই জাঝিরাহ্'র উপর থেকে চোখ সড়ান। কিন্তু এখন সাইফ-উদ-দ্বীনের মৃত্যুতে সালাহ্-উদ-দ্বীন আবার তার স্বমূর্তিতে আর্বিভুত হন- যার মূল লক্ষ্য ক্রুসেডারদের বিনাশ নয় বরং 'যে কোন উপায়ে' সুবিশাল রাজ্য স্থাপন। তাই তখন ক্রুসেডারদের উপর হামলা চালানোর মোক্ষম সুযোগ থাকলেও তিনি ১১ই মে ১১৮২ ঈসায়ীতে তার পুরো অর্ধেক বাহিনী নিয়ে মিছর ত্যাগ করেন, তার সাথে চললো বহু বে-সামরিক মানুষও। এটাই ছিলো সালাহ্-উদ-দ্বীনের শেষ মিছরত্যাগ, এরপরে তিনি আর মিছরে ফিরে আসতে পারেননি। ওদিকে ইয্য-উদ-দ্বীন যাঙ্গী জাঝিরাহ্'র সিংহাসনে আরোহণ করেন ও ৪ঠা ডিসেম্বর নূর তনয় মালিক-উস-সালিহ্ ইসমাঈল ইন্তেকাল করলে হালাবের সিংহাসন শূন্য হয়। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে ইসমাঈল তার সমস্ত আমীরদের এই শপথ করার যে- তারা সবাই ইয্য-উদ-দ্বীনের প্রতি অনুগত থাকবে। এই ইসমাঈল-ই ছিলেন সাইফ-উদ-দ্বীন যাঙ্গীর পর ১মাত্র ব্যক্তি যিনি সালাহ্-উদ-দ্বীনকে প্রতিহত করতে পারতেন। যাহোক ইসমাঈলের মৃত্যুর পর ইয্য্ -উদ-দ্বীন হালাবের আমীরদের আমন্ত্রণ পেয়ে তার ভাই ইমাদ-উদ-দ্বীনকে হালাব চলে আসেন। ইমাদ-উদ-দ্বীন ছিলেন জাঝিরাহ্'র সিনজার এর শাসনকর্তা, এখন ইয্-উদ-দ্বীন সিনজারের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে ইমাদকে হালাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এবং সালাহ্-উদ-দ্বীনের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ জানতে পেরে খালিফাহ্ আন্-নাছিরের কাছে দূত পাঠিয়ে "সালাহ্-উদ-দ্বীনের এসব অনাচার" বন্ধের জন্য অনুরোধ জানান। খালিফাহ্'র প্রধানমন্ত্রী যাঙ্গীদের সমর্থন করেন, খালিফাহ্ নিজেও সালাহ্-উদ-দ্বীনের কাছে আদেশনামা পাঠান যেঃ "মুসলিম রাজ্যে আর কোন হামলা নয়, তুমি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে আঘাত হানো; তাহলে আমি নিজে ও যাঙ্গীদের বলে ওখানে সৈন্য পাঠাবো। আর এই ফারমান পাওয়ার পরও যদি যাঙ্গীদের বিরুদ্ধে

তোমার যুদ্ধযাত্রা চালু রাখো, তাহলে জেনে রেখো তোমার এই অবৈধ অভিযান যাঙ্গীদের বিরুদ্ধে নয় বরং আল্লাহ্‌'র প্রতিনিধি(খালিফাহ্)'র বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছে। একে আমি আমার বিরুদ্ধেই লড়াই হিসাবে দেখবো"[কাজী বাহা-উদ-দ্বীনেরআন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া ওয়াল-মাহাসিনুল-ইউসুফিয়াদ্রঃ]। খালিফাহ্ ঠিকই জানতেন যে অবাধ্য ও সুযোগ সন্ধানী সালাহ্-উদ-দ্বীন খালিফাহ্‌র ফারমানেও ক্ষ্যান্ত হবে না! তাই তিনি(খালিফাহ্) বিখ্যাত বিশিষ্ট আলীম ও খালিফাহ্'র প্রিয়পাত্র বাদ্‌র-উল-বাদ্‌রকে মধ্যস্থতার জন্যে প্রেরণ করেন। সালাহ্-উদ-দ্বীনের এসব কারণেই তৎকালীন উলামা, ধার্মিক বেদুঈন ও খালিফাহ্ উনাকে দেখতে পারতেন না। যার ফলে আক্কা অবরোধের সময় খালিফাহ্ তার এই বিদ্রোহীকে কোন সাহায্যই পাঠাননি। যারা শাদ্দাদের কথা বলেন, তারাও যদি তার বইটি সালাহ্-উদ-দ্বীনের জীবণি পড়ে দেখেন তারাও বুঝতে পারবেন আগেকার আলীমরা কেন সালাহ্-উদ-দ্বীনকে ঘৃণা কোরতো?? বর্তমানের আলেমরা অবশ্য ইতিহাস ছেড়ে গল্পের বই বিশেষত ঈমানদীপ্ত দাস্তান ও ক্রুসেড সিরিজের কারণে সালাহ্-উদ-দ্বীনের অন্ধভক্ত।

#জাঝিরাহ্‌য়_আইয়্যূবী_আক্রমণ (৫ম খন্ডের ৮ম পর্ব) একদিকে খালিফাহ্ ও জাঝিরাহ্'র যাঙ্গী সুলতান অপরদিকে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন, দ্বিধাবিভক্ত মুসলিম জাহান। এমন সুযোগ কি ক্রুসেডাররা ছাড়ে? ক্রুসেডাররা বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সালাহ্-উদ-দ্বীনের আল-কাহিরা ত্যাগের সংবাদ শুনে সীমান্তে জড়ো হয় বাঁধা দেওয়ার জন্যে। কিন্তু সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের মূল নজর তখন ক্রুসেডাররা নয় বরং যাঙ্গী ও খালিফাহ্ জোট। তাই এই ক্রুসেডার বাহিনীকে এড়িয়ে তিনি সাইনাই উপসাগরের উপকূল ঘেঁষে #আইলাহ্(বর্তমান আকাবাহ্) হয়ে ক্রুসেডার বাহিনীর নজর এড়িয়ে এশিয়ায় প্রবেশ করেন।

ঈসায়ী ১১৮২ সালের জুন মাসে আইয়্যূবী সালতানাতের এশিয়া মহাদেশের রাজধানী দামেশ্‌ক-এ পৌঁছে জানতে পারেন যে- তার দুর্ধর্ষ সেনাপতি ফার্‌রুখ শাহ্ #আল_জালীল(গ্যালিলী) আক্রমণ শুরু করেছেন-

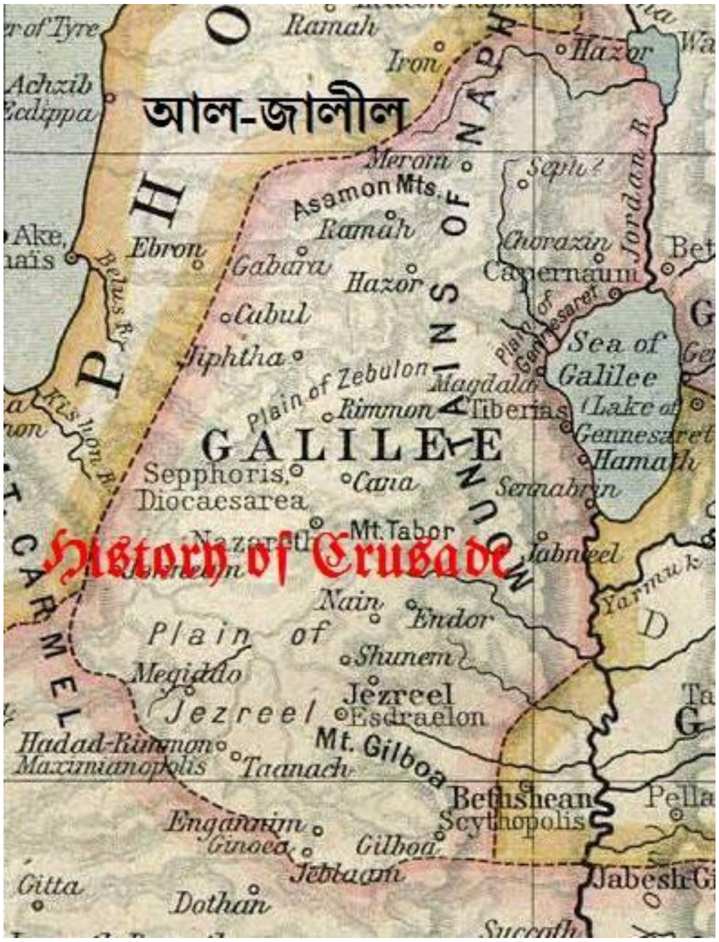

এবং [#আদ_দাবুরিইয়্যা](#) ভূমিস্মাৎ করেন ক্রুসেডারদের ব্যতিব্যস্ত করার জন্য।

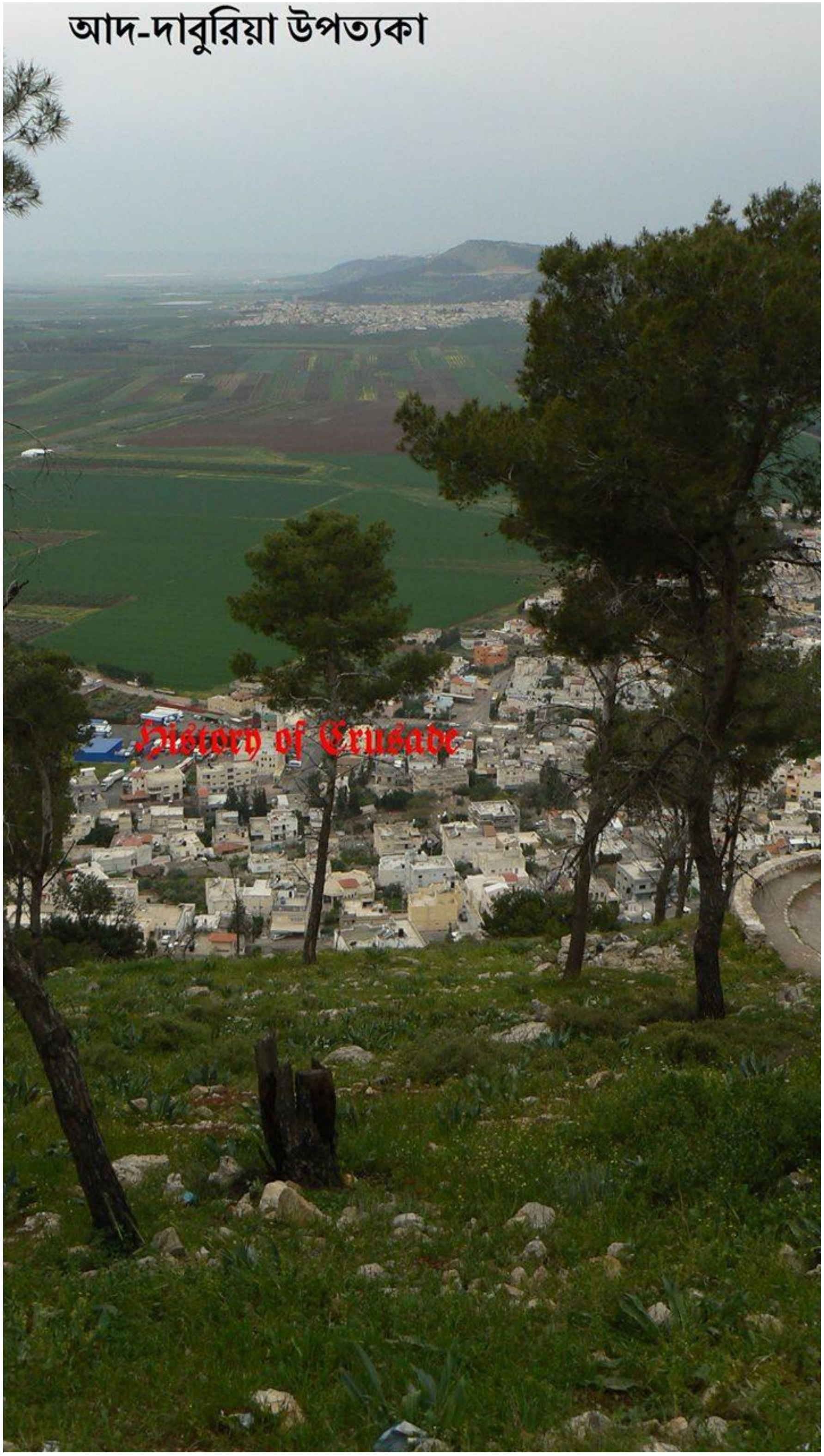

সুলতান ফার্‌রুখ শাহ্‌কে #কাওকাব_আল_হাওয়া আক্রমণের নির্দেশ দেন

যাতে ক্রুসেডাররা তার জাঝিরাহ্ আক্রমণের পথে বাঁধা হয়ে দাড়াতে না পারে ও নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ঈসায়ী ১১৮২ সালের আগষ্ট মাসে সুলতান জল ও স্থলে দু'টি বাহিনী প্রেরণ করেন #বাইরুত আক্রমণের জন্যে।

স্থলবাহিনীটি #বেক্কা_উপত্যকায় তিনি দিয়ে আক্রমন চাল্‌ন ও নৌ-বাহিনী হামলা চালায় ভূ-মধ্যসাগর দিয়ে।

কিন্তু দু'টি অভিযানই চরম ভাবে ব্যর্থ হওয়ায় সুলতান সৈন্য প্রত্যাহার করে নেন।
ওদিকে #হার্‌রানের আমীর কুকবারী

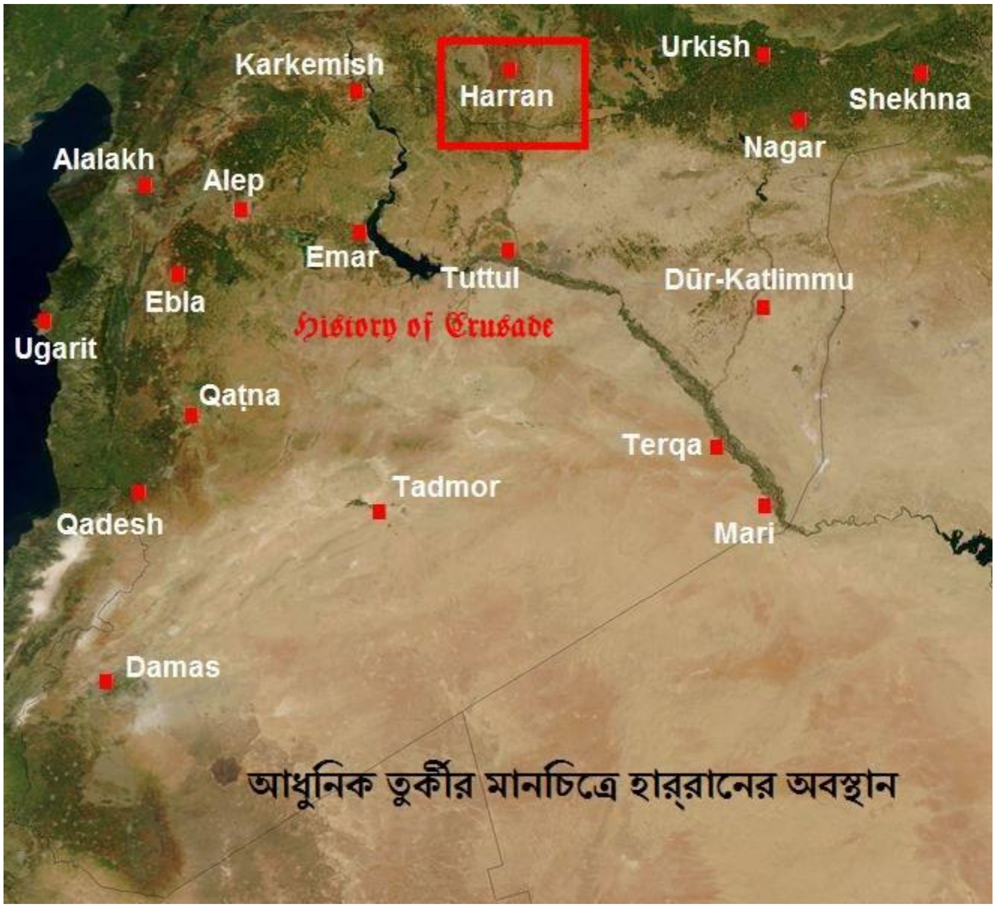

সালাহ্-উদ-দ্বীনকে জাঝিরাহ্ আক্রমণের আমন্ত্রন জানায়, সে ছিলো ১জন যাঙ্গী আমীর ও হাররানের শাসনকর্তা, তার বহু বছরের খাজনা বাকি পরায় যাঙ্গীরা খাজনার জন্য চাপ দিলে তার সাথে যাঙ্গীদের বিবাদ শুরু হয়। কুকবারীর উদ্দেশ্যে ছিলো সালাহ্-উদ-দ্বীনকে সাহায্য করা বিনিময়ে তার অধীনেই হাররানের শাসনকর্তা হওয়া ও বাকি খাজনা থেকে মুক্তি পাওয়া। হালাবের যাঙ্গীদের সাথে সুলতানের চুক্তির মেয়াদ ১১৮২ সালেই শেষ হয়ে যায়, তাই তিনি হালাব দূর্গ অবরোধের মাধ্যমে হালাবের যাঙ্গীদের সেকথা জানান দেন। তিনি মাত্র ৩দিন পরেই তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করে খালিফাহ্'র নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কুববারীর আমন্ত্রণে ফোরাত নদী অতিক্রম করেন। সুলতানের এই কাজে সবাই বিষ্মিত হন, কারণ হালাবের সাথে শান্তিচুক্তির মেয়াদ শেষ হয় ১১৮২ সালে- জাঝিরাহ্'র সাথে নয়। জাঝিরাহ্'র সাথে উনার আজীবণ শান্তিচুক্তি ছিলো ও আব্বাসী খালিফাহ্ খাবুর

নদীকে যাঙ্গীদের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান খাবুর তো দূরের কথা ফোরাত পর্যন্ত অতিক্রম করে ফেললেন!! ফোরাত অতিক্রমের পর সুলতানের সাথে দুই যাঙ্গী গাদ্দার আমীর কুকবারী ও নূর-উদ-দ্বীন যোগ দেন,৩জনের মিলিত বিশাল বাহিনী একে একে #আর_রুহা,

#সারুয,

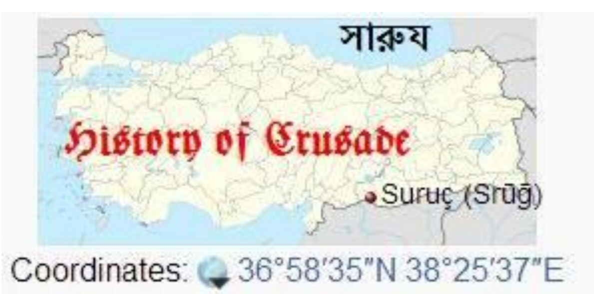

#আর_রাক্কাহ্ ও

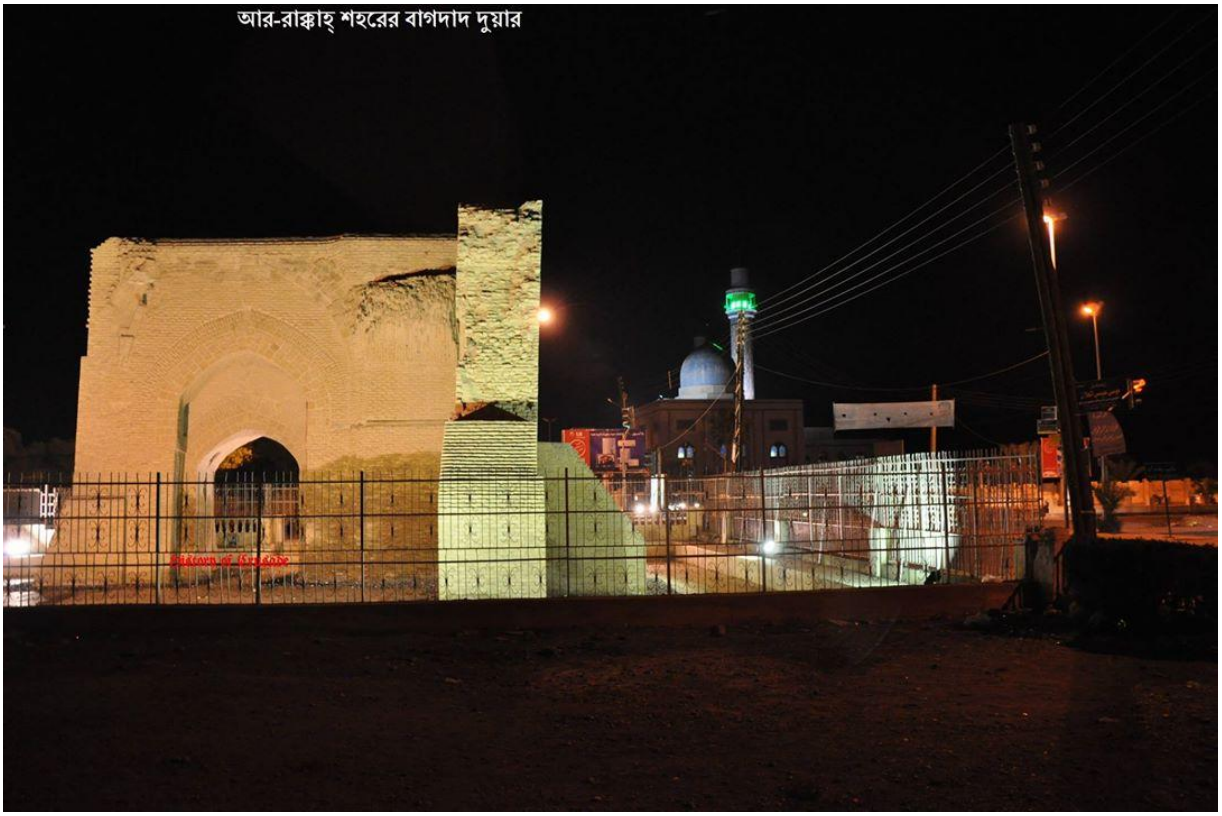

#ক্বিরকেশিয় অধিকার করে নেয়।

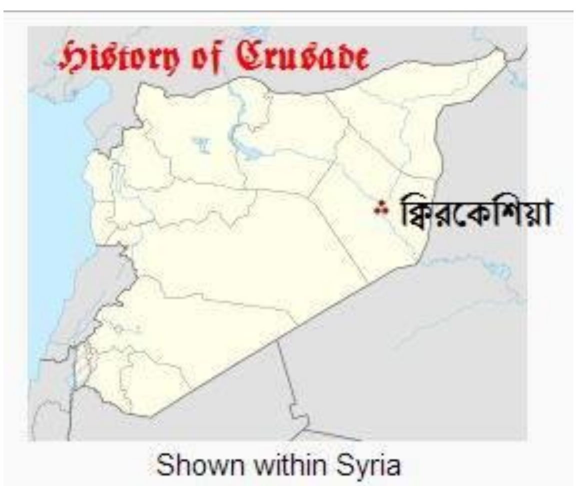

গুরুত্বপূর্ণ শহর রাক্কাহ্'র আমীর ছিলেন কুতুব-উদ-দ্বীন ইনাল, তিনি ইতিপূর্বে মানবিজের আমীর ছিলেন এবং তার কাছ থেকেই সালাহ্-উদ-দ্বীন মানবিয অধিকার করেন। সুলতানের বিশাল সেনাবাহিনী দেখে তিনি কোন প্রতিরোধের চেষ্ঠাই করেননি, কেবল সকল ধন-সম্পদ নিজ অধিকারের রাখার শর্তে ইনাল

আত্মসমর্পণ করেন। তবে এখানে নতুন এক চাল চালেন কুতুব -উদ-দ্বীন ইনাল.......................... তথ্যসূত্রঃ কাজী বাহা-উদ-দ্বীনের আন-নাওয়াদির,

#আত্মঘাতী_বিজয়াভিযান (৫ম খন্ডের ৯ম অধ্যায়) সুলতানের বিশাল সেনাবাহিনী দেখে তিনি কোন প্রতিরোধের চেষ্টাই করেননি, কেবল সকল ধন-সম্পদ নিজ অধিকারের রাখার শর্তে ইনাল আত্মসমর্পণ করেন। তবে এখানে নতুন এক চাল চালেন কুতুব-উদ-দ্বীন ইনাল, তিনি বেশ কিছু অবৈধ কর তুলে নেন ও সালাহ্-উদ-দ্বীনের যাতে অসুবিধা হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলেন। একথা শুনে সুলতান বলেনঃ “সবচেয়ে খারাপ শাসক হল তারা যাদের নিজেদের টাকার থলে পূর্ণ থাকে আর জনগণ থাকে দুর্বল।” রাক্কাহ্ থেকে তিনি আল-ফুদাইন, আল-হুসাইন, মাকসিম, দুরাইন, আরাবান ও খাবুর জয়ের জন্য এগিয়ে যান, কিন্তু এসব ক্ষুদে শহরের শাসনকর্তারা বিনা যুদ্ধেই তার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন। সুলতান এবার বিনা বাধায় #নাসিবিনের দিকে এগিয়ে যান,

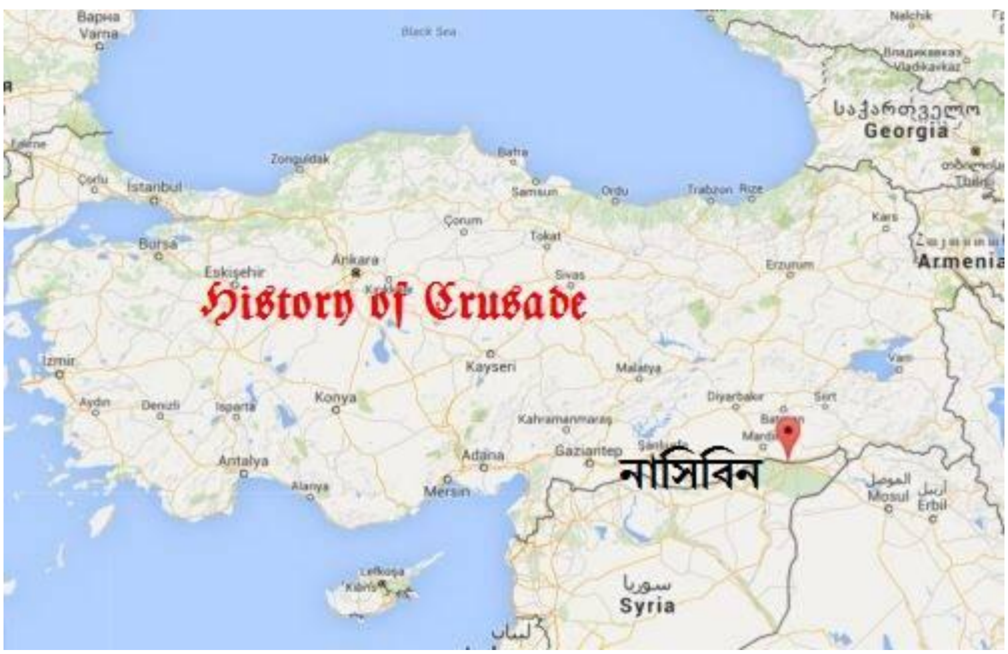

নাসিবিন ছিলো মাঝারী আকারের শহর। কিন্তু কৌশলগত কারণে নাসিবিন ছিলো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মারদিন ও মাওসিলের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত দিয়ার-ই-বাক্র-এ

পৌছানোর পথ বিধায় এটি ছিলো গুরুত্বপূর্ণ শহর। খালিফাহ্ আন-নাছিরের নিষেধাজ্ঞা ও জাঝিরাহ্'র যাঙ্গীদের সাথে শান্তি চুক্তির পরও সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন যখন রাজ্যজয়ের নেশায় মেতে আছেন, তখন দু'দিক থেকে দু'টি খারাপ সংবাদ এলো তার কাছেঃ ১/ সালাহ্-উদ-দ্বীনের সাথে মুসলিম জাহানের খারাপ সম্পর্কের সুযোগে ক্রুসেডাররা দামেশ্কের শহরতলী পর্যন্ত চলে এসেছে ও সমানে লুটপাট চালাচ্ছে। এবং ২/ হালাবের আমীর ইমাদ-উদ-দ্বীন যাঙ্গী(নূরের পিতা মহান গাযী ইমাদ-উদ-দ্বীন যাঙ্গী নন) আইয়্যূবী সালতানাতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো- বা'লিস, মানবিজ, সারুক, বু'জা এবং আল-কারজাইন অধিকার করে নিয়েছেন। সেই সাথে নিজের আল-আজাজ দূর্গ ধ্বংস করে দিয়েছেন- যাতে সালাহ্-উদ-দ্বীন তা ব্যবহার করতে না পারে। এরফলে সালাহ্-উদ-দ্বীনের মাওসিল বিজয়ের স্বপ্ন আপাতত মুখ থুবড়ে পরে, তিনি তার ভাই তাজ-উল-মূলক্কে তাল খালিদ অধিকারের জন্য প্রেরণ করেন। তাজ-উল-মূল্ক শহরটি অবরোধ করেন, কিন্তু সুলতান নিজেই তাল খালিদ অভিমুখে অগ্রসর হন এবং তিনি নিজে আসলে তাল খালিদ আত্ম-সমর্পণ করেন। অপ্রিয় হলেও সত্য যে- সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়ার ১বিন্দু ইচ্ছাও ছিলো না। যদি তাই থাকতো তাহলে অবৈধভাবে যাঙ্গীদের আনুগত্য অস্বীকার করে নিজে সিংহাসনে বসতেন না, বরঞ্চ শের-ই-কোহ্'র মতো যাঙ্গীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধেই লড়তেন। কিন্তু লেভান্টের ৩টি ক্রুসেডার রাজ্য বাদ দিয়ে বারংবার শাম ও জাঝিরাহ্ দখলের জন্য তার তৎপরতা দেখেই বোঝা যায়- ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়ার চাইতে তিনি গোটা যাঙ্গী সালতানাত অধিকারকেই বেশি সহজ মনে করতেন। কারণ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জীবণের ৪০% যুদ্ধেই তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। সেখানে যাঙ্গীদের বিরুদ্ধে এই চিত্র ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। দজলা থেকে গ্যাবেস উপ-সাগর পর্যন্ত এক সুবিস্তৃত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন সালাহ্-উদ-দ্বীন দুই আব্বাসী খালিফাহ্ আল-মুসতাদী ও আন্-নাছিরের বারংবার নিষেধাজ্ঞার পরও! তিনি তার ও তার পারিবারিক মুনিব নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গী(রহঃ) এর বিরাগভাজন

পর্যন্ত হয়েছিলেন! যেই খালিফাহ্'র ফারমানবলে তিনি সুলতান সেই খালিফাহ্'র ফারমান একাধিকবার অগ্রাহ্য করার ফলেই তার বিশাল সাম্রাজ্য তার মৃত্যুর পরই টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং তার মৃত্যুর পর আইয়্যূবী সালতানাত মাত্র ৫৭ বছর স্থায়ী হয়। তাও তারা(আল-আদিল ও আস-সালিহ্ বাদে) খুবই বে-ইজ্জতীর সাথে রাজত্ব করেন। খালিফাহ্'র বিরুদ্ধাচারণ, মাযহাব নিয়ে বাড়াবাড়ি(সবক্ষত্রে নিজের শাফীঈ মাযহাবকে প্রধান্য দেওয়া ও হানাফীদের প্রতি শত্রুতা) নিজের প্রতিকৃতি অঙ্কন করানো ও মুদ্রায় নিজের প্রতিমূর্তি স্থাপন এসব কারণে তিনি খালিফাহ্, উলামা ও দুর্ধর্ষ বেদুঈনদের ঘৃণার পাত্র ছিলেন। কাল্পনিক ও স্বকল্পিত ইতিহাসের আখড়া ঈমানদীপ্ত দাস্তান ও ক্রুসেড সিরিজে তাই এদের প্রত্যেককে খারাপ করে দেখানো হয়েছে- যদিও তাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাস করা হলে- তারা ১টা প্রমাণও সমসাময়িক ইতিহাস থেকে দিতে না পেরে কেবল কথাই প্যাঁচাতে থাকেন।

#হালাব_বিজয় (৫ম খন্ডের ১০ম অধ্যায়)

তা'ল খালিদ বিনা যুদ্ধে অধিকার করে নেওয়ার পর সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন উত্তরে আইন তা'বের নিকট অবস্থান গ্রহণ করেন। ২১শে মে ১১৮২ সালে সুলতান আইন তা'ব শহর থেকে বেড়িয়ে শহরের বাহিরে সৈন্য শিবির স্থাপন করেন এবং তিনি নিজে হালাব দূর্গের পূর্বে অবস্থান নেন। আইয়্যূবী বাহিনী প্রাথমিক সাফল্যে (তা'ল খালিদে) উৎসাহিত হয়ে বানাকুসার শহরতলী থেকে উঃপূর্বে এবং #হালাব

এর পশ্চিমে শহরের একদম কাছে বিপদজনক দূরত্বে অবস্থান নেয়। ইমাদ -উদ-দ্বীন যাঙ্গী(২য়)কে সিন্জার থেকে হালাবের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন যাঙ্গী পরিবারের প্রধান ইযয্-উদ-দ্বীন যাঙ্গী। তাই হালাবের প্রতি তার(ইমাদ) কোন টানই ছিলো না, ছিলেন না তিনি জনপ্রিয়/কল্যাণকামী শাসকও। যেই হালাব সুলতান বারংবার চেষ্ঠা করেও জয় করতে পারেননি ইমাদের অপদার্থতা ও উদ্যমহীনতার জন্য তা বিনা যুদ্ধেই জয় করা সম্ভব হলো। ইমাদ দীর্ঘ প্রতিরোধের চিন্তা বাদ দিয়ে সালাহ্-উদ-দ্বীনকে এক প্রস্তাব পাঠানঃ "সিনজার, নাসিবিন ও রাক্কাহ্ তার(ইমাদ) এর হাতে তুলে দেওয়া হলে বিনিময়ে তিনি হালাব ছেড়ে দেবেন"। সুলতান এই নির্বোধ নিষ্কর্মার লোভনীয় প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন, কোথায় উত্তর শামের ও যাঙ্গীদের এককালীন রাজধানী হালাব আর কোথায় রাক্কাহ্, সিনজার ও নাসিবিন!! নির্বোধ অপদার্থ ইমাদ তাও এই ৩ শহর সালাহ্-উদ-দ্বীনের অনুগত থাকার শর্তে লাভ করেন। ঈসায়ী ১১৮২ সালের ১২ই জুন হালাব সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের হস্তগত হয়। ইমাদকে দূর্গের ভান্ডারে যা সম্পদ রাখা আছে তার যতোটা সাথে নিয়ে যেতে পারবেন তা নিতে দেওয়া হয়(অর্থের ব্যাপারে সালাহ্-উদ-দ্বীন মহান ও দরাজদিল ছিলেন)। এবং দূর্গের ভান্ডারের বাকি সম্পদ তিনি কিনে নেন। হালাবীরা তাদের শাসনকর্তার নীচতা সম্পর্কে অবগত ছিলো না। তাই তারা দূর্গ শীর্ষে

সুলতানের পতাকা দেখে হতবাক হয়ে যায়, তারা বুঝেই উঠতে পারেনি- যুদ্ধ ছাড়া এমন ১টা দূর্গের কি করে পতন হয়!! যাহোক, তারা ঘটনাটি জানার পর অপদার্থের বদলে সালাহ্-উদ-দ্বীনকেই স্বাগত জানায়। হালাবী যে দুজন আমীর শহরে রয়ে গিয়েছিলেন তার ভেতর ১জন ছিলেন সালাহ্-উদ-দ্বীনের পুরানো বন্ধু ইয্-উদ-দ্বীন জুরুদুক, তিনিও সালাহ্কে স্বাগত জানান ও আনুগত্য প্রকাশ করেন। জুরুদুক ও হালাবীরা খুশী হয়ে ওঠেন, কিন্তু তাদের খুশী ছিলো ক্ষণস্থায়ী। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন নিজে শাফীঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তাই হালাবের ৯৮% মানুষ হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি হালাবে হানাফী আদালতের স্থলে শাফীঈ আদালত প্রতিষ্ঠা করেন, এতে হালাবীরা রুষ্ঠ হন। যে মাযহাব মানে না তার কথা ভিন্ন, কিন্তু যে মাযহাব মানে তার এটা জানা উচিত ও জানেও যে- ৪টি মাযহাব-ই ছহীহ।। যার জন্যে যেটা সহজ সে সেটা পালন করবে, কিন্তু ১ মাযহাবের অনুসারী হয়ে আরেক মাযহাব নিষিদ্ধ করা/ জোর করে নিজের মাযহাব চাপিয়ে দেওয়া অবশ্যই না-জায়েয ও ঘৃণিত কাজ। সালাহ্-উদ-দ্বীন সেটাই করলেন, মাযহাব নিয়ে এটা তার ২য় সীমা লঙ্ঘন। যা হোক হালাব জয়ের মাধ্যমে সালাহ্-উদ-দ্বীনের ৮ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটে। হালাব দূর্গে ১রাত অবস্থানের পর তিনি যাঙ্গী সালতানাতের অপরাপর অংশ বিজয়ের জন্য হারিমের দিকে অগ্রসর হন- যদিও তিনি জানতেন ক্রুসেডাররা দামেশ্কের চর্তুপাশে লুটপাট ও হামলা চালাচ্ছে !!

#মাওসিল_অভিযান (৫ম খন্ডের ১১পর্ব)

চুক্তির মাধ্যমে হালাব বিজয়ের পর সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন হারিম(মানচিত্র দ্রঃ) অভিমুখে অগ্রসর হন। হারিম ক্রুসেডার রাজ্য এন্টিয়ক ও আইয়্যূবী সালতানাতের মাঝে অবস্থিত এক গুরুত্বপূর্ণ শহর, একদা যাঙ্গীদের অধীনে থাকলেও আইয়্যূবী-যাঙ্গী সংঘাতের সুযোগে হারিম স্বাধীন হয়ে যায়। এর শাসনকর্তা সুরহাক ছিলেন কিপচাক জাতীভুক্ত একজন আমীর। সালাহ্-উদ-দ্বীন চাইলেন হালাবের মতো এই শহরও বিনাযুদ্ধে চুক্তির মাধ্যমে বিজিত হোক, প্রকৃতপক্ষে চুক্তির মাধ্যমে রাজ্যজয়

উনার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো। তিনি সুরহাককে প্রস্তাব দিলেন - আইয়্যুবীদের হাতে হারিম তুলে দেওয়া হলে তিনি (সুলতান) তাকে বুছরাহ্(শামের) শহরের শাসনভার ও হালাবের সমস্ত সম্পদ তাকে(সুরহাককে) প্রদান করবেন। কিন্তু সুরহাকের লোভে পেয়ে বসে- বিনা যুদ্ধে এমন লোভনীয় প্রস্তাব তার লোভের আগুন আরও বাড়িয়ে তুলে, সে আরও দাবী দাওয়া তুলে ধরে। কিন্তু সুরহাকের দাবী অদ্ভুত ও অতিরিক্ত হওয়ায় সালাহ্-উদ-দ্বীন তা প্রত্যাখ্যান করেন। সুরহাকের সেনাবাহিনীও বিরক্ত হয়ে লোভী সুরহাককে ত্যাগ করে চলে গেলে সালাহ্ -উদ-দ্বীনের সহকারী তাকী-উদ-দ্বীন সুরহাককে বিনা যুদ্ধে বন্দী করে হারিম অধিকার করেন। কিন্তু সুরহাক বন্দী হওয়ার আগেই হারিমকে এন্টিয়করাজ বোহেমন্ডের হাতে তুলে দেওয়ার চুক্তি করেছিলো। তাই বোহেমন্ড সালাহ্ -উদ-দ্বীনের কাছে হারিম দাবী করেন, সালাহ্-উদ-দ্বীনের দৃষ্টি তখন মাওসিলের দিকে। তাই বোহেমন্ডের সাথে যুদ্ধে না জড়িয়ে তিনি চুক্তিতে পৌছুলেন। হারিমের সমস্ত সম্পদ সালাহ্-উদ-দ্বীন বোহেমন্ডের হাতে তুলে দিলেন, বিনিময়ে বোহেমন্ড তার কারাগার থেকে মুসলিম বন্দীদের মুক্তি দিলেন। কিছুদিন হারিমের প্রশাসনিক সংস্কারে ব্যস্ত সময় কাটিয়ে মাওসিলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। খালিফাহ্ আন-নাছিরকে যে আগেই মধ্যস্থতার জন্য তার দূত বিখ্যাত আলীম বাদ্‌র আল -বাদ্‌রকে মাওসিল পাঠিয়েছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে। খালিফাহ্ সালাহ্-উদ-দ্বীনকে#খাবুর_নদী পেরুতে নিষেধ করেছিলেন।

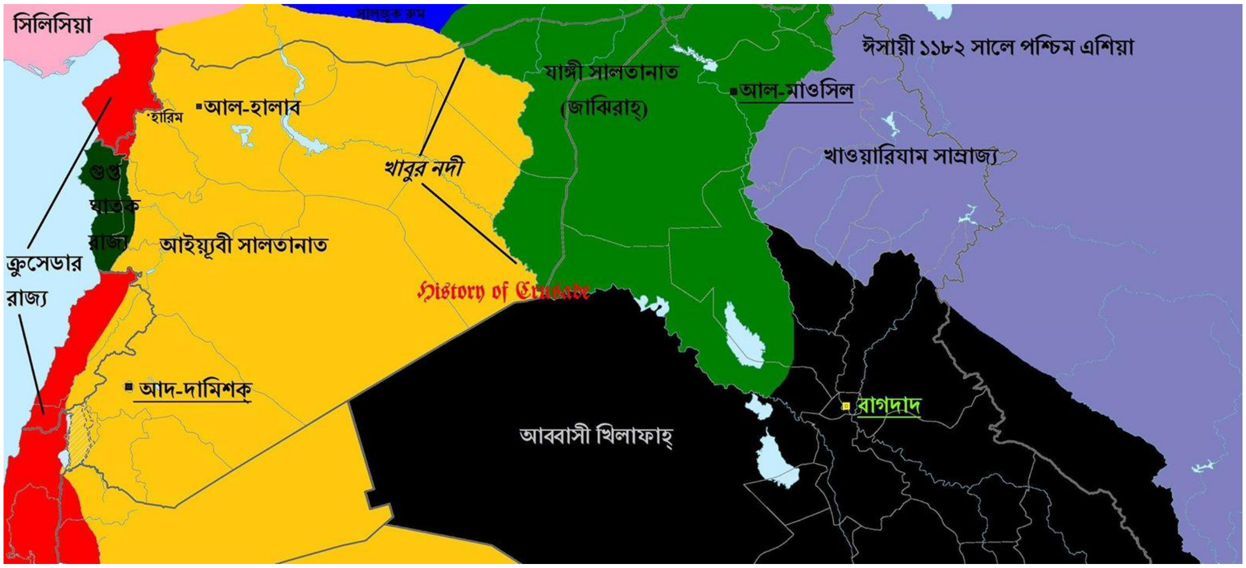

তা সত্ত্বেও সালাহ্-উদ-দ্বীন একের পর এক শহর অধিকার করে ২০শে নভেম্বর ১১৮২ সালে মাওসিল পৌছান।#মাওসিল_দূর্গে

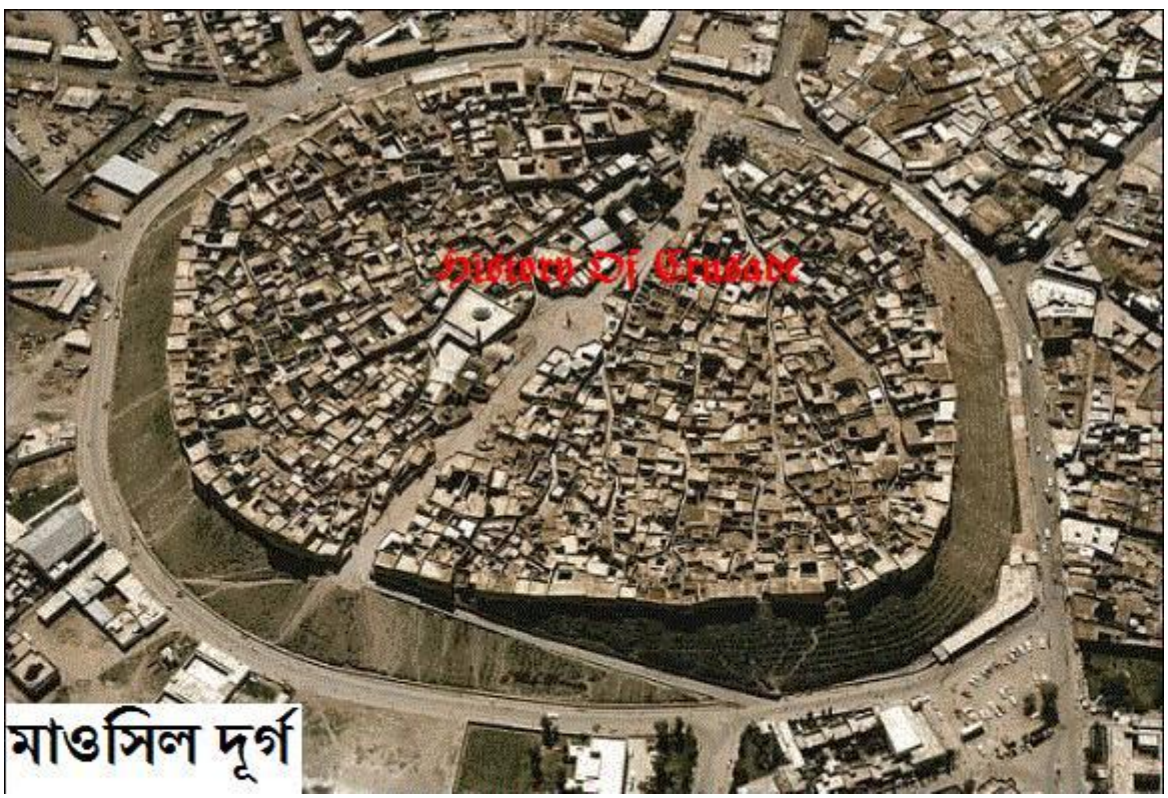

তিনি আব্বাসী খিলাফাহ্'র#কালো_পতাকা দেখতে পান।

বাদ্র আল-বাদ্র দু'পক্ষের মাঝে মধ্যস্থতার চেষ্ঠা করেন। সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয্-উদ-দ্বীন যাঙ্গীকে মাওসিল আইয়্যুবীদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিলে তা সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করা হয় ও আলোচনা ভন্ডুল হয়ে যায়। বাদ্র আল-বাদ্র খুবই অসন্তুষ্ঠ হন ও খালিফাহ্কে সব লিখে পাঠিয়ে তার সেনা সাহায্য চেয়ে পাঠান। হাতী মরলেও লাখ টাকা, আব্বাসী খিলাফাহ্'র সেই সোনালী সময় না থাকলেও তখনও খালিফাহ্'র ২ লাখ সৈন্যের এক বিপুল বাহিনী ছিলো। আর খালিফাহ্ আন-নাছির ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া, তিনি সাল্জুকদের আশ্রয় থেকে বেড়িয়ে আসতে উদগ্রী ছিলেন ও সেই যোগ্যতা তার ছিলো। খালিফাহ্ বাগদাদের যুবকদের সংগঠিত করেছিলেন খিলাফাহ্'র লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যে। তাই প্রিয় আমীর ও তৎকালীন মুসলিম জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমের আহবানে খালিফাহ্ সাথে সাথে সাড়া দিলেন। সালাহ্-উদ-দ্বীনের অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এবারে স্বয়ং খালিফাহ্'র সেনাবাহিনী মাওসিল রওয়ানা হলো। ওদিকে সালাহ্-উদ-দ্বীন সমস্ত ন্যায়-নীতির উর্ধ্বে উঠে মাওসিল অবরোধ করে বসলেন!! আব্বাসী পতাকা দেখার পরও এই অবরোধের অর্থ সরাসরি খালিফাহ্'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ!!! কিন্তু তার বীর হৃদয় আবার সংকুচিত হয়ে গেলো যখন শুনলেন আব্বাসী বাহিনী মাওসিল থেকে

মাত্র দু'দিনের দূরত্বে চলে এসেছে!!! সাথে সাথে সালাহ্-উদ-দ্বীন মাওসিল অবরোধ প্রত্যাহার করে নিলেন এই যুক্তি দেখিয়ে (বাহা-উদ-দ্বীনের ভাষায়)ঃ "খালিফাহ্ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে নিজেকে অমর্যাদায় বিক্ষেপ করার চাইতে অবরোধ প্রত্যাহার-ই শ্রেয়"। তবে অবৈধভাবে রাজ্যগ্রাসের ক্ষুধা তার এতটুকুও কমেনি। তিনি উত্তরে অগ্রসর হয়ে #সিনজার অবরোধ করে বসলেন।

এই সিনজার নিয়েও কাহিনী আছে,তিনি হালাবের আমীর ইমাদের কাছ থেকে যেসব শহরের বিনিময়ে হালাব অধিকারে নিয়েছিলেন সিনজার তার মধ্যে ১টি(পূর্বের পর্ব দ্রঃ) অথচ সিনজারে তার-ই আধিপত্য ছিলো না!!! উনি চাইলেন এবারে সিনজার অধিকার করে তা ইমাদকে দিতে ও সেই সাথে ইয্-উদ-দ্বীন যাঙ্গীকেও ১টা শিক্ষা দিতে। ১৫ দিন অবরোধের পর আইয়্যূবী সেনাদের হাতে সিনজারের পতন ঘটে। এ সময় আরেকটি কলঙ্কিত ঘটনা খালিফাহ্কে সুলতানের বিরুদ্ধে আরও চটিয়ে তুলে। সিনজারের অধিবাসীরা সবাই মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আইয়্যূবী সৈন্যার পুরো শহরে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও অত্যাচার করে। সালাহ্-উদ-দ্বীন সৈন্যদের থামানোর কোন চেষ্ঠাই না করে সিনজারের আমীর ও সেনাপতিদের মাওসিলে তার সেনাবাহিনীর কাছে পাঠিয়ে দেন।

#আমিদ_অধিকার (৫ম খন্ডের ১২ পর্ব)

সিনজার দখলের সংবাদে জাঝিরাহ্‌য় উত্তেজনা ছাড়িয়ে পরে, ইয্‌-উদ-দ্বীন যাঙ্গী মারদিন, হালাব থেকে আসা সেনাদল ও দিয়ার-ই-বাক্‌র থেকে আগত সেনাদলের সাহায্যে ১টি সেনাবাহিনী গড়ে তুলে সালাহ্‌-উদ-দ্বীনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। সুলতান তখন সসৈন্যে হারানে শিবির স্থাপন করেছেন, এখানেই ১১৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি যাঙ্গী বাহিনীর সাক্ষাৎ পান। সালাহ্‌-উদ-দ্বীন অগ্রসর হওয়া মাত্রই কাপুরুষ ইয্‌-উদ-দ্বীন যাঙ্গী ভীত হয়ে পরেন ও শান্তি প্রস্তাব পাঠান। সালাহ্‌-উদ-দ্বীন এর কোন উত্তর দেননি, কিন্তু যাঙ্গীরা সুলতানের সিদ্ধান্ত শোনার আগেই পিছু হটে যায়। আল-ফাদিল এ ব্যাপারে যথার্থই বলেছেন "তারা পুরুষের মতো এগিয়ে আসে ও নারীদের মতো অদৃশ্য হয়ে যায়"। আইয়্যূবী বাহিনীর মূল অংশ তখনও মাওসিল অবরোধ করে রেখেছিলো, এসময় ২রা মার্চ মিছর থেকে সুলতানের ভাই আল-আদিলের চিঠি এসে পৌছে। তিনি জানান যে রেনাল্ড হাজ্জ্ব যাত্রীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে, মাদীনাহ্‌ আক্রমণ করার পায়তারা করছে ও রাসূল(ছঃ) এর দেহ মুবারক মাদীনাহ্‌ থেকে নিজ রাজ্যে স্থানান্তর করতে চাইছে। তার উদ্দেশ্যে টাকার বিনিময়ে মুসলিমদের এই দেহ দেখানো। রেনাল্ড এর এমন উদ্দেশ্যের কথা শুনেই সুলতান স্বহস্তে রেনাল্ডকে হত্যা করার শপথ নেন। কিন্তু তখনও তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন না ও মাওসিল বিজয়ের ইচ্ছা গেলো না (ইবনুল আসীর)। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সুলতান নিষ্ক্রিয় থাকলেও তার অন্যতম সেনাপতি নাছির-উদ-দ্বীন মুহাম্মাদ চুপ থাকলেন না, তিনি তার বাহিনীকে মাওসিল থেকে নিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। সালাহ্‌-উদ-দ্বীনের ভাতিজা তাকী-উদ-দ্বীনও তার বাহিনী মাওসিল থেকে ক্রুসেডারদের সাথে লড়ার উদ্দেশ্যে হামাহ্‌য় প্রত্যাহার করলেন। আর এই সংবাদ শুনে ইয্‌-উদ-দ্বীন পুনরায় হারান থেকে ১৪০ কিলোমিটার দূরে হারজামে সংগঠিত হয়। সালাহ্‌-উদ-দ্বীন তাকী-উদ-দ্বীনকে সসৈন্যে ডেকে পাঠান ও অন্য দিক দিয়ে যাঙ্গীদের উপর হামলা চালান। তিনি দিয়ার-ই-বাক্‌রের রাজধানী #আমিদ আক্রমণ করে বসেন।

এর আমীর ছিলেন নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গী(২য়), ৩ দিন ধরে প্রচন্ড যুদ্ধের পর আমিদের সমস্ত সম্পদ নূর-উদ-দ্বীনকে প্রদানের শর্তে আমিদের দূর্গদ্বার আইয়্যূবীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। নূর-উদ-দ্বীনের বিশ্বাস ঘাতকতার ফলেই আমিদের মতো দূর্গের পতন ঘটে, এটা ছিলো যাঙ্গী সালতানাতের ২য় বৃহত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ শহর। ওয়াদা অনুযায়ী আমিদের সমস্ত ধন-সম্পদ নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গী(২য়)কে প্রদান করা হয়। নূর-উদ-দ্বীন সুলতানের প্রতি আজীবণ বিশ্বস্ত থাকার ওয়াদা করেন ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রতিটি যুদ্ধে তার পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন। আমিদ থেকে ৮০,০০০ মোমমাতি, ১টি মিনার ভর্তি তীরের ফলা এবং ১০ লাখ ৪০ হাজার বই আইয়্যূবীদের হস্তগত হয়। আমিদ বিজয়ের ফলে যাঙ্গী সালতানাতের মারদিনের আমীর গাযী সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করে নেন, ফলে উত্তর জাঝিরাহ্ থেকে যাঙ্গী শাসনের অবসান ঘটে। আমিদ বিজয়ের কিছু পরেই খালিফাহ্'র দূত সুলতানের কাছে এই পত্র নিয়ে আসেন যে "ক্রুসেডাররা হিজাঝে অত্যাচার ও লুটপারের রাজত্ব কায়েম করেছে। তোমার ভাই ও সেনাপতি যখন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়ছে তখন তুমি আমার আদেশের বিপরীত কাজ করছো? তোমাকে কি মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ইযাযতনামা দেওয়া হয়েছিলো নাকি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যাঙ্গীদের আপত্তি স্বত্তেও তোমাকেই সুলতান করা হয়েছিলো? কাল বিলম্ব না করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হও"(কাজী বাহা-উদ-দ্বীন-ইবনে-শাদ্দাদের আন-নাওয়াদির)।

#বাক_বিতন্ডা (৫ম খন্ডের ১৩ পর্ব)

জলে ও স্থলে ক্রুসেডারদের সাথে মুসলিমদের যখন যুদ্ধ চলছে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন তখন জয়ের লক্ষ্যে মাওসিল অবরোধ করে রেখেছেন। খালিফাহ্ আন-নাছিরের দূত ও প্রখ্যাত আলিম বাদ্র আল-বাদ্র যখন সুলতানের কাছে তিরষ্কার করে লিখা খালিফাহ্'র পত্র নিয়ে আসেন তখন সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন নিম্মক্তো উত্তর দেনঃ "আমি যখন হাশীশিনদের ধর্মদ্রোহীতা, মুসলিমদের অনাচার বন্ধ করতে

এখানে এসেছি ও ক্রসেডারদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছি তখন এই ইয্-উদ-দ্বীন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়তে আমাকে বাঁধা-প্রদান করে যাচ্ছে। আমিই মিছর ও ইয়ামানে আব্বাসী পতাকা উড়িয়েছি, সেখানে ইয্-উদ-দ্বীন খালিফাহ্’র শত্রু সাল্জুকদের সাথে হাত মিলিয়েছে। আমাকে অর্থ অথবা সৈন্য দিয়ে সাহায্য করলে আমি খালিফাহ্’র হৃত ভূখন্ড- খুজেস্তানসহ দখল করে দেবো। আর মাওসিল যদি আমার হাতে তুলে দেওয়া হয় তাহলে আমি আল-কুদ্স, সাকারতেলোস(জর্জিয়া), কন্সটান্টিনোপল ও আল-মুওয়াহিদুন সাম্রাজ্য পদানত করে ফেলবো। আমিই এর নেতৃত্ব দেবো ও সমস্ত গীর্জাকে মাসজিদে রুপান্তরিত কোরব”। বাহ্‌র আল-বাদ্‌র ছিলেন খ্যাতিমান আলীম ও খালিফাহ্’র অতিবিশ্বস্থ্য ব্যক্তি, খালিফাহ্ আন-নাছির তাকে খালিফাহ্’র তরফ থেকে উত্তর দেওয়ার দুর্লভ অধিকার দিয়ে মাওসিল পাঠিয়েছিলেন। তাই সালাহ্-উদ-দ্বীনের কথার জওয়াবে বাদ্‌র আল-বাদ্‌র এমন কথা বলেন যে- সালাহ্-উদ-দ্বীনের মুখে আরেকটি শব্দও আসেনি। বাদ্‌র আল-বাদ্‌র বলেনঃ “আমি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়ছি আর সবাই আমার বিরুদ্ধাচারণ করছে- এটা আপনার পুরাতন মিথ্যা ওয়াযুহাত। বহু আগে থেকেই আপনি যাঙ্গীদের শামছাড়া করেছেন। এখন তো আর ক্রুসেডারদের সাথে যাঙ্গীদের কোন সীমান্তই নেই, তবে তারা কি ভাবে ক্রুসেডারদের সাহায্য কোরবে?? আপনার রাজ্যের উপর দিয়ে?? তবে তো ব্যর্থতা আপনার যে আপনার রাজ্যের উপর দিয়েই এসব হচ্ছে। আপনি হাশীশিনদের ধর্মদ্রোহীতা বন্ধ করতে আসলে রাশীদ-উদ-দ্বীন সিনানের হুমকীতে নিজের প্রাণের ভয়ে মাসইয়াফ অবরোধ প্রত্যাহার করতেন না। আপনি এখানে মুসলিমদের কোন অনাচার বন্ধ করেছেন? আপনার কাছে অনাচার মানেই মানেই তো শাফীঈ বাদে অন্যান্য মাযহাবপন্থীরা। আপনি মিছর ও ইয়ামান অধিকার করেছেন ঠিকই, কিন্তু কেবলমাত্র মাক্কাহ্ ও মাদীনাহ্তেই খালিফাহ্’র নামে খুতবা চালু রেখেছে। আর ইয্-উদ-দ্বীন মোটেও সাল্জুকদেরসাথে হাত মিলায়নি, ভুলে যাবেন না- ইয্-উদ-দ্বীন এখন আমাদের(আব্বাসী) অনুগত। আমীরিল মু’মীনিনের আপনার মতো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর কোন সাহায্যই দরকার নেই। আর

না মাওসিল আপনার হাতে তুলে দেওয়া হবে, আর না নতুন কোন মুসলিম রাজ্যকে গ্রাস করতে আপনাকে ইযাযত দেওয়া হবে"। খালিফাহ্ আন-নাছির বাদ্‌র আল-বাদ্‌রের উত্তরে খুশী হন ও একে সমর্থন দেন। সেই সাথে এই ফারমান জারী করেন যে- "সালাহ্-উদ-দ্বীন নতুন কোন মুসলিম রাজ্যের সীমা লঙ্ঘন করলেই তাকে পদচ্যুত করা হবে"। একই সাথে খালিফাহ্ নিজে সুলতানকে চিঠি পাঠানঃ "তোমার যা করার সাধ্য নেই তুমি তাই করতে চেয়েছো। তুমি আমার পত্রপাঠ মাত্রই ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হও, তুমি যদি আমীরিল মু'মীনিনের প্রতি অনুগত হয়ে আমার আদেশ পালন করো ও কোন মুসলিম রাজ্যে আর কোন হামলা না চালাও তাহলে আমি তোমাকে অর্থ ও সৈন্য দুই-ই দেবো ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্যে"। সুলতানের চিঠির কিছু বিশ্লেষণ করা যাকঃ "আমি একাই ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়ছি আর যাঙ্গীরা ওদের সাহায্য করছে/ আমাকে বাঁধা দিচ্ছে" এটা উনার ডায়লগ ছিলো। বাস্তবে এর কোন সত্যতা ছিলো না, #এই_মানচিত্রটি দেখলেই বুঝতে পারবেন-

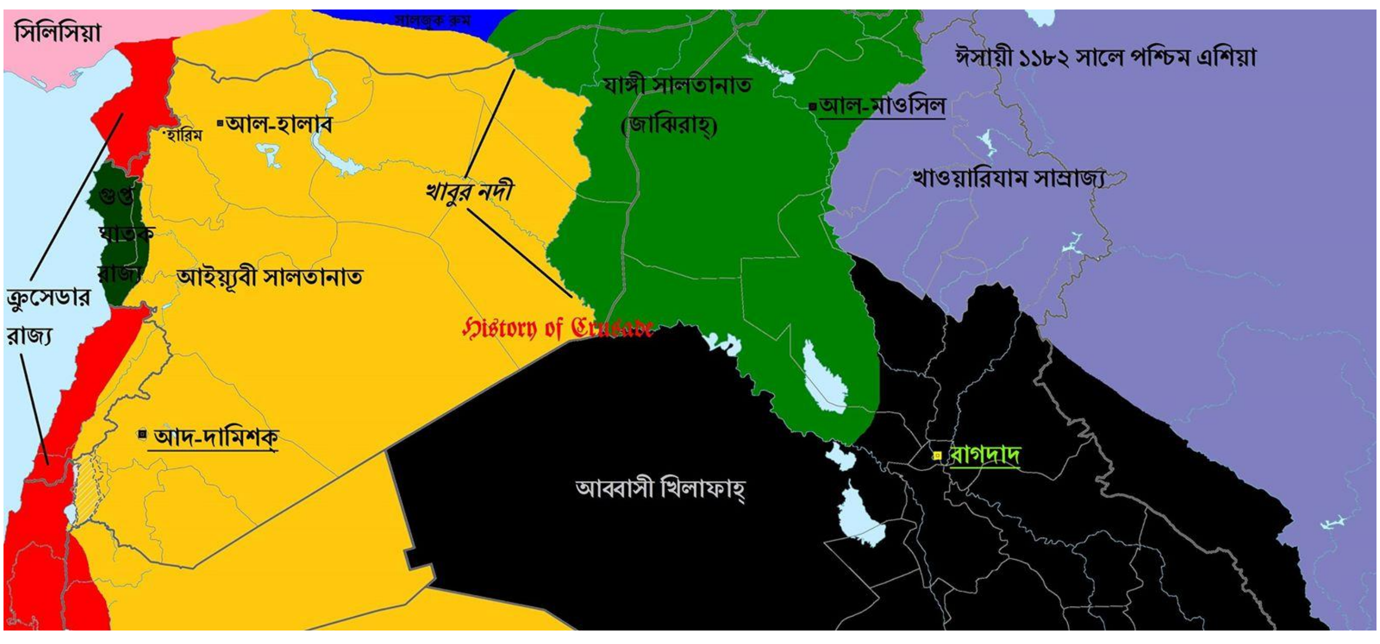

১১৭৫ সাল থেকেই হালাব দূর্গ বাদে গোটা শাম আইয়্যূবী সালতানাতের প্রদেশে পরিণত হয়। যাঙ্গী সালতানাত পশ্চিমে খাবুর নদী পর্যন্ত সীমিত হয়ে পরে, তাহলে

যাঙ্গীরা কি করে ক্রুসেডারদের সাহায্য করলো- যেখানে যাঙ্গীদের সাথে ৭বছর(১১৭৫-৮২) ক্রুসেডারদের কোন সীমান্তই নেই?? আবার মানচিত্র ভালো করে দেখুন- সালাহ্-উদ-দ্বীন খালিফাহ্ নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও খাবুর নদী অতিক্রম তো করেছেন-ই উলটো খাবুর থেকে বহুদূরে মাওসিল আক্রমণ করেও একই কথা বলছে!! যেখানে যাঙ্গী ও ক্রুসেডারদের মাঝে আইয়্যূবী সালতানাত অবস্থিত সেখানে যাঙ্গীরা কি করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাঁধা দিলো?? আর যেখানে উনি ক্রুসেডারদের চাইতে মুসলিমদের বিরুদ্ধেই বেশি যুদ্ধ করেছেন?? বাদ্‌র আল-বাদ্‌র কতোটা বিগদ্ধ আলীম ছিলেন তা তার জওয়াবেই বোঝা যায়। আর খুজেস্তান ও মাগরিব দখল করে নেওয়াটা আকাশ কুসুম স্বপ্ন ছাড়া কিছুই না। কারণ খুজেস্তান তখন ছিলো এশিয়া মহাদেশের উঠতি পরাশক্তি#খাওয়ারিযাম_সাম্রাজ্যের

অধীন এবং মাগরিব ছিলো #মুওয়াহিদূন_সাম্রাজ্যের অধীন,

মুওয়াহিদূনরা তখন আফরিকার পরাশক্তি ছিলো ও স্পেন এবং দঃ পর্তুগালের মুসলিম রাজ্য তারাই শাসন করতো। তারা স্প্যানিশ খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে অবিরত জিহাদে লিপ্ত ছিলো, ও আল্লাহ্'র দয়ায় প্রতিবারই বিজয়ী হচ্ছিলো। সালাহ্-উদ-দ্বীনের চিঠি ও বাদ্‌র আল-বাদ্‌রের জওয়াবের জন্য ইবনুল আসীরের আল-কামিল ফিত-তারিখ দ্রঃ

“জিহাদ”

History of Crusade·Friday, 4 November 2016

#সাক্ষ্যাৎ_শয়তান (৭ম খন্ডের ১ম পর্ব)

ইতিপূর্বেই ক্যাটালিয়নের #রেনান্ডের কথা বলা হয়েছিলো, সে কিভাবে অবৈধভাবে বিস্তর ধন সম্পত্তির অধিকারী হয় ও এন্টিয়কের উত্তরাধিকারীতে পরিণত হয়। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন যখন মাওসিল জয়ের স্বপ্ন বিভোর তখন এই সাক্ষ্যাৎ শয়তান এমন কিছু বুদ্ধি করলো যাতে মুসলিমরা বিপদে পরে। কারক্ ও শাওবাক দখল করে সে জেরুসালেমের নামমাত্র অধীনে ১টি রাজ্যের পত্তন ঘটালেও এর ভৌগোলিক গুরুত্ব ছিলো অনেক। তার মূল লক্ষ্যই ছিলো দামেশক্ -মাক্কাহ্‌র বাণিজ্য পথের নিয়ন্ত্রণ, মাওসিল নিয়ে সুলতান ও খালিফাহ্’র বিবাদের কথা মানুষের মুখে মুখে ছাড়িয়ে পরলে রেনান্ড এক মুহুর্তও দেরী করলেন না - এর সুযোগ নিতে। সে কোন রকমের উস্কানী ছাড়াই ১১৮১ ঈসায়ীতে দামেশ্‌ক থেকে হিজায যাওয়ার পথে ১টি হাজ্জ্ব কাফেলায় হামলা চালিয়ে সমস্ত মালামাল লুটে নেয়। ক্রুসেডারদের সাথে ঈসায়ী ১১৮০ সালে দু’বছরের জন্য শান্তিচুক্তি হয়েছিলো আইয়্যূবীদের, কিন্তু চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রেলান্ড এই চুক্তি ভঙ্গ করে। মিছর ও আফরিকায় আইয়্যূবী সালতানাতের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা সুলতানের ভাই আল-আদিল সাথে সাথে সংবাদ পৌছে দিলেন সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্’র কাছে। সুলতান জেরুসালেমরাজ বল্ডউইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর বিহিত করতে বললেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন বল্ডউইন, কারণ মুসলিমদের পক্ষে যায় এমন কোন কথা- সে যেই হোক না কেন শুনবে না রেনাল্ড। সৌভাগ্যক্রমে ক্রুসেডারদের ১টি জাহাজ বায়ুতাড়িত হয়ে মিছরের আদ-দামিইয়াত বন্দরে এলে আল-আদিল ১,৫০০ যাত্রীসহ এই জাহাজটি আটক করে এদের বন্দী করেন। রেলান্ড কিন্তু এত কিছু

করেও ক্ষ্যান্ত হয়নি, সে ১৬টি যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ করে তা বাহ্রুল মাউত (মৃত সাগর)-এ ভাসিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো। তারপর শুধুমাত্র তার নোংরা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ১৬টি জাহাজের বহরকে নেগেভ মরুভূমির প্রান্ত দিয়ে জলে ও স্থলপথে [#টেনে_এনে](#)

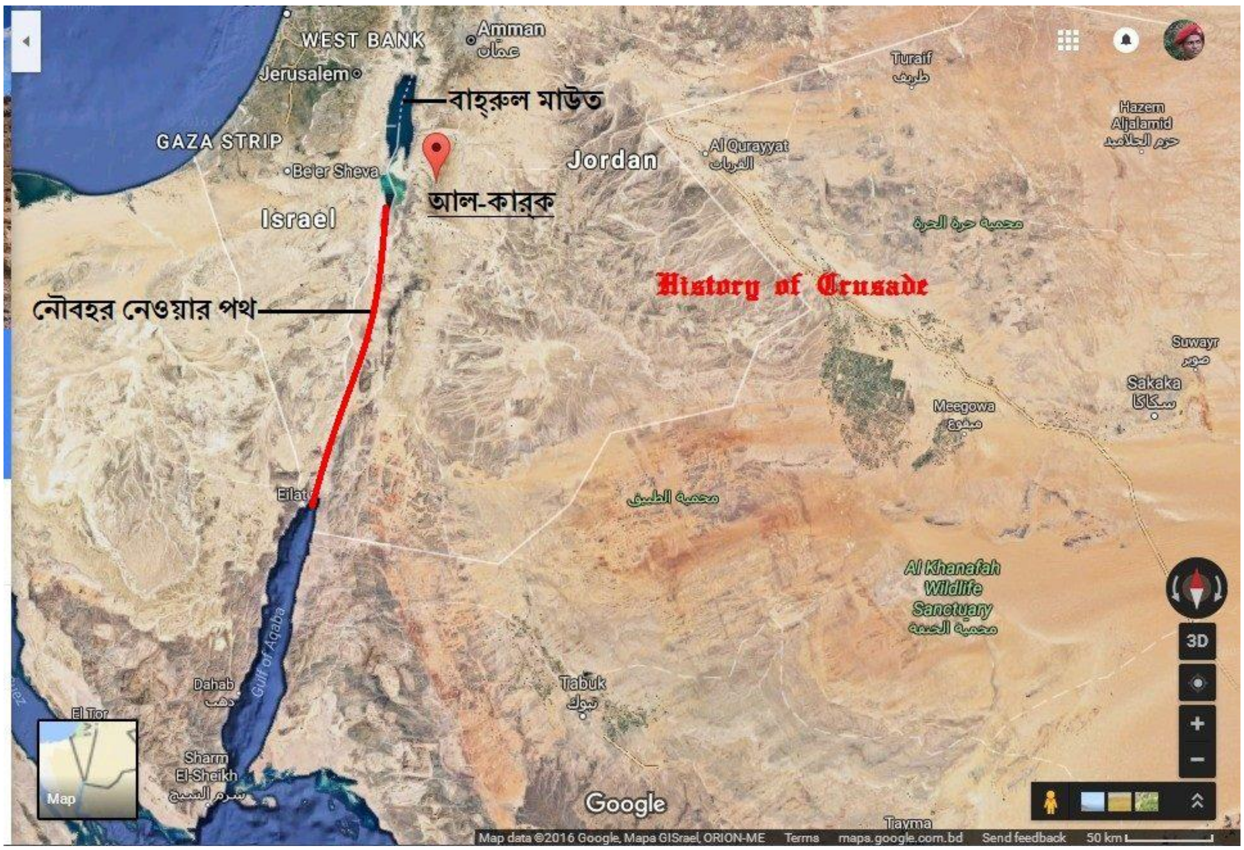

ভাসানো হলো আকাবাহ্ উপসাগরে ঈসায়ী ১১৮২ সালে। এদের দায়িত্ব দেওয়া হলো ইয়ানবু(মাদীনাহ্'র সমুদ্র বন্দর) ও জিদ্দা(মাক্কাহ্'র সমুদ্রবন্দর) থেকে মিছর ও [#মিছর_](#) থেকে

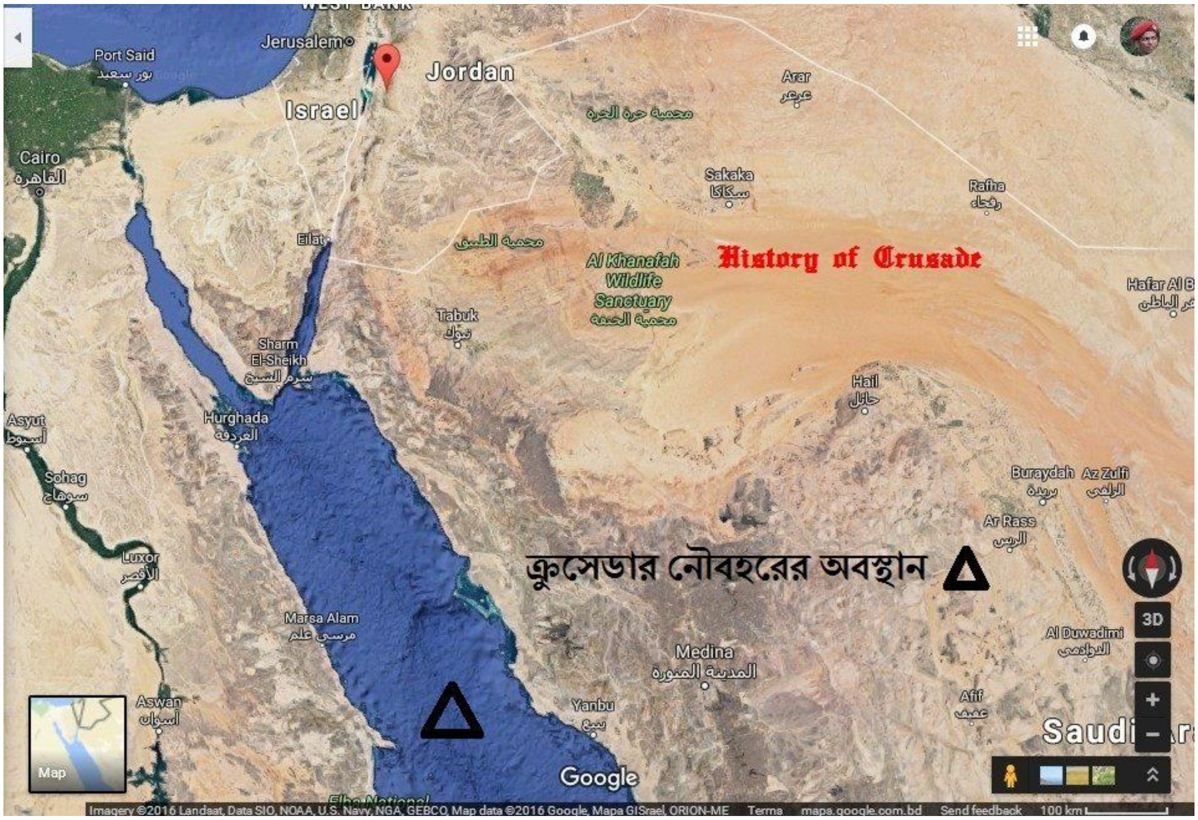

ইয়ানবু ও জিদ্দায় যাতায়াতকারী প্রত্যেকটি মুসলিম জাহাজে যেনো হামলা চালানো হয়- সব লুটে নেওয়া হয়। বিশেষতঃ হাজ্জ্ব যাত্রীদের জাহাজ!! রেনাল্ডের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো তার লুটেরা বাহিনী, এবং প্রত্যেক হাজ্জ্বযাত্রীদের জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হতে লাগলো। আল-আদিল প্রত্যেকটা খবরই সুলতানের কানে দিচ্ছিলেন, কিন্তু সুলতান যে তখন মাওসিল অবরোধে ব্যস্ত! তিনি বল্ডউইনের সাথে আবার শান্তিচুক্তি করতে চান। তাই আল-আদিল নিজের এর ১টা বিহিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন, কারণ ক্রুসেডারদের অত্যাচারে মুসলিমরা খুবই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পরে, কারণ এর আগে কখনও জলপথে হামলা হয়নি। ইবনুল আসীর বলেছেন "মুসলিমরা বুঝতেই পারতো না- এরা দস্যু নাকি ক্রুসেডার", এর কারণ সম্ভবত তারা বণিকের ছদ্মবেশে এসব কুকর্ম চালাতো। স্থলপথেও বসে থাকলেন না রেনাল্ড, সে পবিত্র শহর মাদীনাহ্ ও মাক্কাহ্ পর্যন্ত হামলা চালিয়ে লুটপাট করে গেলো। শুধু তাই নয় সে ঘোষণা করেছিলো রাসূল (ছঃ) এর দেহ মুবারক মাদীনাহ্ থেকে তুলে

#কারকে

নিয়ে যাবে ও অর্থের বিনিময়ে মুসলিমদের তা দেখতে দেবে !!! এই সংবাদ সুলতানের কানে পৌছানোর পর সুলতান রেনাল্ডকে কখনই ক্ষমা না করার ও নিজহাতে তাকে হত্যা করার শপথ নেন। কিন্তু তিনি তখনও হিজাজে এলনে না, উলটো সিনজার অবরোধ করলেন!! সুলতানের ভাই আল-আদিল কিন্তু বসে থাকলেন না তিনি এক অভূতপূর্ব চাল চাললেন...............।সূত্রঃ ইবনুল আসীরের "আল-কামিল ফিত তারিখ" ও ইবনে-শাদ্দাদের "আন্-নাওয়াদীর..."

#সংঘাত

(৭ম খন্ডের ২য় পর্ব)

লোহিত সাগরে ক্রুসেডারদের নৌবাহিনী নামে পরিচিত জলদস্যুরা ক্রমেই সীমা ছাড়িয়ে যায় ও স্পেনীয় মুসলিম পর্যটক ইবনে যুবাইরের মতে মুসলিমদের ১৬টি জাহাজ সম্পূর্ণ লুটে নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ভাইয়ের কাছে সময়মত খবর

দেওয়ার পরও কাজ না হওয়ায় আফরিকা মহাদেশে আইয়্যূবী সালতানাতের রাজপ্রতিনিধি আল-আদিল নিজেই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন, তিনি আর্মেনীয় বংশোদ্ভুত নৌ বাহিনী প্রধান হাসান-উদ-দ্বীন লুলুকে দ্রুত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। লুলু প্রথমত ইস্কান্দারিয়ায় ক্রুসেডারদের সাহায্যকারী জাহাজগুলো আটক করে সবাইকে বন্দী করেন। অতঃপর আল-আদিলের নির্দেশনা মতো আদান(এডেন) থেকে আইয়্যূবী নৌ বহরকে ডেকে পাঠান এবং লোহিত সাগরে অতর্কিতে ক্রুসেডারদের জলদস্যু বাহিনীর উপর হামলা চালান। #ইয়ানবু'র অদূরবর্তী সাগরবক্ষে অনুষ্ঠিত এক নৌ যুদ্ধে ক্রুসেডারদের দস্যু বাহিনী পরাজিত হয়।

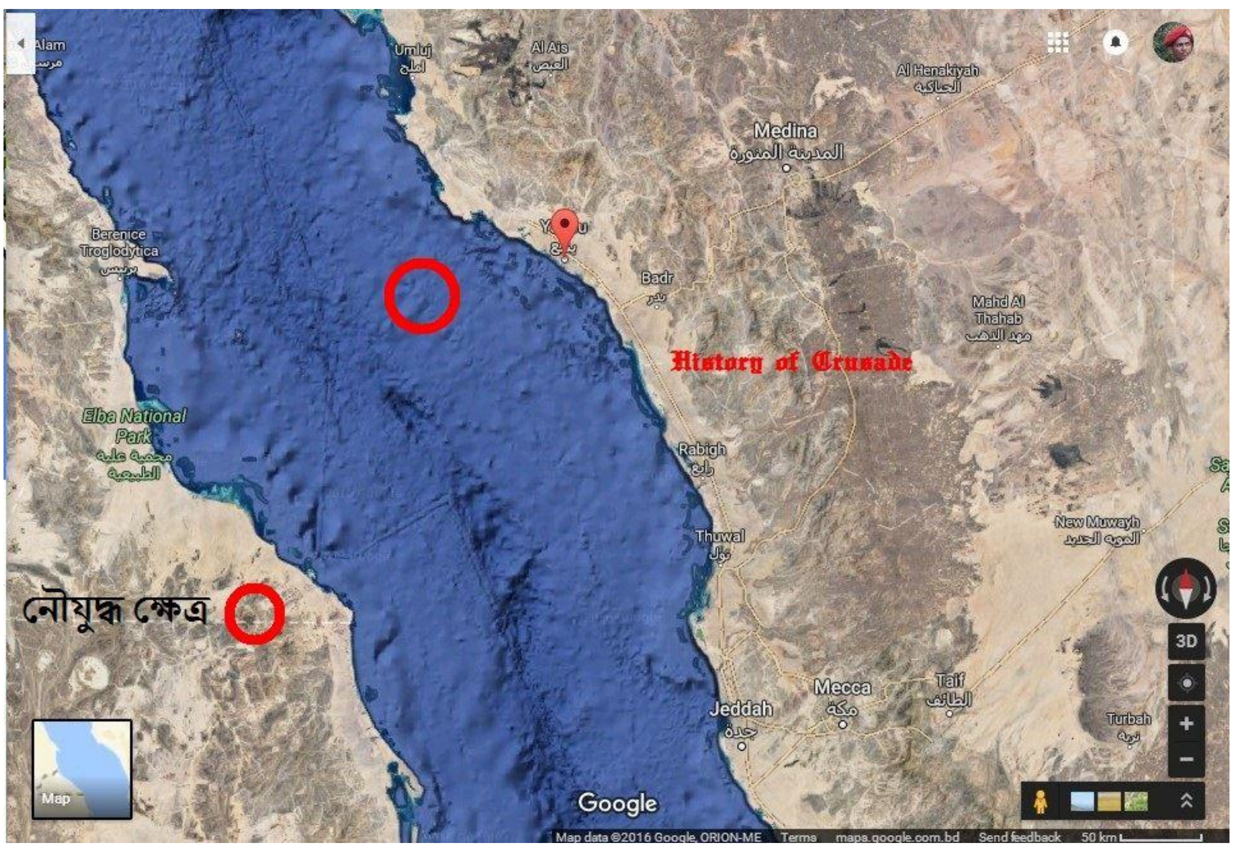

লুলু আদিলের নির্দেশমতো ক্রুসেডারদের সমস্ত জাহাজ আগুন লাগিয়ে ছাই করে দেন এবং অধিকাংশ দস্যুকে হত্যা করা হয়। কেবল ১৭০ জন ক্রুসেডারকে বন্দী করা হয়। ঈসায়ী ১১৮২ সালে আমিদ অধিকারের পর সুলতান এই বিজয়ের সংবাদ পান, তিনি জলদস্যুদের ফাঁসীর হুকুম দেন। আল-আদিল আরও একধাঁপ এগিয়ে

যেসব উপকূলীয় শহরে তারা দস্যুবৃত্তি করতো সেই শহরগুলোতেই তাদের ফাঁসী কার্যকর করেন। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে খ্রীষ্টানরা রেনাল্ডের এই জলদস্যুদের নৌবাহিনী হিসাবে আখ্যা দিতে চায়!! কিন্তু জন-সাধারণের উপর তীর্থযাত্রীদের উপর লুটতরাজ করা কোন নৌ-বাহিনীরই কাজ নয়,ইবনুল আসীর-ই ১ম এদের বণিকের ছদ্মবেশে জলদস্যু আখ্যা দিয়েছেন। যাহোক আল-আদিলের এই বিরাট বিজয়ের সংবাদ সুলতান তখন পান,যখন তিনি নিজেই আমিদ জয় করেছেন। তাই তিনি খালিফাহ্'র দূতের কাছে(৬ষ্ঠ খন্ডের শেষ পর্ব দ্রঃ) তিনি মাওসিলের অধিকার চাইতে বেশি উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু বিখ্যাত আলেম বাদ্‌র আল-বাদ্‌রের বিচক্ষণ উত্তর ও খালিফাহ্'র তিরষ্কারের কারণে এবারে তিনি ক্রুসেডারদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। সুলতান এবার ফিলিস্তিন ফিরে আসেন ও রেনাল্ডের অহমিকা চূর্ণ করে #আল_কারক্

অধিকারের উদ্দেশ্যে এটি অবরোধ করেন। কিন্তু শত চেষ্ঠা করেও আল-কারকের পতন ঘটাতে ব্যর্থ হয়ে ঈসায়ী ১১৮২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর#বায়সান

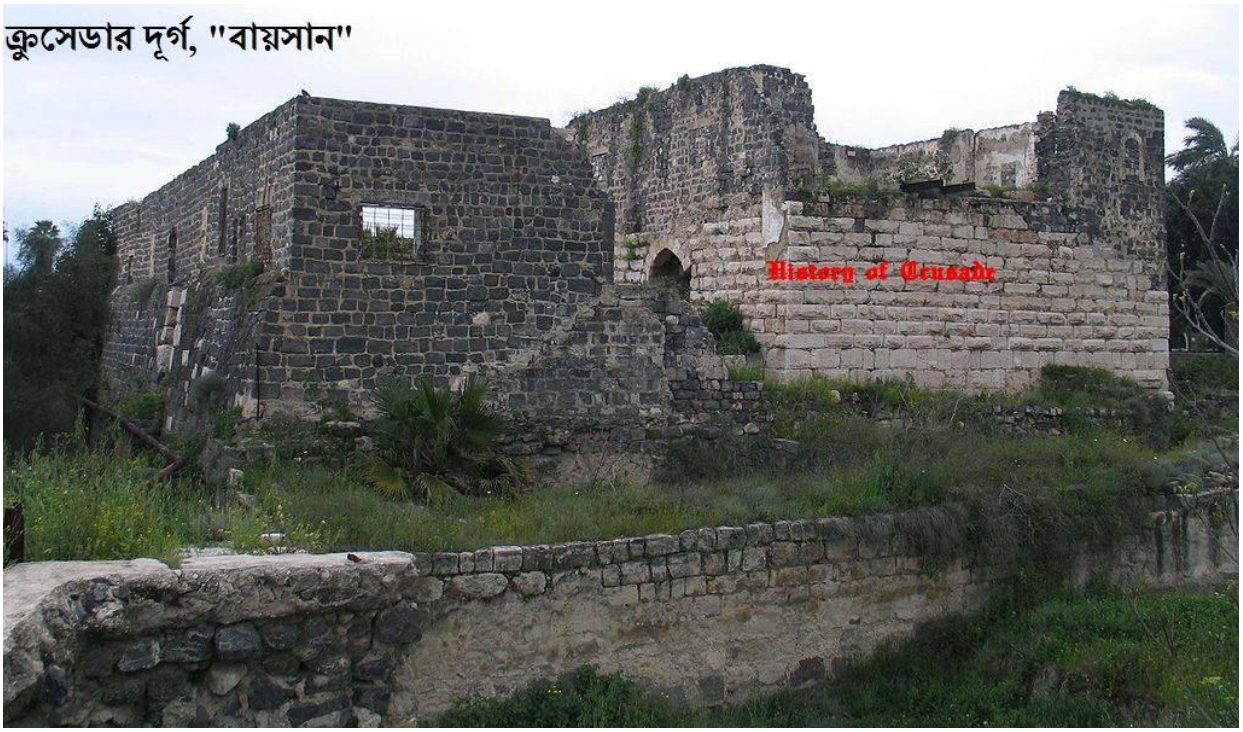

আক্রমণের উদ্দেশ্যে#জর্দান_নদী অতিক্রম করেন।

কিন্তু বায়সানে পৌছে তিনি শহরটিকে জনশূন্য দেখতে পান- বায়সানের সম্পদ যাতে সুলতানের কাজে না আসে সেজন্যে এর অধিবাসীরা আগেই সমস্ত অর্থ-সম্পদ ও খাবার নিয়ে চলে গিয়েছে। সুলতান ক্ষীপ্ত হয়ে শহরটি জ্বালিয়ে দিয়ে(৩০শে সেপ্টেম্বর) পশ্চিমে অগ্রসর হন। আল-কার্কে সুলতানের পরাজয়ে উৎসাহিত হয়ে রেনাল্ড আল-কার্ক ও শাওবাক থেকে সালাহ্-উদ-দ্বীনকে ধরার জন্য দু'টি বাহিনী পাঠান। গুপ্তচর মারফত আগেই এই সংবাদ জেনেসুলতান #নাবলূসে ওৎ পেতে থাকেন ও বাগে পাওয়া মাত্রই এদের ঘিড়ে ফেলেন।

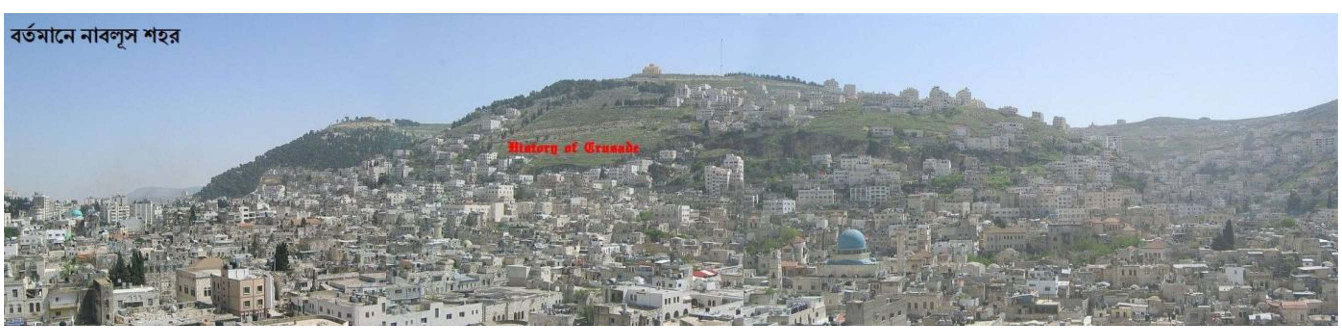

বিনা যুদ্ধে রেলান্ড কর্তৃক প্রেরিত দু'টি বাহিনীই এভাবে বন্দী হয়। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ওদিকে অপর ক্রুসেডার রাজ্য কিংডম-অব-ত্রিপোলীর অধিকারভুক্ত #বাইরুত অধিকারের উদ্দেশ্যে ৩০টি যুদ্ধ জাহাজের এক নৌ বহর গড়ে তুলেন।

কারণ বাইরুতে এর আগে ১বার আক্রমণ চালিয়ে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন, এবার জলে ও স্থলে হামলা চালানোই সুলতানের উদ্দেশ্য। নাবলূসের বিজয়ের আনন্দ মাটি হয়ে গেলো যখন সুলতান খবর পেলেন তার ২য় বাইরুত অভিযান ব্যর্থ হয়েছে ও উনার গোটা নৌবহরই এখন বিলুপ্ত হয়েছে!! ক্রুসেডাররা উনার কিছু জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে ও বাকীগুলো তারা আটক করেছে। এদিকে আরেকটি দুঃসংবাদ পান সুলতান- লুসিগনানের কাউন্ট #দ্য_গাই মূল ক্রুসেডার বাহিনী নিয়ে #ছফূরা_দুর্গ থেকে আল-ফুলা অভিমুখে যাত্রা করেছেন,

তার লক্ষ্য সুলতান স্বয়ং....

#ঘাত_প্রতিঘাত (৭ম খন্ডের ৩য় পর্ব)

কাউন্ট দ্য গাইয়ের নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্যে সুলতান ৫০০ বাছাইকৃত সৈন্য পাঠান। তাদের কাজ ছিলো ঝটিকা হামলা চালিয়ে দ্য গাইকে ব্যস্ত রাখা যাতে সে সালাহ্-উদ-দ্বীনের মুখোমুখী হতে না পারে। সুলতানের উদ্দেশ্য সফল হলো দ্য-গাই বারংবার ৫,০০ সৈন্যের আইয়ুবী বাহিনীর হামলায় নাজেহাল হতে থাকলেন, এই সুযোগে সুলতান নির্বিবাদে আইন জালুতের দিকে অগ্রসর হলেন। ক্রুসেডারদের হামলায় আইয়ুবী সৈন্যদের সরবরাহ দিন দিন কমে আসায় সুলতান আর যুদ্ধ দ্য-গাইয়ের সাথে লাগতে চাইলেন না। দ্য-গাইও বারংবার আক্রমণে জর্জরিত হয়ে যুদ্ধের স্পৃহা হারিয়ে ফেললেন। ফলে দ্য গাই জেরুসালেমে ফেরত গেলেন এবং সুলতানও জর্দান নদী পেরিয়ে পুনরায় পূর্বে গেলেন ও এখানে কিছুদিন বিশ্রাম নিলেন। পরের বছর রেনাল্ডের দস্যুতা ও বদমায়েশীর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে ১১৮৩ সালে আবার আল-কারক্ অবরোধ করলেন। এটা সুলতানের ৩য় কার্ক অবরোধ, কিন্তু এবারও তিনি ব্যর্থ হলেন। এর

প্রতিশোধ হিসাবে দু'বছর পর ঈসায়ী ১১৮৫ সালে রেনাল্ড আবার শান্তিচুক্তি অগ্রাহ্য করে আবারও হাজ্জ্ব কাফেলার উপর হামলা চালায়। ঐ কাফেলায় সুলতান বোন ও ভাগ্নে-ভাগ্নীরা ছিলো, সুলতান দ্রুত বোন ও ভাগ্নে-ভাগ্নীদের রক্ষার জন্য সৈন্য পাঠান। এবং আইয়ূ্যবী সৈন্যরা সুলতানের বোন ও ভাগ্নে -ভাগ্নীদের নিরাপদ স্থানে পৌছে দেয়। রেনাল্ডের সাথে ঘাত-প্রতিঘাতের এই যুদ্ধে সুলতান হতাশ হয়ে পরেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে যেখানে তিনি অধিকাংশ সময়েই সফল হয়েছেন সেই দিকে অর্থাৎ যাঙ্গীদের দিকে নজর দিলেন। ঈসায়ী ১১৮৫ সালে সুলতান আবার মাওসিল আক্রমণ করলেন ও ৩য় বারের মতো খালিফাহ্'র না-ফারমানী করে মাওসিল অবরোধ করে বসলেন। এবং যাঙ্গীদের অন্তরে ত্রাশ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাওসিলের চর্তুপাশে মাসউদ যাঙ্গীর এলাকায় আক্রমণ চালাতে লাগলেন। তখন যাঙ্গী সুলতান ছিলেন মাসউদ-ইবনে-মাওদুদ-ইবনে-যাঙ্গী, তিনি চতুর ব্যক্তি ছিলেন তাই আইয়ূ্যবীদের এই বারংবার হামলার বিরুদ্ধে চমৎকার এক সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি উদীয়মান পরাশক্তি খাওয়ারিযাম শাহ্'র অধীনস্থ আজারবাইযান ও জিবালের শাসনকর্তাদের কাছে সাহায্য চাইলেন। আজারবাইজান ও জিবালের আমীরদ্বয় মাসঊদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে তাদের বাহিনী প্রেরণ করলেন। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন যখন নিশ্চিত হলেন সত্যি সত্যিই খাওয়ারিযাম শাহ্র আমীরদের বাহিনী আসছে তখন তিনি দ্রুততার সাথে মাওসিলের অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়ে শান্তিচুক্তির আহবান জানালেন। মাসউদ রাজী প্রথমে রাজী হতে না চাইলেও আমীরদ্বয়ের অনুরোধে ও মানবিকতার খাতিরে রাজী হলেন। কারণ সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন তখন বেশ অসুস্থ্য হয়ে পরেছিলেন। যাইহোক খাওয়ারিযামী আমীরদের মধ্যস্থতায় ঈসায়ী ১১৮৬ সালের মার্চে আইয়ূ্যবী ও যাঙ্গীদের সাথে আবার শান্তিচুক্তি হলো। এটাই ছিলো সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের মাওসিল বিজয়ের সর্ব শেষ ব্যর্থ চেষ্ঠা, উনি খালিফাহ্'র কাছে পাঠানো চিঠিতে যতোই দম্ভ করুন না কেন, উনি ঠিকই জানতেন উনার সামর্থ কতটুকু। যাঙ্গীদের কথাই আল্লাহ্ সত্য করলেন- ইমাদ-উদ-দ্বীন যাঙ্গীর রাজধানী কোনদিনও আইয়ূ্যবীদের পতাকাতলে

যাবে না- যদি আল্লাহ্ চায় তো এবং যদি আমরা হক্ক হয়ে থাকি। খালিফাহ্‌র বারংবার নিষেধাজ্ঞাও যেই মাওসিল থেকে সুলতানকে হাত গুটাতে বাধ্য করতে পারেনি, সেই মাওসিল থেকেই অবশেষে তার হাত উঠলো। কারণ সুলতান জানতেন খালিফাহ্ নিজেই সাল্‌জুকদের আশ্রিত ও স্বাধীন হওয়ার চেষ্ঠা করছেন। আর খাওয়ারিযামের পরাক্রমের কথা তখন সারা বিশ্বই জানতো, তখন খাওয়ারিযামের শাহ্ ছিলেন #শাহ্_তাকাশ(১১৭২-১২০০ ঈঃ)

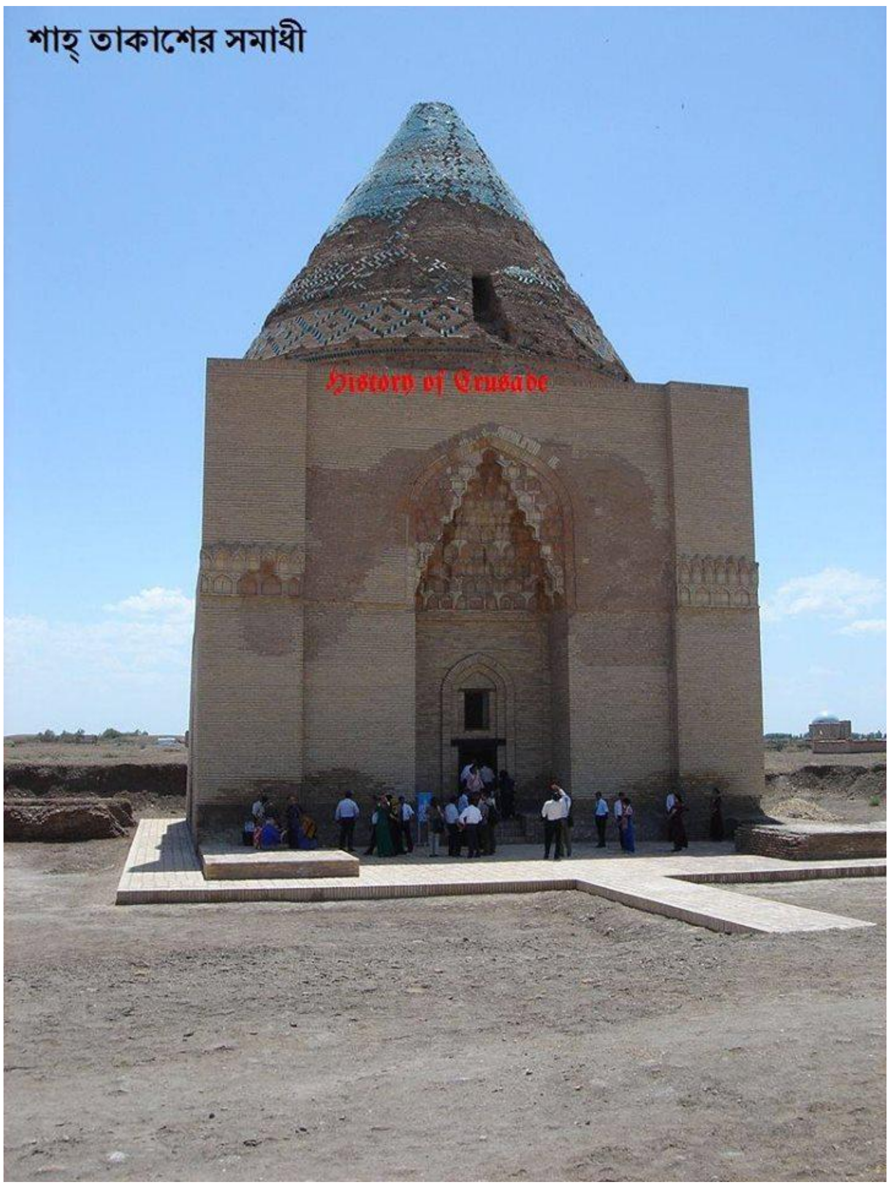

সূত্রঃ আল-কামিল ফিত তারিখ- ইবনুল আসীর এবং তারিখ-ই-খাওয়ারিযামঃ হাজ্জী আবদুর রহীম আল-বাগদাদী।

#মুজাহিদের_অভ্যুদয়।(৭ম খন্ডের ৪র্থ পর্ব)

সুলতান ইয়ুসূফের স্বপ্ন ছিলো বিশাল ও বিস্তৃত এক রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া -ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ নয়। এজন্যেই তিনি ১১৭৪ ঈসায়ীতে সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে ১১৮৬ ঈসায়ী পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১ যুগ রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে যুদ্ধ করে গেছেন। তার যুদ্ধাভিযানগুলোর ভেতর ৯০%-ই পরিচালিত হয়েছিলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে। এছাড়া তিনি খারিজীদের পরাজিত করে তারাবুলুস (ত্রিপলী) ও শী'আদের পরাজিত করে ইয়ামান অধিকার করেছিলেন। কিন্তু এরা এতই দুর্বল ছিলো এদের কারও বিরুদ্ধেই সুলতানকে ছ'মাস সময়ও ব্যয় করতে হয়নি। সুলতান মুসলিমদের বিরুদ্ধে যতোগুলো অভিযান পরিচালনা করেন তার সবই ছিলো যাঙ্গীদের বিরুদ্ধে, কারণঃ সেই তাওরুস দাগালারী(টরাস পর্বতমালা) থেকে আদান(এডেন) ইয়ামান এবং কোহ্-ই-জাগরোস থেকে বারকাহ্(সাইরেনিকা) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো সুবিশাল যাঙ্গী সালতানাত। খালিফাহ্ এজন্যেই সুলতান নূর -উদ-দ্বীন(রহঃ) এর পুত্রের বদলে সুলতান ইয়ুসূফকে "সুলতান" হিসাবে নিয়োগ দেন যে- সুলতান নূরের পুত্র ছিলেন নাবালেগ(১১ বছর বয়স) তারদ্বারা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে মরণপণ জিহাদ আশা করাও ছিলো বোকামী। তাই তিনি এমন ১ পরিবারের সদস্যকে সুলতান হিসাবে ইযাযতনামা প্রেরণ করেন যার চাচা(আসাদ-উদ-দ্বীন শের-ই-কোহ্) ও বাবা(নাজমুদ দ্বীন আইয়ুব) ছিলেন বীর মুজাহিদ। তাই খালিফাহ্ আশা করেছিলেন যে ইয়ুসূফও বাপ-চাচাদের মতোই হবেন ও খালিফাহ্'র ইযাযতনামাবলে ক্রুসেডারদের উপর দুর্বার হামলা চালিয়ে তাদের লেভান্ট থেকে বিতাড়িত করবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেলো ঠিক এর উলটো, সুলতান হয়েই সালাহ্-উদ-দ্বীন ক্রুসেডারদের বদলে যাঙ্গীদের উপর হামলা চালিয়ে তার রাজত্বকাল আরম্ভ করলেন ও পিতার কবর জিয়ারতের মিথ্যা নাটক করে

বা'লাবাক্ব অধিকার করে রাজত্বকাল শুরু করলেন(ইবনে-শাদ্দাদের আন-নাওয়াদির ২য় জেলদ্)। সুলতানের ইচ্ছে ছিলো গোটা যাঙ্গী সালতানাতকে গ্রাস করা, কারণ যাঙ্গীরা টিকে থাকলে তা হতো আইয়্যূবীদের জন্য হুমকিসরুপ। তাই প্রতিবার যাঙ্গীদের বিরুদ্ধে হামলা চালাবার সময়ই তিনি এই মিথ্যা ওয়াযুহাতই দিতেন যে - "যাঙ্গীরা ক্রুসেডার ও হাশীশিনদের বিরুদ্ধে তার অভিযানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে"। এই কথা ১১৭৬ সালেই মিথ্যা প্রমাণিত হয় যখন যাঙ্গী সালতানাতের সিংহভাগ আইয়্যূবী সালতানাতভুক্ত হয় ও যাঙ্গীদের সাথে ক্রুসেডারদের সীমা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খালিফাহ্'র মনে তখনই এই প্রশ্ন জাগে- "যেখানে ক্রুসেডারদের সাথে যাঙ্গীদের নয় বরং আইয়্যূবীদের সীমা তখন যাঙ্গীরা কি করে সালাহ্-উদ-দ্বীনকে বাঁধা দিতে পারে"?? হাশীশিনদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ অবরোধ ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বারংবার ব্যর্থতায় খালিফাহ্ পুরোপুরিই সালাহ্-উদ-দ্বীনের বিরুদ্ধে চলে যায়। বিখ্যাত আলীম বাদ্র আল-বাদ্র তার বাগ্নীতার দ্বারা সালাহ্-উদ-দ্বীনের মুখোশ খুলে দেন ফলে খালিফাহ্ এবার তার সুলতান পদ নিয়ে প্রশ্ন তুলে টান দেন এবং রেনাল্ডের রাসূল(ছঃ)এর দেহ মুবারক তুলে আনার ঘোষণায় সালাহ্-উদ-দ্বীনকে এক চরমপত্র প্রেরণ করেন। #সে_সময় আইয়্যূবী সালতানাতের সীমায় এমন কোন রাজ্য ছিলো না যা দখল করা যায়।

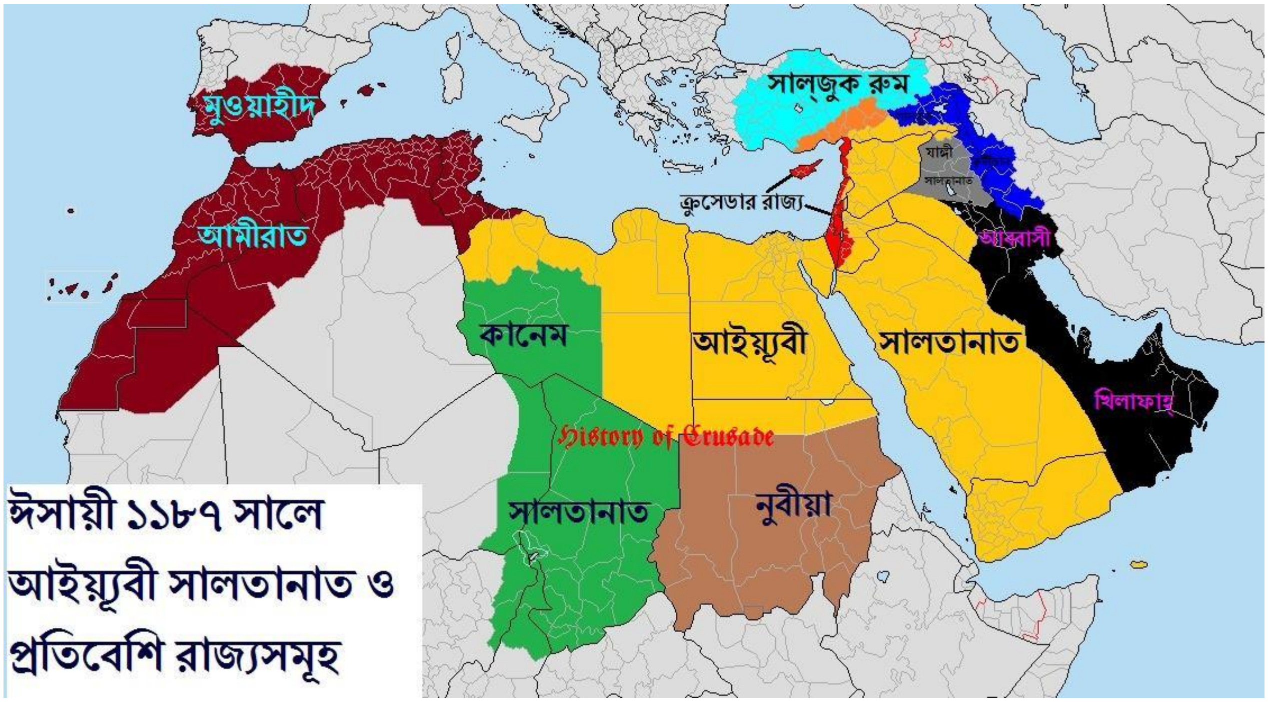

কিভাবে? পূর্বে অবস্থিত আব্বাসী খিলাফাহ্'র বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রশ্নই ওঠে না, তদুপরি আব্বাসীরা ছিলো সাল্জুক কুর্দীস্তানের আশ্রিত রাজ্য। আর সেই পড়ন্ত বেলাতেও সাল্জুক জুজুর ভয় বিশ্ব থেকে তিরোহিত হয়নি। যাঙ্গীদের তো খালিফাহ্'র কারণে শেষ করা গেলোই না। পশ্চিমে আল-মুওয়াহিদূন আমীরাত, শুধু আফরিকা মহাদেশের পরাশক্তিই নয় বরং তারা ছিলো বিশ্বের ১টি সেরা শক্তি ও মুওয়াহিদরাই ইউরোপের খ্রীষ্টানদের সাথে টেক্কা দিয়ে স্পেন ও পর্তুগালের মুসলিম রাজ্য বাঁচিয়ে রেখেছে। যেই ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে আইয়্যূবীরা বারংবার পরাজিত হয়েছে। তাই এদিকেও রাজ্য বিস্তারের প্রশ্নই ওঠে না। উত্তরে সাল্জুক রুম আইয়্যূবীদের তুলনায় ক্ষুদ্র হলেও এদের সামরিক শক্তি ছিলো আইয়্যূবীদের থেকে বহু বহু উচ্চে, এরা একাধিকবার ক্রুসেডারদের পরাজিত ও নিঃচিহ্ন করেছিলো। অতএব এখানেও রাজ্য বিস্তারের প্রশ্নই আসে না, আর সিলিসিয়ান আর্মেনিয়াও ক্ষুদ্র হলেও এদের নাইটরা মারাত্মক শক্তিশালী। দক্ষিণের নুবীয়ানরা কেমন অব্যর্থ তীরান্দাজ ছিলো তা বালাদূরীর ফুতহুল বুলদান পড়লেই বুঝতে পারবেন, এদের হাত থেকে নুবিয়ার উত্তরাঞ্চল দখল করতে যেয়েই আইয়্যূবী বাহিনীর ঘাম বেড়িয়ে গেছে। তাই

নুবিয়াও রাজ্য বিস্তারের উপযুক্ত স্থান নয়। তাহলে কানেম? সে তো আরও নয়, কারণ সাহারা মরুভূমিতে লড়াই করার মতো যোদ্ধা আইয়্যূবী সালতানাতে নেই। ১মাত্র বেদুঈনরাই সাহারায় লড়তে পারে, কিন্তু তারা পুরোপুরী আইয়্যূবী বিরোধী সুলতানের মুদ্রায় নিজের প্রতিকৃতি অঙ্কন ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযানের কারণে। কোন দিকেই যখন আইয়্যূবী সালতানাত বিস্তৃত করার কোন পথই নেই তখন ১দিকই মাত্র খোলা আছে সেটা লেভান্টে। আইয়্যূবী-যাঙ্গী সংঘাত ও তা থেকে আইয়্যূবীদের বিরুদ্ধে মুসলিম রাজ্যগুলোর একাট্টা হওয়ার কারণে ক্রুসেডাররা সুযোগ পেয়ে যায় ও দামেশক্ থেকে মাক্কাহ্ মুকার্‌রমা পর্যন্ত হামলা চালানো শুরু করে। নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে এবারে বাধ্য হয়েই সুলতানকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে নামতে হয় ও এভাবেই সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ১জন নীতিহিন বিজেতা থেকে মুজাহিদে পরিণত হন, অভ্যুদয় ঘটে এক মহান মুজাহিদের......... এবারে শুরু হয় ক্রুসেডার ও আইয়্যূবীদের মাঝে বিরামহিন সংঘাতের....

#নতুন_রাজা(৭ম খন্ডের ৫ম পর্ব)

ঈসায়ী ১১৮৬ সালে ক্রুসেডার রাজ্য জেরুসালেমের নাবালেগ রাজা ৫ম বল্ডউইনের মাত্র ৯ বছর বয়সে মারা গেলে লুসিগনানের #গাই সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে ঈসায়ী ১১৮৫ সালে জেরুসালেমরাজ#বল্ডউইন(৪র্থ)এর মৃত্যুর পরই ক্রুসেডারদের দুঃসময় আরম্ভ হয়।

৪র্থ বল্ডউইন মাত্র ১৩ বছর বয়সে জেরুসালেমের রাজা হন, অল্প বয়সে সিংহাসনারোহণ করার পর আবার বল্ডউইনের কুষ্ঠোরোগ হয়। কুষ্ঠ মারাত্বক ভাবে রাজাকে আক্রান্ত করে ফেলে ও তার চেহারাও বিকৃত হয়ে যায়, ফলে তিনি মুখোশ পরে থাকতেন। কিন্তু কুষ্ঠোরোগ বা অল্পবয়স বল্ডউইনের বীরত্বের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বল্ডউইন(৪র্থ) ছিলেন ১জন সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ও অক্লান্ত বীর। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের একাধিক পরাজয়ের মূল কারণ ছিলেন এই বল্ডউইন! অধিকাংশ যুদ্ধেই এই কুষ্ঠআক্রান্ত কিশোর রাজা সুলতানকে

পরাজিত করেছেন। ৪র্থ বল্ডউইন মাত্র ২৪ বছর বয়সে মারা গেলে ৫ম বল্ডউইন মাত্র ৮ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন(১১৮৫ ঈঃ), রাজা নাবালেগ হওয়ায় তার অভিভাবক নিযুক্ত হন অপর ক্রুসেডার রাজ্য ত্রিপোলীর কাউন্ট #রেমন্ড।

রাজার অভিভাবক হয়েই ক্রুসেডারদের স্বার্থে রেমন্ড ঈসায়ী ১১৮৫ সালে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের সাথে ১টি অনাক্রমণ চুক্তি করেন। ১১৮৬ সালে মাত্র ১বছর নামমাত্র রাজত্ব করার পর ৫ম বল্ডউইন মারা গেলে লুসিগনান দু গাই জেরুসালেমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিয়মানুযায়ী আইয়্যূবীদের সাথে জেরুসালেমের আনাক্রমণ চুক্তি বহাল থাকে। কিন্তু কার্ক ও শাওবাকের কাউন্ট রেনাল্ড হাজ্জ্ব কাফেলার উপর আক্রমণ চালালে এই অনাক্রমণ চুক্তি ভেঙে যায়। তাই কাউন্ট রেমন্ড ঈসায়ী ১১৮৭ সালে সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্'র সঙ্গে স্বতন্ত্র এক অনাক্রমণ- শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তির ফলে জেরুসালেমের নতুন রাজা গাই রেমন্ডের উপর ক্রুদ্ধ হন, দুই ক্রুসেডার রাজ্য জেরুসালেম ও ত্রিপোলীর দ্বন্দের সুযোগে সুলতান জেরুসালেম রাজ্য আক্রমণ করেন ও ছোটখাট অনেক শহর ঈসায়ী ১১৮৭ সালের ভেতরেই দখল করে নেন। জেরুসালেমরাজ গাই রেমন্ডকে ধ্বংস করার সংকল্প করলেন, লুসিগনান দ্য গাই ছিলেন একজন নির্বোধ ও অযোগ্য ব্যক্তি। ৪র্থ বল্ডউইনের যোগ্যতার ছিটেফোটাও তার ভেতরে ছিলো না। সবার শেষে তিনি কথা বলতেন ও যে কোন মন্ত্রণা সভায় যে চিৎকার করে কথা বলতে পারতো তার কথা যতোই অযৌক্তিক ও হাস্যকর হোক না কেন তিনি তাতেই সায় দিতেন। গাই রেমন্ডকে ধ্বংস করার সংকল্প করলে তার মন্ত্রণা পরিষদ তাকে বোঝালেন এবং ক্রুসেডারদের মধ্যমণি নাইট টেম্পলার ও হসপিটালারদের নেতারা দুই পক্ষের মাঝে শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ নিলেন। টায়ারের আর্চবিশপের নেতৃত্বে টেম্পলার ও হসপিটালারদের নেতারা গেলেন রেমন্ডের কাছে, কথা বলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। লুসিগনান দ্য গাইয়ের এই প্রতিনিধিদল যখন জেরুসালেম থেকে তাইবেরিয়াসের দিকে আসছিলেন তখনই এক ঘটনা ঘটলো। সুলতানের সাথে

রেমন্ডের সম্পর্ক এতোই বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো যে- জেরুসালেম সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য ১দল আইয়্যূবী পর্যবেক্ষণকারী সেনাদলের জেরুসালেমে পাঠানোর দরকার ছিলো। এই ব্যাপারে সুলতান রেমন্ডের অনুমতি চাইলে রেমন্ড তার রাজ্যের ভেতর দিয়ে আইয়্যূবীদের দলটিকে যাতায়াতের অনুমতি দিলেন। তবে শর্ত দিলেনঃ১/ সূর্য্য উদয়ের পর পর্যবেক্ষণকারী দল জর্দান নদী অতিক্রম কোরবে, ২/ ঐদিনই সন্ধ্যর আগেই তাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং৩/ কারও জীবণ ও সম্পদের ক্ষতি করা যাবে না।সুলতান রেমন্ডের এই ৩টি শর্তই মেনে নিলেন ও আমীর কুকুবারী'র নেতৃত্বে মামলূকদের ১টি অশ্বারোহী দল পাঠালেন............

#ঐক্যবদ্ধ_খ্রীষ্টান_শিবির (৭ম খন্ডের ৬ষ্ঠ পর্ব)

রেমন্ডের সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে ঈসায়ী ১১৮৭ সালে ১লা মে আমীর কুকুবারীর নেতৃত্বে আইয়্যুবীদের অশ্বারোহী দল সূর্য্য ওঠার পরেই জর্দান নদী অতিক্রম করে ও যথা সময়েই ফিরে আসে- জেরুসালেম রাজ্য থেকে। কিন্তু তাদের প্রতিটি বর্শার মাথায় ঝোলানো ছিলো টেম্পলার নাইটদের কাটা মাথা, অর্থাৎ শর্তের খেলাফ। ঘটনাটি ছিলো এই যে খবরা-খবর নিয়ে ফিরে আসার সময় আইয়্যূবীদের দেখে ফেলে টায়ারের আর্চ বিশপের নেতৃত্বাধীন টেম্পলার ও হসপিটালারদের দলটি, যারা ত্রিপোলোতে যাচ্ছিলো রেমন্ড ও লুসিগনানের মধ্যকার বিরোধ নিরসনের জন্য। কাজ শেষে আইয়্যূবী দলটি যখন তাদের পিপাসার্ত ঘোড়াদের পানি পান করাচ্ছিলো তখনই জেরার্ড ২০০ নাইট টেম্পলার নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। টায়ারের আর্চ বিশপ, টেম্পলারদের সেনাপতি ও হসপিটালারদের অধ্যক্ষের প্রতিবাদ ও বাঁধা উপেক্ষা করে টেম্পলারদের অধ্যক্ষ জেরার্ড ২০০ নাইট দ্রুত টেম্পলার সংগ্রহ করে আইয়্যূবীরা যখন তাদের ঘোড়াগুলোকে পানি পান করাচ্ছিলো তখন ঝাঁপিয়ে পরে। আইয়্যূবীরা রুখে দাঁড়ায় ও প্রচন্ড প্রতিরোধ গড়ে তুললে জেরার্ড ও মাত্র ২জন নাইট বাদে বাকি সবাই(১৯৮ জন) নিহত হয়!! রেমন্ডের তদন্তে আইয়্যূবীদের কথাই সত্য প্রমাণিত হয়, রেমন্ড বুঝলেন এর জন্য আইয়্যূবীরা নয় বরং

ক্রুসেডারদের ধর্মান্ধতাই দায়ী। তিনি আইয়ুবীদের সাথে চুক্তি ভাঙতেও রাজী ছিলেন না। কিন্তু টায়ারের আর্চ বিশপের প্ররোচনা ও রেমন্ডের শেষ শর্ত "কারও জান-মালের ক্ষতি করা যাবে না" এর খেলাফের কথা বলায় রেমন্ড টলে যায় আইয়ুবীদের সাথে সমস্ত চুক্তিকে বাতিল বলে ঘোষণা করে ও যোগ দেয় ক্রুসেডারদের শিবিরে। ফলে ক্রুসেডারদের মাঝে এবারে পরিপুর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংবাদে সুলতান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং ১১৮৭ সালের ১লা জুলাই জর্দান নদী অতিক্রম করে#তাবারিয়া_হ্রদ(গ্যালিলি সাগর)

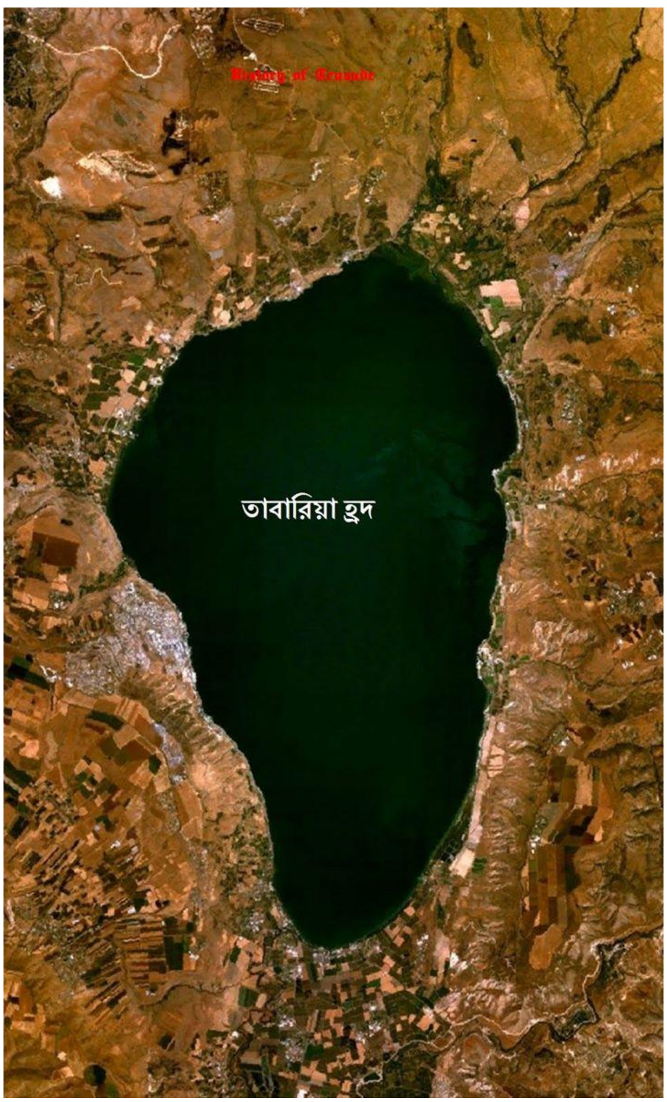

এর ৫ মাইল পশ্চিমে কাফ্র সাবাত নামক ১টি পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করেন। এবং এখানে তিনি তার বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে ১ভাগ নিজের কাছেই কাফর সাবাতে রাখেন এবং অপর ভাগকে পাঠালেন#তাইবেরিয়াস_শহর অধিকারের উদ্দেশ্যে।

তাইবেরিয়াসে তখন কাউন্ট রেমন্ডের পত্নী এচিভা অবস্থান করছিলেন, আর কাউন্ট রেমন্ড ছিলেন রাজা লুসিগনানের সাথে তার এলাকার টায়ারে। এসময় এচিভার চিঠি এসে পৌছায় ও ক্রুসেডাররা জানতে পারে তাইবেরিয়া আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ। রাজা গাই ও কাউন্ট রেমন্ড দ্রুত সাফারিয়া চলে আসেন ও শিবির স্থাপন আরম্ভ করলেন। ঠিক তখনই রাজা গাই ও রেমন্ড আইয়ুবী সেনাদের হাতে তাইবেরিয়ার পতন সংবাদ পান, এ সংবাদে গোটা খ্রীষ্টান জগতে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এন্টিয়ক, ত্রিপোলী ও জেরুসালেমের ৩টি ক্রুসেডার রাজ্যের সমস্ত সৈন্যদের ডেকে পাঠানো হলো, বলা হলো নির্ধারিত পরিমাণের চেয়েও বেশি

পরিমাণে কর দেওয়ার জন্যে; এবং ইউরোপ ও তীর্থযাত্রীদের কাছেও সাহায্যের আবেদন জানানো হলো। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সাফারিয়াতে প্রচুর অর্থ নিয়ে বিপুল পরিমাণ খ্রীষ্টান সৈন্য এসে পৌছুলো, সম্মিলিত সৈন্য সংখ্যা দাড়ালো প্রায় ২০,০০০-এ!! এই সংবাদ শ্রবণে সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ তার দুই বাহিনীকে একত্রিত করলেন, তার অধীনে ছিলো ৩০,০০০ সৈন্য। খ্রীষ্টান ও মুসলিম এই বাহিনী এখন চূড়ান্ত শক্তিপরীক্ষার দ্বারপ্রান্তে............

"সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফ সম্পর্কিত তথ্যসূত্র"

১/ ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবা আনবা আয্-জামানঃ শামস-উদ-দ্বীন আবুল আব্বাস আহ্মাদ-ইবন-মুহাম্মাদ-ইবনে-খাল্লিকান,
Translated by Reynold A. Nicholson as "Deaths of Eminent Men and History of the Sons of the Epoch"

2. An-Nawadirus Sultania Wal-Mahasinal Yusufia: Baha-ud-Din Yusuf-Ibn-Rafi-Ibn-Saddad, Translated by Josephly Virtues as "The Rare and Excellent History of Saladin", 2002.

3. The Life of Saladin: Bohadin, published by Schultens in 1732 in Leiden.

4. The Kurds: a concise handbook, by R. Izady, Mehrdad (1991).

5. Al-Kamil Fit Tarikh: Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ash-Shaybani (Ibnul Asir), Translated as "The Complete History".

6. The Fatimids: Abbas Hamadani, P.P.House, karachi 1962,

7.আস্-সিলূক লিমি'রিফাত দিওয়াল মূলক্ঃ তাকী-উদ-দ্বীন আবুল আব্বাস আহ্মাদ-ইবনে-আলী-ইবনে-আবদুল কাদির-ইবনে-মুহাম্মাদ আল-মাকরিযী

খন্ড-৯/৭ “হাত্তিনের যুদ্ধ”

History of Crusade·Wednesday, November 16, 2016

#হাত্তিনের_শিং (৮ম খন্ডের ১ম পর্ব)

তাইবেরিয়াসের পতন সংবাদ খ্রীষ্টান জগতে উত্তেজনার সৃষ্টি করলো তারা দ্রুত এগিয়ে চললো দক্ষিণাভিমুখে, তাদের লক্ষ্য সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্। এসময় ক্রুসেডারদের সাথে ছিলোঃ১৫,০০০ পদাতিক, ১,৫০০ নাইট, ৩,০০০ #ম্যান_এট_আর্মস(বর্মাবৃত অশ্বারোহী) ও ৫,০০ #তুর্কোপোল অর্থাৎ মোটঃ ২০,০০০ সৈন্য। ৩টি ক্রুসেডার রাজ্য(এন্টিয়ক, ত্রিপোলী ও জেরুসালেম) এবং কার্‌ক ও শাওবাকে কুখ্যাত কাউন্ট রেনাল্ড এই যুদ্ধে যোগ দেন। সম্মিলিত খ্রীষ্টান বাহিনীর সম্মুখে থাকেন ত্রিপোলীর রেমন্ড তার বাহিনী নিয়ে। মাঝে থাকেন রাজা গাই ও অন্যান্যরা এবং সবার পেছনে নাইটদের নিয়ে চলতে থাকেন কুখ্যাত রেনাল্ড। ক্রুসেডারদের এই সম্মিলিত ২০,০০০ সৈন্যের বাহিনী #সাফারিয়াতে জড়ো হতে থাকে।

সুলতাই ইয়্যুসূফ শাহ্ তখন তাইবেরিয়াসে ছিলেন, ক্রুসেডারদের অগ্রগতির সংবাদ শুনে সুলতান চারিপাশ থেকে তার সৈন্যদের ডেকে পাঠালেন। তাইবেরিয়াসে ১৮,০০০ পদাতিক ও ১২,০০০ হাল্কা অশ্বারোহী জড়ো হলো, ৩০,০০০ সৈন্যের এই বাহিনী ছিলো যে কোন দিক দিয়ে ক্রুসেডারদের থেকে শক্তিশালী। ক্রুসেডারদের অগ্রগতির সংবাদ পেয়েই সুলতান দ্রুত তাইবেরিয়াস থেকে অগ্রসর হয়ে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে অধিকার করে নিলেন ৫ মাইল দূরের ১টি হাত্তিন গ্রামের ১টি পাহাড়, যাকে বলা হতো #কুরুন_হাত্তিন বা হাত্তিনের শিং।

কারণ প্রায় সমতল গ্রামের ভেতর থেকে ঠিক শিঙের মতোই পাহাড়টি ফুড়ে বেড়িয়েছে। ৩রা জুলাই ঈসায়ী ১১৮৭ সালে ক্রুসেডাররা সাফারিয়া থেকে তাইবেরিয়াস অভিমুখে অগ্রসর হলো, তাদের মূল লক্ষ্য ছিলো আইয়্যূবীদের হাত থেকে তাইবেরিয়াস উদ্ধার করা। কিন্তু এই যুদ্ধে তাদের ধর্মীয় উদ্দীপনা ছিলো তুঙ্গে একারণে তাদের বাহিনীর সর্বাগ্রে #ট্রু_ক্রুস স্থাপন করা হয়।

সুলতান তার হালকা অশ্বারোহী বাহিনীর ভার দিলেন ভাই আল -আদিলের হাতে। এবং আল-আদিল হাল্কা অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে অতি সর্ন্তপনে সাফারিয় অভিমুখে এগিয়ে চললেন, তার উদ্দেশ্য সুলতানের পরিকল্পনা মুতাবিক পার্বত্য অঞ্চলে ক্রুসেডারদের ঘেরাও করে ফেলা। সাফারিয়া থেকে ৫ মাইল এগুনোর পরই ক্রুসেডাররা আল-আদিলের নাগালে এসে যান। আদিল তার তীরান্দাজ হাল্কা অশ্বারোহীদের নিয়ে সুলতানের নির্দেশ মতো ক্রুসেডারদের পেছন দিক থেকে তীর বৃষ্টি আরম্ভ করেন- নিজেরা নিরাপদ দূরত্বে থেকে। সুলতানের উদ্দেশ্য ছিলো দু'টিঃ ১/ গোড়া থেকেই ক্রুসেডারদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলা এবং২/ শত্রুপক্ষের অগ্রযাত্রাকে যথাসম্ভব বিলম্বিত করা। কারণ সুলতান ক্রুসেডারদের এই বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে জড়াতে চাননি, এর পেছনে পরাজয় ভীতি কাজ করছিলো। আইয়্যূবী বাহিনীর তীরবর্ষণের কারণে ক্রুসেডাররা পানি ও খাদ্য সমৃদ্ধ স্থান লুবিহ্'র পথে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়। আর এর মাঝেই পেছন থেকে তীর বৃষ্টি ও পানিহিন প্রান্তরের কারণে ক্রুসেডাররা ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। ক্রুসেডারদের সামনে এখন মারাত্মক বিপদ কারণ যদি তারা থমকে যায় তাহলে এই পানিহিন প্রান্তরে তাদের মরতে হবে। আর চলতে থাকতে পেছন থেকে লুকায়িত তীরান্দাজদের আক্রমণে তাদের বাহিনী ছোট হতে থাকবে। রেমন্ড ও গাইয়ের মাঝে এই নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হলো............

#ক্রুসেডারদের_বিপর্যয় (৮ম খন্ডের ২য় পর্ব)

বুদ্ধিমান ও দূরদর্শি রেমন্ড ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, যাত্রা বিরতী দেয়া যাবে না। তাতে করে পানি বিহীন প্রান্তরে ক্রুসেডাররা আরও দুর্বল হয়ে পরবে ও বাহিনী ১বার স্থির হয়ে বসলে আইয়্যূবী তীরান্দাজদের আক্রমণ আরও জোরদার হবে। এতে করে পিপাসার্ত সেনাদল পানির অভাবে ও তীর বৃষ্টিতে এমনিতেই অকেজো হয়ে যাবে। কিন্তু জেরুসালেমের নির্বোধ রাজা গাই, এত শত বুঝতেন না; সে তার অজ্ঞতার কারণেই ভাবলো যাত্রা বিরতী দিলে বরঞ্চ ক্রুসেডাররা বিশ্রামের ফুসরত

পাবে, ১ রাত বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন যাত্রা করলে বাহিনী চাঙ্গা হয়েও উঠবে এবং রাতে আইয়্যূবী হামলা তো হতেই পারে না, কারণ রাতে তারা নিশ্চই ঘুমাবে। তাই নির্বোধ সর্বাধিনায়ক গাই রেমন্ডের শত বোঝানোর পরও যাত্রা বিরতির সিদ্ধান্ত নিলেন। যাত্রা বিরতির বাদ্য শোনামাত্রাই রেমন্ড আফসোস করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেনঃ "হায় প্রভু! এখানেই যুদ্ধের যবনিকাপাত ঘটলো। আমাদের সবাইকে তুলে দেয়া হলো মৃত্যুর হাতে, দেশটি(জেরুসালেম রাজ্য) ধ্বংস হয়ে গেলো চিরতরের জন্য"। যেই পার্বত্য রাস্তাটি পাহাড় ভেদ করে ১টি উপত্যকার দিকে এগিয়ে চলেছে সেই রাস্তায় পাহাড়ী পথে ক্রুসেডাররা ছাউনী ফেললো- যাতে রাতটা পাহাড়ের কোলে কাটাতে পারে। ২০,০০০ সৈন্যের জন্য স্থানটি ছিলো খুবই সংকীর্ণ, তাই ঠাসাঠাসি করে শিবির ফেলালো ক্রুসেডার বাহিনী। কিন্তু তারা বুঝতেই পারেনি যে তারা আইয়্যুবীদের হালকা অশ্বারোহীদের ঘেরাওএর মাঝে আটকা পরেছে! রাতের সুযোগে মুসলিম বাহিনীর পদাতিক তীরান্দাজরা সেনাপতি আমীর মুজাফ্ফার-উদ-দ্বীন কুক্বারীর নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের শিবিরের খুব কাছে চলে আসে ও বৃষ্টির মতো চারিপাশ থেকে তীর বর্ষণ শুরু করে। শুধু তাই নয় দুর্ধর্ষ ও চতুর আমীর কুকবারী ১টি অভিনব পদ্ধতিতে ক্রুসেডারদের উপর হামলা আরম্ভ করেন। সেটি হচ্ছে প্রচুর খড়কুটা যোগাড় করা হয় ও তা যেদিক থেকে খ্রীষ্টান শিবিরে বাতাস বইছিলো সেদিকে ধরিয়ে দেয়া হয়। ফলে খড়কুটো পুড়ে জন্ম নেওয়া আগুনের গাঢ় কালো ধোঁয়া স্তুপের আকারে ক্রুসেডারদের শিবিরে গিয়ে আঘাত হানে। আমীর কুকবারীর এই ধোঁয়া অস্ত্রের ক্রুসেডারদের শ্বাস -প্রশ্বাস নিতে খুবই অসুবিধা হয়। একদিকে উপরে পাহাড়ের চূড়াগুলো থেকে তীরবৃষ্টি অপরদিকে ঢেউএর মতো ১টার পর ১টা ধোঁয়ার আঘাতে শ্বাস কষ্ঠ ও চোখে জ্বালা করার কারণে ক্রুসেডারদের শিবিরে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সমসাময়িক টায়ারের উইলিয়াম ক্রুসেডারদের এই করুণ অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন "প্রভু খ্রীষ্টান সেনাদের চোখের পানির তৈরী রুটি খাওয়ালেন, পান করার জন্য রেখে দিলেন পেয়ালা ভর্তি অপরিসীম অনুতাপ"। সারা রাতভর ক্রুসেডারদের উপর তীর ও ধোঁয়া

আক্রমণ চললো, পরের দিনটি ছিলো ৪ঠা জুলাই শনিবার ঈসায়ী ১১৮৭ সাল। এদিন ছিলো ক্রুসেডারদের জন্য খুবই করুণ ১টি দিন, কারণ গত রাতে তারা ১ফোঁটাও ঘুমাতে পারেনি ও ১ ফোঁটা পানিও পায়নি। তার উপরে নির্বোধ গাই তাদের আগে বাড়ার হুকুম দিলো! রেমন্ড আগেই যেই ওয়াদী আল-হামামের কথা বলেছিলেন, যা ছিলো সুমিষ্ট ঠান্ডা পানির জন্য বিখ্যাত। ও যাত্রা বিরতি না করে ওয়াদী আল-হাম্‌ম পর্যন্ত যেতে বলেছিলেন। তাহলে ওয়াদী হামামের পানি পান করেই ক্রুসেডাররা চাঙ্গা হয়ে উঠবে, নির্বোধ রাজা গাই সেই ওয়াদী হামানের দিকে যেতেই এবারে নির্দেশ দিলেন; তবে তীরবৃষ্টি ও ধোঁয়া খাওয়ার পর।
#ওয়াদী_আল_হামাম

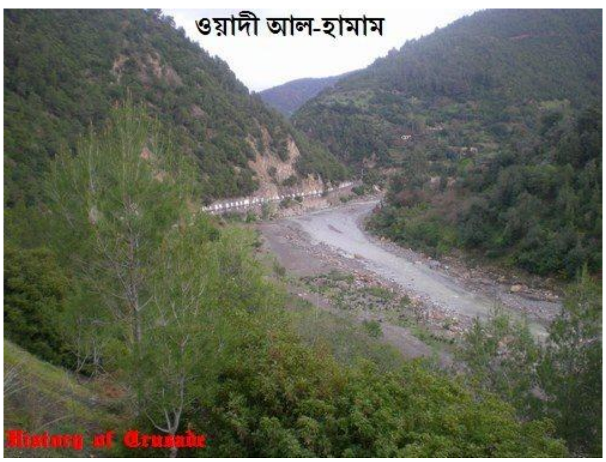

ছিলো এখান থেকে ৩ মাইল দূরে। কিন্তু ক্রুসেডারদের তখন ৩ মাইল তো দূরের কথা ১মাইল যাওয়ার মতো শক্তিও গায়ে ছিলো না। তদুপরি রাজা গাই তার সৈন্যদের বিভিন্ন ভাবে উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন ফলে ক্রুসেডাররা মন্থর গতিতে এগিয়ে চলতে লাগলো। কিন্তু এখানেও বিধি বাম! আল-আদিল অশ্বারোহী তীরান্দাজদের নিয়ে ওয়াদী আল-হামামে প্রবেশের #গিরিপথ অবরুদ্ধ করে রেখেছেন!!

হতাশ ক্রুসেডার বাহিনী এবারে পানির জন্য কুরুন হাত্তিনের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু তারা কি জানতো কুরুন হাত্তিনের ওপাড়ে হাত্তিনে তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে? রাজা গাই তার পিপাসার্ত বাহিনী নিয়ে কুরুন হাত্তিনের কাছাকাছি এলেন, তার ইচ্ছা এখান থেকেই পানি পান করিয়ে তার বাহিনীকে সতেজ করে সবেগে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পরবেন।

#হাত্তিনের_যুদ্ধ! (৯ম খন্ডের ৩য় পর্ব)

সারা রাত না ঘুমিয়ে আমীর কুক্‌বারী'র বাহিনীর তীর বৃষ্টি খেয়ে পিপাসার্ত ক্রুসেডার বাহিনী #হাত্তিনের_শিং অতিক্রম করে ফেললো।

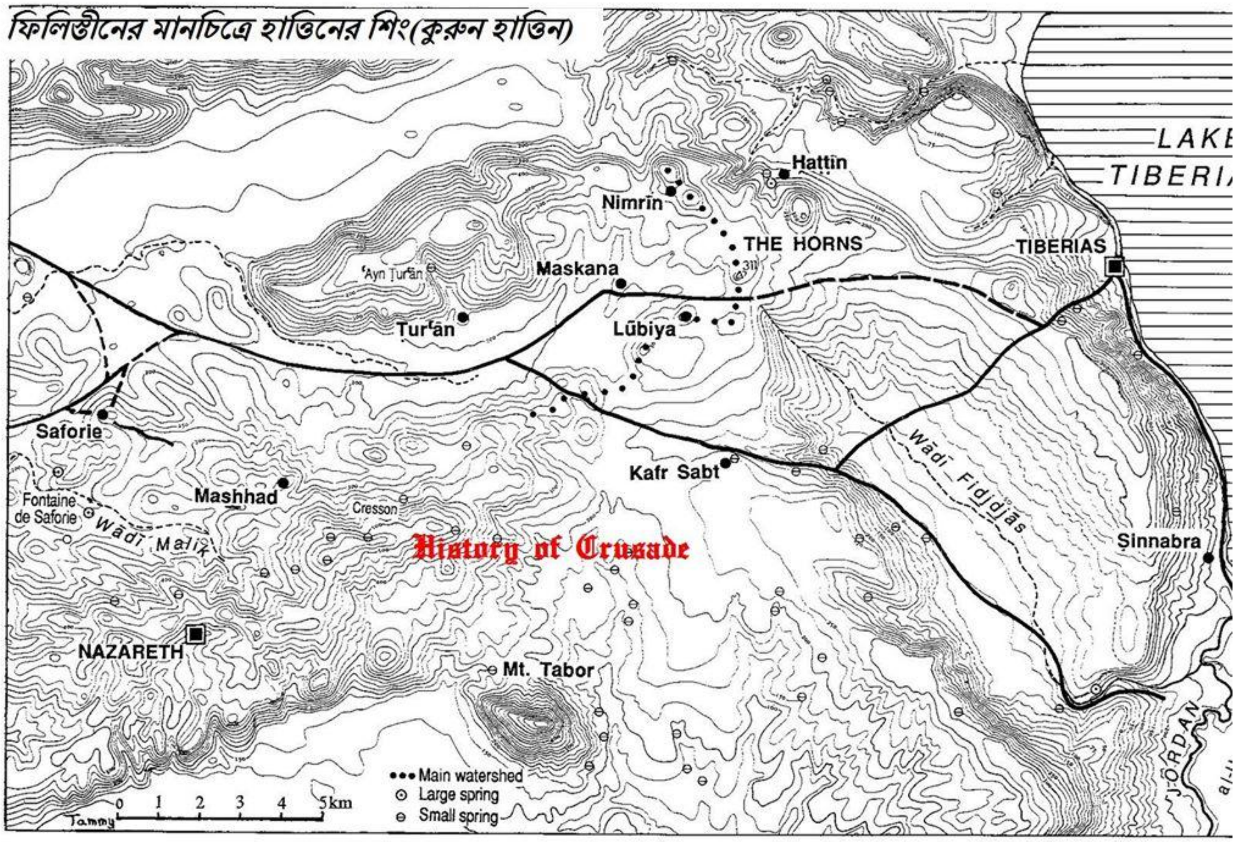

Fig. 1. Roads and springs in eastern Lower Galilee, 1187 (use of countours base by

রাজা গাইয়ের ধারণা এখানেই পানি পাওয়া যাবে। ক্রুসেডার বাহিনী হাত্তিনের শিং অতিক্রম করা মাত্রই আল-আদিল তার অশ্বারোহী তীরান্দাজদের নিয়ে গিরিপথ বন্ধ করে দিলো, সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ এই অপেক্ষাতেই ছিলেন। ক্রসেডার বাহিনী

#হাত্তিনের_প্রান্তরে

পুরোপুরি প্রবেশ করার সাথে সাথেই সুলতান #সালাহ্_উদ_দ্বীন

সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফ শাহ্

তার নিজ বাহিনী নিয়ে পেছন থেকে ক্রুসেডারদের আক্রমণ করে বসলেন। ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর তদুপরি রাতে না ঘুমিয়ে ও ভীষণ গরমে এমনিতেই ক্রুসেডার বাহিনীর অবস্থা ছিলো শোচনীয় তাদের অবস্থা এতোই করুণ ছিলো যে- ঠিক মতো চললেও কষ্ঠ হচ্ছিলো। তার উপরে পেছন থেকে এই দুর্বার আক্রমণে ক্রুসেডাররা তাদের মনোবল সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললো। অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, অশ্বারোহীদের গায়ে শক্তি না থাকলেও ঘোড়াতেই তাদের

টানছিলো; কিন্তু পদাতিক অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের অনিন্দ্রা, ক্ষুৎ পিপাসা ও গরমের সাথে যোগ হয়েছিলো নিজের পায়ে হাটা, তাই পদাতিক বাহিনী হাত্তিনের পাহাড়ের চূড়ায়- গিরি কন্দরে আশ্রয় নিলো ও অস্ত্র ফেলে দিয়ে মাটিতে বসে হাফাতে লাগলো। রাজা গাই প্রথমে অনেক উৎসাহ দিলেন , কিন্তু কাজ হলো না। শেষে ভয়-ভীতি দেখানো হলো তাতেও কাজ হলো না- বরঞ্চ পাহাড়ের উপর থেকে উত্তর এলোঃ "আমরা অক্ষম, আমরা অস্ত্র হাতে নিতে পারছি না, তাই যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব"। রাজা গাই হাজার বোঝালেও কাজ হলো না, অশ্বারোহীদের থেকে পদাতিকরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরলো ওদিকে পেছন থেকে সুলতান তার বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেছেন ! এই বিপর্যয়কর অবস্থায় বুদ্ধিমান #রেমন্ড তার বাহিনী নিয়ে উঃ পশ্চিম দিক দিয়ে সটকে পরলো, ১মাত্র তার বাহিনীতেই অশ্বারোহী ও পদাতিকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। সুলতানের নির্দেশে এবারে মুষ্ঠিমেয় ক্রুসেডারদের বিশাল আইয়্যূবী বাহিনী ঘেরাও করে ফেললো , আল-আদিলের বাহিনী #ক্রুসেডারদের_পদাতিক সেনাদের হত্যা করতে লাগলো। আর মুষ্ঠিয়েম ক্রুসেডার বাহিনী তাদের #অশ্বারোহী_নাইটদের নিয়ে হাত্তিনের প্রান্তরে #অবরুদ্ধ হয়ে রইলো।

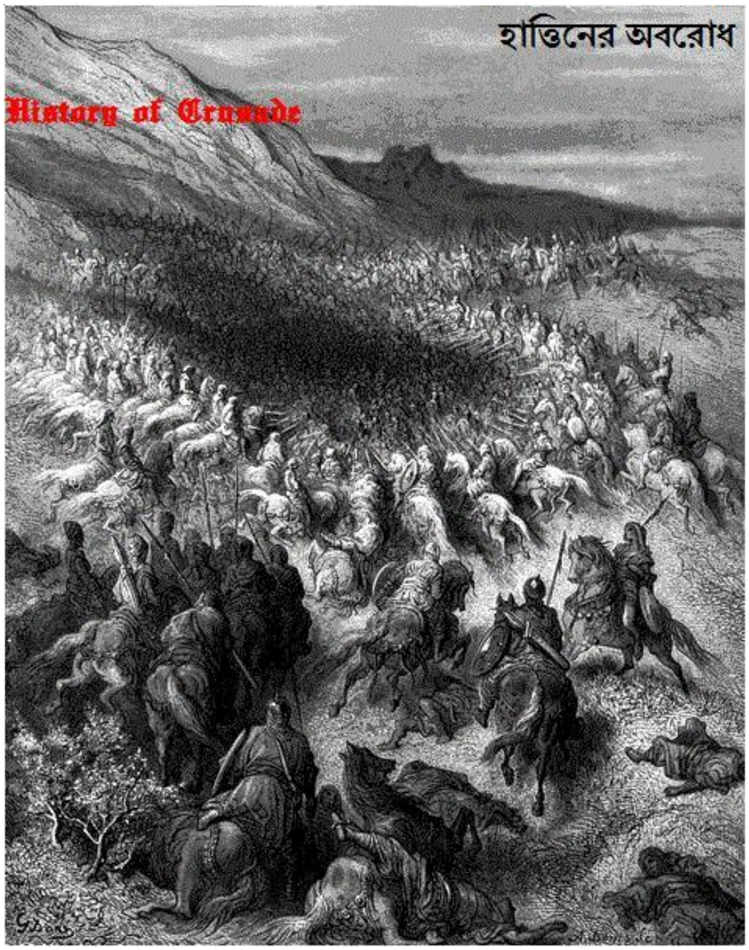

নাইটরা পুরোপুরি বর্মাবৃত হওয়ায় তারা তীর-তরবারীর থেকে বেঁচে গেলো ঠিকই, কিন্তু তাদের অবস্থা ছিলো আরও করুণ; কারণ ভীষণ গরমে তাদের লোহার বর্মগুলো তেঁতে উঠেছিলো ও তারা বর্মের ভেতর সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। ৪ঠা জুলাই ১১৮৭ সালে #হাত্তিনের_যুদ্ধে

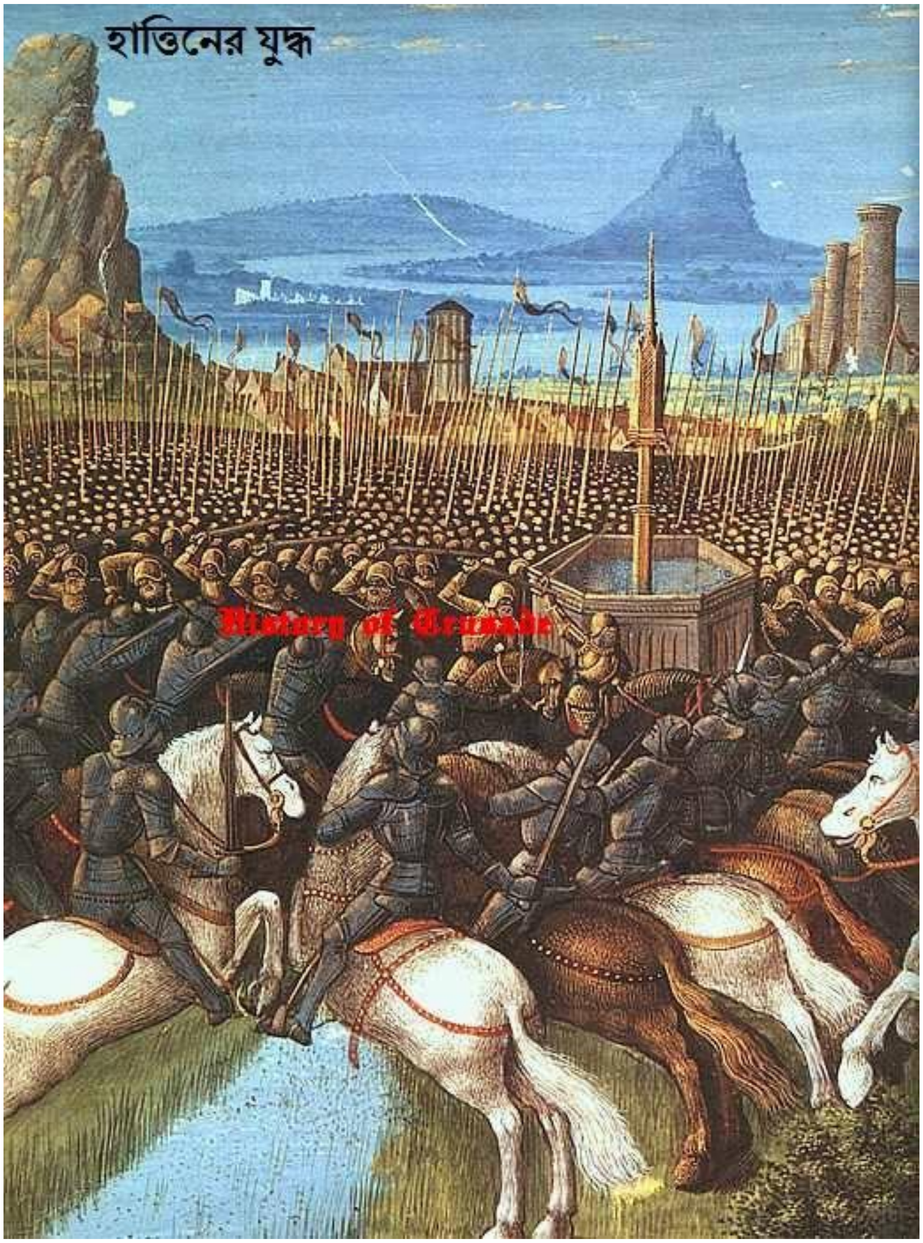

শোচনীয় ভাবে পরাজিত হলো ক্রুসেডার বাহিনী। প্রকৃতপক্ষে হাত্তিনে সেদিন কোন যুদ্ধ হয়নি, বরঞ্চ এটি ছিলো ১টি অবরোধ যাতে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাঁতর ১টি অচল সেনাবাহিনী মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়েছিলো। নিজেদের করুণ অবস্থা বুঝতে পেরে রাজা গাই আল-আদিলের কাছে আত্ম -সমর্পণ করেন। রাজা গাইয়ের নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের সুলতানের শিবিরে নিয়ে চললেন আল-আদিল। রাজা গাই সুলতানের সামনে #অস্ত্র_সমর্পণ

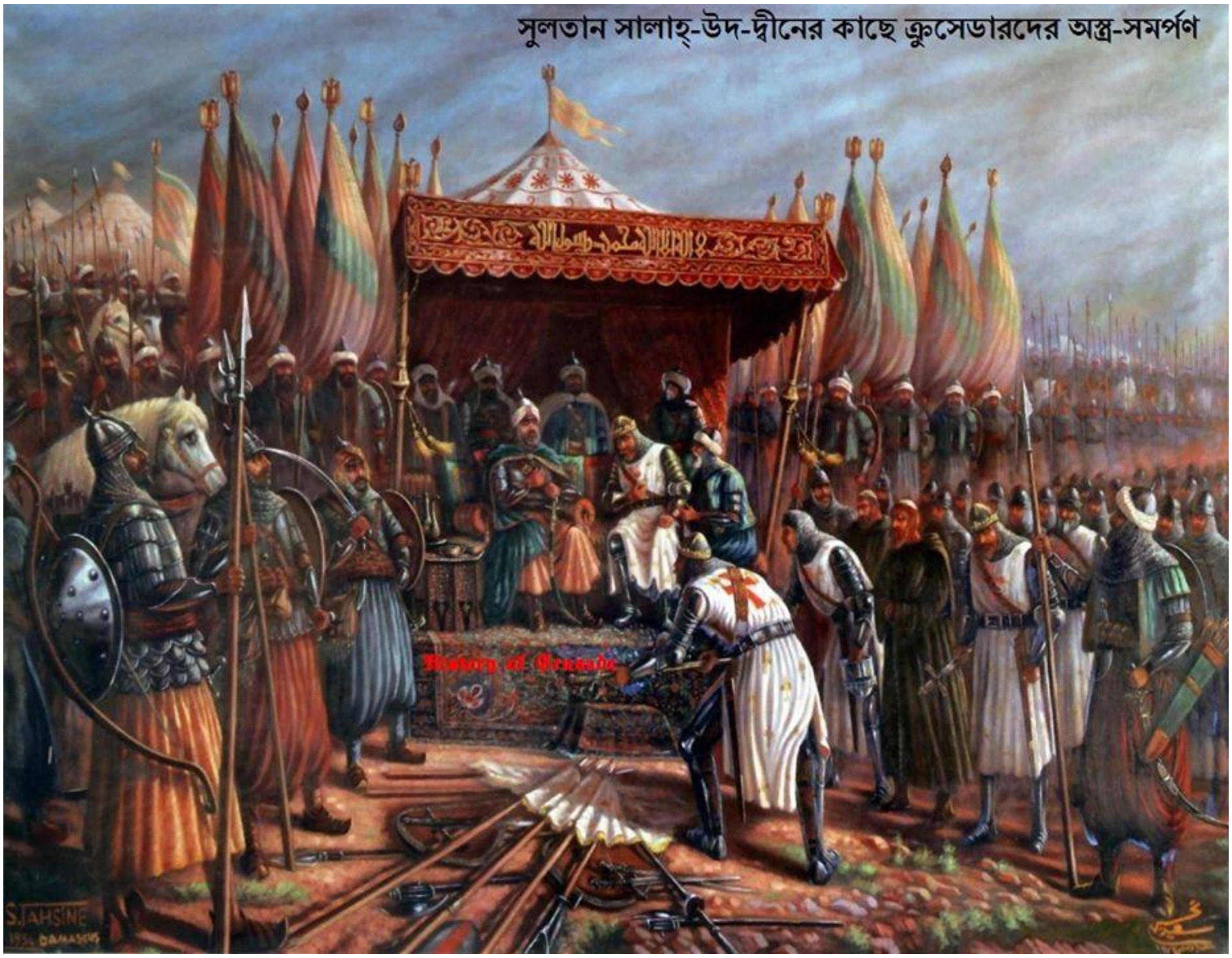

করে হার মেনে নেন, সুলতান রাজা গাইকে খুবই সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। তবে নিজের ওয়াদা অনুযায়ী কুখ্যাত শয়তান রেনাল্ডকে #নিজ_হাতে_শিরচ্ছেদ করেন।

সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের হাতে রেনাল্ডের শিরচ্ছেদ

এই দৃশ্য দেখে #রাজা_গাই ভয়ে কাঁপছিলেন, এটা দেখে সুলতান রাজার কাঁধে হাত দিয়ে বললেনঃ “ভয় পেও না, ১জন রাজা কখনও আরেকজন রাজাকে হত্যা করতে পারে না। কিন্তু এই নরাধমের ঔদ্ধত্য ও বিশ্বাসঘাতকতা সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো”। সুলতান রাজা গাইকে এই শর্তে মুক্ত করে দিলেন যে ....

#হাত্তিনের_ফলাফল (৯ম খন্ডের ৪র্থ পর্ব)

হাত্তিনের অবরোধে ৩,০০০+ সৈন্য নিয়ে রেমন্ড নিরাপদে কেটে পরে, কিছু ক্ষুৎ সৈন্য ক্ষুৎ পিপাসায় মারা যায় ও কিছু আল-আদিলের বাহিনীর তীরবৃষ্টিতে নিহত হয়। বাকি ১৫,০০০+ সৈন্য আইয়্যুবী বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফ শাহ্ জেরুসালেমরাজ লুসিগনান-দ্য-গাইকে এই শর্তে মুক্ত করে দিলেন যেঃ “তিনি জীবণে আর কখখনও সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিতে পারবেন না”। সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ নিঃসন্দেহে মহৎপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, বিশেষতঃ দাতা হিসাবে তিনি ছিলেন তৎকালীন যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ফাতিমীদের অতুল ধন - সম্পদের এক কানা কড়িও নিজের জন্য না রেখে সৈন্যদের মাঝে বিলিয়ে দেন- যার সাক্ষী ইবনুল আসীর নিজে ও তার বর্ণনাও যথাস্থানে দেয়া হয়েছে। যাঙ্গী

সালতানাতের সম্বৃদ্ধশালী শহরগুলো অধিকারের পরও তিনি এর ধন-সম্পদ অবাধে তার সৈন্যদের মাঝে বিলিয়ে দেন। তবে সুলতানের দানশীলতার সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে- তিনি একই ব্যক্তি যিনি মুসলিমদের প্রতি ছিলেন কঠোর- রাজ্যবিস্তারের লক্ষ্যে বারংবার তাদের আক্রমণ করতে কসুর করেননি, অথচ তিনি তার সব উদারতা দেখিয়েছিলেন বিধর্মীদের প্রতি। যার জন্যে খ্রীষ্টানরা আজও তাকে "Great Saladin" রুপে আখ্যায়িত করে থাকে। এসব কথা এজন্যেই বলা হচ্ছে যে- লুসিগনান দ্য গাইয়ের প্রতি তার এই দয়া প্রদর্শনে কোন কাজ হয়নি, উলটো তার বিপদই বাড়িয়েছে। শাইখ সা'দী(রহঃ) এর ১টি বাণী এক্ষেত্রে স্মরণীয়ঃ "কোমল ব্যবহারে শত্রু বন্ধু হয় না-তাদের আবদার বাড়ে মাত্র"। যাইহোক হাত্তিনের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে আইয়্যূবীরা এক বিরাট বিজয়ের অধিকারী হয়, কারণ এই যুদ্ধে কেবল জেরুসালেম রাজ্যই নয় বরং সমস্ত ক্রুসেডার রাজ্য ও এর সমস্ত শক্তি যোগ দেয়। কিন্তু হাত্তিনে বিনা যুদ্ধেই সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্'র রণকৌশলের কাছে তারা পরাজিত হলে গোটা ক্রুসেডার বাহিনী বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত হয়ে পরে। ১মাত্র ত্রিপলীর রেমন্ড ছাড়া আর কোন ক্রুসেডার রাজা বা লর্ডের আইয়্যূবী বাহিনীকে প্রতিরোধ করার শক্তিটুকুও পর্যন্ত ছিলো না। হাত্তিনের পরাজয় ক্রুসেডারদের মেরুদন্ড ভেঙে দেয় ও জেরুসালেমের দ্বার মুসলিমদের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়। কেননা হাত্তিনে সবথেকে বেশি সৈন্য ছিলো জেরুসালেমেরই। এমতাবস্থায় দূরদর্শী আল-আদিল সুলতানকে জেরুসালেম আক্রমণের পরামর্শ দেন। আর সুলতানও তা লুফে নেন, কারণ গোটা লেভান্টে তখন আইয়্যূবী বাহিনীর সামনে দাড়াবার মতো কোন শক্তিই ছিলো না ১মাত্র ত্রিপলী ছাড়া। তদুপরি ইতিপূর্বে ক্রুসেডারদের হাতে যেসমস্ত মুসলিম সেনাপতি ও সৈন্য বন্দী হয়েছিলো লুসিগনান দ্য গাই তাদের মুক্ত করে দিলে আইয়্যূবীদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। গোটা জেরুসালেম রাজ্যে এক চরম রাজনৈতিক শূন্যতা বিরাজ করছিলো। খোদ জেরুসালেম রক্ষার জন্যেই মাত্র ৪,০০০ সৈন্য ছিলো জেরুসালেমে, অন্যান্য বহু শহর ছিলো সৈন্য শূন্য। সুলতান

এই অপূর্ব সুযোগ কাজে লাগালেন ও একে একে অধিকার করে নিলেন

#আক্কা(আক্রা),

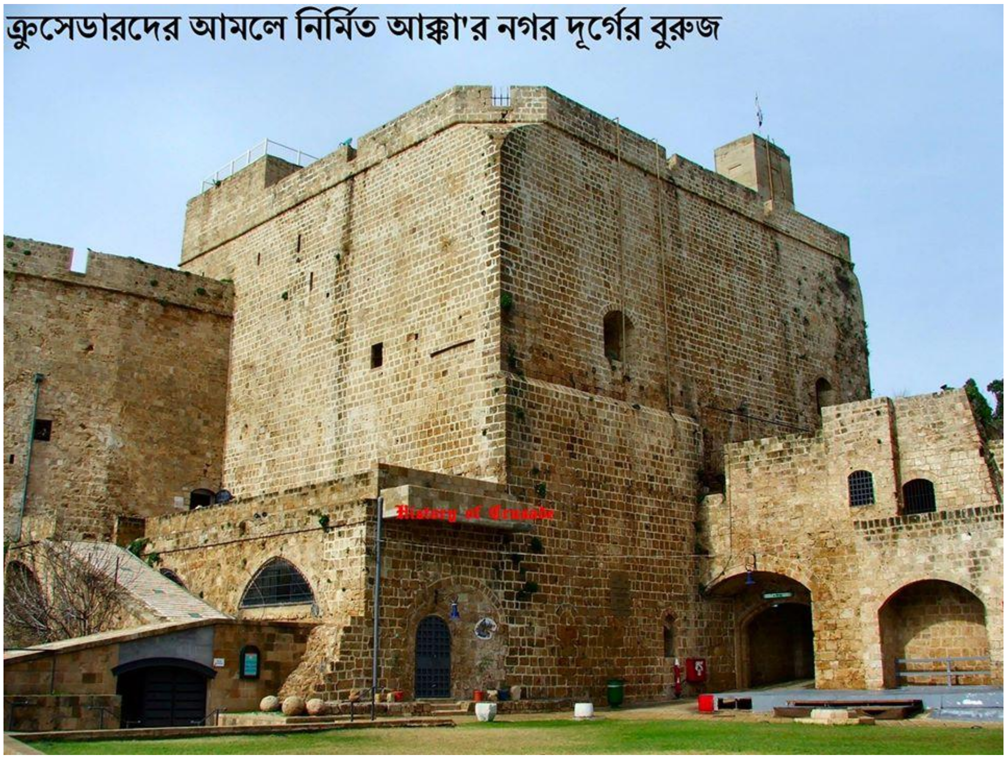

#নাবলূস,

#ইয়াফা(জাফা),

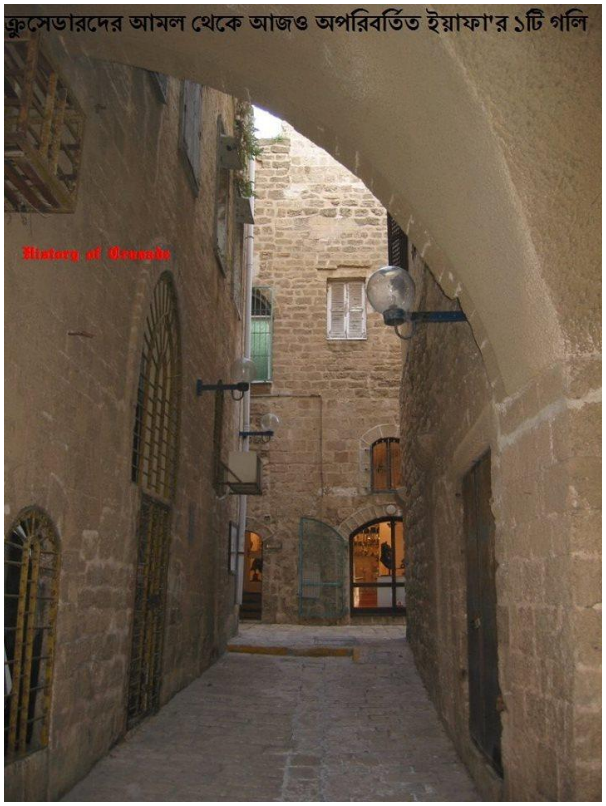

#তুরুন(ত্রোন),

#ছঈদা(সিডন),

#বাইরুত(বৈরুত) ও

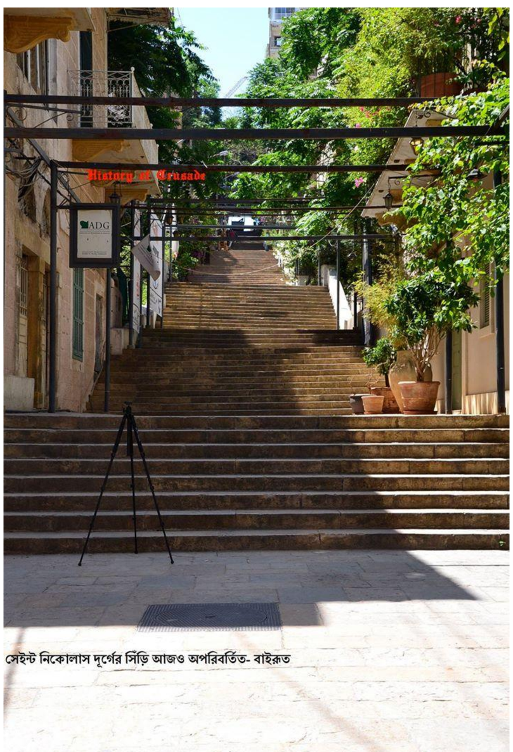

#আসক্বলান।

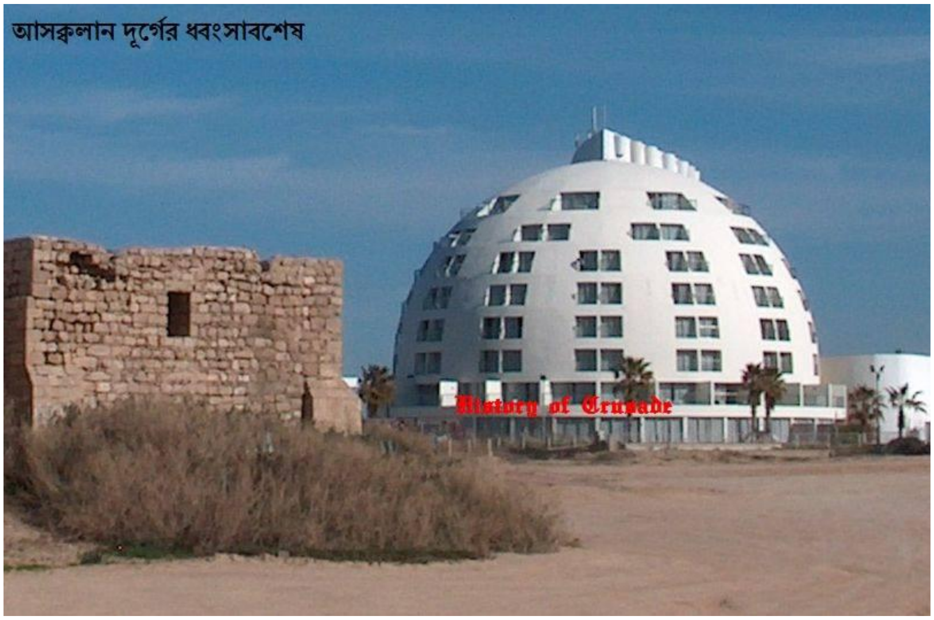

কিন্তু[#আস_সূর](টায়ার)-এ সুলতান পরাজিত হন,

কারণ এই শহরে সৈন্য ছিলো ও এদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সূরে চলে আসেন জেরুসালেমের মুকুটহিন রাজা #কনরাড_ডি_মন্টফেরাট।

এবং কনরাড নিজ হাতে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব তুলে নিলে ক্রুসেডারদের মাঝে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জেগে ওঠে। সূরে ব্যর্থ হলে এবার আর কোন ভুল করলেন না সুলতান, তিনি এবারে যাত্রা করলেন মুসলিমদের ১ম কিবলাহ্'র দিকে। যার নাম আল-কুদ্স সূত্রঃ ইবনুল আসীরের আল-কামিল...... ও ইবনে-শাদ্দাদের আন্-নাওয়াদির.........

"সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফ সম্পর্কিত তথ্যসূত্র"

১/ ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবা আনবা আয্-জামানঃ শামস-উদ-দ্বীন আবুল আব্বাস আহ্মাদ-ইবন-মুহাম্মাদ-ইবনে-খাল্লিকান,
Translated by Reynold A. Nicholson as "Deaths of Eminent Men and History of the Sons of the Epoch"

2. An-Nawadirus Sultania Wal-Mahasinal Yusufia: Baha-ud-Din Yusuf-Ibn-Rafi-Ibn-Saddad, Translated by Josephly Virtues as "The Rare and Excellent History of Saladin", 2002.

3. The Life of Saladin: Bohadin, published by Schultens in 1732 in Leiden.

4. The Kurds: a concise handbook, by R. Izady, Mehrdad (1991).

5. Al-Kamil Fit Tarikh: Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ash-Shaybani (Ibnul Asir), Translated as "The Complete History".

6. The Fatimids: Abbas Hamadani, P.P.House, karachi 1962,

7.আস্-সিলূক লিমি'রিফাত দিওয়াল মূলক্ঃ তাকী-উদ-দ্বীন আবুল আব্বাস আহ্মাদ-ইবনে-আলী-ইবনে-আবদুল কাদির-ইবনে-মুহাম্মাদ আল-মাকরিযী

খন্ড-১০ “ফাতিহ্ আল-কুদ্স”

History of Crusade·Friday, 9 December 2016

#আল_কুদ্স_যাত্রা (১০ খন্ডের ১ম পর্ব)

এটা সেই সময়ের কথা, যখন হাত্তিনের যুদ্ধে সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনী পরাজিত হয়েছে ও লেভান্টের বহু ক্রুসেডার শহর ও দূর্গ সৈন্যশূন্য হয়ে পরেছে এবং সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্ একের পর এক ক্রুসেডারদের শহর ও দূর্গ অধিকার করে নিচ্ছেন। সুলতানের এই বিজয়াভিযানের ফলে ক্রুসেডারদের রাজ্যগুলোর মাঝে নিরাপদে যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়। টায়ার(আস-সূর) এর লর্ড #ব্যালিয়ান_অব_ইবেলিন স্ত্রী জেরুসালেম রাজ্যের সাবেক রাণী #মারিয়া_কমনেনা জেরুসালেমে ছিলেন, ব্যালিয়ানের ইচ্ছে ছিলো ক্রুসেডারদের এই বিপদের সময় নিজ স্ত্রীকে নিজের কাছে এনে রাখা। তাই তিনি মারিয়াকে জেরুসালেম থেকে আনার জন্য সুলতান ইয়ুসূফের কাছে এই মর্মে সাহায্য চান যে- তাকে জেরুসালেম পর্যন্ত নিরাপদে যেতে দেয়া হোক। সুলতান ব্যালিয়ানের এই আর্জি মঞ্জুর করলেন, তবে শর্ত দিলেন যে- “ব্যালিয়ান তার(সুলতান) বিরুদ্ধে কোনদিন অস্ত্রধারণ করতে পারবেন না ও জেরুসালেমে ১দিনের বেশি অবস্থান করতে পারবেন না”। ব্যালিয়ান এই শর্তে রাজী হন ও জেরুসালেমে নিরাপদে পৌছান, জেরুসালেমে তখন প্যাট্রিয়ার্ক হিরাক্লিয়াস ও জেরুসালেম রাজ গাইয়ের মা #রাণী_সিবিলা ছিলেন।

হিরাক্লিয়াস, সিবিলা ও জেরুসালেমের প্রধান ব্যক্তিরা ব্যালিয়ানকে জেরুসালেম প্রতিরক্ষার ভার নেওয়ার জন্য ব্যালিয়ানকে অনুরোধ জানায়। ব্যালিয়ান সুলতানের সাথে হওয়া শর্তের কারণে কিছুটা ইতস্তত করলে, হিরাক্লিয়াস খ্রীষ্টধর্মের স্বার্থে সুলতানের শর্ত ভুলে গিয়ে থেকে যাওয়ার ও শহরের প্রতিরক্ষার ভার নেওয়ার

অনুরোধ জানালে ব্যালিয়ান রাজী হয়ে যান।ব্যালিয়ানকে জেরুসালেমে যেতে দেওয়া ছিলো সুলতানের অসংখ্য সামরিক ভুলের ১টি, তিনি যদি ব্যালিয়ানকে যেতে না দিতেন, তাহলে বিনা যুদ্ধেই আল-কুদ্‌স মুসলিমদের হাতে আসতো। কারন জেরুসালেমে ব্যালিয়ান যাওয়ার আগ পর্যন্ত কোন দক্ষ সেনাপতি/বড় মাপের লর্ড ছিলেন না। ব্যালিয়ান জেরুসালেম থেকে গেলেন ও তার সিদ্ধান্তের কথা সুলতানকে জানান। সুলতান এই সংবাদ শুনে হতবাক হয়ে যান, কিন্তু তিনি ব্যালিয়ানের দূতকে বোলিয়ানকে আত্ন-সমর্পনের কথা বললে ব্যালিয়ানের পূর্ব-পরিকল্পনামতে দূত তা সুলতানের সামনেই প্রত্যাখ্যান করেন। ওদিকে জেরুসালেমে ব্যালিয়ানের মতো ১জন উচ্চ পর্যায়ের লর্ড অবস্থান করায় ব্যালিয়ানকে রাজার মর্যাদা দেওয়া হয়। জেরুসালেমের দায়িত্বভার গ্রহণ করে ব্যালিয়ান এর খুব করুণ অবস্থা দেখতে পান, শহরে নাইট ছিলো মোটে ৪০ জন! আর সব মিলিয়ে মাত্র ৪,০০০ সৈন্য, যুদ্ধাক্ষম মানুষের চেয়ে ভুখা-নাঙ্গা, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত উদ্বাস্তুদের সংখ্যাই ছিলো বেশি। এবং দিন দিন সেই উদ্বাস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। জেরুসালেমের এই দূরবস্থা দেখে ব্যালিয়ান #স্কোয়ার(শিক্ষানবিস নাইট)

ও সুস্থ্য নাগরিকদের থেকে মাত্র ৬০জন নতুন নাইট নিয়োগ দিয়ে নাইটের সংখ্যা মাত্র ১০০ জনে উন্নীত করেন। এসব ছাড়াও দূরদর্শি ব্যালিয়ান অর্থ ও অস্ত্র মওজুদ করতে থাকেন। ওদিকে সুলতান রাজ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য রেখে মিছর ও শামের সেনাবাহিনী একত্রিত করে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ব্যালিয়ানকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে ব্যালিয়ানের নিজের এলাকা আস-সূর আক্রমণ করে বসেন। কিন্তু কনরাড-অব-মন্টফেরাট দৃঢ়তার সাথে আস-সূর(টায়ার) রক্ষা করতে থাকেন ও সেপ্টেম্বর মাসে সুলতানকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। ব্যালিয়ানের জেরুসালেমে উপস্থিতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাঁজানো দেখে সুলতান শঙ্কিত হয়ে পরলেন, তিনি ধরে নিলেন এত সহযে জেরুসালেমের পতন ঘটানো যাবে না; তাই তিনি ইয়্যুসূফ বাতীতকে পাঠালেন ব্যালিয়ানের সাথে আলোচনা করার জন্যে - যাতে বিনা

যুদ্ধে জেরুসালেম অধিকার করা যায়। কিন্তু খ্রীষ্টানরা বিনা যুদ্ধে জেরুসালেমের দখল ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে। তারা মুসলিমদের হাতে বিনা যুদ্ধে শহর তুলে দেওয়ার পরিবর্তে যুদ্ধ করে জীবণ দেওয়াকে শ্রেয় বলে ঘোষণা করলো। যার ফলশ্রুতিতে সুলতান ২০শে সেপ্টেম্বর ১১৮৭ ঈসায়ীতে ২০,০০০ সৈন্য নিয়ে জেরুসালেমে উপস্থিত হন, সুলতানকে রোখার জন্য ব্যালিয়ান ১০০ নাইট, ৪,০০০ সৈন্য ও ২,০০০ স্বেচ্ছাসেবী সর্বমোট ৬,০০০ সৈন্য নিয়ে পবিত্র নগরী আল-কুদ্সে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। শুরু হয় জেরুসালেম অবরোধ, সুলতান অবস্থান নেন-

#অবরোধ_আরম্ভ (১০ম খন্ডের ২য় পর্ব)

বিনা যুদ্ধে আল-বিজয় বিজয় অসম্ভব হয়ে গেলে সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ ১১৮৭ ঈসায়ীর ২০শে সেপ্টেম্বর ২০,০০০ সৈন্যসহ মুসলিমদের ১ম কিবলাহ্'র শহর খ্রীষ্টানদের হাত থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে অবরোধ আরম্ভ করেন। #বুরুজ_আল_দাঊদ

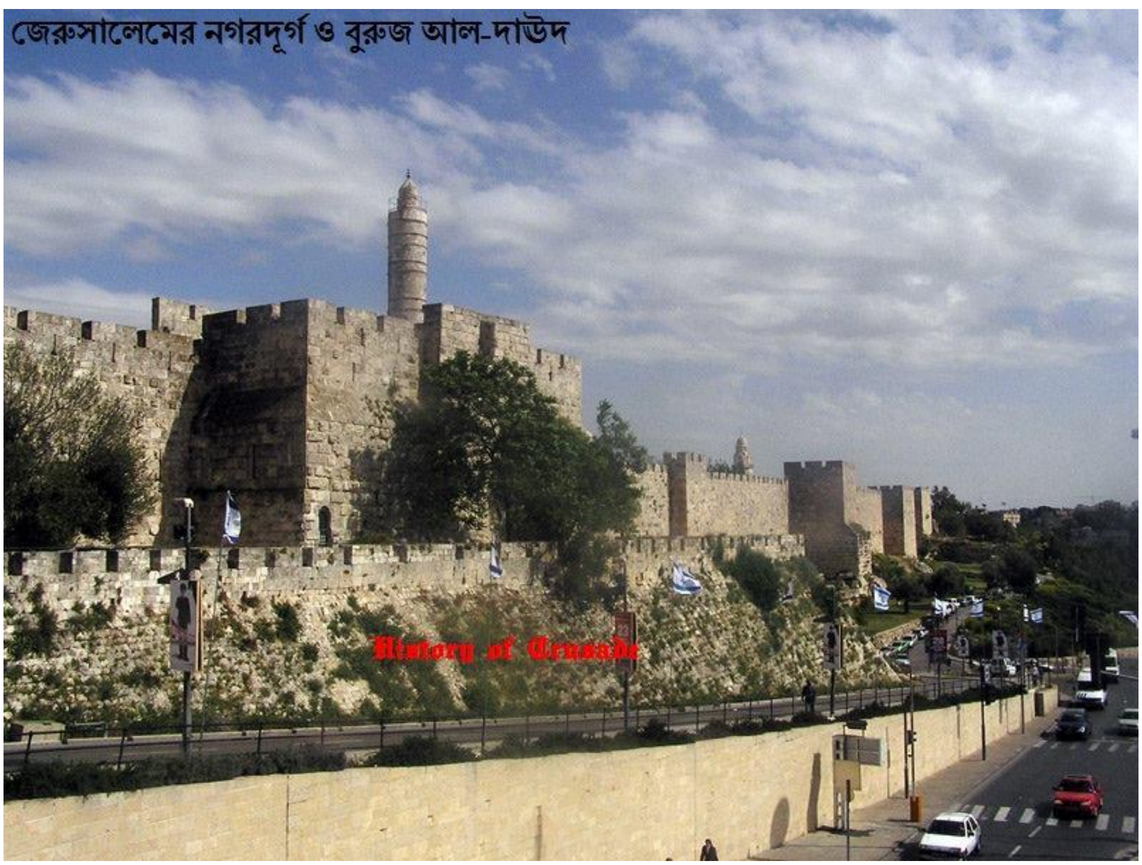

ও#বাব_আদ_দামিশক্ এই দু'দিকে আইয়্যুবী বাহিনী অবস্থান নেয়।

বুরুজ আল-দাঊদ হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক স্থান যেখানে দাঊদ(আঃ) এর প্রাসাদ ছিলো, ক্রুসেডাররা আল-কুদ্স বিজয়ের পর এখানে ১টি দূর্গ নির্মাণ করেন ও দাঊদ(আঃ) এর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের উপর ইয়াহুদীদের নির্মিত বুরুজটিকে সংস্কার করে, তখন থেকে এটি Tower of Devid বা দাঊদের মিনার নামে খ্যাত। আলোকচিত্রে যে উচু বুরুজ দেখা যাচ্ছে ওটাই বুরুজ আল-দাঊদ, আর বাব আদ-দামেশ্ক বা দামেশক্ দরওয়াজার যে আলোকচিত্রটি দেখা যাচ্ছে ওটা আলোচ্য সময়ের বহু পরে উছমান্লী সুলতান সুলাইমান কর্তৃক নির্মিত, তবে ঠিক ওখানেই ছিলো দামেশ্ক দরওয়াজা। যাইহোক এই দু'দিকে অবস্থান নেওয়া আইয়্যুবী বাহিনী সুলতানের নির্দেশে আল-কুদ্সের প্রাচীরের উপরে বিরামহিনভাবে তীর বৃষ্টি করতে থাকে। #সাবাতগুলোকেও

সাবাত

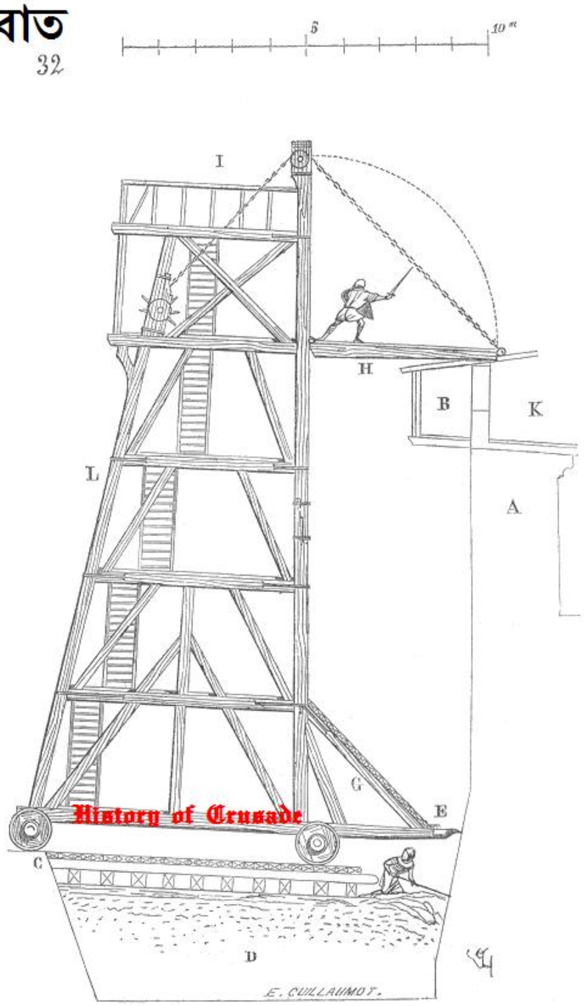

একাধিকবার প্রাচীরের কাছে আনা হয়, কিন্তু প্রতিবারই ক্রুসেডারদের প্রচন্ড আক্রমণের কারণে সাবাত গুলোকে পিছিয়ে নেয় হয়। এভাবেই আক্রমণ চালিয়ে সাবাত এগিয়ে দেওয়া ও ক্রুসেডারদের আক্রমণে তা পিছিয়ে আনা করতে করতেই টানা ৬দিন কেটে যায়। এসব খন্ডযুদ্ধে আইয়্যুবী বাহিনীর প্রচন্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়, কিন্তু তার তুলনায় ক্রুসেডারদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিলো অনেক কম। তাই সুলতান তার শিবির বুরুজ আল-দাঊদ ও বাব আদ-দামেশ্‌ক থেকে গুটিয়ে #জাবায_যাইতূন-এ নিয়ে যান।

এদিকে আল-কূদ্‌সের কোন ফটক না থাকায় ক্রুসেডাররা আইয়্যূবীদের প্রতিরোধ করতে পারতো না। ফলে#মিনজানিক,

#আরাদা,

#গ্রীক_ফায়ার

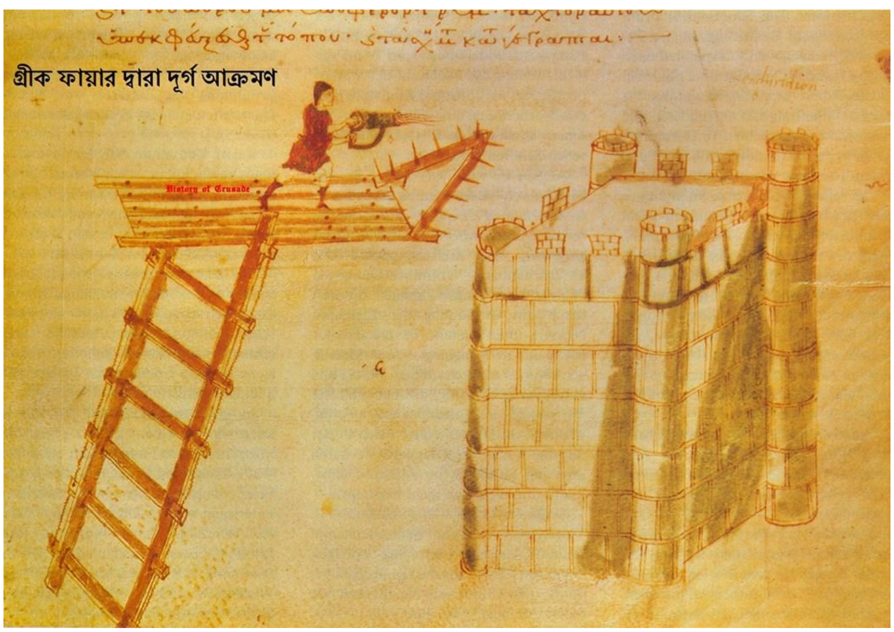

ও #আড়ধনুসহ সকল প্রকারের দূর্গ বিধ্বংসী অস্ত্রের সাহায্যে এবারে জাব আয-যাইতূনের দিক থেকে আল-কূদসের প্রাচীরের উপর প্রচন্ড হামলা চালানো হয়। কিন্তু এতেও কাজ না হওয়ায় সুড়ঙ্গখনন কারী সৈন্যরা মহানগরী আল -কুদসের প্রাচীরের তলদেশ খনন করে প্রাচীরের একাংশ ধ্বসিয়ে ফলতে সক্ষম হয়। ২৯শে সেপ্টেম্বর সুড়ঙ্গ খননকারী সৈন্যরা প্রাচীরের একাংশ ধ্বসিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। কিন্তু ক্রুসেডাররা প্রাচীরের সেই ভাঙা অংশে এমন প্রতিরোধ সৃষ্টি করে যে - দু'পক্ষই থমকে যেতে বাধ্য হয়। প্রাচীর ধ্বসিয়ে ফেলার পরও যেমন মুসলিমরা শহরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয় তেমনি ক্রুসেডাররাও ব্যর্থ হয় মুসলিমদের প্রাচীরের ভগ্নাংশ থেকে তাড়িয়ে দিতে বা প্রাচীর সাড়িয়ে ফেলতে। ওদিকে আল-কূদ্সের মতো বিরাট শহর রক্ষার জন্য আর কোন নতুন সৈন্য পাওয়া না যাওয়ায় ও মাত্র ৪,০০০ সৈন্যের থেকেও কিছু আহত নিহত হওয়ায় প্রাচীরের পাহারা দেওয়ার লোকেরই ভীষণ অভাব পরে আল-কুদ্সে। বালিয়ান মোটা অঙ্কের বেতনের প্রলোভন দেখানোর পরও ১জন নতুন সৈন্যো পাওয়া যায়নি। আল -কুদ্সের বে-সামরিক অধিবাসীরা হতাশ হয়ে পরে, এসময় বালিয়ানের জনৈক স্কোয়ার এরনলের রচনায় আল-কুদ্সের ভেতরের অবস্থা সম্পর্কে যা জানা যায় তা নিম্নরুপঃ "জনতা হতাশ হয়ে পরে, পাদ্রীরা প্রাচীরের পাশ দিয়ে নগ্নপদ যাত্রার আয়োজন করে(১ম ক্রুসেডের পাদ্রীরা ঈসায়ী ১০৯৯ সালে এমনটা করেছিলো)। খ্রীষ্টান নারীরা মাউন্ট ক্যালভারী(ক্যালভারী পাহাড়)তে তাদের সন্তানদের চুল কেটে দেন ও নিজেরা তীব্র শীতের মধ্যে শীতল পানির চৌবাচ্চার মাঝে নিজেদের চিবুক পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকেন। এসবের উদ্দেশ্য ছিলো অনুশোচনা করা, যাতে ইশ্বর তাদের উপ্র থেকে তার রাগ তুলে নেন ও জেরুসালেমকে রক্ষা করেন"। কিন্তু বিধি বাম, বালিয়ান ঠিকই বুঝতে পারছিলেন তার অবস্থা তাই সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে বালিয়ান সুলতানের কাছে দূত পাঠান ও এর আগে আত্ন-সমর্পণে অস্বীকৃতি জানালেও এবার নিজেই আত্ন-সমর্পণের প্রস্তাব দেন। সুলতান সানন্দে বালিয়ানের এই প্রস্তাব মেনে নেন ও বালিয়ানকে তার শিবিরে আমন্ত্রণ জানান আলোচনার জন্য। ঈসায়ী ১১৯৭ সালের

২রা অক্টোবর জেরুসালেমের মুকুটহিন রাজা বালিয়ান জাব আয-যাইতূনে সুলতানের শিবিরে যান................

#ফাতিহ্_আল_কুদ্স!! (১০ম খন্ডের ৩য় পর্ব)

সুলতান বালিয়ানের আত্ম-সমর্পণের প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিলেন, যার ফলশ্রুতিতে ১১৮৭ ঈসায়ীর ২রা অক্টোবর মুতাবিক ৫৮৩ হিজরীর ১৫-ই রজ্ব লাইলাতুল মিরাজের দিনে বালিয়ান-অব-ইবেলিন সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের কাছে পবিত্র নগরী আল-কুদ্সের #চাবি_হস্তান্তর করেন।

সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্ মহাসমারোহে আল-কুদ্সে #প্রবেশ করেন।

যেই আল-কুদ্স এতদিন ধরে গীর্জার ঘন্টাধ্বনিতে মুখোর ছিলো আজ তা তাববির ধ্বনিতে মুখোর হয়ে ওঠে। মুসলিম সেনারা #কুব্বাতুস_সাখ্‌রা'র

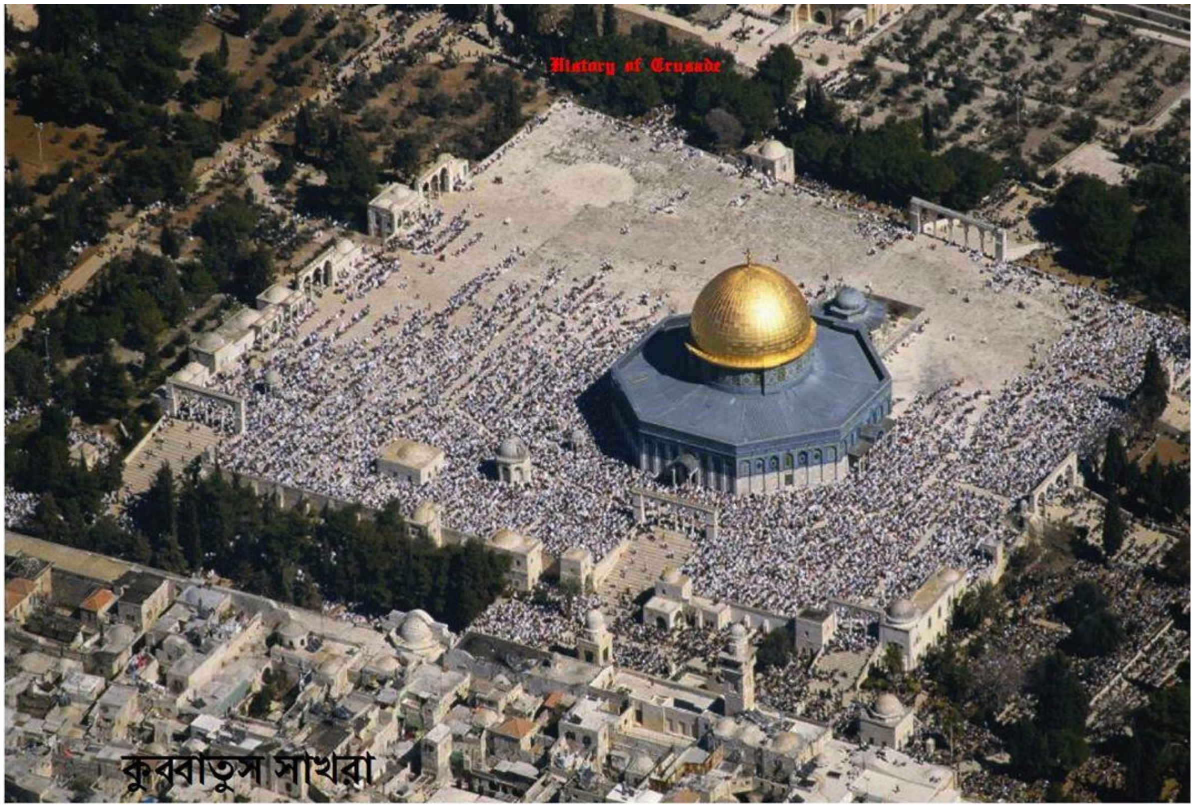

উপর থেকে সোনার ক্রুশ নামিয়ে ফেলে যেটা তারা ২য় বার আল-কুদ্স অধিকারের পর কুব্বাতুস সাখ্রা'য় স্থাপন করেছিলো। উল্লেখ্য যে আল-কুদ্স ফাতিমীদের কাছ থেকেই খ্রীষ্টানরা অধিকার করেছিলো, আর এই ফাতিমীরাই মাঝে কিছুদিনের জন্য আল-কুদ্স পুর্নদখল করেছিলো। আরেকটি কথা না বললেই নয়- কুব্বাতুস সাখ্রা মাসজিদুল আকসা/#বাইতুল_মুকাদ্দাস নয়,

এটি উমাইয়া খালিফাহ্ আবদুল মালিকের কীর্তি। আর তখন থেকেই এর নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পরে, আল-কুদ্স খ্রীষ্টানদের হাতে যাওয়ার পর তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের তুলনায় কুব্বাতুস সাখ্রাকে প্রাধান্য দেওয়ার অপচেষ্ঠা কোরতো। যার ফলশ্রুতিতে আজও অনেক মুসলিম বাইতুল মুকাদ্দাস বলতে কুব্বাতুস সাখ্রাকেই বোঝে। যাইহোক আল-কুদ্স উদ্ধারের পর মুসলিম বিশ্বে সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্'র মর্যাদা ও সম্মান বহু বহু গুণ বেড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষেই তিনি ইসলামের ইতিহাসে ১টি অক্ষয় স্থানের অধিকারী, পূর্ব জীবণে খালিফাহ্'র বিরোধীতা ও মিথ্যা ওয়াযুহাতে মুসলিম রাজ্যগুলোর উপর হামলা চালিয়ে তিনি যতোটা দুর্নাম ও কলঙ্কের ভাগী হয়েছিলেন। তার সবই ধুয়ে মুছে যায় বরং সুলতানের স্থান বহু বহু উচ্চে উঠে যায় এই আল-কুদ্স পুনরুদ্ধারের জন্যে। ক্রুসেডাররা মুসলিম ও ইয়াহুদীদের রক্তের হোলি খেলে ১ লাখ মানুষকে হত্যা করে আল-কুদ্সের দখল নিয়েছিলো, ১টি মুসলিম/ইয়াহুদীর বাড়ীও ছিলো না যেটা তারা লুট করেনি ! ১টি পরিবারও ছিলো না

যেই পরিবারের কোন নারী ধর্ষিতা হয়নি। কিন্তু সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্’র এই আল-কুদ্স উদ্ধারে তার কিছুই হলো না!! ১জন মানুষকেও হত্যা করা হলো না! খ্রীষ্টানও না! ১টি বাড়ীও লুণ্ঠিত হলো না!! এ ছিলো এক মহৎ বিজেতার মহান বিজয় সুলতান বরঞ্চ খ্রীষ্টান প্রধানদের #সাক্ষাৎ দিলেনও তাদের জান ও মালের হেফাযতের নিশ্চয়তা দিলেন।

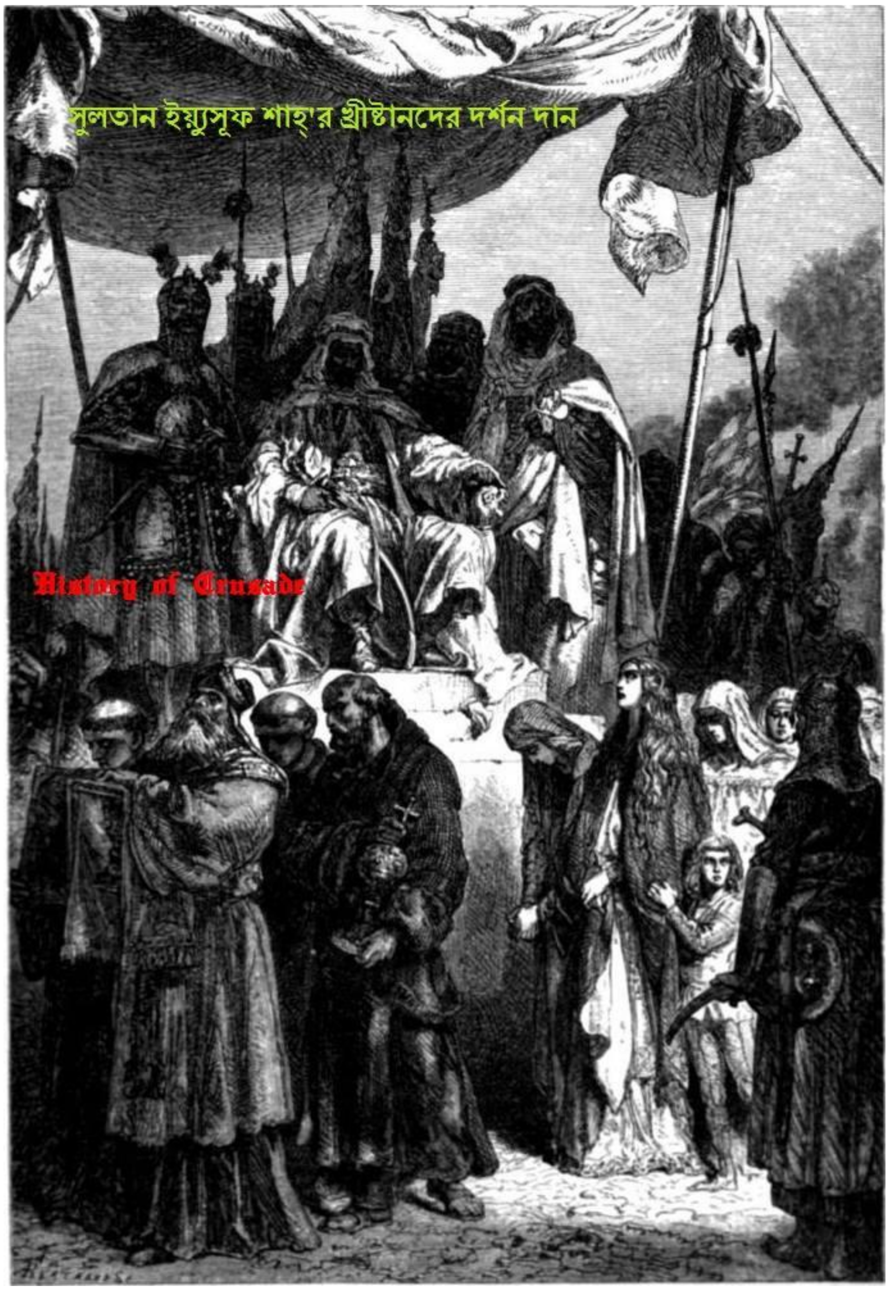

আল-কুদ্‌সে প্রবেশের পর সেখানে মাত্র ৭,০০০ স্থায়ী খ্রীষ্টান অধিবাসী দেখতে পেলেন। এর মাঝে মাত্র ২,০০০ ছিলো সুস্থ্য সবল ক্রুসেডার, ১,০০০ ছিলো আহত সৈনিক আর বাকি মাত্র ৪,০০০ছিলো অধিবাসী। সুলতান এই ৭,০০০ অধিবাসীদের মাঝে পুরুষদের জন্য ২০, নারীদের জন্য ১০ ও শিশুদের জন্য ৫ রৌপ্যমুদ্রা মুক্তিপণ ধার্য করেন। আর মুক্তিপণ দিতে অক্ষমদের দাস হিসাবে বেঁচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। স্থানীয় ও অর্থডক্স খ্রীষ্টানদের আল-কুদ্‌স থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু বালিয়ান জানান যে এখানে বিভিন্ন শহর থেকে আসা ২০,০০০ খ্রীষ্টান উদ্বাস্তু আছে, যারা কোন প্রকারের মুক্তিপণ দিতে অক্ষম। কিন্তু বালিয়ানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়, কিন্তু বালিয়ান আবার সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করেন ও মুক্তিপণ কমাতে বললে সুলতান ১ লাখ রৌপ্যমুদ্রা মুক্তিপণ ধার্য করেন। বালিয়ান এই অঙ্কটাকে অসম্ভব বলে আরও কমাতে বলেন কিন্তু সুলতান জানান যে তিনি ৭ হাজার মানুষের জন্যে তিনি ৫০,০০০ এর নিচে মুক্তিপণ কোন মতেই নেবেন না। কিন্তু বালিয়ান সুলতানকে তার মত বদলাতে বাধ্য রেন, অবশেষে স্থির হয় যে- ৭,০০০ স্থানীয় অধিবাসীকে ৩০,০০০ রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর সুলতানের ভাই বীর আল-আদিল নিজে ১,০০০ উদ্বাস্তুদের মুক্তিপণ দিয়ে তাদের মুক্ত করতে সাহায্য করেন। তার দেখাদেখি অন্যান্য আমীর -উমরাহ্ এগিয়ে আসেন ও আরও ২,০০০ ব্যক্তির মুক্তিপণ দিয়ে দেন। বাকিদের সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ বিনা মুক্তিপণে আজাদ করে দেন।

সূত্রঃ ইবনুল আসীরের আল-কামিল ফিত-তারিখ

#গাযী_সালাহ্_উদ_দ্বীন (১০ম খন্ডের ৪র্থ পর্ব)

১টা সময় ছিলো যখন সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ক্রুসেডারদের সাথে অধিকাংশ যুদ্ধেই পরাজিত হতেন। জয়-পরাজয়ের পরিমাপ করলে বলতে হয় সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ জীবণে ক্রুসেডারদের সাথে অধিকাংশ যুদ্ধেই পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু ১১৮৭ সালে হাত্তিনের প্রান্তরে বিনা যুদ্ধেই ক্রুসেডারদের পরাজিত করার পর

থেকে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনকে আল্লাহ্ এভাবে বিজয় দান করেন যে- তিনি সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন থেকে #গাযী_সালাহ্_উদ_দ্বীন নামে খ্যাত হয়ে ওঠেন।

কারণ এন্টিয়ক, ত্রিপলী ও জেরুসালেম এই ৩ ক্রুসেডার রাজ্য হাত্তিনে তাদের সর্ব শক্তি নিয়োগ করেছিলো। কিন্তু সেই হাত্তিনেই লজ্জাজনক পরাজয়ের ফলে ক্রুসেডারদের শহর ও দূর্গগুলো হয়ে পরে অরক্ষিত আর সুলতান তক্ষুনি কোন সময় না দিয়ে একের পর এক অভিযান চালিয়ে একেকটি ক্রুসেডারদের ঘাঁটি দখল করা আরম্ভ করেন। যেই #কারক্ ও

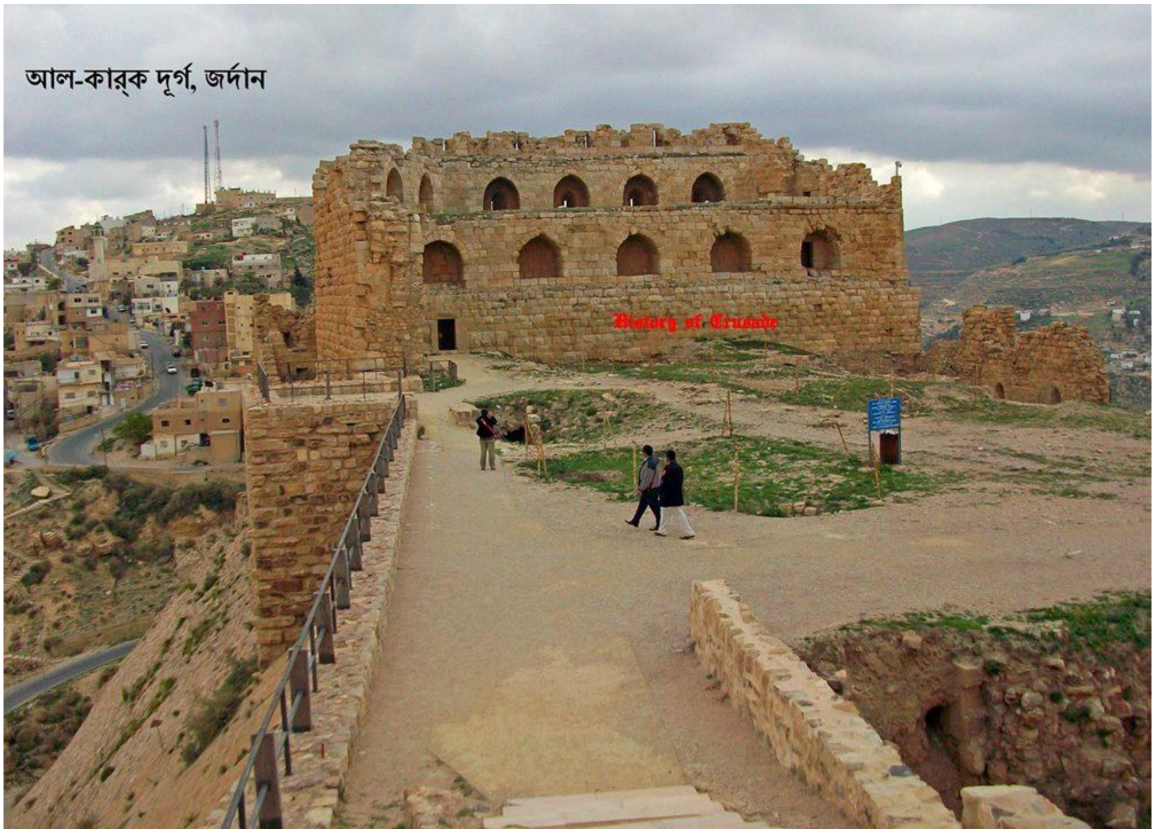

#শাওবাক দূর্গ শত চেষ্ঠা করেও তিনি জয় করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন,

রেনাল্ডের মৃত্যুর পর বিনা বাঁধায় সেই কার্‌ক ও শাওবাক দূর্গ তিনি অধিকার করে নেন। পবিত্র নগরী আল-কুদ্‌স পুনরুদ্ধারের পর গাযী সালাহ্‌-উদ-দ্বীন আরও দুর্বার হয়ে ওঠেন। কারণ ক্রুসেডাররা আরও দুর্বল হয়ে যায় ও তাদের হৃদয় ভেঙে যায়।

তখন ক্রুসেডারদের মোট ৩টি রাষ্ট্র ছিলোঃ১/ এন্টিয়ক- প্রকৃতপক্ষে এটি ছিলো বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের অর্ন্তগত, ২/ ত্রিপলী- এটি ছিলো ফ্রান্সের ১টি প্রদেশ এবং- ৩/ জেরুসালেম- এটি ছিলো স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য। জেরুসালেমকে এ কারণেই কোণ রাজ্য/সাম্রাজ্য অধিকার এজন্যেই করেনি যে- জেরুসালেম খ্রীষ্টানদের পবিত্রতম শহর, এই শহর কারও প্রদেশ হতে পারে না। তাই ত্রিপলী ও এন্টিয়কের চেয়ে জেরুসালেমের মর্যাদা ছিলো বেশি। সেই জেরুসালেমের পতন ঘটলে ক্রুসেডাররা আরও দুর্বল হয়ে ওঠে, আর গাযী সালাহ্-উদ-দ্বীন এই সুযোগ গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্রও আলস্য দেখালেন না। তিনি দুর্বার গতিতে আঘাত হানলেন আরেক ক্রুসেডার রাজ্য ত্রিপলীতে ও প্রায় বিনা যুদ্ধে সৈন্যশূন্য শহর #লাযিকিয়াহ্,

#জাবালাহ্ ও

Al-Safirah
السفيرة
Samandağ
E91
Idlib
إدلب
Jisr al-Shughur
جسر الشغور
Ma`arat
al-Nu`man
معرة النعمان
Latakia
اللاذقية
History of Crusade
আল-জাবালাহ্
Hama
حماه
Al Qamsiyah
ناحية القمصية
Masyaf
مصياف
Al-Salamiyah
سلمية
Tartus
طرطوس
Homs
حمص
Al Qusayr
القصير
Tripoli
طرابلس
Map
Google
Map data ©2016 Google, Mapa GISrael, ORION-ME
Terms
maps.google.com.bd
Send feedback
20 km

#আস_সুকাইলাবিয়াহ্।

এগুলো দখল করেই ক্ষ্যান্ত হননি গাযী সালাহ্-উদ-দ্বীন, বরঞ্চ রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থাও নিলেন। বিশেষতঃ আল-লাদিকিয়াহ্ শহরে ১টি নতুন দূর্গ নির্মাণ করে এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করে। নতুন এই দূর্গের নাম দেন #ক্বালাত_সালাহ্_উদ_দ্বীন,

#দূর্গটি ঈসায়ী ১১৮৮ সালে নির্মিত হয়,

বুর্জ সালাহ্-উদ-দ্বীন
History of Crusade

এবং আজও দূর্গটি গাযী সালাহ্-উদ-দ্বীনের স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে বর্তমানকে আলোকিত করে চলছে। ফোরাত থেকে গ্যাবেস উপ-সাগর ও তাওরুস(টরাস) পর্বতমালা থেকে সূ'দান পর্যন্ত ১টি নামই এখন উচ্চারিত হচ্ছে সেটি হচ্ছে "গাযী সালাহ্-উদ-দ্বীন"!!

উল্লেখ্য উপরের ছবিটিই সুলতানের প্রকৃত ছবি, ছবিটি বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন মনিষী #আল_জাজারী

ঈসায়ী ১১৮৫ সালে সুলতানকে সামনে রেখে ছবিটি আঁকেন। এই ছবিটির সাথে সুলতানের জারীকৃত তার প্রতিকৃতি সম্বলিত মুদ্রা হুবহু মিলে যায়। এই ছবিও মুদ্রার ভিত্তিতেই ঈসায়ী ১৫৬৮ সালে ইতালীয় চিত্রকর ক্রিষ্টিয়ানো ডেল আলতিসিমো সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের #এই_চিত্রটি অঙ্কন করে।

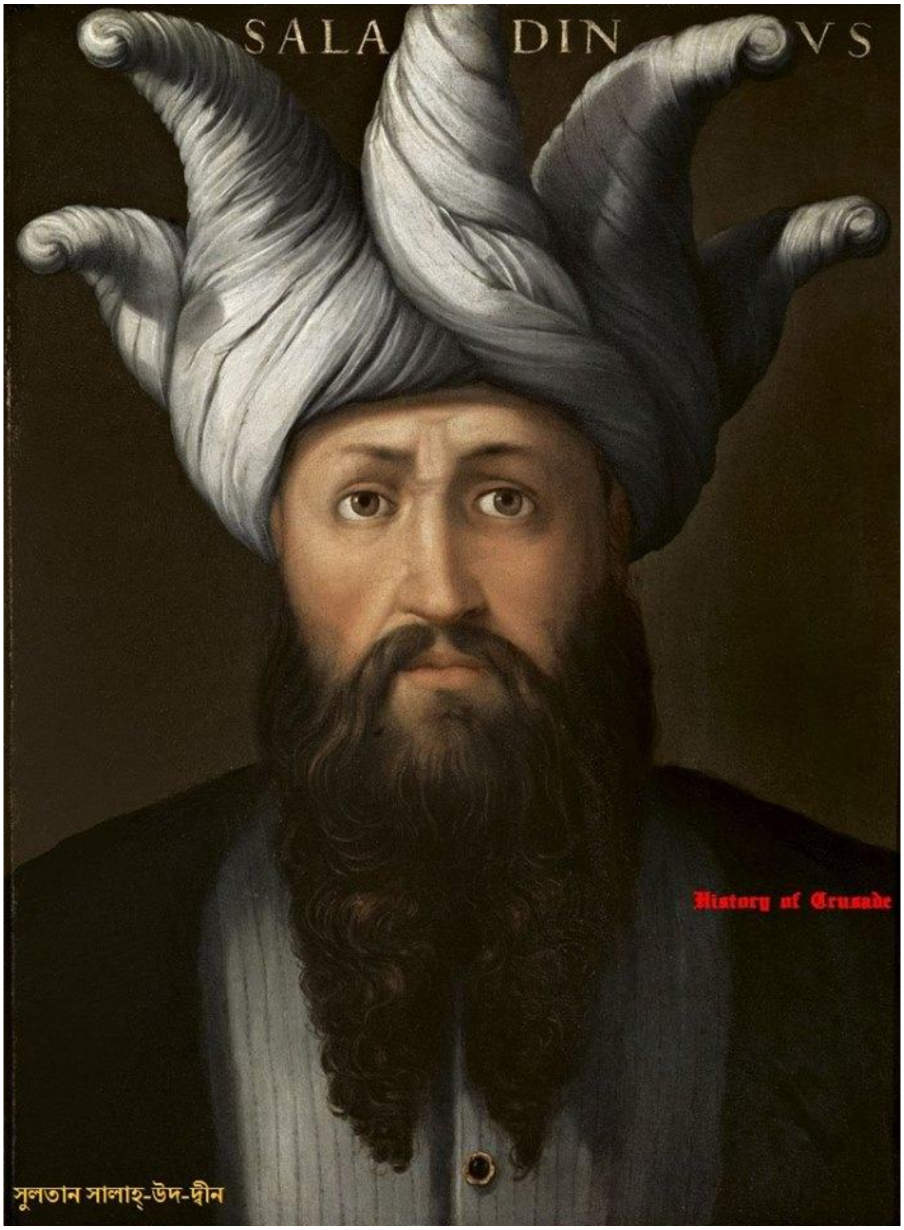

সূত্রঃ ইবনূল আসীরের আল-কামিল ফিত তারিখ।

খন্ড-১১ “৩য় ক্রুসেড”

History of Crusade·Wednesday, 18 January 2017

#৩য়_ক্রুসেড (১১ খন্ডের ১ম পর্ব)

ঈসায়ী ১১৮৭ সালে সুলতান ইয়ুসূফ কর্তৃক আল-কুদস্ পুনরুদ্ধারের ফলে খ্রীষ্টান জগতে প্রচন্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ইউরোপীয় খ্রীষ্টানরা এই নির্মম সত্যটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারে যে- কোন ইউরোপীয় রাজশক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়া লেভান্টের ক্রুসেডার রাজ্যগুলোকে বাঁচানোর কোন পথই নেই। কারণ প্রথমতঃ হাত্তিনের প্রান্তরে বিনা যুদ্ধে ক্রুসেডারদের লজ্জাজনক পরাজয়ের ফলে তাদের মেরুদন্ড ভেঙে যায়। তার উপরে সুলতান ইয়ুসূফ কর্তৃক একের পর এক ক্রসেডার শহর অধিকারের ফলে ক্রুসেডারদের অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। তারও উপরে আল-কুদ্স পুনরুদ্ধারের ফলে খ্রীষ্টান জাতী মানসিক ভাবে খুবই ভেঙে পরে ও তাদের ধর্মীয় রাজধানীর পতনে লেভান্টে তাদের ভিত্তিই প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা এটা জানতো যে- সুলতান তার জীবণে যতগুলো যুদ্ধ তার শত্রুদের বিরুদ্ধে করেছেন, তার ভেতর মুসলিমদের সাথে যুদ্ধেই সব চেয়ে সফল হয়েছেন, কিন্তু একই সাথে ব্যর্থ হয়েছেন ক্রুসেডারদের সাথে, তিনি ক্রুসেডারদের সাথে অধিকাংশ যুদ্ধেই পরাস্থ হয়েছিলেন। তাই ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে- যিনি তাদের করদ রাজ্যের বিরুদ্ধেই দাড়াতে পারেননি, তিনি কেমন করে ইউরোপের রাজাদের বিরুদ্ধে দাড়াবেন?? এই চিন্তা থেকেই ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা আবার জোটবদ্ধ হয়। ইংল্যান্ড এ ব্যাপারে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে ও Saladin tithe বা ‘সালাহ্-উদ-দ্বীন কর’ নামক ১টি কর ধার্য করে তাদের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় করে, এবং গোটা ক্রুসেডার বাহিনীর ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব গ্রহণ

করে। খ্রীষ্টান ইউরোপের সর্বাধিক শক্তিশালী রাজ্যগুলোই ক্রুসেডের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের জার্মান সম্রাট #ফ্রেডরিখ্_বারবারোসা, ফ্রান্সের রাজা #ফিলিপ_আগাষ্টাস এবং ইংল্যান্ডের রাজা #রিচার্ড_দ্য_লায়নহার্ট ৩য় ক্রুসেডের নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসেন।

এই ৩ রাজ্যের নেতৃত্বে তাদের করদ রাজ্যগুলো ৩য় ক্রুসেডে শামিল হয়, অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে শুরু হয় ৩য় ক্রুসেড। ফ্রান্স বরাবরই ধর্মউন্মাদ দেশ, ক্রুসেডের জন্মই ফ্রান্সের মাটিতে তাই ফিলিপ(২য়) আগাষ্টাস এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড ছিলেন ১জন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ব্যক্তি ও প্রচন্ড সাহসী তাই তার উপাধীই ছিলো "লায়নহার্ট বা সিংহ হৃদয়", রিচার্ডের ক্রুসেডে অংশগ্রহণে খ্রীষ্টানরা খুবই খুশী ও আশ্বস্থ্য হয়, কারণ তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো সালাহ্-উদ-দ্বীন যেই হোক না কেন তার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটবে এই রিচার্ডের হাতেই। তবে মর্যাদায় পবিত্র রোমান সম্রাটের মর্যাদা বেশি হওয়ায় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ফ্রেড়রিখ বারবারোসা ক্রুসেডের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ৩ রাজ্য ও তাদের তাবেদার রাজ্যগুলোর ক্রুসেডের জন্য নিম্নক্তো পরিমাণে সৈন্য বরাদ্দ করেঃ (১) পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যঃ ১৫,০০০, (২) ইংল্যান্ডঃ ৮,০০০, (৩) ফ্রান্সঃ ২,০০০, (৪) হাঙ্গেরীয় স্বেচ্ছাসেবীঃ ২,০০০ মোটঃ ২৭,০০০ সৈন্য নিয়ে ১১৮৮ ঈসায়ীতে ক্রুসেডাররা ইউরোপ ত্যাগ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে- গাঁজাখোরী ক্রুসেড সিরিজ(যেই গল্পের কারণে এই পেইজেও অনেক উটকো লোক ঢুকে গিয়েছিলো)- এ বারংবার ফিলিপ আগাষ্টাসের মুখ দিয়ে যেসব বুলি বেড় করানো হয়েছে তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ফিলিপ এসব বয়ান দেয়ার জন্য লেভান্টেই থাকতো না, আর মিথ্যাবাদীরা সুলতান ইয়্যুসূফকে বিরাট বড় বীর বানানোর জন্য ক্রুসেডারদের সংখ্যাকে মারাত্বকভাবে অতিরঞ্জিত করে দেখায়। অবশ্য যারা গল্পের বইকে ইতিহাসের সূত্র বানায় সেসব উটকো নির্বোধদের কথায় আমাদের কিছুই এসে যায় না। যাই হোক, সুলতান তখন ৩টি শহর অধিকার করে বিশ্রাম

নিচ্ছিলেন............... ঠিক তখনই ক্রুসেডাররা ইউরোপ থেকে রওয়ানা হলো। কিন্তু পথিমধ্যে ইউরোপেই ১টি দুর্ঘটনা ঘটলো যার ফলে ক্রুসেডাররা শোকাবিভূত হয়ে গেলো ও বেশির ভাগ সৈন্য ইউরোপে ফিরে গেলো। ঘটনাটি হচ্ছে............। তথ্যসূত্রঃ ১/ কাজী শাদ্দাদেরঃ আন্-নাওয়াদির...... ও ২/ ইবনুল আসীরেরঃ আল-কামিল।

#ফ্রেড্রিখের_যুদ্ধযাত্রা (১১ খন্ডের ২য় পর্ব)

ক্রুসেডাররা খুবই উৎসাহের সাথে রওয়ানা হয়, তাদের মনে ছিলো এক প্রচন্ড ধর্মীয় উন্মাদনা। #ফ্রেডরিখ_বারবারোসা'র মর্যাদা ও সামরিক শক্তি যেহেতু ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য রাজ্যগুলোর তুলনায় বেশি ছিলো সেহেতু ফ্রেডরিখ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বাহিনীর সাথে না গিয়ে নিজেই স্থলপথে স্বতন্ত্রভাবে যাত্রা করেছিলো, তার সাথে ছিলো ১৫,০০০ জার্মান সৈন্য ও ২,০০০ হাঙ্গেরীয় স্বেচ্ছাসেবক, মোট ১৭,০০০ সৈন্য। ফ্রেড্রিখ-ই ১ম ক্রুসেডের আহবানে এগিয়ে আসেন ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অর্ন্তগত বর্তমান জার্মানীর মেইনজ শহরে অবস্থিত বিখ্যাত #মেইনজ_ক্যাথেড্রাল থেকে ঈসায়ী ১১৮৮ সালের ২৭শে মার্চ ক্রুশ নিয়ে আসেন। তার ১৫,০০০(খ্রীষ্টানদের অতিরঞ্জিত হিসাব মতে ২০,০০০ নাইটসহ ১ লাখ সৈন্য) নিয়ে মেইনজ ত্যাগ করলে হাঙ্গেরীর রাজা ৩য় বেলার ছোটভাই গেজা ২,০০০ হাঙ্গেরীয় নিয়ে ফ্রেড্রিখের বাহিনীতে যোগ দিলে সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ১৭,০০০-এ। এই শক্তিশালী বাহিনী ঈসায়ী ১১৮৯ সালের মে মাসে আল-কুদ্স অভিমুখে অগ্রসর হয়। ফ্রেড্রিখ বারবারোসা ছিলেন ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট, তেমনি গ্রীক অর্থডক্স খ্রীষ্টানদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন বায়জান্টাইন সম্রাট #২য়_আইজাক_এঞ্জেলোস।

ক্যাথলিক ও গ্রীক অর্থডক্সদের মাঝে বিবাদ ছিলো চিরন্তন। সুলতান ইয়ুসূফ বায়জান্টাইন সম্রাট ২য় আইজাকের সাথে ১টি গোপন চুক্তিপত্র করেন, যার ফলে সম্রাট ২য় আইজাক সম্রাট ফ্রেড্রিখের অগ্রগতি রুখে দিতে তৎপর ছিলেন। ২য়

আইজাক ১জন খ্রীষ্টান হয়েও আরেক খ্রীষ্টানের অগ্রগতি রুদ্ধ করার দায়িত্ব নিলেন, আর ওদিকে সাল্জুক রুমের সুলতান কুতুব-উদ-দ্বীন ১জন মুসলিম হয়েও ফ্রেড়রিখকে শামে পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন!! বিশ্বের ইতিহাসে এ এক ন্যাক্কারজনক ঘটনা, কারণ সাল্জুক রুমের সাথে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের কোন শত্রুতা ছিলো না। আর সাল্জুক রুম কোন দুর্বল রাজ্যও ছিলো না যে - ফ্রেড়রিখকে করে ভয় পাবে। যাইহোক সুলতান কুতুব-উদ-দ্বীন ক্রুসেডারদের দালালীর চাকুরী নিলেও সফল হতে পারলেন না। উপরন্তু দীর্ঘ ও উলটাপালটা পথ ও নিদৃষ্ঠ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও আল-কুদ্সে পৌছুতে না পারায় ফ্রেড়রিখ অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন ও সাল্জুক রুমের রাজধানী কোন্ইয়া আক্রমণ করে বসলেন। অপ্রস্তুত সাল্জুক বাহিনী বাঁধা দিতে গিয়ে #কোনইয়ার_যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো।

১১৯০ ঈসায়ীর ১৮ই মে কোনইয়া'র যুদ্ধের সাল্জুক রুমের বাহিনী পরাজিত হওয়ায় সাল্জুক রুমের ঐতিহ্যবাহী রাজধানী কোন্ইয়া ফ্রেড়রিখ বারবারোসার বর্বরতার শিকার হলো, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হলো কোন্ইয়াকে। সাল্জুক

রুমকে বিনা পয়সার দালালীর খেসারত খুব করুণ ভাবেই দিতে হলো - তাদের অপরাজেয় সামরিক ঐতিহ্যের মুখে চুন-কালী পরলো। তাও আবার বর্বর ইউরোপীয়দের কাছে! কোন্ইয়া ধ্বংস করে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ও হাঙ্গেরীর যৌথ ক্রুসেডার বাহিনী পূর্ব অভিমুখে এগিয়ে চললো- আল-কুদ্স অধিকারের উদ্দেশ্যে। ওদিকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বাহিনী চলেছিলো সমুদ্রপথে। সুলতান সালাহ্ - উদ-দ্বীনও কিন্তু বসে থাকলেন না, তিনি গোটা লেভান্টকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চাইলেন ও সফল হলেন! ইসমাঈলীয়া গুপ্তঘাতকরা ও নুসাইরীরা পর্যন্ত সুলতানের সাথে জোট বাঁধতে সম্মত হলো (কাজী শাদ্দাদের আন-নাওয়াদির) । ফ্রেডরিখের গতি ছিলো রিচার্ড ও ফিলিপের তুলনায় ক্ষীপ্র, কিন্তু তার ভাগ্য ছিলো এই দু'জনের তুলনায় মন্দ...............

#করুণ_পরিণতি (১১ খন্ডের ৩য় পর্ব)

খালিফাহ্ হওয়ার জন্য প্রধান ৩টি শর্ত হচ্ছেঃ১/ হারামাঈনুশ শারীফাঈন ও আল-কুদ্স আশ-শারীফ নিজের অধিকারে থাকা।২/ উক্ত শহরত্রয়ের খুতবায় তার নাম পাঠিত হওয়া এবং৩/ উক্ত শহরত্রয় থেকে জারীকৃত মুদ্রায় তার নাম খোদিত থাকা/তার(খালিফাহ্'র নামে) মুদ্রা চালু থাকা। মুসলিমদের কাছে মাক্কাহ্ মুকার্‌রমা, মাদীনাহ্ মুনাওয়ারা এবং আল-কুদ্সের অধিকারী(খালিফাহ্)র মর্যাদা যেমন ঠিক তেমনি মর্যাদা খ্রীষ্টানদের কাছে রোমের অধিপতির। রোমের রাজনৈতিক গুরুত্ব খ্রীষ্টান জগতে জেরুসালেম(আল-কুদ্স) এর থেকেও বেশি! তাই রোমের অধিপতি মানেই খ্রীষ্টান জগতের নেতা, যেমন মুসলিমদের নেতা পবিত্র ৩ শহরের নেতা/খালিফাহ্। আমাদের কাছে খিলাফাহ্ যেমন পবিত্র, তেমনি খ্রীষ্টানদের কাছে রোমান সবকিছুই পবিত্র। তাই ৮০০ ঈসায়ীতে আধুনিক জার্মানীতে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে- যা রোমকেও তার শাসনাধীনে এনেছিলো 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য' বা Holly Roman Empire বলা হয়। সঙ্গত কারণে খ্রীষ্টান জগতে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে সম্রাটের মূল্যও সবচেয়ে বেশি। খ্রীষ্টানদের সেই পবিত্র রোমান সম্রাট

#ফ্রেড্রিখ_বারবারোসা কোন্ইয়া ধ্বংস করে শাম অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময় ১টি দুর্ঘটনা ঘটে।

ফ্রেড্রিখ সসৈন্যে তখন শাম সীমান্তের অদূরে তাওরুস পর্বতমালায় এসে পৌছেছেন, এখানেই #গকসু_নেহ্‌রী

বা গোকসু নদী পাড় হওয়ার সময় ঈসায়ী ১১৯০ সালের ১০-ই জুন ফ্রেডরিখের ঘোড়ার পা পিছলে পরে যায় এবং ফ্রেড্রিখ ঘোড়া থেকে ছিটকে পরেন ১টি পাথরের উপর। সেই পাথরে মাথায় বাড়ি খেয়ে আবার নদীতে নিক্ষিত হন, এভাবেই আঘাতের পর আঘাতে জর্জরিত হয়ে পবিত্র রোমান সম্রাট #ফ্রেডরিখের_মৃত্যু হয়।

ফ্রেড্রিখের এই করুণ মৃত্যুতে হতাশ হয়ে ১২,০০০ সৈন্যই ইউরোপে ফিরে যায়, বাকি মাত্র ৫,০০০ সৈন্য নিয়ে ফ্রেড্রিখের পুত্র সওয়াবিয়ার কাউন্ট ২য় ফ্রেড্রিখ ক্রুসেডার রাজ্য এন্টিয়কে পৌছান। সাথে নিয়ে যান বাবার কফিন, কিন্তু এন্টিয়কে

পৌছানোর আগেই সবাই বিকট দুর্গন্ধে বুঝতে পারে যে তাদের সম্রাটের মৃতদেহ পচে এই গন্ধ ছড়াচ্ছে। এন্টিয়কে এসে দেখা গেলো আসলেই তাই- তীব্র ইসলাম বিদ্বেষী পবিত্র রোমান সম্রাটের শরীরের গোস্ত্ পচে খসে পরেছে আর হাড়গুলো কেবল পরে আছে। প্রিন্স ২য় ফ্রেড্রিখ পিতার গলিত গোস্তকে এন্টিয়কের সেইন্ট পিটার গীর্জায় সমাহিত করেন এবং হাড়গুলোকে থলেতে করে নিজের সাথে নিয়ে যান। জার্মানদের দুঃখ এখানেই শেষ হয়নি, বরঞ্চ এন্টিয়ক থেকেই তারা অসুস্থ্য হয়ে পরে ও সবাই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পরে। #প্রিন্স_ফ্রেড্রিখ(২য়)

অসহায় অবস্থায় জেরুসালেমের বিতাড়িত রাজপুত্র কনরাডকে অনুরোধ করেন তাকে নিরাপদে আক্কা(এক্‌র)-এ পৌছে দেওয়ার জন্য। কনরাড জার্মানদের আক্কা(এক্‌র)-এ পৌছে দেন। পথিমধ্যে কিংডম-অব-জেরুসালেমের তখন পর্যন্ত দুর্জয় ঘাঁটি আস-সূর(টায়ার)-এ পবিত্র রোমান সম্রাট ফ্রেড্রিখ বারবারোসার হাড়গুলোকে সমাধীস্থ করা হয়। পরবর্তীকালে হাড়গুলোর উপরে সম্রাটের দেহের আদলে মণিমুক্তা খচিত আবরণ তৈরী করে #সোনার_মুখোশ পরিয়ে দেয়া হয়।

এভাবেই করুণ পরিণতি ঘটে এক চরম ইসলাম বিদ্বেষী ধর্মান্ধ সম্রাটের। অপর দিকে ফিলিপ(২য়) আগাষ্টাস ও রিচার্ড দ্য লায়নহার্ট জলপথে লেভান্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। রিচার্ডের বাহিনীতে স্থল অপেক্ষা নৌবাহিনীই ছিলো শক্তিশালী, 'সমুদ্র বধু' নামে পরিচিত ইংল্যান্ডের নৌশক্তির প্রতি প্রাচীন কাল থেকেই যত্নশীল। রিচার্ডের সৈন্যরা ১৮০টি পরিবহন জাহাজ ও ৩৯টি রণতরীতে করে রওয়ানা হয়েছিলো। দূরদর্শি রিচার্ড চাইলেন এমন ১টি ঘাঁটি যাকে ব্যবহার করে লেভান্টে বারংবার আক্রমণ করা যাবে- শক্তিশালী নৌ বাহিনীর সাহায্যে। আর মিছর ও শামের উপকূলে ত্রাসের সঞ্চারও করা যাবে, তেমন ঘাঁটি রিচার্ড পেয়েও গেলেন পূর্বে- শামের উপকূলের পশ্চিমে অবস্থিত ১টি বড় দ্বীপ............

#৩য়_ক্রুসেডের_সূচনা (১১ খন্ডের ৪র্থ পর্ব)

ভূ-মধ্যসাগরে অবস্থিত শামেরই ১টি দ্বীপ, এর নাম কিপ্রোস; শামের হলেও এই দ্বীপটি নিয়ে মুসলিম ও খ্রীষ্টানদের মধ্যকার লড়াই বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। ৩য় ক্রুসেডের সময় সাইপ্রাস কার্যত বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনে হলেও একই সাথে এর প্রাদেশিক শাসনকর্তা সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের আনুগত্য স্বীকার করে চলতো। রিচার্ড ও তার ক্রুসেডার বাহিনী শাম অভিমুখে যাত্রা করার সময় ঝড়ের কারণে রিচার্ডের বোন স্যাক্সনীর ডাচেস#মাটিলডা ও বাগদত্তা স্ত্রী ন্যাভারের ডাচেস#বেরেনগারিয়াকে বহনকারী জাহাজ এই কিপ্রোস দ্বীপেই বায়ুতাড়িত হয়ে আশ্রয় নেয়।

কিপ্রোসের শাসনকর্তা আইজাক কমেনাস ছিলেন ১জন চরিত্রহিন ব্যক্তি, তিনি রিচার্ডের বাগদত্তা ডাচেসকে দেখে প্রলুব্ধ হন ও নিজেই ডাচেস বেরেনগারিয়াকে কুপ্রস্তাব দিয়ে বসেন! কিন্তু মর্যাদাসম্পন্না ডাচেস কমেনাসের কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এতে কমেনাস ক্রুদ্ধ হয়ে ইংরেজ ক্রুসেডারদের দানা-পানি সব বন্ধ করে দেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরই ঈসায়ী ১১৯১ সালের ১লা জুন রিচার্ড কিপ্রোসে অবতরণ করেন ও কমেনাসের ধৃষ্ঠতার কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কিপ্রোসে অবতরণ করেই রিচার্ড কমেনাসের কাহিনী শুনে লিমাসল অবরোধ করে সেন। এবং শক্তিশালী ইংরেজ নৌ-বাহিনী অতিসহযেই কিপ্রোস অধিকার করে নেয়। তখন থেকে কিপ্রোসের নাম হয় "সাইপ্রাস"। কমেনাস আগে থেকে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের মিত্র ছিলেন ও তার আনুগত্য স্বীকার করতেন, ওদিকে ৩য় ক্রুসেড ঘোষণার আগেই আইজাক কমেনাসের সাথে রিচার্ডের চুক্তি হয়েছিলো কমেনাস ক্রুসেডার বাহিনীর রসদের যোগান দেবে। কিন্তু লাম্পট্যের কারণে সেই চুক্তি লঙ্ঘন ও দ্বিমুখী নীতি বিশেষত বাগদত্তার অপমানের কারণে রিচার্ড অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন ও আইজাক কমেনাসকে আজীবণ রুপার শিকলদ্বারা শৃঙ্খলিত করে রাখার নির্দেশ দেন। আইজাম কমেনাসের মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত ঈসায়ী ১১৯৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪টি বছর এই লম্পটকে রুপার শিকলে শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়।

কিপ্রোস বিজয়ের পর রিচার্ড ১২ই মে ১১৯২ ঈসায়ীতে সাইপ্রাসের রাজধানী লিমাসলে বেরেনগারিয়াকে রিচার্ড বিয়ে করে ইংল্যান্ডের রাণীর মর্যাদা দান করেন। এগুলো ছিলো আক্কা অবরোধের পূর্বের, রিচার্ডের উদ্দেশ্যই ছিলো সাইপ্রাসকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে শাম ও মিছরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা এবং সবার আগে জেরুসালেম নয় বরং আক্কাকে অধিকার করা। কারণ আক্কার অবস্থানাই এমন যে- আক্কর অধিকার যার হাতে থাকবে সে কৌশলগ সুবিধার কারণে জেরুসালেমকে বারংবার আঘাত হানতে পারবে। ঈসায়ী ১১৮৯ সালের ২৭শে আগষ্ট রিচার্ড মাত্র ৩,০০০ নৌসেনা নিয়ে আক্কা অবরোধ আরম্ভ করে। আগেই বলা হয়েছে রিচার্ড এসেছিলেন জলপথে, পথিমধ্যে সিসিলি থেকে এনেছিলেন ৩ জাহাজ বোঝাই ধারালো পাথরের কুচি। এটা ছিলো সিসিলির রাজার দেয়া উপহার ও ক্রসেডের জন্য সাহায্য, এই পাথরকুচি এক বিশেষ অস্ত্রের সাহায্যে ছুড়ে মারা হতো! সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের অধিকারভুক্ত আক্কাতে তখন ৬,০০০ দূর্গরক্ষী সৈন্য ছিলো। সুলতান ইয়্যুসূফ আক্কার গুরুত্ব খুব ভালো ভাবেই বুঝতেন তাই তিনি তার প্রখ্যাত সেনানায়ক ও বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত সৈন্যদের আক্কা রক্ষার্থে প্রেরণ করেন। এরা হচ্ছেনঃ১/আল-আদিল(সুলতানের ভাই ও প্রখ্যাত বীর), ২/মুজাফ্ফার-উদ-দ্বীন কুক্বারী(প্রখ্যাত সেনাপতি ও আমীর), ৩/আইবেক আল-আখরেশ(তুর্কী সেনাপতি), ৪/ইবনুল বেসারুউ(কুর্দী সেনাপতি), ৫/ইমাদ-উদ-দ্বীন সিন্জারী(সিনজারের আমীর ও তুর্কী সেনাপতি), ৬/হুসাম-উদ-দ্বীন লূলূ(নৌ বাহিনীর প্রধান), ৭/মুইয্-উদ-দ্বীন(কুর্দী সেনানায়ক), ৮/আসাদ-উদ-দ্বীন(কুর্দী সেনাপতি), ৯/বাহা-উদ-দ্বীন কারাক্বোশ(তুর্কী সেনাপতি), ১০/আবুল হাইযা(কুর্দী সেনাপতি), ১১/ইবনে-বারিক(শামী সেনাপতি), ১২/সাইফ-উদ-দ্বীন মিসতূব(কুর্দী সেনাপতি) এবং১৩/শের-ই-ক্বোহ্-ইবনে-বাকেল আল-কুর্দ(২য় শের-ই-ক্বোহ্)। এই ১৩ জনের অধীনে ২১,৫০০ সৈন্যের এক শক্তিশালী বাহিনী আক্কা পৌছুলে আক্কায় মোট মুসলিম সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭,৫০০তে। ওদিকে ফ্রেড্রিখ বারবারোসার পুত্র সাওয়াবিয়ার কাউন্ট ৫,০০০ জার্মান সৈন্যসহ উত্তর থেকে

এদিকেই আসছেন। এবং জলপথে ফ্রান্স ও অন্যান্য ক্রুসেডারদের বাহিনীগুলো এখনও এসে পৌছায়নি। কিন্তু রিচার্ড মাত্র ৩,০০০ সৈন্য নিয়েই দৃঢ়ভাবে অবরোধ করে রাখলেন আক্কা...............

#আক্কা (১১ খন্ডের ৫ম পর্ব)

রিচার্ডের উদ্দেশ্য ছিলো আক্কা অধিকার করে তথায় ১টি শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করা, যেখান থেকে আল-কুদ্স(জেরুসালেম)-এ আক্রমণ করা যাবে ও মুসলিম রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে হামলা করে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলা যাবে। সুলতান রিচার্ডের এই মতলব বুঝতে পেরেই #রিচার্ড আক্কার দিকে অগ্রসর হওয়া মাত্রই তার প্রখ্যাত সব সেনানায়ক ও বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত বাহিনীকে আক্কা নিয়ে আসেন। আক্কায় মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ২৭,৫০০তে পৌছে, আর স্বয়ং সুলতান অবস্থান নিলেন তার আরও ২০,০০০ সৈন্যসহ ক্রুসেডারদের মূললক্ষ্য আল-কুদ্সে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে ক্রুসেড নিয়ে বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনীর জন্মদাতা দুই কুখ্যাত ধারাবাহিক গল্পে বই ঈমানদীপ্ত দাস্তান ও এর সাহায্যে লিখিত ক্রুসেড সিরিজে দেখানো হয়েছে যে- আক্কায় সুলতানের সৈন্য ছিলো না বললেই চলে আর সুলতান নিজেই চাইছিলেন ক্রুসেডাররা যেনো আল-কুদ্সে না যেয়ে আক্কায় আক্রমণ করে!! গাঁজার ১টা সীমা থাকা উচিত! #এই_মানচিত্র থেকে দেখে নিন কোথায় আক্কা আর কোথায় আল-কুদ্স,

আক্কা যদি আল-কুদ্‌সের অদূরে অবস্থিত হতো তাহলে এসব গুলিখোরী কথা মানাতো। এরা এমন মিথ্যাবাদী যে কথায় কথায় শাদ্দাদের ডায়েরীর কথা বলে, অথচ আমি ১০০% নিশ্চিত এরা জিন্দেগীতেও তাদের ঐ তথাকথিত ডায়েরী আন-নাওয়াদির পড়া তো দূরে থাক স্বচক্ষেই দেখেনি। শাদ্দাদের নিজের লেখনি থেকেই জানা যায় যে সুলতান আক্কা রক্ষার ব্যাপারে কতো যত্নবান ছিলেন! না তা হলে উনি তার ভাই আল-আদিল, কুকুবারী লূলূ'র মতো প্রখ্যাত সেনাপতিদের আক্কায় এনে রাখতেন না। যাই হোক, প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রুসেডাররা মাত্র ৩,০০০ হলেও অচিরেই জার্মান রাজপুত্র ৬ষ্ঠ ফ্রেড্‌রিখ, ফ্রান্সের রাজা #ফিলিপ_২য়(আগাষ্টাস), সিলিসিয়ার রাজা ২য় লিও, অষ্ট্রিয়ার ডিউক #৫ম_লিওপোল্ড, বোহেমিয়ার #ডেপল্ট_২য় এমনকি জেরুসালেমের সাবেক রাজা #লুসিগনান_দ্য_গাই পর্যন্ত সালাহ্-

উদ-দ্বীনের কাছে করা ওয়াদা ভুলে সসৈন্যে রিচার্ডের সাথে আক্কাতে যোগ দেন। জার্মানদের ৫০০০ সৈন্যসহ এই ৬টি রাজ্যের মোট ২৫,০০০ সৈন্য রিচার্ডের সাথে যোগ দিলে ক্রুসেডারদের সৈন্যসংখ্যা ২৮,০০০-এ উন্নীত হয়, অপরপক্ষে আক্কায় মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিলো ২৭,৫০০। তাও সুলতান নিশ্চিত হতে পারলেন না! তিনি খালিফাহ্ আন-নাছিরের কাছে সাহায্যের জন্য বারংবার আবেদন করলেন। তিনি জানতেন তিনি তার কোন প্রতিবেশি মুসলিম রাজ্য থেকেই সাহায্য পাবেন না, কারণ তিনি বিনা কারণে(সাল্‌জুক রুম বাদে) রাজ্য বিস্তারের জন্যে তাদের আক্রমণ করেছেন। ব্যতিক্রম কেবল সাল্‌জুক রুমের ক্ষেত্রে, তিনি কখনই সাল্‌জুক রুম আক্রমণ করেননি বা কোন প্রকারের উস্কানীমূলক কাজই করেননি, তবু সাল্‌জুক রুম বিনা কারণে দালালদের খাতায় নাম লেখায় ও ক্রুসেডারদের গায়ে পরে সুলতানের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে চায়, পরিণামে তাদের রাজধানীই ক্রুসেডারদের হাতে ধ্বংস হয়- এই কাহিনী পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুলতান মুসলিম রাজ্যগুলোতে রাজ্যবিস্তারের লক্ষ্যে বিনা কারণে আক্রমণ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু খালিফাহ্ আন-নাছিরের আদেশ ও বিখ্যাত আলীম বাদ্‌র আল-বাদ্‌রের তিরষ্কারের পর তো ঠিকই ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তাই সুলতানের এবারের আবেদনে খালিফাহ্’র সাড়া না দেওয়াটা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। কারণ সুলতান এখন লড়ছিলেন খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে, খালিফাহ্’র পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণ সৈন্য পাঠানো সেই মুহূর্তে সম্ভব না হলেও খালিফাহ্’র নিরবতা কোনক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। খালিফাহ্ সৈন্য দিতে না পারলেও নিদেনপক্ষে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে আক্কা রক্ষার্থে জিহাদের ডাক তো দিতে পারতেন? এতে আর কোন কাজ হোক বা না হোক সাধারণ মুসলিমরা অন্তত বসে থাকতে পারতো না, শামের মুসলিমরা অবশ্যই আক্কায় যেতো খালিফাহ্ ডাক দিলে। নিদেনপক্ষে আরবদের মাঝে সেরা যোদ্ধা বেদুঈনরা বসে থাকতো না, যারা ছিলো খিলাফাহ্’র একান্ত পাবন্দ। বেদুঈনরা ছিলো যাঙ্গীদের সমর্থক তাই তারা সুলতানকে ঘৃণা করতো, আইয়্যূবী রাজত্বের শুরুতেই তাদের বিরুদ্ধে সুলতানের দমন-পীড়ন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবু বেদুঈনদের

স্বভাব অনুযায়ী একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে- খালিফাহ্ জিহাদের ডাক দিলে আর কেউ না গেলেও বেদুঈনরা যেতো। কিন্তু সেটা হলো না, খালিফাহ্ পূর্বের কথা ভেবে অত্যন্ত নীচু মনের পরিচয় দিয়ে আক্কা রক্ষার্থে কিছুই করলেন না ! বিধর্মীদের সাথে মুসলিমদের পার্থক্য এটাই যে তারা তাদের দুর্দিনে ১০০ সৈন্য পারলেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতো, কিন্তু মুসলিমরা তুচ্ছ সব কারণে নিজেদের বিপদের দিনেও এক হতে পারতো না!

#আরসূফের_যুদ্ধ। (১১ খন্ডের ৭ম পর্ব)

ঈসায়ী ১১৯১ সালে শুধুমাত্র আক্কা নামক ১টি শহরেরই পতন হয়নি, বরং আক্কার সাথে সাথে হস্তচ্যুত হয়েছিলো #বিস্তৃত_উপকূলেরও।

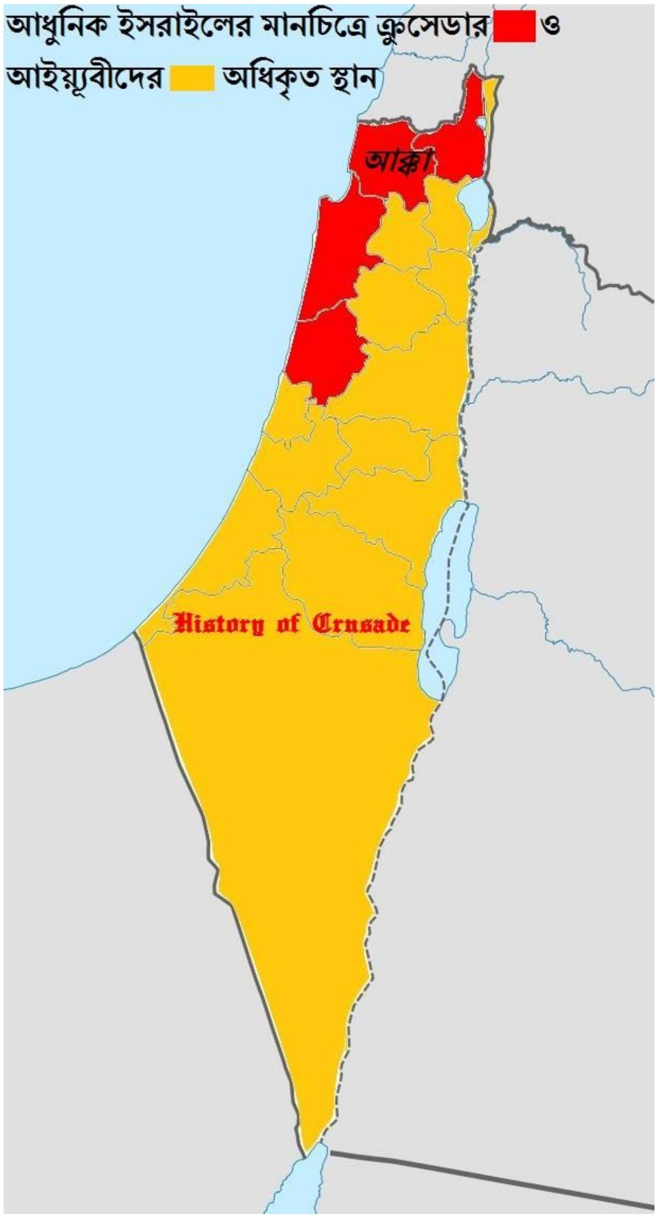

ঈসায়ী ১১৮৭ সালে আল-কুদ্সের সাথে সাথে ফিলিস্তীনের গোটা উপকূলও সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের অধিকারে আসে। ১১৯১ সালে রিচার্ড কর্তৃক আক্কা অধিকারের মাধ্যমে ফিলিস্তীনের উপকূলভাগকে পুনরায় ক্রুসেডারদের অধিকারে নেওয়ার পর্বের সূচনা হয়। ওদিকে ঈসায়ী ১১৯১ সালে শুরুতে রিচার্ড কর্তৃক সাইপ্রাস অধিকারের পর, আক্কা অবরোধের সময় সাইপ্রাসে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। ওদিকে সাইপ্রাসের সাবেক শাসনকর্তা আইজাকও রিচার্ডের প্রতি অনুগত হয়ে ওঠেন। নিজেদের ভেতরের গন্ডগোল শান্ত করে মুসলিমদের সাথে বিরামহিন

লড়াই চালানোর উদ্দেশ্যে রিচার্ড সাইপ্রাসকে জেরুসালেমের সাবেক রাজা লুসিগনান-দ্য-গাইয়ের হাতে তুলে দেন। রাজা গাই রিচার্ডের অনুগ্রহে সদ্য দখলকৃত আক্কাকে তার নাম সর্বস্ব জেরুসালেম রাজ্যের রাজধানী হিসাবে গড়ে তোলেন এবং সাইপ্রাসকে নামমাত্র তার আনুগত্য স্বীকার করার শর্তে নাইট টেম্পলারদের গ্রান্ড মাষ্টারকে সাইপ্রাসের শাসনভার তুলে দেন। তবে রিচার্ড কিন্তু এমনি এমনিই সাইপ্রাসকে গাইয়ের হাতে তুলে দেননি, বরং তিনি সাইপ্রাসকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এসব লজ্জাজনক ব্যাপারে ইংরেজরা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী। যাইহোক আক্কায় কেবলমাত্র আইয়্যূবীদের স্থল বাহিনীই পরাজিত হয়নি বরং রিচার্ডের ১,৮০টি রণতরীর কাছে আইয়্যূবী আমীরুল বাহ্‌র হাসান-উদ-দ্বীন লূলূ'র রণতরীরও পরাজয় ঘটে। ফলে লেভান্টের উপকূলে ইংল্যান্ডের নৌবহরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাই চেয়েছিলেন দূরদর্শি রিচার্ড - কোনমতে ১বার উপকূলকে করায়ত্ব করতে পারলেই নৌবাহিনীর সহায়তায় ফিলিস্তীনের (বর্তমান ইসরাঈল) উপকূলকে কব্জা করতে হবে, আর সেটা পারলেই অনায়াসেই মুসলিম রাজ্যের ভেতর পর্যন্ত হামলা চালানো যাবে। রিচার্ড এবারে ইয়াফা(জাফা) অধিকারের লক্ষ্যে আক্কা থেকে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হলেন। তিক্ত হলেও এটাই সত্য যে সালাহ্‌-উদ-দ্বীনের তুলনায় রিচার্ড অধিক রণকুশলী ও তৎপর সেনাপতি ছিলেন। সুদূর ইংল্যান্ড থেকে এই পর্যন্ত রিচার্ড যেখানে নিজের সেনাপতির দায়িত্ব পালন করছেন, সুলতান সালাহ্‌-উদ-দ্বীন তখন দামেশ্‌ক্ব ও আল-কুদ্‌সে বসে আক্কা রক্ষার চেষ্ঠা করছেন! অথচ সুলতান নিজে আক্কায় এলে আক্কার অবস্থা অন্য রকমও হতে পারতো, মুসলিমরা উৎসাহিত হতো ও তৎপরতাও নিঃসন্দেহে বেশিই হতো। ২য় যে ব্যাপারটি না বললেই নয় সেটি হচ্ছে ক্রুসেডারদের থেকে মাত্র ৫০০ সৈন্য কম থাকায় সুলতান চিন্তায় পরে গিয়েছিলেন ও বারংবার খালিফাহ্‌'র সাহায্য প্রার্থনা করেছেন! এতে যেমন সুলতানের মানসিক দুর্বলতা ফুটে উঠেছে, তেমনি এই দুর্বলতার রেশ পরেছে গোটা সেনাবাহিনীর উপর। সালাহ্‌-উদ-দ্বীন কর্তৃক বারংবার খালিফাহ্‌'র কাছে সাহায্য চাওয়ার সংবাদে ক্রুসেডারদের মনোবল

বাড়িয়েছিলো মাত্র। সুলতানের কাজ যখন ভীতি ও নিষ্ক্রিয়তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলো রিচার্ড তখন পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়নে হাত দিচ্ছিলো। দূরদর্শি রিচার্ড এশিয়াতে আসার আগেই হাত্তিনের যুদ্ধের ব্যাপারে খুঁটিনাটি খোঁজ নিয়ে এতটুকু বুঝে গিয়েছিলেন যে- মুসলিমদের নেতা সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন উন্মুক্ত প্রান্তরে ক্রুসেডারদের মুখোমুখী হতে ভয় পান। তিনি নিজেকে তাদের থেকে দুর্বল ভাবেন, তাই তিনি চান প্রকৃতি ও পরিবেশদ্বারা ক্রুসেডারদের ধ্বংস করতে হাত্তিনের মতো। তাই দূরদর্শি রিচার্ড উপকূল ঘেঁষে যুদ্ধযাত্রা করেন, উপকূল ঘেঁষে সাগরে রিচার্ডকে সমর্থন যোগাচ্ছিলো তার নৌবাহিনী। হাত্তিনের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ ছিলো গরম ও পানির উৎস থেকে দূরে থাকা, তাই রিচার্ড কেবলমাত্র ভোরেই যাত্রা শুরু করতেন ও দুপুরের আগে আগেই সেদিনকার মতো যাত্রা শেষ করতেন। আর সেই পথ দিয়েই তার বাহিনী চলতো যেই পথে পানির উৎস আগে। রিচার্ড চলছিলেন উপকূল ঘেঁষে, সাগরে তাকে অনুসরণ করছিলো তার নৌবাহিনী, আর রিচার্ডকে স্থলে অনুসরণ করছিলো সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন#ঠিক এভাবে..........

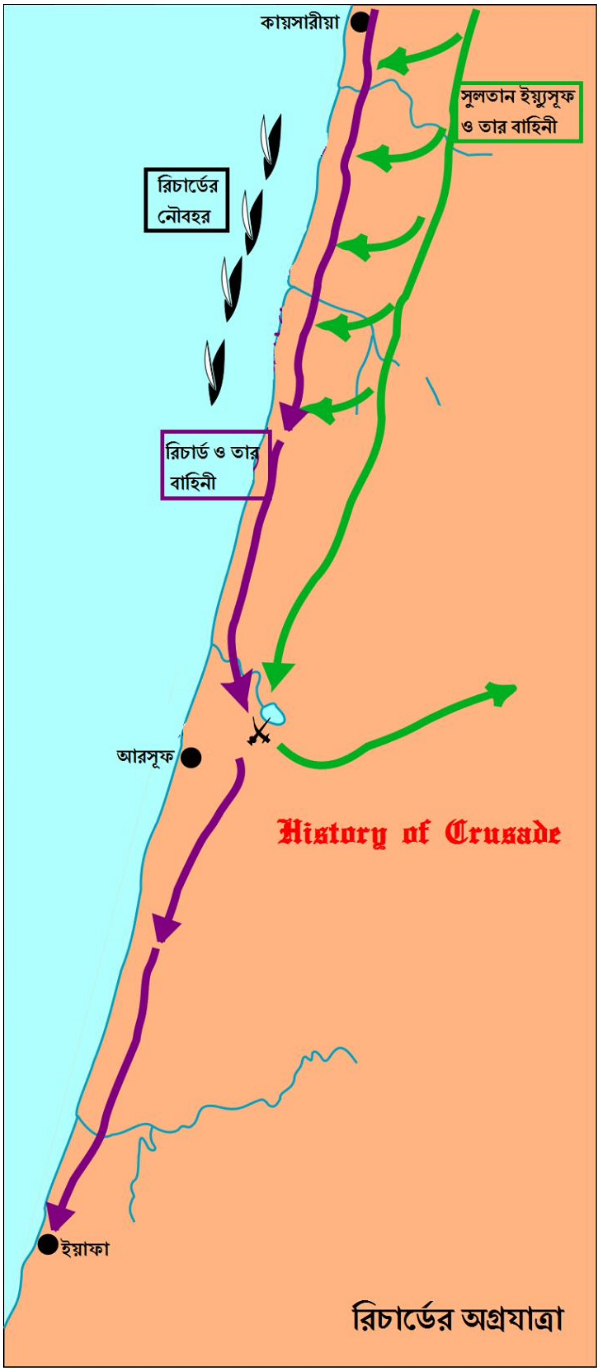

#আরসূফের_পরাজয়।(১১ খন্ডের ৮ম পর্ব)

রিচার্ড যখন তার ক্রুসেডারদের নিয়ে চলছিলেন তখন সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন রিচার্ডকে বারংবার পাশ থেকে আক্রমণ করে যাচ্ছিলেন। এ ব্যাপারে আমরা ইবনে-শাদ্দাদের আন-নাওয়াদিরের ২য় জেল্দ থেকে বলছিঃ"মুসলিমরা ক্রুসেডারদের

বেষ্টন করে সব(পশ্চিম বাদে) দিক থেকে ক্রুসেডারদের উপর তীর বর্ষণ করতে থাকে, যাতে তারা(ক্রুসেডারেরা) ক্ষীপ্ত হয়ে মুসলিমদের আক্রমণ করে বসে। কিন্তু তারা(ক্রুসেডারেরা) অসাধারণ রকমের ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের পরিচয় দেয়! তারা কোন প্রকারের তাড়াহুড়ো ছাড়াই নিরুদ্বেগে শান্তভাবে অগ্রসর হতে থাকে। তারা সাগরের তীর ধরে অগ্রসর হচ্ছিলো, যেখানে সাগর থেকে নৌবাহিনী তাদের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলো। এটাই ছিলো তাদের গুণ যার কারণে তারা কোন প্রকারের ক্ষতি ছাড়াই তাদের লক্ষ্যে পৌছাতে পেরেছিলো"। ক্রুসেডারেরা চলছিলো ঠিকই কিন্তু সেই সাথে চলছিলো তাদের আড়ধনু উন্নতমানের ধনুক থেকে আইয়্যূবী তীরান্দাজদের উপর তীর বর্ষণ। রিচার্ড যে বিরক্ত/ক্ষীপ্ত হচ্ছিলেন না তা নয়, বরং তিনি মূলত একারণেই আইয়্যূবী বাহিনীকে সরাসরি আক্রমণ করছিলো না যে- ক্রুসেডারদের সংখ্যা তখন অনেক কমে গিয়েছিলো। কারণ নববিজিত আক্কা ও কায়সারীয়া রক্ষার জন্য রিচার্ডকে একমাত্র আক্কাতেই ১০,০০০ সৈন্য রেখে আসতে হয়েছিলো। সেই সময় রিচার্ডের বাহিনী মুসলিম/খ্রীষ্টান যে কারণ হিসাব মতেই ৫,০০০ এর বেশি ছিলো না। অথচ সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের ১৫,০০০ সৈন্য নিয়ে রিচার্ডকে অনুসরণ করছিলেন(আন্-নাওয়াদির)! রিচার্ডের স্থির থাকার অপর কারণ ছিলো রিচার্ড অপরের নয় বরং নিজের নির্ধারিত স্থানে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন- ১জন বিচক্ষণ সেনাপতির মতোই। কিন্তু এখানে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে সুলতান সালাহ্ -উদ-দ্বীন কিন্তু ১০,০০০ সৈন্য নিয়েও রিচার্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পরার সাহস পেলেন না! তিনি চাইছিলেন সম্মুখ সমর এড়িয়ে যেয়ে হাত্তিনের মতো ১টা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে যেখানে ক্রুসেডারদের বে-কায়দায় ফেলে ধ্বংস করা যায় ও যুদ্ধ করতে না হয়! কিন্তু এবারে তা আর হলো না, আরসূফ(বর্তমান ইসরাঈলের উপকূলে অবস্থিত) আসা মাত্রই রিচার্ড ঘুড়ে দাড়ালেন, কারণ এটাই হচ্ছে যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান। ঈসায়ী ১১৯১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর ক্রুসেডার ও মুসলিম বাহিনী পরস্পর মুখোমুখী হলো। আইয়্যূবী বাহিনীর নেতৃত্ব ছিলেন স্বয়ং সুলতান সালাহ্ -উদ-দ্বীন, অন্যান্য সেনাপতিদের মাঝে ছিলেন সুলতানের ভাতিজা তাকী -উদ-দ্বীন ও সুলতানের পুত্র

আল-আফযাল। অপরপক্ষে ক্রুসেডারদের সেনাপতিদের মাঝে ছিলেন লুসিগনান দ্য গাই, ও ৩য় হগ, এদের সবার নেতৃত্বে ছিলেন রিচার্ড। সুলতানের একের পর এক ঝটিকা হামলাকে রিচার্ড প্রতিহত করে দিলো, সমস্ত হামলা রুখে দেওয়ার পর ক্রুসেডাররা একযোগে মুসলিমদের উপর ঝাঁপিয়ে পরলো। আইয়্যুবীরা সেই মারাত্মক আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে পরাজিত হলো এবং সুলতান সালাহ্ -উদ-দ্বীন নিরাপদে পালিয়ে গেলেন আরসূফ ছেড়ে। খ্রীষ্টানদের মতে এই যুদ্ধে ৩২ জন আমীর ও ৭,০০০ আইয়্যুবী সৈন্য প্রাণ দেয়। ইবনে শাদ্দাদ খ্রীষ্টানদের বিবরণ দিয়েই বলেন- "আমার জানামতে ৩জন আমীর ও ৭,০০ সৈন্য নিহত হয়, কিন্তু প্রকৃত সত্য আল্লাহ্ জানেন"। সত্য অবশ্যই ১মাত্র আল্লাহ্-ই জানেন, কিন্তু আমার মনেহয় ইবনে শাদ্দাদের কথাই ঠিক। কারণ ১৫,০০০ সৈন্যের ভেতর ৩২ জন আমীর থাকতে পারে না। যাইহোক#আরসূফের_যুদ্ধে

পরাজয়ের পর সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন খ্রীষ্টানদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধের ইচ্ছা একেবারেই ত্যাগ করলেন ও পিছু হটতে লাগলেন দক্ষিণে আসক্বলানের দিকে। এবং তিনি রিচার্ডের মন জয় করতে চাইলেন, একারণেই আরসূফের যুদ্ধে রিচার্ডের ঘোড়া হারিয়ে গেলে তিনি উন্নত জাতের দুটি আরবীয় ঘোড়া রিচার্ডকে উপহার দেন। রিচার্ড কিন্তু ধর্মের শত্রুর সাথে আপোষে একেবারেই নাখোশ ছিলেন, রিচার্ড আরসূফ শহরে কিছু সৈন্য রেখে বাকীদের নিয়ে ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়েই আসক্বলানের দিকে এগুতে লাগলেন। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন পরাজয়ের আগেই পরাজিত হয়ে বসেছিলেন, তাই তিনি আসক্বলান রক্ষার ব্যবস্থা না করেই- "আসক্বলানকে রিচার্ডের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না" ভেবে আসক্বলান শহর খালী করে নিজের শহরটি জ্বালিয়ে দেন!

#ইয়াফার_যুদ্ধ (১১ খন্ডের ৯ম পর্ব)

আরসূফের শোচনীয় পরাজয়ের পর সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন দক্ষিণে পিছু হটে যান ও ক্রুসেডারদের হাতে পরার ভয়ে আগেই নিজ থেকেই আসক্বলান শহর প্রথমে খালী করে পরে ধ্বংস করে দেন। ঈসায়ী ১১৯২ সালের বসন্তে রিচার্ড স্বদলবলে আসক্বলানে পৌছে জনশূন্য ধ্বংস শহর দেখে হতবাক হয়ে যায়। খ্রীষ্টানেরা আসক্বলানের এই অবস্থার কারণ বুঝতে পারা মাত্রই উল্লসিত হয়ে ওঠে ও তাদের মনোবল দ্বিগুণ হয়ে যায়, কারণ মুসলিমদের নেতা তাদের হাতে পরার ভয়ে এমন ১টা সমৃদ্ধ শহর-ই কিনা ধ্বংস করে দিলো! তার মানে তারা এতোই শক্তিশালী? সালাহ্-উদ-দ্বীনও তাদের ভয় পায়! রিচার্ড ছিলেন অদ্ভুত রকমের কর্ম তৎপর মানুষ, তার কাছে একের পর এক দুঃসংবাদ আসছিলো কিন্তু সে তাও এগিয়েই যাচ্ছিলো নির্ভীক ভাবে। ফ্রান্সের রাজা ২য় ফিলিপ(ফিলিপ আগাষ্টাস) তার জোট ছেড়ে দিয়েছিলো ও ইউরোপে ফেরার পায়তারা করছিলো।চর্তুদিকে যার এত বিপদ সে কি না একমাত্র সালাহ্-উদ-দ্বীনের বিরুদ্ধেই একের পর এক সাফল্য পাচ্ছে! রিচার্ড আসক্বলানে নতুন আসক্বলান শহরের আবাদ করলেন ও এই শহর রক্ষার

জন্য যথেষ্ঠ সৈন্য রাখলেন। রিচার্ডের সৈন্য সংখ্যা এতে করে উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে কমে যাওয়ায় রিচার্ড স্থল ছেড়ে জলপথে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেননা এতে করে স্থলে আইয়্যুবীদের হামলা থেকেও নিশ্চিত থাকা যাবে। রিচার্ড তার নৌবহরের সাহায্যে আবার উত্তরে যাত্রা করলেন, তার সাথে থাকলো ১০,৮০০ ইংরেজ নাবিক, ইতালীর জেনোয়া ও পিসা থেকে আগত ২,০০০ আড়ধনুধারী সৈন্য, ৩,০০ পদাতিক ও ৫৪ জন নাইটসহ মোট ১৩,১৫৪ জন সৈন্য। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন রিচার্ডের উত্তরযাত্রার সংবাদ শোনামাত্রই দ্রুত ১০,০০০ ভারী অশ্বারোহী ও ১২,০০০ হাল্কা অশ্বারোহী সৈন্যসহ দ্রুত অগ্রসর হন ও আল-কুদ্স থেকে পশ্চিমে অবস্থিত ইয়াফা(জাফা, ইসরাঈল) অধিকার করে নেন। ইয়াফা ছিলো ফিলিস্তীনের ১টি ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর। দূরদর্শী সালাহ্-উদ-দ্বীন ঠিকই বুঝেছিলেন যে- সমুদ্র পথে আল-কুদ্সের কাছাকাছি আসতে গেলে ইয়াফাতেই আসতে হবে। তাই তিনি দ্রুত ক্রুসেডারদের সদ্য বিজিত এলাকার অর্ন্তগত আল-ইয়াফা অধিকার করে নেন। রিচার্ড ইয়াফার উপর মুসলিমদের পতাকা দেখে খুবই অবাক হয়ে যান, সুলতান চেয়েছিলেন যে কোনমূল্যে ক্রুসেডারদের ধ্বংস করতে ও ইয়াফার দখল বজায় রাখতে। আর রিচার্ডও চাইলেন যে কোন মূল্যে ইয়াফা অধিকার করতে ও মুসলিমদের হটিয়ে দিতে। এই লক্ষ্যে ঈসায়ী ১১৯২ সালের ৮ই আগষ্ট বর্তমান ইসরাইলের জাফায় মুসলিমদের সাথে খ্রীষ্টানদের এক প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। ৩য় ক্রুসেডের এই শেষ #যুদ্ধে_রিচার্ড শৌর্য-বীর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে মুসলিমদের কাতার ভেঙে দেন।

ইয়াফার যুদ্ধে রিচার্ড

সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন শত চেষ্টা করেও ক্রুসেডারদের গতিরোধ করতে পারেননি। ৩য় ক্রুসেডের শেষ যুদ্ধের ফলাফল ছিলো বিষ্ময়কর রকমের লজ্জাজনক। এই যুদ্ধে মুসলিমদের ১,৫০০ ঘোড়া মারা যায় ও প্রাণ দেন ৭,০০ সৈনিক। আহতের সংখ্যা ছিলো বেশুমার, অপরপক্ষে ক্রুসেডারদের মাত্র ২জন সৈন্য মারা যায়! তবে ক্রুসেডারদের আহতের সংখ্যা ছিলো অনেক অনেক বেশি। ইয়াফার যুদ্ধেও ক্রুসেডারেরা বিজয়ী হয় ও মুসলিমদের বাঁধা চূর্ণ করে তারা ইয়াফা অধিকার করে নেয়। আইয়্যুবীরা আবার পিছু হটে যায়। এবারে #রিচার্ড_জেরুসালেম_যাত্রা করেন- তার স্বপ্ন পূরণের দিকে……… মুসলিম শিবিরে চরম আতঙ্ক নেমে আসে………

#৩য়_ক্রুসেডের_ফল (১১ খন্ডের ১০ম পর্ব)

ঈসায়ী ১১৯২ সালের ইয়াফার যুদ্ধের পর কেবলমাত্র সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনই পরাজিত হয়ে পিছু হটলেন না, বরঞ্চ রিচার্ডের হাতে ইয়াফার পতনও ঘটলো! রিচার্ড ইয়াফার দখল নিয়ে আল-কুদ্স(জেরুসালেম) এর উদ্দেশ্যে, কিন্তু ইয়াফার দখল নেয়ার ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ সৈন্যকে বিদায় জানাতে হয়, যার ফলে রিচার্ডের সৈন্য সংখ্যা মারাত্মক পরিমাণে হ্রাস পায়। রিচার্ডের বাহিনীর মূল শক্তি ১০,৮০০ নাবিকের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা নৌ বাহিনী স্থলে অকেজো তাই তারা উপকূলেই রয়ে যায়। পিসা ও জেনোয়া থেকে আগত ২,০০০ সৈন্যও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে, ফলে রিচার্ডের সাথে মাত্র ৩,০০০ পদাতিক ও ৫৪ জন নাইট রয়ে যায়। সবা চাইতে আশ্চর্য্য ও লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে ইয়াফার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আরসূফ ও আক্কার মতোই সালাহ্-উদ-দ্বীন নিরাপদে সটকে পরার ধান্ধায় ছিলেন, তার কোন তৎপরতাই ছিলো না ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ করার ! ক্রুসেডারদের গতিবিধি ও সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে তিনি জানতেন না, এটা আরও অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কারণ আইয়্যূবী গুপ্তচর বাহিনী ছিলো খুবই দক্ষ ও গুপ্তচর প্রধান আলী -ইবনে-সাফ্ওয়ানের ছিলেন খুবই তৎপর ১জন ব্যক্তি। রিচার্ডের থেকেও ৫ গুণ বেশি সৈন্য থাকা সত্ত্বেও সালাহ্-উদ-দ্বীন ক্রুসেডারদের গতিরোধ করার সাহস-ই পেলেন না, বরং তিনি আল-কুদ্সের প্রাচীরের ভেতর থেকে আত্মরক্ষার চেষ্ঠায় নিমগ্ন থাকলেন -আল-কুদ্স রওয়ানা হয়ে।#ইয়াফা_থেকে_রামলা পর্যন্ত এসেই রিচার্ড না চাইতেই বিরাট এক সুযোগ পেয়ে গেলেন।

রিচার্ড যেখানে তার মাত্র ৩,০০০ সৈন্য নিয়ে আল-কুদ্সের মতো প্রাচীর বেষ্টিত বিরাট শহর অবরোধ করতে ইতস্তত করছিলেন সালাহ্-উদ-দ্বীন তখন নিজের সাথে থাকা ১৫,০০০ ও আল-কুদ্সে থাকা ২০,০০০ মোট ৩৫,০০০ সৈন্যের উপরেও ভরসা করতে পারলেন না- সালাহ্-উদ-দ্বীন রিচার্ডের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন! সৈন্য স্বল্পতার কারণে রিচার্ড এই প্রস্তাব লুফে নিলেন। ঈসায়ী ১১৯২ সালের ২রা সেপ্টেম্বর রিচার্ডের সাথে সালাহ্-উদ-দ্বীনের মাঝে সন্ধিচুক্তি সাক্ষরিত হয়, সালাহ্-উদ-দ্বীন রিচার্ডের দেয়া নিম্নক্তো শর্তাবলি মেনে সন্ধি করেন যে-১/ আস-সূর(লেবাননের টায়ার) থেকে ইয়াফা(জাফা) পর্যন্ত ফিলিস্তীনের গোটা উপকূল ক্রুসেডারদের অধিকারে যাবে, মুসলিমদের অধিকারে থাকবে কেবল আল-কুদ্স। ২/ আল-কুদ্সের স্থায়ী খ্রীষ্টান বাসিন্দারা মুসলিমদের মতোই একই নাগরিক সুবিধা ভোগ করবে। ৩/ ইউরোপ থাকে আগত খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীরা যতোদিন খুশী আল-কুদ্সে অবস্থান করতে পারবে, এতে কোনভাবেই তাদেরকে কোন প্রকারের

বিরক্ত করা যাবে না। এবং৪/ আসক্বলান আইয়্যূবীদের হাতে ফেরত দেয়া হবে।বলা বাহুল্য এই চুক্তির ১টি বাদে সব ক'টি ধারাই মুসলিমদের জন্য গ্লানীকর, এই চুক্তির ব্যাপারে সালাহ্-উদ-দ্বীন নিজেই তার বন্ধু ও সামরিক বাহিনীর প্রধান বিচারক ইবনে-শাদ্দাদকে বলেনঃ "কি হতে যাচ্ছে তা ভেবেই আমি শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হয়েছি। তারা কেবলমাত্র ভূখন্ডই নয়, বরং বিজয়ের শিরোপাও ধরে রেখেছে। তারা তাদের হৃত ভূখন্ড পুর্নদখল করার জন্য উন্মত্ত ভাবে বেড়িয়ে এসেছে ও তুমি দেখবে তারা কিভাবে পাহাড়ের চূড়াগুলোকে সুরক্ষিত করে গড়ে তুলছে, দূর্গের কথা বুঝিয়েছেন(ইবনে শাদ্দাদের ব্যাখ্যা)। তারা বলে "আমরা থেকে যাবো", আর মুসলিমরা ধ্বংস হবে! এটাই তার কথা ছিলো যা তিনি আমাকে বলেছিলেন"(ইবনে-শাদ্দাদের আন-নাওয়াদির)।সুলতানের নিজের কথাতেই বোঝা যায় তিনি কতোটা ভীত হয়ে পরেছিলেন! মূলত উনার এই সাহস হারানোর জন্যেই উনাকে আক্কা হারাতে হয়েছে ও ৩য় ক্রুসেডের ১টি যুদ্ধেও তিনি জিততে পারেননি! সংক্ষেপে ৩য় ক্রুসেডের ফল ছিলোঃ প্রতিটি যুদ্ধে সুলতানের পরাজয় ও সাবেক জারুসালেম রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও আস-সূর থেকে ইয়াফা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখন্ডের হস্তচ্যুতি ও আল-কুদ্সে খ্রীষ্টানদের সমান অধিকার লাভ!

#গ্রেট_সালাদীন (১১ খন্ডের ১১ পর্ব)

সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফ কিভাবে ইউরোপীয়দের কাছে গ্রেট সালাদীন হলো চলুন দেখে আসি? ক্রুসেডারেরা মুসলিমদের উপর অকথ্য নির্যাতনের পরও হাত্তিনের যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সুলতান তাদের তো শাস্তি দেননি, উলটো তাদের গণহারে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। আল-কুদ্স বিজয়ের পর তিনি জেরুসালেমরাজ লুসিগনান-দ্য-গাইকে বিনা মুক্তিপণে মুক্ত করে দেন! আক্কায় গণহত্যার পরও আরসূফের যুদ্ধে রিচার্ডের ঘোড়া মারা গেলে সুলতান রিচার্ডের জন্য দু'টি উন্নত জাতের আরবী ঘোড়া পাঠিয়ে দেন! কি আজব ব্যাপার বিধর্মীদের রাজা যেখানে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালিয়েছে

ও মুসলিমদের ১ম কিব্লাহ্ পুর্নদখলের জন্য লড়ছিলো সুলতান তখন তাকেই সহায়তা করছিলেন ঘোড়া দিয়ে- সাহায্যের হাত বাড়িয়ে! ইয়াফার যুদ্ধে রিচার্ড মারাত্বক অসুস্থ্য হয়ে পরলে সালাহ্-উদ-দ্বীন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের রিচার্ডের চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করেন! সেই চিকিৎসকের চিকিৎসার ওয়াছিলাতেই রিচার্ড সুস্থ্য হয়ে ওঠেন ও সভাসদদের সামনে মুগ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন "O Saladian! Great Saladin", উল্লেখ্য যে ইউরোপীয়রা সালাহ্-উদ-দ্বীনকে সালাদীন বোলতো। আজ মুসলিমরা যেই Salahuddin the great বলে তার উৎপত্তি এই Great saladin থেকেই। এভাবেই সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন পাশ্চাত্য জগতে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন ও সেই খ্যাতির ছটা ইউরোপীয়দের মাধ্যমেই মুসলিম জাহানে সংক্রামিত হয়। অনেক মূর্খই আজ সালাহ্-উদ-দ্বীনকে সাহাবীদের সাথে তুলনা করে, হাসতে হাসতে বমি করে দেওয়ার মতো কথা হচ্ছে বহু জাহিলকে আমি দেখেছি আল্লাহ্'র তরবারী খালিদ(রাঃ) এর সাথে সালাহ্-উদ-দ্বীনের তুলনা করতে। অথচ খালিদ (রাঃ) ১জন সাহাবী তার তুলনা কেবল মাত্র আল্লাহ্'র সিংহ আলী(রাঃ) এর সাথেই হতে পারে- আর কারও সাথে নয়। যাইহোক বর্তমানে সালাহ্-উদ-দ্বীন কিভাবে এমন অপ্রতিন্দ্বন্দী বীরের আসনে উঠে এলেন তা বর্ণনা ও প্রমাণ করার সময় অতি সন্নিকটে। তাই আপাতত প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছি- সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের এই অযাচিত- দুর্বলচিত্ত কর্মকান্ড দেখে শাইখ সাদী(রহঃ) এর ১টি অমূল্য উপদেশ আমার মনেপড়ে, সেটি হচ্ছেঃ "নম্র কথায় শত্রুকে মিত্রকে করা যায় না, এতে তার আবদার বাড়ে মাত্র"। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন চেয়েছিলেন এসব করে রিচার্ডের মন জয় করতে যাতে রিচার্ড আর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর না হয়- অবিশ্বাস্য হলেও এটাই তিক্ত সত্য। কারণ ৩য় ক্রুসেডের ১টি যুদ্ধেও সালাহ্-উদ-দ্বীন বিজয়ী হতে পারেননি, বিশেষ করে রিচার্ডের সাথে প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন! এত ছাড় দেয়া সত্ত্বেও রিচার্ড কিন্তু সালাহ্-উদ-দ্বীনের এসব অযাচিত দয়ার কারণে সন্ধি করেননি, বরং তিনি এজন্যেই সন্ধি করেছিলেন যে- ইংল্যান্ড থেকে তার ভাই #প্রিন্স_জনের বেপরওয়া কর্মকান্ডের খবর আসছিলো- রিচার্ডের সিংহাসন

টলমল করছিলো এবং রিচার্ডের সাফল্যে ইর্ষন্বিত হয়ে ক্রুসেডার জোটের শরীকগুলো একে একে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন শুরু করেছিলো। এসব কারণেই রিচার্ড সন্ধি চুক্তিতে সম্মত হন, তবে এই সন্ধিতে তিনিই বেশি লাভবান হন। আবেগপ্রবণ ও কল্পনাবিলাসী রিচার্ড আল-কুদ্স নিয়ে মুসলিমদের সাথে খ্রীষ্টানদের বিবাদ চিরতরে মিটিয়ে ফেলার জন্য সালাহ্-উদ-দ্বীনের কাছে প্রস্তাব রাখেন যে "তার বোনের সাথে যেনো সাফাদ্বীনের বিয়ে দেয়া হয়, এবং নবদম্পতির হাতে আল-কুদ্সের শাসনভার ছেড়ে দেয়া হয়। আল-কুদ্স হবে সাফাদ্বীন শাসিত এক স্বাধীন রাজ্য"। ইউরোপীয়রা সালাহ্-উদ-দ্বীনের ভাই ও নাজমুদ দ্বীন আইয়্যুবের পুত্রের মাঝে সেরা বীর আল-আদিলের উপাধী সাইফ-উদ-দ্বীনকে সাফাদীন নামে অভিহিত করতো। সালাহ্-উদ-দ্বীন রিচার্ডের এই প্রস্তাবে সম্মন হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রিচার্ডের ধর্মান্ধ উপদেষ্ঠাদের জন্যেই এই বিয়ে রিচার্ড বাতিল করে দেন। যারফলে সালাহ্-উদ-দ্বীন আবারও অপমানিত হন। আরেকটি সত্য হচ্ছে- রিচার্ড ও সালাহ্-উদ-দ্বীনের কোনদিনই মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়নি, তাদের কথা চলতো দূত মারফত। সূত্রঃ ইবনে-শাদ্দাদের আন-নাওয়াদির, ৩য় খন্ড।

“বর্তমানে সালাহ্-উদ-দ্বীন”

History of Crusade·Saturday, 15 July 2017

#সালাহ্_উদ_দ্বীনের_ইতিহাস (১২ খন্ডের ১ম পর্ব) সতর্কতাঃ গল্প/উপন্যাসের পাঠকেরা ১০০ গজ দূরে থাকুন।

ভূমিকাতেই সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন সম্পর্কে আমার(এডমিন) এর মনোভাব জানিয়ে নিচ্ছি- যেটা অনেকেরই কৌতুহলের বিষয়। আমি সালাহ্-উদ-দ্বীনকে ক্রুসেডের অবিসংবাদিত নেতা, অপরাজেয়/সর্ব শ্রেষ্ঠ মুসলিম বীর, মহান বুজুর্গ/আল্লাহ্'র ওয়ালী ইত্যাদি বলে ভাবি না, এবং আমি তাদের অত্যন্ত ঘৃণা করি যারা সালাহ্-উদ-দ্বীনকে খালিদ(রাঃ) এর সাথে তুলনা করে। তবে একই সাথে আমি উনাকে আল-কুদ্স বিজয়ী হিসাবে ও একজন মহান দানবীর হিসাবে খুবই শ্রদ্ধা করি। আমার হৃদয়ে এ দু'টি কারণে উনার জন্য দু'আ ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু যেহেতু আমি ১জন ইতিহাস গবেষক সেহেতু সত্য গোপন করার /মিথ্যা বলার/প্রচার করার কোন সুযোগই আমার নেই। এই খন্ডে আমরা নিম্নক্তো বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা কোরব ইনশাআল্লাহ্ঃ১/ ভূমিকা, ২/ সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন সম্পর্কিত প্রামাণিক ইতিহাসের বিবরণী ও লেখকদের বিবরণ।৩/ সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন সম্পর্কিত মিথ্যা/গাঁজাখোরী কাহিনীর উৎস ও মিথ্যা রচনাকারীদের বিবরণী। ৪/ কেমন ছিলেন সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন? ৫/ কিভাবে তিনি সাহাবাদের কাতারে উঠে এলেন? কারা করলো এটা? আজ ভূমিকার পর্ব, শুরুতেই বলে নিচ্ছি- যারা গল্প/উপন্যাস/সিনেমার মাঝে ইতিহাসকে খুঁজে ফিরেন- তারা বিদেয় হন। কারণ গল্প/উপন্যাস আর ইতিহাস এক নয়, আর এটা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ারও প্রয়োজন পরে না যে- গল্প/উপন্যাস/সিনেমায় স্বাভাবিক

ভাবেই পাঠক/দর্শকের মর্জির প্র্যি বিশেষ লক্ষ রাখা হয়। পাঠকরা/দর্শকরা যা পড়তে ও দেখতে চায়- তাদের তাই দেখাতে হয়, এবং এজন্যেই যৌনতাকেও অযাচিত ভাবেই টেনে আনা হয়। কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রটাই সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইতিহাস অপ্রিয় সত্য ভাষণের স্থান। এখানে পাঠকের মর্জি বলে কোন শব্দ নেই। আর ইতিহাস কেবলমাত্র কোন বিষয়ে সুযোগ না পেয়েই সবাই নেয় না, বরং অনেকে শখ করেও নেয়। যারা কোন বিষয়েই সুযোগ না পেয়ে ইতিহাসে অনার্স-মাষ্টার্স করে- তারা কোনদিনও ইতিহাসবিদ/গবেষক হতে পারে না। বরং তারাই হতে পারে- যারা শখ করে নেয় ও এর পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন। অনেকেই লিঙ্ক/পিডিএফ চান, কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিষয়টিই ভিন্ন। অধিকাংশ ইতিহাসের তথ্যসূত্রেরই পিডিএফ স্যফ্টকপি করা হয় না, কারণ এত মোটা মোটা বইয়ের স্যফ্টকপি করার মতো ধৈর্য্য ও সময় ইতিহাসবিদদের নেই। ধর্মীয় অনেকে মোটা মোটা বই-পুস্তকের স্যফ্ট কপি বেড়িয়ে গেছে, কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে তা হয়নি। এর কারণ ধর্মীয় বই-পুস্তক সওয়াবের জন্য করা হয়- তাই বেশি বড় হলেও সওয়াবের আশায় সেগুলোর স্যফ্টকপি বেড়িয়ে গেছে। আর ইতিহাসের তথ্যসূত্রের ব্যাপারে বলতে হয়- গবেষকদের সূত্র আর সাধারণ পাঠকদের সূত্র ভিন্ন। গবেষকেরা সেইসব বইকেই সূত্র হিসাবে মানেন যেগুলো সংশ্লিষ্ট সময়ে সমসাময়িক কালেই লিখা হয়েছে। এ ছাড়া পরবর্তী সময়ে রচিত ইতিহাসও তারা গ্রাহ্য করেন না, সমসাময়িক সূত্র থাকতে। সেখানে গল্প/উপন্যাসের দোহাই দেয়াটা খুবই হাস্যকর ১টা ব্যাপার। কারণ গল্প/উপন্যাস থেকে ইতিহাস জানা গেলে গবেষকেরা আর কয়েক হাজার টাকা দিয়ে ১টি মাত্র বই না কিনে মাত্র ১,৫০০৳ ক্রুসেড সিরিজের সব বই-ই ১সেট কিনে ফেলতে পারতো। তাই প্রথমেই গল্প/উপন্যাস/সিনেমার পাঠক-পাঠিকা/দর্শকদের দূরে থাকতে বলছি, কারণ এখানে তাদের মর্জি মাফিক কিছুই হবে না; যাও হবে তা হাতে নাতে প্রমাণ করেই দেয়া হবে ইনশা আল্লাহ্।

#সুলতান_সালাহ্_উদ_দ্বীন_সম্পর্কিত_ইতিহাস_১ (ইবনে-শাদ্দাদ ও আন-নাওয়াদির) [১২ খন্ডের ২য় পর্ব]

সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন সম্পর্কে জানার জন্য যেসব সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ সম্পর্কে জানা যায় তার মাঝে ইবনে-শাদ্দাদের রচিত আন-নাওয়াদির প্রধান ও নিরপেক্ষ নয় তবুও প্রথমেই ইবনে শাদ্দাদ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার কারণ হচ্ছে- তাকে নিয়েই বিকৃতি সবথেকে বেশি চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশীরা যেমন লতায়-পাতায় এমপি/মন্ত্রী বা তাদের চামচাদের আত্নীয় হলেই তাদের নাম ভাঙায় ভাঙায় খায়- যদিও এদের অনেকেই তাদেরকে দেখেনি পর্যন্ত! তেমনি ইবনে শাদ্দাদের নাম ভাঙিয়ে ১ শ্রেণীর গল্পকার-ঔপন্যাসিক ও তাদের অন্ধ-অর্ধ উন্মাদ ভক্তরা বেশ ভালোভাবেই ৩ বেলা খেয়ে যাচ্ছে।ইবনে শাদ্দাদের আসল নামঃ বাহা-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফ-ইবনে-রাফী-ইবনে-শাদ্দাদ, সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের মতো তিনিও ছিলেন জাতীতে কুর্দী। তিনি সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের ৮ বছরের ছোট ছিলেন, ও ঈসায়ী ১১৪৫ সালের ৭-ই মার্চ(১০ই রমাদান ৫৩৯ হিঃ) মাওসিলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদের বিশ্বখ্যাত নিজামিয়া মাদরাসার ছাত্র ছিলেন ও শিক্ষালাভ শেষে নিজামিয়াতেই সহকারী মুফ্তী হিসাবে যোগ দেন। ঈসায়ী ১১৭৩ সালে ২৮ বছর বয়সে মাওসিলে ফিরে এসে মুফ্তী হিসাবে যোগ দেন। ঈসায়ী ১১৮৮ সালে হাজ্জ্ব করার পর উনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন উনার লেখা পড়ে চমৎকৃত হন ও স্থায়ীভাবে চাকুরীতে নিয়োগ করেন। বাহা-উদ-দ্বীনকে কাজী আল-আসকার বা সামরিক বাহিনীর বিচারক পদে নিযুক্ত করা হয়। শিঘ্রই বাহা-উদ-দ্বীন সুলতানের উপদেষ্ঠা ও প্রধান উপদেষ্ঠা পদেও উন্নীত হন। এবং ক্রমেই তাদের মধ্যকার বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হতে থাকে, ব্যাপারটি এমন দাঁড়ায় যে- খুব অল্প সময়েই তারা একে অপরের থেকে দূরে থাকতেন। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের ইন্তেকালের পর উনাকে হালাবের কাজী পদে নিযুক্ত করা হয়। ইবনে-শাদ্দাদ ১৪-ই ছফ্র ৬৩২ হিজরী মুতাবিক ৮ই নভেম্বর ১২৩৪ ঈসায়ীতে হালাবে ইন্তেকাল

করেন। তিনি সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের অধীনে ৫ বছর চাকুরী করেন, ও অচিরেই একে অপরের ঘনিষ্ট বন্ধুতে পরিণত হন। যার মূল কারণ (বাহা'র মতে) দু'জনেরই আকীকাহ্'র নাম এক ছিলো, দু'জনের আসল নাম ছিলো ইয়্যুসূফ এবং দু'জনেই কুর্দী ছিলেন। বাহা-উদ-দ্বীন তার এই ৫ বছরে দেখা সুলতান নয় ব্যক্তি সালাহ্-উদ-দ্বীনকে নিয়েই লিখেন তার বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ "আন-নাওয়াদিরুস সুলতানীয়া ওয়াল মাহাসীনুল আহ্কামীয়া"। এতে তিনি সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনকে নয় বরং ব্যক্তি সালাহ্-উদ-দ্বীনকে যেভাবে দেখেছিলেন তাই বর্ণনা করেন। তবে প্রাসঙ্গিক ভাবেই এতে ৩য় ক্রুসেডের কথাও স্থান পায়, বাহা-উদ-দ্বীন আক্কা'র অবরোধ ও আরসূফের যুদ্ধের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি কোত্থাও লেখেননি যে সুলতান ৩য় ক্রুসেডের ১টি যুদ্ধেও সুবিধা করতে পেরেছিলেন, কিন্তু যারা তার নাম ভাঙিয়ে খায় তারা কিন্তু ঠিকই লিখে যাচ্ছে! বাহা-উদ-দ্বীন-ই ইউরোপে বোহা-এড্ডিন নামে পরিচিত, তার অমর ইতিহাস সংক্ষেপে আন-নাওয়াদির নামে খ্যাত। ১৭৩২ সালে আন-নাওয়াদির "The life of Saladin" নামে নেদারল্যান্ডের লেইডেন থেকে ইংরেজীতে অনুদৃত হয়। বর্তমানে এই The life of Saladin-ই "The Rare and Excellent History of Saladin" নামে পরিচিত। ডঃ আবদুল কাদির ১ম এই বাংলা অনুবাদ করেন, যা গবেষক মহলে অত্যন্ত সমাদৃত। এই আন-নাওয়াদির-ই মূর্খদের হাতে পরে "শাদ্দাদের ডায়েরী"তে পরিণত হয়েছে। অথচ ডায়েরীতে নিজের কথাই লেখা হয়, কোন উন্মাদও নিজের ডায়েরীতে নিজের জীবণ কাহিনী না লিখে অন্যের জীবণ কাহিনী লিখে না। এদের এই "শাদ্দাদের ডায়েরী" কথাই প্রমাণ করে যে- এরা কস্মিনকালেও আন-নাওয়াদির পড়া তো দূরে থাক স্বচক্ষেও দেখেনি। আন-নাওয়াদিরের ইংরেজী অনুবাদই বাংলাদেশে দুর্লভ, বাংলা অনুবাদ তো কেবল বিশেষজ্ঞ মহলের মাঝেই সীমাবদ্ধ। মিথ্যাবাদীরা যেই শাদ্দাদের ডায়েরী থেকে হাজার হাজার পৃষ্ঠার কাহিনী লিখেছে আদতে তা ১টি ছোট বই মাত্র- যা ঈমানদীপ্ত দাস্তান বা ক্রুসেড সিরিজ যাই বলেন না কেন তার ২০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র!

#সুলতান_সালাহ্_উদ_দ্বীন_সম্পর্কিত_ইতিহাস_২ (১২ খন্ডের ৩য় পর্ব)

বাহা-উদ-দ্বীনের থেকেও তার বিবরণী সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, তিনি হচ্ছেনঃ ইবনুল আসীর। আমরা যার আল-কামিল থেকেই বেশি ইতিহাস বর্ণনা করেছি- রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে। ইবনুল আসীরের পুরো নাম 'আবুল হাসান আলী-ইবনে-মুহাম্মাদ-ইবনে-মুহাম্মাদ আশ-শাইবানী, তিনি ইয-উদ-দ্বীন ইবনুল আসীর আয্-জাযারী নামেই সমধিক পরিচিত।
#ইবনুল_আসীর

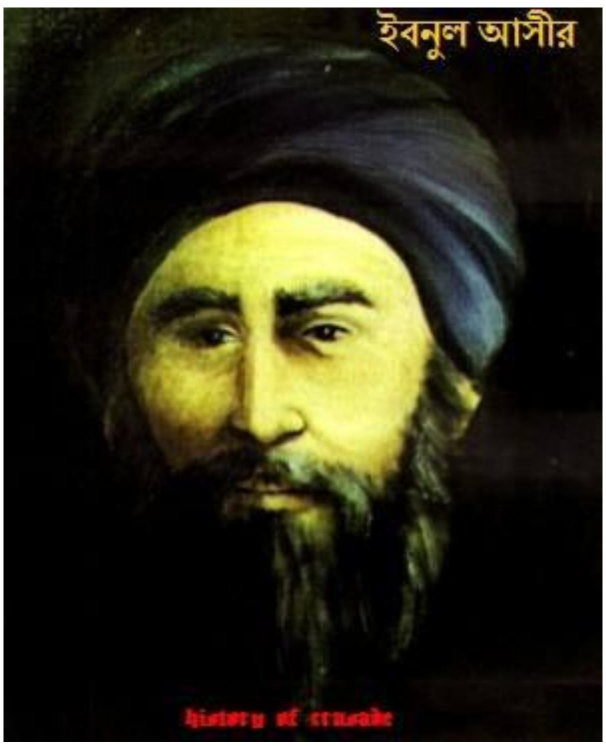

ঈসায়ী ১১৬০ সালে কুর্দীস্তানে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি একজন কুর্দী ছিলেন। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনই ১ম কুর্দী যিনি স্বাধীন-সার্বভৌম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তার আমলে কুর্দীদের অভূতপূর্ব উন্নতী হয়। বহু কুর্দীকে উচ্চপদ দান করা হয় ও বহু কুর্দী মনিষীর প্রতিভা বিকাশের পথ প্রস্তুত হয়। বাহা-উদ-দ্বীনের মতো ইয্-উদ-দ্বীনও ১জন কুর্দী ও সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু দুজনের মাঝে পার্থক্য এটাই যে বাহা-উদ-দ্বীনের বর্ণনা রাজনীতি ও যুদ্ধাভিযানের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত

কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে বিস্তারিত। আর ইবনুল আসীরের বর্ণনা যুদ্ধাভিযান ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের দিকেই বেশি বিস্তারিত ও সুসংহিত। তার অমর ইতিহাস গ্রন্থের নাম "আল-কামিল ফিত তারিখ" বা পরিপূর্ণ ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষেই এটি আইয়্যূবী রাজবংশের জন্য ১টি পরিপূর্ণ ইতিহাস। এটি The complete History নামে সারা বিশ্বে খ্যাত, আল-কামিলের ১ম বাংলা অনুবাদ করেন ডঃ খন্দকার আলামগীর। ইবনুল আসীরের আল-কামিল থেকে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন সম্পর্কে যেই তিক্ত সত্যটা জানা যায় সেটি হচ্ছেঃ "তিনি রাজ্য বিস্তারের জন্যেই বিভিন্ন ওয়ায়ুহাতে মুসলিম রাজ্যগুলোর উপর হামলা চালিয়েছিলেন"। ইবনুল আসীর সত্য ঘটনার ক্ষেত্রে সরাসরিই লিখে দিতেন- অমুক ব্যাপার ঘটেছিলো। কিন্তু মিথ্যা প্রচারণার ক্ষেত্রে ঠিক এভাবেই বলতেনঃ "মহান সুলতানের মতে", "সুলতানের দাবী মতে,- যদিও অধিকাংশ উলামাই এটা মনে করেন না"। যারা বাহা-উদ-দ্বীনের নাম ভাঙিয়ে খাচ্ছে তারা এটাই জানে না যে- বাহা-উদ-দ্বীন যাঙ্গীদের বিরুদ্ধে সালাহ্-উদ-দ্বীনের অভিযানের ঘটনা এতই সংক্ষেপে ও এভাবেই লিখেছেন যে- বোঝাই যাচ্ছে উনি এসব বলতে চাচ্ছেন না। যারা যাঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে এই গৎবাঁধা বুলিই আউরে যান যে- "সুলতান নাবালেগ ছিলেন", তাদের কাছে আমার প্রশ্ন- সুলতান ইসমাঈল নাবালেগ হলেই যে তার রাজ্যে হামলা চালাতে হবে খ্রীষ্টানদের বাদ দিয়ে এই ফতওয়া কোত্থেকে পেলেন? যেখানে সুলতান ইসমাঈল{সুলতান নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গী(রহঃ) এর নাবালেগ পুত্র} যাঙ্গী পরিবারের প্রধান-ই ছিলেন না? তার অভিভাবক ছিলেন তারই চাচাতো ভাই ইমাদ-উদ-দ্বীন যাঙ্গী(২য়), আর উনার বয়স তখন ছিলো ৩০ এর উপরে। তারপরও ধরে নিলাম নাবালেগের উপর হামলা যায়েজ, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় শামের যাঙ্গীদের পরাজিত করার পর সুলতান কেন মাওসিলের মূল যাঙ্গী পরিবারের উপর হামলা করলেন? যেটা কেউই মেনে নিতে পারেননি, আর তখন মাওসিলের যাঙ্গী আমীর ছিলেন ২য় ইমাদ-উদ-দ্বীন যাঙ্গী। প্রশ্ন উঠতে পারে আমি কেন এই নিয়ে সালাহ্-উদ-দ্বীনের প্রতি অভিযোগ করছি? এর মূল কারণঃ যাঙ্গীরাই ১ম কুর্দীদের সামরিক বাহিনীতে ও

প্রশাসনে কুর্দীদের প্রবেশাধিকার দেয়। নাজমুদ দ্বীন আইয়্যুব ও আসাদ -উদ-দ্বীন শের-ই-ক্বোহ্ যাঙ্গীদের অনুগ্রহে বেড়ে ওঠা বীরযোদ্ধা। যেই যাঙ্গীদের নূন খেয়ে বেড়ে উঠেছেন সেই যাঙ্গীদের বিরুদ্ধেই এত যুদ্ধাভিযান সালাহ্-উদ-দ্বীন কিভাবে করেন? আর উনার প্রতি আমার মূল রাগের কারণ- নূর-উদ-দ্বীন মাহ্মূদ যাঙ্গী(রহঃ), এই ঘটনা কারও-ই অজানা নয় যে কিভাবে মাদীনাতুন নাবীতে কিছু ইয়াহুদী রাসূল(ছঃ)এর দেহ মুবারক চুরির চেষ্ঠা করে, আর নূর(রহঃ) কিভাবে কতবার রাসূল(ছঃ)কে স্বপ্নে দেখেন। এটা কি যে সে কথা? সেই নূর-উদ-দ্বীন মাহ্মূদ যাঙ্গী(রহঃ) সালাহ্-উদ-দ্বীনের প্রতি শেষ অবস্থায় অত্যন্ত নাখোশ ছিলেন ও এই অবস্থাতেই উনি আল্লাহ্'র কাছে চলে গিয়েছেন- যা বাহা-উদ-দ্বীন ও ইবনুল আসীর কেউই গোপন করেননি।

#সুলতান_সালাহ্_উদ_দ্বীন_সম্পর্কিত_ইতিহাস_৩ (১২ খন্ডের ৪র্থ পর্ব)

জালাল-উদ-দ্বীন সুইয়্যূতী(রহঃ) ও আল-হুসনাসুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের ধর্মীয় নীতি ও ধর্ম জীবণ সম্পর্কে জানার জন্য সবচেয়ে নির্ভযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে "হুসনা আল-মুহাদারা আখবারুল মিছর ওয়াল কাহিরাহ্", এর লেখক এমন ১জন ব্যক্তি যার নাম জানে না এমন মুসলিম খুব কমই আছে। তিনি হচ্ছেন "আবুল ফাদ্ল আবদূর রহ্মান-ইবনে-আবু-বাক্র-ইবনে-মুহাম্মাদ জালাল-উদ-দ্বীন খুদাইরী আস-সুইয়্যূতী(রহঃ), যিনি জালাল-উদ-দ্বীন সুইয়্যূতী নামেই সমধিক পরিচিত। মাদরাসার ছাত্রেরা ভালোভাবেই জানেন, তারা যেই জালালাইন নামক জামাতে যেই তাফসীরুল জালালাইন পড়ে থাকেন তা এই জালাল-উদ-দ্বীন আস-সুইয়্যূতী(রহঃ)-এরই লেখা। ১লা রয্ব ৮৪৯ হিজরী মুতাবিক ৩রা অক্টোবর ১৪৪৫ সালে তিনি মিছরের রাজধানী আল-কাহিরাহ্(কায়রো)তে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৬০ বছর পর ১৯ জামাদি-উস-সানী ৯১১ হিজরী মুতাবিক ১৮-ই অক্টোবর ১৫০৫ ঈসায়ীতে আল-কাহিরাহ্তেই ইন্তেকাল করেন। সুইয়্যূতী(রহঃ) ছিলেন পারসিক বংশোদ্ভুত একজন অতিপন্ডিত ও পূণ্যবান ব্যক্তি, তিনি মাত্র ১৭ বছর বয়সেই

ফিকাহ্ নিয়ে ১টি গ্রন্থ রচনা করেন!! তিনি একাধারে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দী মুফাস্সির, মুহাদ্দীস, ইতিহাসবিদ ও মুজতাহিদ। এটা নিয়ে কারও মনে কোন সন্দেহ ছিলো না যে- তিনি ছিলেন ১জন মুজাদ্দীদও! ইনি কত বড় পন্ডিত ছিলেন তার বোঝানোর জন্য শুধু এতটুকুই বলা যথেষ্ঠ যে - তিনি ৭,০০ বই লিখেছিলনে- বিভিন্ন বিষয়ের উপর!!!! ইজতিহাদে অসাধারণ দক্ষতার কারণেই তাকে "জালাল-উদ-দ্বীন"(ধর্মের গৌরব) উপাধী দেয়া দেয়। তার "হুসনা আল-মুহাদারা আখবারুল মিছর ওয়াল কাহিরাহ্" গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে এবং ১ম এর বাংলা অনুবাদ করেন "ইতিহাস সম্রাট" ডঃ আবদুল কাদের। সুইয়ূ্যতী(রহঃ) এর এই গ্রন্থই সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের ধর্মনীতি, মাযহাব, মুদ্রায় প্রতিকৃতি খোদাইকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। নিজে শাফীঈ মাযহাবভুক্ত হয়েও সুইয়ূ্যতী(রহঃ) সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন কর্তৃক গোটা আইয়্যূবী সালতানাতে হানাফী ও হানবালী মাযহাবকে উচ্ছেদ করে কেবলমাত্র শাফীঈ ও মালিকী মাযহাব অনুযায়ী বিচার কাজ পরিচালনার আদেশের নিন্দা করেন। এটাই স্বাভাবিক, যিনি মাযহাব মানেন তিনি নিশ্চই জানেন যে ৪টি মাযহাবই ছহীহ্ আর যে যেই মাযহাব মানে সেই মাযহাব অনুযায়ীই তার চলা ও বিচার হওয়া উচিত। নিজের মাযহাবই ভালো অন্যগুলো ভালো না, নিজের মাযহাব-ই অন্যকে মানতে হবে- এধরণের উদ্ভট গোড়ামী ১জন লা-মাযহাবীকে মানায়, কিন্তু ১জন মাযহাবীর পক্ষে এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ও ধিক্কারের ব্যাপার। সুলতান সালাহ্ -উদ-দ্বীনের মাযহাব নিয়ে এই বাড়াবাড়ির ফলে হানাফী ও হানবালীদের সাথে সাথে বুঝবান শাফীঈ ও মালিকীরাও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। উলামাদের সালাহ্-উদ-দ্বীনের প্রতি রুষ্ঠ হওয়ার ২য় কারণ হচ্ছে- ইসলামে নিষিদ্ধ প্রতিকৃতি অঙ্কনের ব্যাপারে তার আগ্রহ ছিলো। তার অনুগ্রহ ভাজন ব্যক্তিরাও প্রতিকৃতি অঙ্কনের ১টি কুপ্রথাকে পুর্নর্জ্জীবিত করেন। যেমন -ল-জাজারী তার বহু লেখায় ইচ্ছাকৃত ভাবেই প্রতিকৃতি অঙ্কনকে প্রাধান্য দেন। তিনি নিজেই সর্বপ্রথম সুলতান সালাহ্ -উদ-দ্বীনের এই#প্রতিকৃতিটি

অঙ্কন করেন! এমন কি সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের সমাধীর ভেতরেও উনার পায়ের কাছে উনারই ১টি প্রতিকৃতি আজও টাঙানো আছ- সেই আইয়্যুবী আমলে থেকে! শুধু তাই নয় সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন-ই সুলতান যিনি মুদ্রায় তার প্রতিকৃতি খোদিত করেন! #এই_মুদ্রাটি দেখুন,

এটা হচ্ছে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের দিরহাম(রৌপ্যমুদ্রা) এটাই বেশি চলতো, আর উনার অধিকাংশ দিরহামেই উনার নিজের প্রতিকৃতি খোদিত থাকতো। মূলত এই দু'টি কারণেই তিনি উলামাদের ও ধর্মভীরু বেদুঈনদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। বেদুঈন ও উলামাদের সুলতানও কঠোর হাতে দমন করেছিলেন। অথচ এই সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনকেই গাঁজাখোর গল্প-উপন্যাসের লেখকেরা ইসলামের নায়ক বানিয়ে ছেড়েছে ও তাদের গোমূর্খ ভক্তরা পূজারীর মতো উনাকে খালিদ (রাঃ) এর সাথে তুলনা করে চলেছে! কিভাবে? কারা সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনকে এভাবে এত উপরে টেনে আনলো?

#সালাহ্_উদ_দ্বীন_সম্পর্কিত_মিথ্যা_কাহিনীর_উৎস (১২ খন্ডের ৫ম পর্ব)

উপ-মহাদেশে যারা সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকেন উনাকেই ক্রুসেডের ১মাত্র নায়ক ভেবে থাকেন। তাদের এই চিন্তাধারার জন্মদাতাই হচ্ছে "ঈমানদীপ্ত দাস্তান" সিরিজ ও ক্রুসেড সিরিজ। বিশ্বে সালাহ্-উদ-দ্বীনকে কিভাবে মুসলিমদের নায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হলো সেই কাহিনী পরে বোলব ইনশা আল্লাহ্। যেহেতু আমরা উপ-মহাদেশে বাস করি, তাই প্রথমেই সেই সূত্রের সন্ধানে যাচ্ছি যে- কিভাবে সালাহ্-উদ-দ্বীনকে বর্তমানের অপ্রতিদ্বন্দী স্থানে আনা হলো? উপ-মহাদেশে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনকে মহানায়ক বানানোর ভিত্তি স্থাপন করেছেন পাকিস্তানী লেখক #ইনায়েতুল্লাহ্_আলতামাস।

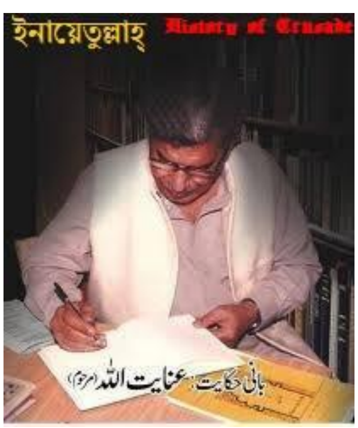

তিনি ১লা নভেম্বর ১৯২০ সালে ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের(বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব) গুজরান খানে এক রাজপুত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জাতীতে রাজপুত হলেও আলতামাসের পিতা-মাতা ছিলেন মুসলিম ও আলতামাসের পূর্ব পুরুষেরা সামরিক বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন(বর্তমান এসএসসি) পাস করে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ক্লার্ক পদে যোগদান করেন। ইনায়েতুল্লাহ্‌কে ১টি পদাতিক বাহিনীর সাথে বার্মায় জাপানের বিরুধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠানো হলে উনি সেখানে ১৯৪৪ সালে জাপানীদের কাছে বন্দী হন। কিন্তু তিনি পালিয়ে যান ২ বছর বার্মার বনভূমিতে লুকিয়ে থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বর্তমান ভারতে চলে আসেন ও আবার ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগদান করেন। এবার উনাকে পেনিনসুলার মালয়েশিয়ায় (বর্তমান মালয়েশিয়া) পাঠানো হয়- স্বাধীনতাকামীদের দমনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ইনায়েতুল্লাহ্‌ অচিরেই বুঝতে পারেন যে- যাদের বিদ্রোহী বলা হচ্ছে তারা আসলে স্বাধীনতাকামী। এটা বুঝতে পেরেই তিনি এক সাহসী সিদ্ধান্ত নেন- স্বাধীনতাকামীদের সাহায্য করার ও ভারতকেও স্বাধীন করার জন্য স্বাধীনতাকামীদের সাথে যোগ দেওয়ার। তাই তিনি ব্রিটিশ বাহিনী থেকে বেড়িয়ে আসেন, কিন্তু ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী থেকে বেড়িয়ে আসার পরই ভারত স্বাধীন হয়ে যায়। তিনি পাকিস্তান চলে আসেন ও কর্পোরাল পদে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৬৫ সালের ২য় পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তিনি সীমান্তে যান ও তিনিই ১মাত্র ব্যক্তি যিনি সামরিক সংবাদদাতা হিসাবে নিয়োগ পান। কিন্তু পাক-ভারত যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শি ছিলেন ও এই সময় থেকেই তিনি যুদ্ধের বিবরণ দিতে দিতেই লেখালেখিতে জড়িয়ে পরেন। পাক -ভারত যুদ্ধের পর তিনি হিকায়েত ম্যাগাজিনে নিয়মিত তার 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' লিখা আরম্ভ করেন। এবং তার নায়ক ছিলেন সুলতান সালাহ্‌-উদ-দ্বীন, অচিরেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন ও নিজেই "মাকতাবা দাস্তান" নামক ১টি প্রকাশনী গড়ে তুলেন। আমরা বাংলায় যেই ঈমানদীপ্ত দাস্তান পাই- তা মূলত ইনায়েতুল্লাহ্‌ আলতামাসের সেই উর্দু মাকতাবা দাস্তানেরই বাংলা অনুবাদ। তিনি মীম -আলিফ ছদ্মনামে

লিখতেন, আমাদের প্রকাশিত ছবিটি তখনকার যখন তিনি ছিলেন লেখক হিসাবে সম্বৃদ্ধির শীর্ষে। ১৬ই নভেম্বর ১৯৯৯ সালে তিনি লাহোরে ইন্তেকাল করেন। সত্য স্বীকারে কারও-ই কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়- আমাদেরও নেই,নিঃসন্দেহে তার লেখার মান আমাদের লেখার তুলনায় সহস্রগুণে ভালো। এবং এটাও আমি স্বীকার করি যে- আমার লেখা অতি নিকৃষ্ঠ মানের, কিন্তু আমাদের মাঝে পার্থক্য এটাই যে- আমরা ইতিহাস তুলে ধরি, আর উনি লিখতেন গল্প ও উপন্যাস। যারা গল্প-উপন্যাসের প্রতিটি শব্দকে ধ্রুব সত্য বলে মনেকরে দোষ তো তাদের- লেখককে আমি এই ব্যাপারে কোন দোষ দেবো না। কারণ পাঠক-পাঠিকা যদি এতোই মূর্খ হয় যে- এই নূন্যতম বোধটুকুও পর্যন্ত থাকে না- ‘গল্প-উপন্যাস-সিনেমা ইতিহাস বা ধর্ম যাই বলুন না কেন- এগুলোর সিংহভাগই মিথ্যার সাহায্যে উপস্থাপন করা হয় ও পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য যা যা প্রয়োজন তারা তাই তাই-ই করে থাকে। যেমন যৌনতা ও নারী, ইনায়েউল্লাহ্-ও তাই করেছিলেন। কেবলমাত্র সালাহ্-উদ-দ্বীনের কাহিনীতেই প্রতিটি পদে পদে তিনি নারী, প্রেম ও যৌনতার প্রবেশ করারনি বরঞ্চ অন্যান্য ঐতিহাসিক কাহিনীর ক্ষেত্রেও তাই করেছিলেন। বিশ্বাস না হলে উনার লেখা এই বইগুলো দেখতে পারেন, তবে বোঝার জন্য আরবী ও উর্দু পড়তে পারাটা আবশ্যক। এই দেখুনঃ #ফিরদাউস_ই_ইবলিস,

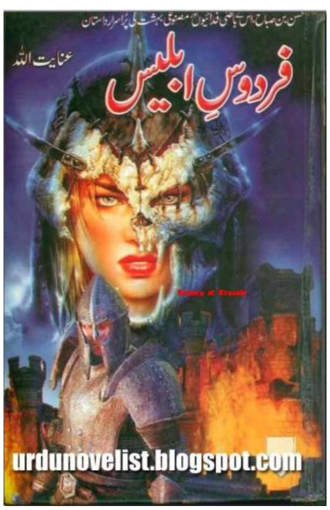

পাশেই দেখুন সাদা অক্ষরে লিখা ইনায়েতুল্লাহ্- এটা উনার আমলেই প্রকাশিত। আর এটা হচ্ছে #উন্দুলুস_কি_নাগীন,

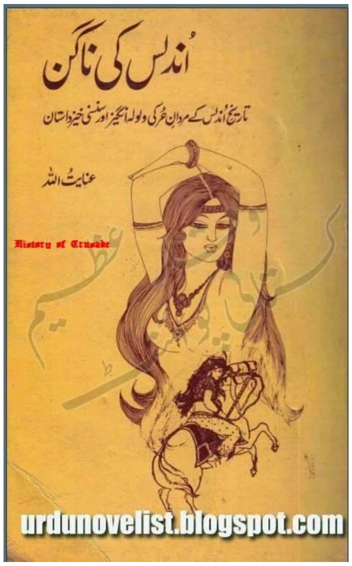

এখানে দেখুন নিচে আরবীতে লিখা আছে ইনায়েতুল্লাহ্! এই হচ্ছে "ইসলামী উপন্যাস" এর প্রচ্ছদের নমুনা।

#সালাহ্_উদ_দ্বীন_সম্পর্কিত_মিথ্যা_কাহিনীর_উৎস_২ (১২ খন্ডের ৬ষ্ঠ পর্ব)

গত পর্বেই ঈমানদীপ্ত দাস্তানের লেখক ইনায়েতুল্লাহ্'র জীবণি সম্পর্কে বলেছিলাম, যা উনি উর্দুতে লিখেছিলেন। বর্তমানে ঈমানদীপ্ত দাস্তান বাংলাতেও পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু প্রথমেই এর বাংলা অনুবাদ এদেশে পাওয়া যায়নি। ইনায়েতুল্লাহ্'র উর্দু বই থেকে ১ম বাংলায় অনুবাদ করেন #আসাদ_বিন_হাফিয।

তিনি তার বাংলা অনুদৃত ধারাবাহিকের নাম দেন ক্রুসেড সিরিজ। আসাদ -বিন-হাফিয যেহেতু কেবল বাংলাতেই মূল উর্দু থেকে অনুবাদ করেন - সেহেতু মিথ্যা প্রচারণার জন্য উনাকে মোটেই দায়ী করা যায় না। সুলতান সালাহ্ -উদ-দ্বীন সম্পর্কিত মিথ্যার গোড়া প্রথিত আছে ঈমানদীপ্ত দাস্তানের মাঝে। ঐতিহাসিক কোন ঘটনা/জীবণি থেকে গল্প/উপন্যাস লেখার নজীর এটাই ১মাত্র নয়। কিন্তু এতোটা মিথ্যা ও অতিরঞ্জন আমি অন্তত আর কোথাও পাইনি। ইনায়েতুল্লাহ্'র জীবণি থেকেই আশাকরি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে তিনি কোন ইতিহাসবিদ নন/ইতিহাসের সাথে তার কোন সম্পর্কই ছিলো না; তিনি ছিলেন সামরিক বাহিনীর লোক। প্রত্যেক বিষয়ের জন্যেই অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন, তা না হলে কি হয় তা এসব লেখক ও বিশেষতঃ বাংলাদেশের ভুয়া ডাক্তারেরাই প্রমাণ। ইনায়েতুল্লাহ্ যে কস্মিনকালেও ইবনে শাদ্দাদের আন-নাওয়াদির পড়েননি তা তার লেখনি থেকেই বোঝা যায়। এমন নয় যে আমি ঈমানদীপ্ত দাস্তান/ক্রুসেড সিরিজ না পড়েই আন্দাজেই তাদের নিয়ে লিখছি। আমি এদের বইগুলো এভাবেই পড়েছি যে- ক্রুসেড সিরিজ/ঈমানদীপ্ত দাস্তানের কোন অন্ধভক্তও যেটা মনে করতে পারবে না- আমি আল-হামদুলিল্লাহ্ সেটাও মনে রেখেছি। কারণঃ কেবল ইতিহাস নিয়ে ঘাটাঘাটি করাই ইতিহাস গবেষকের ১মাত্র কাজ নয়, তাকে অবশ্যই সজাগ থাকতে

হবে ও কোথা থেকে কি কি ভাবে ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে সেই সম্পর্কেও জানতে হবে। যারা ইতিহাস সম্পর্কে কিছু না জেনেই "ঐতিহাসিক উপন্যাস/গল্প" লিখতে বসে তারা অবশ্যই অপরাধী। আর তারা দ্বিগুণ অপরাধী যারা গল্প/উপন্যাস ও সিনেমা থেকে ইতিহাস জানতে চায়। গল্প/উপন্যাস/সিনেমার চটকদার জগৎ থেকে ইতিহাসের জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে কোন মনরঞ্জন থাকে না, থাকে কেবল নিরেট সত্য। কিন্তু নির্মম সত্য হচ্ছে প্রকৃত ইতিহাস ছড়ায় শম্ভুক গতিতে আর মিথ্যা ছড়ায় আলোর গতি। গল্প/উপন্যাস/সিনেমা থেকে যেই মিথ্যা সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয় তার ব্যপ্তি অনেক। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন, সালিম ও আনারকলীর প্রেম কাহিনী, সিরাজ-উদ-দাওলাহ্ ও আলেয়া, তাজমহল ও শাহ্জাহানের হাঁত কেটে দেয়া এগুলো সবই মারাত্মক প্রকৃতির মিথ্যা। প্রকৃত সত্য হচ্ছেঃ সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন মহাবীর ছিলেন না, আনারকলি নামে কেউই ছিলো না(যদিও তার কবর দেখানো হয়!), আলেয়া নামের কেউই ছিলো এবং শাহ্জাহান আদৌ কারও হাত কেটে দেননি। এগুলোই মিথ্যাবাদীদের উত্তপ্ত মস্তিষ্কপ্রসু উদ্ভট কাহিনী। যারা প্রকৃত ইতিহাস জানতে চান তাদের বলছি আগেই রেফারেন্স বই না খুঁজে আগে অন্তত অনার্স-মাষ্টার্সের বা কোন ইতিহাসবিদের লেখা ছোট-খাট বই থেকেও সেই সম্পর্ক জানুন। তারপর আপনি নিজেই পড়তে পড়তে পথ পেয়ে যাবেন - এরপর কোন বই পড়বেন? আর না বুঝলে যারা এই নিয়ে পড়ছে/গবেষণা করছে তাদের সাহায্য নিন। আর ইতিহাসের রেফারেন্স বইয়ের দাম একটু বেশিই হয়, তাই সত্যকে জানতে হলে গল্প/উপন্যাসের চাইতে বেশি টাকা তো খরচ করতেই হবে। এও আপনাদের মেনে নিতে হবে যে অধিকাংশ ইতিহাস বইয়েরই স্যফ্ট কপি নেই।

#যেভাবে_অতিরঞ্জনের_শিকার_হন_সালাহ্_উদ_দ্বীন (১২ খন্ডের ৭ম পর্ব)

ইতিহাস বর্ণনা করাই কেবল আমাদের কাজ নয়, ইতিহাসের বিকৃতি ও অতিরঞ্জন রোধ করাও আমাদের দায়িত্বের অর্ন্তভুক্ত। আমরা এটা খুব ভালো করেই জানি যে -

মানুষ চাই শুনতে পছন্দ করে যা সে শুনতে চায়। এটাই জনপ্রিয়তা অর্জনের মূলমন্ত্র, যারা এটা জানে ও মানে তারাই জনপ্রিয় হয়। আমরা এটা জানি কিন্তু মানি না, তাই সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন সম্পর্কে সত্য উদঘাটিত করে দিয়েছি। আমরা ভালো করেই জানতাম যে এতে অনেক পাঠকেরাই ক্ষুন্ন হবেন পাতা ত্যাগ করে যাবেন- তা সত্ত্বেও আমরা দিয়েছি ও ভবিষ্যতেও সত্য তা সে যতোই তিক্ত হোক না কেন তা প্রকাশ করতে পিছপা হবো না। যাহোক গত ৬টি পর্বে আমরা সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন সম্পর্কে প্রামাণিক গ্রন্থের তালিকা দিয়েছি, সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি ও যেসব রচনা দ্বারা সালাহ্-উদ-দ্বীনকে অতিরঞ্জিত করে চিত্রিত করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। এবারে আসছি-"কেন সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনকেই অতিরঞ্জিত করা হলো"?? এর কারণ হচ্ছেঃ ১/ সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও খ্রীষ্টানদের ধ্বংস করেননি- বরঞ্চ বাঁচিয়েছিলেন ও বারংবার দয়া করেছিলেন। এই চরিত্র ক্রুসেডের ইতিহাসে ৪ মহানয়কের(ইমাদ-উদ-দ্বীন, নূর-উদ-দ্বীন, সালাহ্-উদ-দ্বীন স্বয়ং ও রুকুন-উদ-দ্বীন বাইবার্স) ভেতরে ছিলো না(এই পাতায় বর্ণিত সমসাময়িক রচনায় উল্লেখিত অসংখ্য যুদ্ধ তার প্রমাণ)। ২/ তার সৌহার্যমূলক নীতির কারণে ক্রুসেডাররা আল-কুদ্স হারিয়েও লেভান্টে নিশ্চিন্তে থাকতে পেরেছিলো। অর্থাৎ সুলতান ক্রুসেডারদের স্বার্থের পথে বাঁধা ছিলেন না। আরও খোলাসা করে বলছিঃ সুলতানের মূল লক্ষই ছিলো আল -কুদ্স উদ্ধার করা, যা তিনি পেরেছিলেন- লেভান্ট মুক্ত করা নয়। আর ক্রুসেডারদের মূল লক্ষ ছিলো লেভান্টে নিজেদের দখলদারীত্ব বজায় রাখা। এই পাতায় সবকিছু পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তবু প্রসঙ্গক্রমে আবারও বলছিঃ "ক্রুসেডারদের মূল লক্ষ ছিলো অর্থনৈতিক, ধর্মীয় নয়। ধর্মকে তারা ব্যবহার করেছিলো শুধু। তাদের লক্ষই ছিলো লেভান্টকে নিজেদের কব্জায় রাখা, যাতে করে সমৃদ্ধ বন্দরগুলোর মাধ্যমে গোটা পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্য হাঁতের মুঠোয় রাখা যায়। তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিলো, আল-কুদ্স হারালেও ১১৯২ সালে ইয়াফার চুক্তিবলে খ্রীষ্টানরা মুসলিম নাগরিকদের সমান অধিকার, তীর্থের সময় ইচ্ছেমতো চলাফেরা ও থাকার অধিকার

লাভ করায় তাদের তেমন কোন অসুবিধাই হয়নি। ৩/ ক্রুসেডে খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় বীর ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড-দ্য লায়নহার্ট। এই রিচার্ডের কাছেই সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন বারংবার এমনকি শেষ যুদ্ধেও পরাজিত হয়েছেন। এমন লোককে খ্রীষ্টানরা কেন মহাবীর বানাবেন না যে তাদের ক্রুসেডের বীরের কাছে বারংবার হয়েছেন?? এবং ৪/ জাতীয়তাবাদী আরবদের দৃষ্টিভঙ্গী। এই ব্যাপারটা একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক, তাহলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে কিভাবে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন অতিরঞ্জিত হতে হতে আজ খালিদ(রাঃ) এর সাথে তুলিত হচ্ছেন ও ক্রুসেডের মুজাহিদ বলতে তাকেই বোঝানো হচ্ছে?

#অতিরঞ্জনের_ইতিহাস (১২ খন্ডের ৮ম পর্ব)

গত পর্বে উল্লেখিত কারণগুলোর কারণে ইউরোপের খ্রীষ্টানরা ক্রুসেডের অন্যান্য মুজাহিদদের তুলনায় সালাহ্-উদ-দ্বীনের প্রতি দুর্বল ছিলেন। এসব কারণেই তারা সালাহ্-উদ-দ্বীনকে নিয়ে লিখে যায় একেকটি নাটক, উপন্যাস, কবিতা! ১৭৭৯ সালে #গোথহল্ড_এফরাইম_লেসিংস তার বিখ্যাত নাটক #নাথান_দ্য_ওয়াইজ-এ, ১৮২৫ সালে বিখ্যাত ইংরেজ লেখক #স্যার_ওয়াল্টার_স্কট তার বিখ্যাত উপন্যাস #দ্য_তালিসমান-এ সালাহ্-উদ-দ্বীনকে তুলে ধরেন।

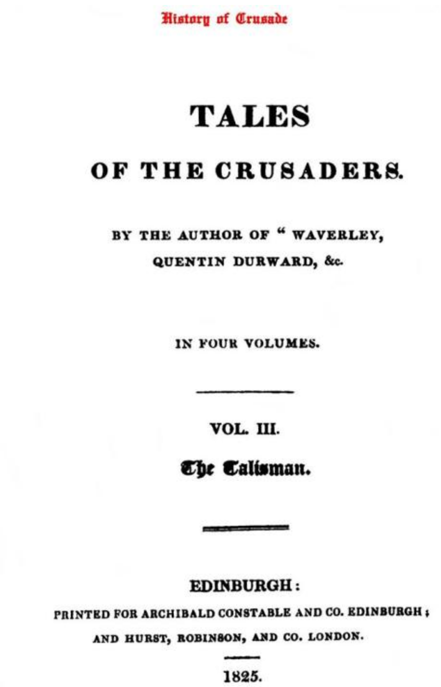
History of Crusade

TALES

OF THE CRUSADERS.

BY THE AUTHOR OF " WAVERLEY, QUENTIN DURWARD, &c.

IN FOUR VOLUMES.

VOL. III.

The Talisman.

EDINBURGH:

PRINTED FOR ARCHIBALD CONSTABLE AND CO. EDINBURGH; AND HURST, ROBINSON, AND CO. LONDON.

1825.

তালিসমানের ১ম প্রচ্ছদ!

তুলে ধরেন তার মহত্ত্বকে। বিংশ শতাব্দী এমন ১টা সময় ছিলো যখন মুসলিমরা সস্তা জাতীর মতো ইউরোপীয়দের সমস্ত চিন্তা-চেতনাই গোগ্রাস্রে গলধঃকরণ করতো। এসময় মুসলিমদের রাজনৈতিক অবস্থা যতোটা না খারাপ ছিলো তার চাইতে অনেক বেশি করুণ ছিলো মানসিক অবস্থা। নিজেদের কিছুই ভালো না, কিন্তু ইউরোপীয় হলেই ভালো। এমন ১টা ধারণার ফলেই তারা সমসাময়িক আরবী ইতিহাসের চাইতেও প্রাধান্য দিতে থাকে কোন ইউরোপীয় খ্রীষ্টানের লেখা পরবর্তীকালের ইতিহাসকে!! আরব জাতীর মাঝে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রবেশ করে মিছরে মিছরের পাশা(পরবর্তীতে খেদিভ)#মুহাম্মাদ_আলী_পাশা’র শাসনামলে(১৮৪০-৪৮)।

মূলত এসময় থেকেই মিছরীয়রা পাশ্চাত্যের রচনাবলির সাথে পরিচিত হয়, তাদের নিজেদের দেশের কাহিনী তারা নিজেদের সমসায়িকম ইতিহাস ছেড়ে বিদেশীদের তাও পরবর্তীকালের রচনায় বিশ্বাস করতে থাকে। ১৮৯৮ সালে জার্মান সম্রাট কেইজার #২য়_উইলহেল্ম এশিয়া সফরের সময় দামেশ্ক্বে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের সমাধী পরিদর্শন করেন। দামেশ্ক্ব হচ্ছে সেই শহর যেখানে ক্রুসেডের ৪জন মুজাহিদ শায়িত আছেন- ১/ নূর-উদ-দ্বীন মাহ্মূদ যাঙ্গী(রহঃ), ২/ গাযী সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফ শাহ্, ৩/ রুকুন-উদ-দ্বীন বাইবার্স এবং ৪/ সাইফ-উদ-দ্বীন ক্বালাওউন। এই ৪জনের ৩জনই ক্রুসেডারদের চরম বিরোধী ছিলেন, ৪জনের মাঝে তুলনামূলক নমনীয় ও ক্রুসেডারদের প্রতি কোমল ছিলেন সুলতান সালাহ্ -উদ-দ্বীন-ই। তাই জার্মান সম্রাট সালাহ্-উদ-দ্বীনের সমাধী পরিদর্শন করেন। শুধু তাই-ই

নয় তিনি সুলতানের কবরের জন্য ১টি মর্মর পাথরের শবাধার দান করেন-#যেটি আজও মূল কবরের পাশে রাখা আছে।

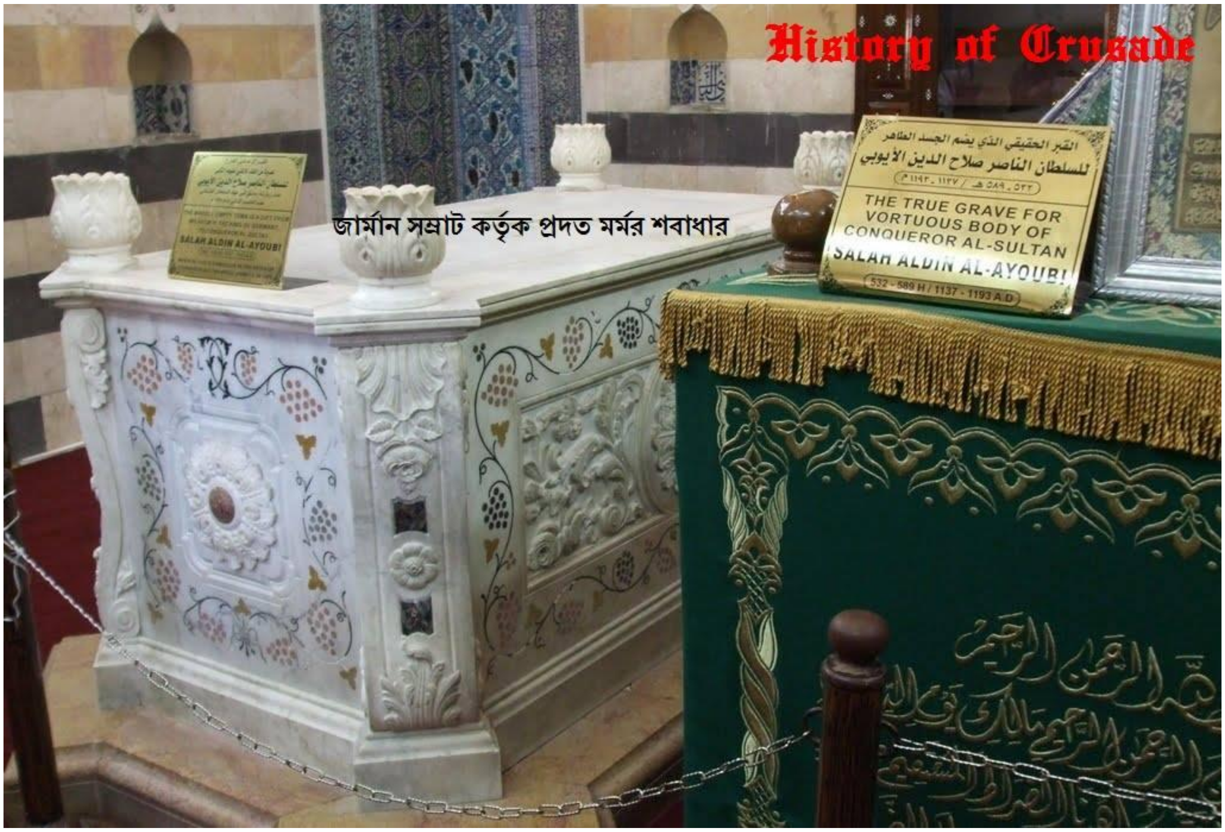

যেই ইউরোপের সবকিছুই উন্নত, সেই ইউরোপের-ই ১পরাশক্তি জার্মান সম্রাট কিনা পরিদর্শন করলো তাদেরই ১ সুলতানের কবর? ব্যস্ তখন থেকেই শুরু হলো সালাহ্-উদ-দ্বীন বন্দনা। ক্রুসেডাররা যেমন ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ডকে তাদের বীর বেছে নিয়েছে, আরবরাও তেমনি ক্রুসেডের ১জন মুহাজিদকে তাদের নায়ক হিসেবে বেছে দিলো। এককালে এই তো খেদিভদের আগে উছমান্লী যুগেও মুসলিম জাহানের ক্রুসেডের নায়ক ছিলেন সুলতান বাইবার্স, সেই স্থানে এবারে জাতীয়তাবাদীরা সালাহ্-উদ-দ্বীনকে বসালো। এর মূল কারণ ছিলো সুলতান বাইবার্স কেবল কুরআন পড়তে জানতেন- কিন্তু আরবীতে কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু কুর্দীদের সাথে কারকাসিয়ানদের তুলনায় আরবদের অনেক বেশি মিল এবং সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের ভাষাও ছিলো আরবী। আরবী মাতৃভাষা ব্যস-

আরব জাতীয়তাবাদীদের নজরে পরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ঠ। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে মাযহাব, মিছরের অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিশেষকরে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মাযহাব ছিলো শাফীঈ। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের মাযহাব ছিলো শাফীঈ, এবং তিনিই কেবল ১ই মাযহাবকেই আইয়্যূবী সালতানাতের রাষ্ট্রীয় মাযহাব ঘোষণা করেছিলেন ও আদালতে কেবল শাফীঈ মাযহাব দ্বারাই বিচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যা হানাফী মাযহাবভুক্ত বাইবার্স তুলে দেন এবং ৪টি মাযহাবের জন্য ৪ জন কাজী নিয়োগ করেন- প্রত্যেকটি আদালতে। মাযহাব যদিও ৪টিই ছহীহ্ তবু কিছু মূর্খ মাযহাবী আছে যারা তাদের মাযহাবকেই কেবল ছহীহ্ ভাবেন বাকীদের বাতিল ভাবেন- এসব মূর্খদের চক্ষুশূল ছিলেন বাইবার্স। এসমস্ত কারণে ক্রুসেডের নায়ক হিসাবে বাইবার্সের স্থলে সালাহ্-উদ-দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হন- জাতীয়তাবাদী মিছরীয়দের দ্বারা। জাতীয়তাবাদীরা যেই চারাগাছ রোপন করে তা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অতি উৎসাহী সাহিত্যিকেরা রঙ-চঙ চরিয়ে একেবারে ক্রুসেডের প্রতিশব্দই বানিয়ে দেয়। ১টি মজার ব্যাপার বলে আলোচনা শেষ করছি এই যে- সালাহ্-উদ-দ্বীন নামতির প্রচার এটাও কিন্তু ইউরোপীয়রাই করেছে- তারাই Saladin দ্বারা সালাহ্-উদ-দ্বীন বুঝিয়েছে। অথচ সমসাময়িক আরবী ইতিহাসে সুলতান চিত্রিত আছেন ইয়্যুসূফ নামে।

#ইতিহাসে_প্রকৃত_ইয়্যুসূফ_শাহ্

(১২ খন্ডের ৯ম পর্ব)

গত ৮টি পর্বে আমরা আল-কুদ্স বিজয়ী সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফ-ইবনেয়া-আইয়্যূব সম্পর্কিত সমসাময়িক রচনা/তথ্যসূত্র, অতিরঞ্জনের তথ্যসূত্র, অতিরঞ্জনের ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনা করেছি। আজ এর উপসংহার টানবো, আমরা এটা বলছি না যে সুলতান ইয়্যুসূফ কাপুরুষ ছিলেন, বরং আমরা বলছি উনি অবশ্যই বীর ছিলেন, কিন্তু মহাবীর ছিলেন না। আমরা এটা বলছি না যে ক্রুসেডে উনার কোন অবদান নেই, বরং আমরা বলছি উনি ক্রুসেডের মহানায়কদের ১জন-

তবে ১মাত্র মহানায়ক নন। আমরা এটা বলছি না যে- উনি ১ম কিবলাহ্ অধিকারে উনার কোন কৃতিত্ব নেই। বরং বলছি- উনি তো আল্লাহ্‌র সেই প্রিয় বান্দা যার হাঁত দিয়ে আল্লাহ্ আল-কুদ্‌স মুক্ত করেছেন। তবে আল-কুদ্‌সকে মুসলিমদের জন্য স্থায়ী করেননি। আল্লাহ্ বরঞ্চ উনার চাইতেও প্রিয় বান্দার হাতে আল-কুদ্‌সকে পাকাপোক্ত ভাবে মুসলিমদের অধিকারে দিয়েছিলেন। আমরা এটা বলছি না যে উনি ক্রুসেডারদের মিত্র ছিলেন, বরং বলছি- উনি এতোই নম্র ছিলেন যে ক্রুসেডারদের প্রতিও নম্রতা দেখিয়েছেন। সেটা এই পর্যায়ের নম্রতা যে- সুযোগ পেয়েও তিনি তাদের ক্ষতি না করে ক্ষতি করেছেন তারই পোষ্টা পরিবারের। ব্যক্তিগত ভাবে আমি সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্’র প্রতি শ্রদ্ধাশীল, উনার দানশীলতা ও বিশাল মনের একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত, কিন্তু আমি কখনই উন্মাদদের মতো সালাহ্-উদ-দ্বীন বলতেই ক্রুসেড বুঝি না, কারণ ক্রুসেডের ইতিহাসে উনার থেকেও বেশি ত্যাগ দেখি এর। আমি কখনই উনাকে মহাবীর ভাবি না, কারণ মহাবীর কখনই ঝুকি নিতে পিছপা হয় না- তার প্রমাণ আমরা ইবনুল আসীর ও ইবনে_শাদ্দাদের লেখনিতে পাতায় পাতায় পাই। আর আমি এতোটা নিকৃষ্ঠ অবশ্যই নই যে- উনাকে আল্লাহ্‌র তরবারী খালীদ(রাঃ) এর সাথে তুলনীয় বীর ভাববো। খালীদ(রাঃ) এর সাথে তুলনীয় কোন সেনাপতি বিশ্বে নেই। আমি আল-হামদুলিল্লাহ্ গোটা বিশ্বের ইতিহাস-ই জানি, এবং জেনে-শুনে সজ্ঞানেই বলছি। কারণ খালীদ(রাঃ) এর সামরিক প্রতিভা ছিলো ব্যাখ্যাতীত, উনি এমন সব রণকৌশলের উদ্ভাবন করে গেছেন যা আজও আমীর তাইমূরের মতো বিচক্ষণ সেনাপতিও করতে পারেননি ! আর বীর হিসেবে বলতে হয় কেউই- বীর/যোদ্ধা হিসাবে আলী(রাঃ) এর তুল্য নয়। অতিরঞ্জনের কারণে ইদানিং কিছু মূর্খ-গর্দভকে দেখা যায় রাছূল(ছঃ) এর জীবণের যুদ্ধের- সৈন্যের ও ফলাফল এবং খালীদ(রাঃ) এর যুদ্ধের বিবরণ দেওয়ার পর নাটকীয় ভাবে বলছে যে- আর এত সালে সালাহ্-উদ-দ্বীন জেরুজালেম অধিকার করেন। নেও ঠ্যালা- কিসের ভেতর কি- পান্তাভাতে ঘি।

যারা অতিরঞ্জিত করে কথা বোলবে ও রাসূল (ছঃ) ও আল্লাহ্‌র তরবারীর সাথে অতিরঞ্জিত করে মিথ্যে বোলবে সামান্য সুলতান ইয়্যুসূফকে আল্লাহ্’র রাছূল ও তার তরবারীর কাতারে বসানোর জন্য- তাদের মুখে পোঁকা পরুক- এই জিন্দেগীতেই।

“সুলতান ইয়ুসূফের অবদান”

History of Crusade·Friday, 11 August 2017

#সুলতান_ইয়ুসূফ_শাহ্‌র_অবদান (১৩ খন্ডের ১ম পর্ব) “ইসলাম প্রচারে সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্’র অবদান”

সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্ কেবলমাত্র আল-কুদ্‌স বিজেতাই ছিলেন না, তার অবদান কেবল ১টি গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। বরং তিনি ছিলেন একাধারে দানবীর, নির্মাতা, বিজেতা, সংগঠক ও ১জন মহান কল্যাণকামী শাসক। উনার অবদান ছাড়িয়ে আছে বহু দিকে- বহু ক্ষেত্রে। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের ধারাবাহিক ইতিহাস শেষ তাই আমরা আজ উনার কৃতিত্ব/অবদান নিয়ে আলোচনা কোরব। মানুষ চলে যায়, তার ভালো কাজগুলো শুধু রয়ে যায়; চলুন দেখে আসি উনার সুকর্ম/কৃতিত্বের তালিকা? (১) ইসলাম প্রচারে অবদানঃ

ইসলাম প্রচারে সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্’র অবদান ছিলো অনন্য, মিছর ছিলো ১টি শী’আ সাম্রাজ্য; ক্রুসেডারদের দ্বারা আক্রান্ত হলে মিছরের ফাতিমী সম্রাট পশ্চিম এশিয়ার উদীয়মান তারকা সুলতান নূর-উদ-দ্বীন মাহ্‌মূদ যাঙ্গীর সাহায্য চান। সুলতান নূর ফাতিমীদের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করেন - একান্ত অনিচ্ছায়, কেবলমাত্র শের-ই-ক্বোহ্’র কারণেই তিনি মিছরে যাঙ্গী সৈন্য প্রেরণে সম্মত হন। যাঙ্গীরা ঠিকই বিজয়ী হয়, সঙ্গত কারণেই মিছরের উপর যাঙ্গী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ওদিকে যাঙ্গী সেনাপতির ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহ্-উদ-দ্বীনকে আল-আদীদ তার প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করায় সব ভজঘট হয়ে যায়। সবার মনেই এই প্রশ্ন ঘুড়পাক খায় যে মিছরে আসলে কার অধীন মুসলিম যাঙ্গীদের না শী’আ ফাতিমীদের? ফাতিমীরাই মিছরের সিংহাসনে, কিন্তু সামরিক শক্তি যাঙ্গীদের। ওদিকে যাঙ্গী সেনাপতির ভাতিজা আবার

ফাতিমীদের প্রধানমন্ত্রী। মিছর তখন ছিলো ১ শী'আ রাজ্য, যাঙ্গীদের মিছর অভিযানের পরও সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। মিছর সে তো ইসলামের ৭টি দেশের(১/ আরব, ২/শাম, ৩/ সাওয়াদ, ৪/ মিছর, ৫/ পারস্য, ৬/ ইয়ামান ও ৭/ উমান) ১টি দেশ, তাই এর উপর আধিপত্যের গুরুত্ব ছিলো খুব। যদিও ফাতিমী সম্রাটরা ক্রুসেডার বিরোধী ছিলো, কিন্তু তাদের কোন কোন প্রধানমন্ত্রী ছিলো ক্রুসেডারদের দালাল। এমন কোন নিশ্চয়তা ছিলো না যে যাঙ্গী বাহিনীর মিছর ত্যাগের পর আবার কোন প্রধানমন্ত্রী ক্রুসেডারদের ডেকে আনবে না। নূর -উদ-দ্বীন চাইছিলেন দ্রুত মিছরে মুসলিম আব্বাসী খুতবা চালু হোক, কিন্তু ইয়ুসূফ শাহ্ দেরী করছিলেন, কারণ অখ্যাত সালাহ্-উদ-দ্বীনকে এক লাফে মিছরের প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন এই আল-আদীদ-ই। অবশেষে আল-আদীদ অসুস্থ্য হয়ে পরায় ক্রমাগত আব্বাসী ও যাঙ্গী চাপে পরে ঈসায়ী ১১৭১ সালে জুম্মার খুতবায় শী'আ ফাতিমীদের খুতবা বাদ দিয়ে তদস্থলে মুসলিম আব্বাসীদের নামে খুতবা চালু করান। এরফলে দুন্ইয়ার বুক থেকে অবসান ঘটে ২৬২ বছরের ঐতিহ্যবাহী#ফাতিমী_সাম্রাজ্যের।

আল-আদীদ তখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত এত বড় ১টা দুঃসংবাদ ইয়ুসূফ শাহ্ মৃত্যুপথযাত্রী এক ব্যক্তিকে দিতে চাননি। এটা নিঃসন্দেহে উনার মহত্ত্বের ১টি

অনুপম নিদর্শন। আর বিনা রক্তপাতে এত বিরাট ১টা ঘটনা কেবল মিছর-ই নয় বরং বিশ্বের ইতিহাসেও বিরল। বলা হয়ে থাকে যে- 'মিছরে শী'আ আধিপত্য অবসানের মতো ঘটনাটি এভাবে ঘটে যে- দু'টো ছাগলের গুতাগুতিও হয়নি"। আমার দৃষ্টিতে সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্'র এই অবদান উনার আল-কুদ্স বিজয়ের থেকেও বেশি, কারণ আল-কুদ্স থেকে এরপর আবার মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু আজ থেকে ৮৪৬ বছর আগে সেই যে মিভহর থেকে শী'আ শাসনের অবসান ঘটেছে আজ অবধি সেখানে আর শী'আ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এবং সব থেকে অবাক ব্যাপার হচ্ছে যে দেশ ছিলো বিরাট এক শী'আ সাম্রাজ্যের শক্তির মূল কেন্দ্র সেখানেই আজ শী'আরা সংখ্যালঘিষ্ঠ! এটা নিঃসন্দেহে সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্'র এমন এক অবদান- যা আর কারও সাথেই তুলনীয় নয়, এদিক থেকে উনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এরপর ইসলামের ক্ষেত্রে সুলতানের ২য় অবদান হচ্ছে মুসলিমদের ১ম কিবলাহ্ পুনরাধিকার, ৮৮ বছর পর তিনিই ছিলেন ১ম মুসলিম যিনি আল-কুদ্স পুনরাধিকার করেন। এর আগেও আল-কুদ্স ১বার পুর্নদখল করা হয়েছিলো তবে তা ফাতিমী শী'আদের দ্বারা।

#সুলতান_ইয়্যুসূফের_দানশীলতা(১৩ খন্ডের ২য় পর্ব)

ক্রুসেডের ইতিহাসে, শুধু ক্রুসেডের ইতিহাসে কেন বলা যায় বিশ্বের ইতিহাসে সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ এক অনন্য স্থানের অধিকারী। সেটি হচ্ছে দানশীলতা, দানশীলতার দিক দিয়ে উনাকে ক্রুসেডের কোন মহানায়ক-ই পেছনে ফেলতে পারবে না। আড়াইশত বছরের ঐতিহ্যবাহী ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী মিছরের শী'আ ফাতিমী সাম্রাজ্যের অবসান উনার হাতেই ঘটে। সেই সময়েও ফাতিমীদের ধন-ভান্ডারে চোখ ঝলসে দেওয়ার মতো ভান্ডার ছিলো। এই#স্ফটিফ_জগটিই

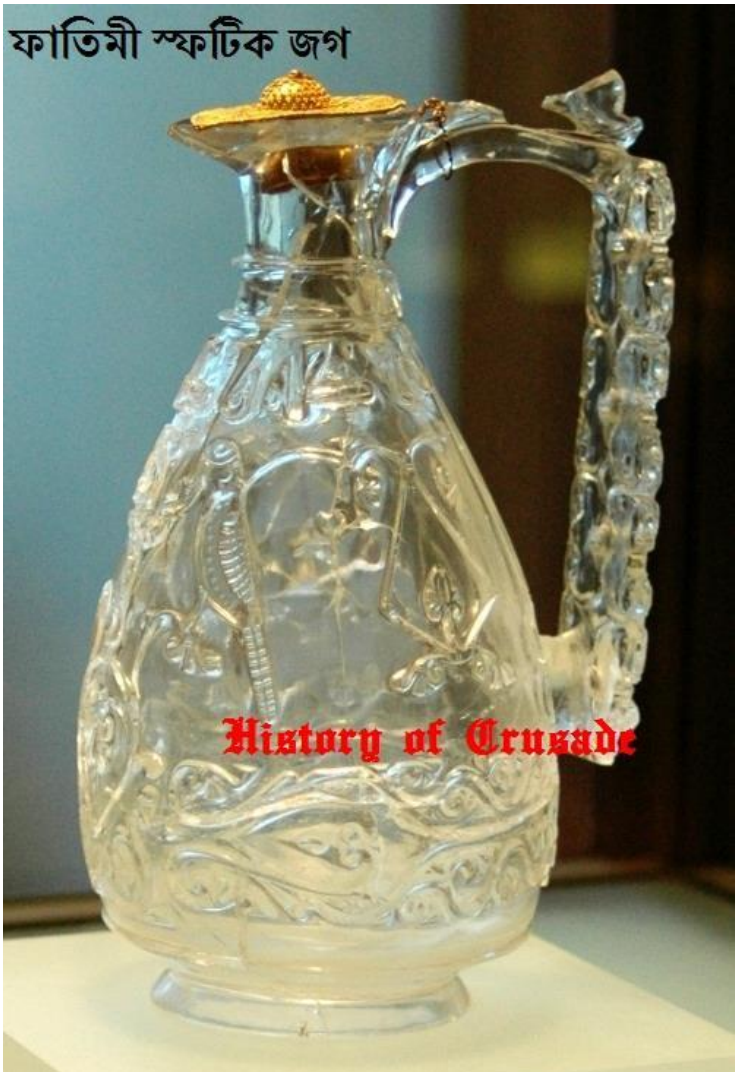

দেখুন এই জগটি স্ফটিক দ্বারা নির্মিত ও এর মুখ স্বর্ণনির্মিত। স্ফটিকের এই জগটির মাঝেও আবার সিংহ খোদিত আছে- এটা হচ্ছে ফাতিমী শিল্পের এক উজ্জ্বল নির্দর্শন। ক্ষমতা গ্রহণকালে তিনি ফাতিমীদের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখেও কোনভাবেই লোভের শিকার তো হনইনি উলটো সমস্ত ধন-সম্পদ তিনি সৈন্যদের মাঝে উদারভাবে দান করে দেন। তার দানকৃত সম্পদ কেমন ছিলো তা ইবনূল আসীরের এই বর্ণনা থেকেই পাওয়া যায়- "সুলতানের দানকৃত বস্তুর মাঝে ১টি ছিলো ১৭ দিরহাম ওজনের এক অতিকায় নীলকান্তমণি! আমি নিজে এটাকে ওজন করে দেখেছি"। শুধু তাই-ই নয় তিনি যখনই যে রাজ্যই অধিকার করেছেন- সেখান থেকে কিছুই নিজের জন্য নেননি- ১টি পয়সাও না। যদিও এটা গানীমাহ্- তার হক্ব

ছিলো। আমিদ, দামেশ্‌ক্ব ও হালাব অধিকারের পর এখান থেকে পাওয়া বিপুল সম্পদ তিনি নির্দ্বিধায় সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দেন। এখানেই শেষ নয় তার দানশীলতার, রিচার্ডের ঘোড়া মারা গেলে তিনি রিচার্ডকে নিজের ঘোড়া দান করে দেন! আল-কুদ্‌স অধিকারের পর বহু যুদ্ধবন্দী মুক্তিণ দিতে না পারায় তিনি নিজেই তাদের মুক্তিপণ দিয়ে দেন! প্রকৃতপক্ষে সুলতান ইয়ুসুফ শাহ্‌ ছিলেন এক মহান ভদ্রলোক, ক্রুসেডারেরা তার ভদ্র ব্যবহারের যোগ্য ছিলো না। মৃত্যুকালে তার নিজের সম্পত্তি বলতে ছিলো ১টি স্বর্ণমুদ্রা ও ৪৭টি রৌপ্যমুদ্রা। প্রশ্ন হচ্ছে এত কম কেন? তিনি কি দরিদ্র ছিলেন? প্রকৃত সত্য হচ্ছে- তিনি দরিদ্র ছিলেন না। বরং দানশীল ছিলেন, তিনি যথেচ্ছা ভাবে দান করতে করতে তার সম্পত্তির পরিমাণ কমিয়ে এনেছিলেন। আল্লাহ্‌ এই দানশীল ব্যক্তির কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিক।

#রাজ্য_বিজয়ে_সুলতান_ইয়ুসূফের_অবদান (১৩ খন্ডের ৩য় পর্ব)

সুলতান সালাহ্‌-উদ-দ্বীন ইয়ুসূফ মিছরের শী'আ ফাতিমী, নুবিয়ার কপ্টিক খ্রীষ্টান, শাম-হিজাঝ ও জাঝিরাহ্‌'র মুসলিম যাঙ্গী, ইয়ামানের শী'আ ও সাইরেনিকার খারিজীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মৃত্যুর আগে বিশাল এক সালতানাত রেখে যান, যা #আইয়ূ্যবী_সালতানাত

নামে খ্যাত। সুলতান ইয়্যুসূফের বিজয়াভিযান পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে- ঈসায়ী ১১৭১ সালে তিনি বিনা যুদ্ধেই ফাতিমীদের সড়িয়ে মিছর অধিকার করেন। এ জন্যে উনার লেগেছে মোটে ১ বছর, গোটা মিছরের প্রতিটি কোণে নিজের আধিপত্য ১১৭৪ ঈসায়ী নাগাদ-ই প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ মোটে ৩ বছরের মাঝেই গোটা মিছর উনার পদানত হয়। মিছরের পর সুলতানের সেনাপতি মালিক কারাকুশ ঈসায়ী ১১৭৫ সালে বারক্বাহ্(সাইরেনাইকা) অধিকার করে নেন- খারিজীদের পরাজিত করে। একই বছর কারাকুশ আরও পশ্চিমে এগিয়ে যান ও তারাবুলুস আল-গার্ব(ত্রিপলীতানিয়া) অধিকার করে নেন। এর আগে দ্বুভাগে বিভক্ত ইয়ামান জয় করতে সুলতানের ভাই তুরান শাহ্'র লেগেছিলো মাত্র ১ বছর(১১৭৪ ঈঃ)। এই ১১৭৪ ঈসায়ীতেই যাঙ্গী সালতানাতভুক্ত হিজাযও অধিকার করা হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে সালতানাতের বৃহদংশ (দুই তৃতীয়াংশ) অধিকার করতে সুলতানের সেনাপতিদের সর্ব সাকুল্যে ২ বছর লেগেছে। যেখানে সুলতানের নিজের লেগে গেছে- তুলনামূলক সুদীর্ঘ সময়। মিছরকে কব্জায় আনতে সুলতানের লেগে গেছে ৩ বছর, যদিও সুলতানের ভাই তুরান শাহ্ মাত্র ১ বছরের পূর্বেই নুবিয়ার কাছ থেকে এক বিস্তৃত ভূভাগ অধিকার করে নেন। সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ যাঙ্গীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন ঈসায়ী ১১৭৪ সালে, এবং ১১৮৬ ঈসায়ীতে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ১ যুগের অভিযান শেষ হয়, যার ফল ছিলো শূন্য। যাঙ্গীদের ৩টি প্রধান শহরের(দামেশ্ক্,হ্‌হালাব ও মাওসিল) ১টি শহরকেও সুলতান বাহুবলে জয় করতে পারেননি। দামেশ্কের শাসনভার তিনি গ্রহণ করেন বূ'রীদের কাছ থেকে সন্ধির মাধ্যমে এবং হালাবকেও তিনি চুক্তির মাধ্যমেই লাভ করেন। আর মাওসিল তো সুলতানের কাছে চিরজীবণের জন্য অজয়-ই থেকে যায়। এই ১ যুগে সুলতান যঙ্গীদের কাছ থেকে কেবলমাত্র শাম ও জাঝিরাহ্'র কিয়দংশ অধিকার করেন! আল-কুদ্স অধিকার করতেও সুলতানকে এত সময় ব্যয় করতে হয়নি। এর কারণ হচ্ছে যখন মুসলিম ও বিধর্মীদের মধ্যে লড়াই হয় তখন আল্লাহ্ ইখলাছ থাকলে মুসলিমদেরই সমর্থন করেন। কিন্তু লড়াই যখন দুই মুসলিমের মাঝে হয় আল্লাহ্

তখন তাকেই সমর্থন করেন- যে হক্ব তাকে। ব্যাপারটি ঠিক এই,সুলতান যদি যাঙ্গী সালতানাত অধিকার করার জন্য বেকার এত সময় ও শক্তি অপচয় না করে তা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতেন তবে বহু আগেই ক্রুসেডারদের পাতাকড়ি গুটাতে হতো। কিন্তু তিনি তা না করায় না পেরেছেন বহুল কাঙ্খিত মাওসিল দখল করতে না পেরেছেন দাজলার ওপাড়ে রাজ্য বিস্তার করতে। উপরন্ত যাঙ্গীদের সাথে তার ক্লান্তিকর নিষ্ফল যুদ্ধাভিযান সুলতানের যুদ্ধ স্পৃহাকেই ধ্বংস করেছিলো। যার ফলশ্রুতিতে তিনি বারংবার বেশি সৈন্য থাকা সত্ত্বেও ক্রুসেডারদের আক্রমণ করতে ইতস্তত করেছেন- পরিমাণে ক্রুসেডাররা সাহস পেয়েছে ও রিচার্ড পেয়েছেন ১টার পর ১টা বিজয়। তবে এদিক দিয়ে সুলতান ইয়ুসূফকে অনন্য বলা যায় যে - আল-কুদ্স পুর্নদখলের পর এত বিরাট ঘটনার পরও সুলতান ১টি প্রাণীর উপরেও অত্যাচার করেননি,এদিক দিকে বিজেতা হিসাবে সুলতান ইয়ুসূফের অবদান অনবদ্য ও অসামান্য।

#স্থাপত্যে_সুলতান_ইয়ুসূফের_অবদান (১৩ খন্ডের ৪র্থ পর্ব)

১জন নির্মাতা ও দূরদর্শি কল্যাণকামী শাসক হিসাবেও সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্ ছিলেন অনন্য। তিনি এমন কিছু কাজ করে যান যার ফল তার পরবর্তী সুলতানেরাও লাভ করেছিলো। রাজ্যের নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সদা -জাগ্রত তাই ক্রুসেডারদের সম্ভাব্য অভিযানের পথগুলোতে তিনি পুরাতন দূর্গরাজি সংস্কার করেন ও বহু নতুন নতুন দূর্গ নির্মাণ করে রাজ্যকে সুরক্ষিত করেন। তৎকালে মিছর ছিলো মুসলিম জাহানের কেন্দ্র,মিছরের রাজধানী ছিলো আল-কাহিরাহ্ যা ফাতিমী সম্রাট আল-মুইযের আমীর ও বিখ্যাত সেনাপতি জাওহার আস-সিকিলী কর্তৃক ৯৬৯ ঈসায়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩ মহাদেশব্যপি বিস্তৃত সুবিশাল ও শক্তিশালী ফাতিমী সাম্রাজ্যের এমন কোন শত্রু ছিলো না - যারা কি না আল-কাহিরা(কায়রো) আক্রমণের দুঃসাহস দেখাতে পারে। তাই আল-কাহিরাহ্তে কোন নগর-দূর্গ ছিলো না,প্রকৃতপক্ষে দরকারও তেমন ১টা ছিলো না। কারণ আল-

কাহিরাহ্‌'র অদূরে অবস্থিত আল-ফুসতাত ছিলো ১টি দূর্গনগরী এবং এর নির্মাতা ছিলেন আমর-ইবনুল-আস(রাঃ), উমার ফারুক(রাঃ) এর খিলাফাহ্‌কালে ঈসায়ী ৬৪১ সালে বর্তমান আল-কাহিরাহ্‌'র অদূরে আল-ফুসতাত নগরী নির্মিত হয়। আল-কাহিরাহ্‌ নির্মাণের আগ পর্যন্ত ৩২৮ বছর এই ফুসতাত-ই ছিলো মিছরের রাজধানী। কিন্তু ক্রুসেডারদের আক্রমণের ফলে- এই শহর যাতে ক্রুসেডারদের হাতে না পরে সেজন্য ফাতিমী প্রধানমন্ত্রী ১১৬৮ ঈসায়ীতে ফুসতাত জ্বালিয়ে দেন। ৫২৭ বছরের এই শহর ধ্বংসের সাথে সাথে মিছরের নিরাপত্তাও তিরোহিত হয়ে যায়। মিছরের সিংহাসনে বসার পর সুলতান ইয়্যুসুফকে মিছরের নিরাপত্তার বিষয়টি ভাবিয়ে তোলে তারই প্রেক্ষাপটে গোটা আল-কাহিরাহ্‌কে বেষ্টন করে সুলতান এক বিশাল ও শক্তিশালী দূর্গ নির্মাণের কাজে হাত দেন। #এই_নগরদূর্গ

নির্মাণের কাজ চললো দীর্ঘ ৭ বছর ধরে, ঈসায়ী ১১৭৬ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে ১১৮৩ ঈসায়ীতে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। এই বিশাল নির্মাণকাজের বিপুল

পরিমাণ পাথরের চাহিদা মেটাতে ছোট ছোট বহু পিরামিড ধ্বংস করে পাথর সংগ্রহ করা হয়। খুবই মজবুত ভাবে এর নির্মাণ করা হয়, তা এই #নগরদূর্গের_প্রাচীর

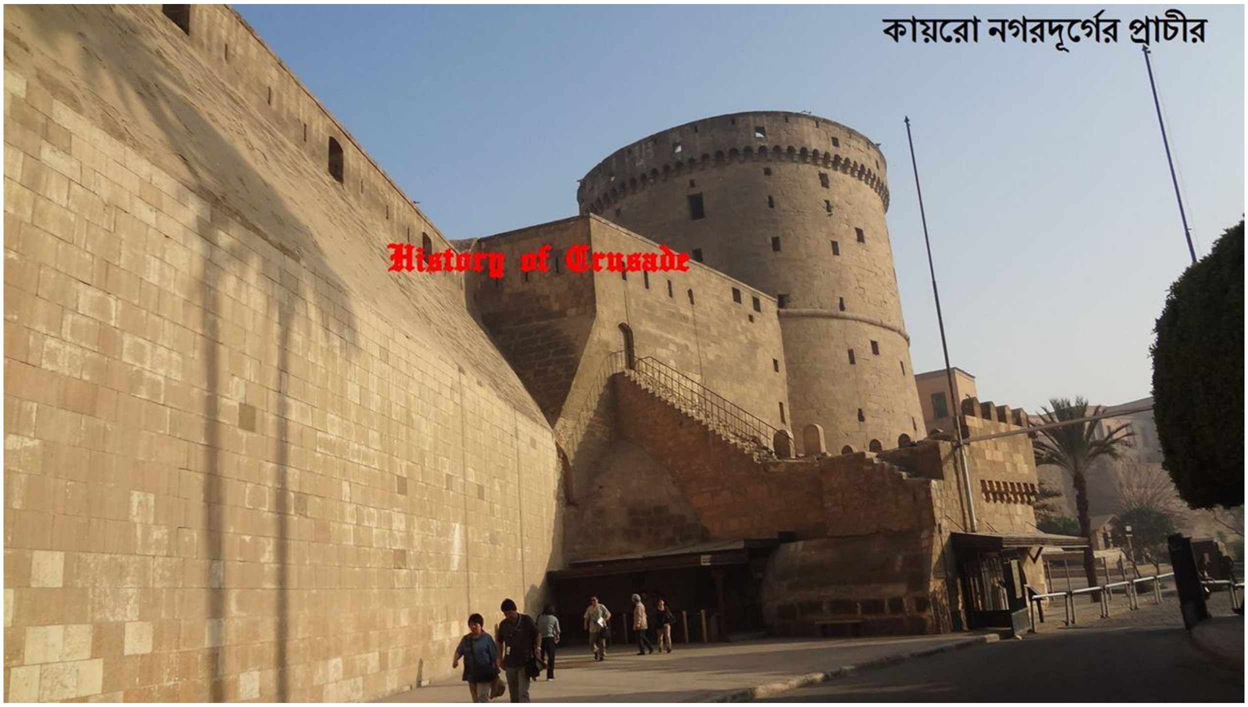

দেখলেই বোঝা যায়। বর্তমানে এটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত ১টি পুরাকীর্তি, তবে সেই আইয়ুবী আমলের মতো এটি আজও কালাতুল সালাহ্ -উদ-দ্বীন বা সালাহ্-উদ-দ্বীনের দূর্গ নামে খ্যাত। আজও এই দূর্গের বিভিন্ন #গুপ্তপথ

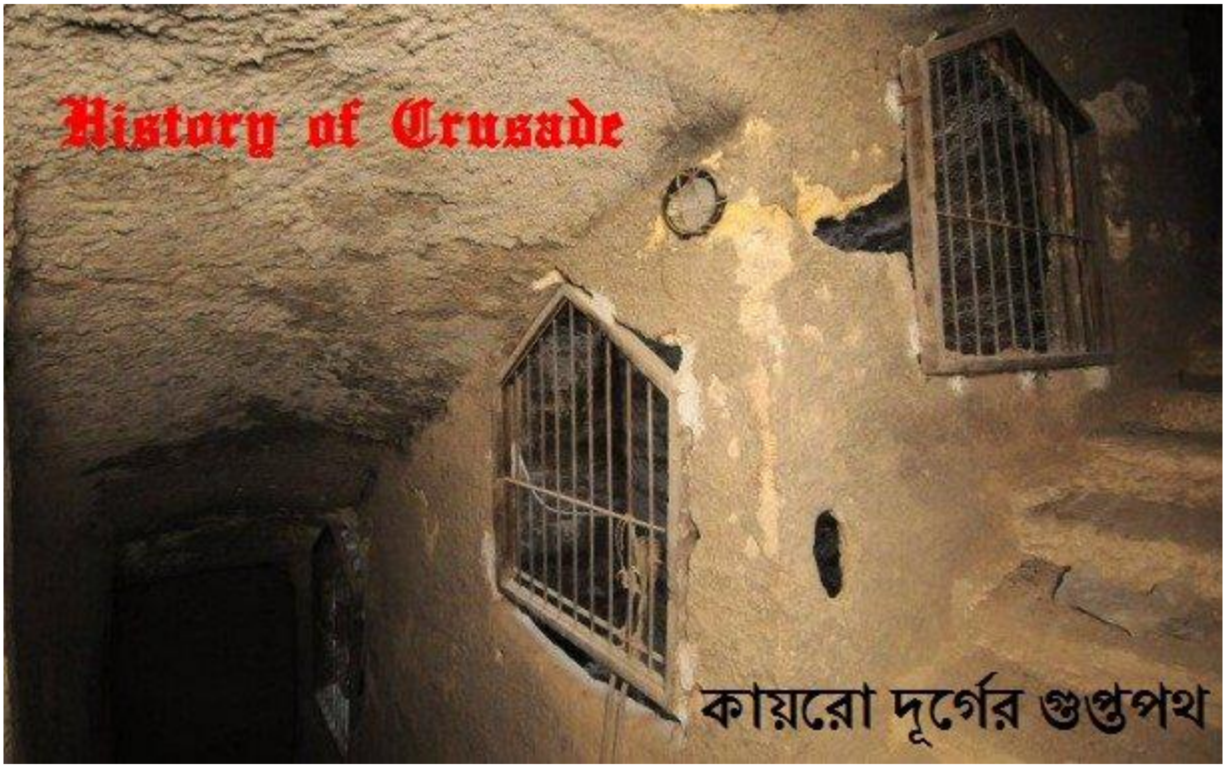

দর্শকদের মনে বিষ্ময়ের সৃষ্টি করে। ১৮৪৮ ঈসায়ী পর্যন্ত ৬৭২ বছর এই দূর্গে বহুবার সংস্কার কাজ হয়েছে, হয়েছে বহু সংযোজন। এসবের বাহিরেও সুলতান কায়রোতে তরবারী নির্মাতাদের জন্য সরকারী শিক্ষালয় নির্মাণ করে- যা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই শিক্ষালয় থেকে কারিগরদের বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তরবারী নির্মাণের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এসবের বাহিরেও রাজধানী কায়রোর অদূরে গিজায় সুলতান এক #বিশাল_সেতু

নির্মাণ করেন। এর ফলে যাতায়াত আরও সহজ হয় ও সৈন্য চলাচলে গতি আসে। এগুলো বাদেও সুলতান কায়রোতে সুগভীর এক কূপ খনন করান, এই কূপের গভীরতা বিষ্ময়কর রকমের বেশি ২৮০ ফিট, যা আজও #বীরে_ইয়্যুসূফ

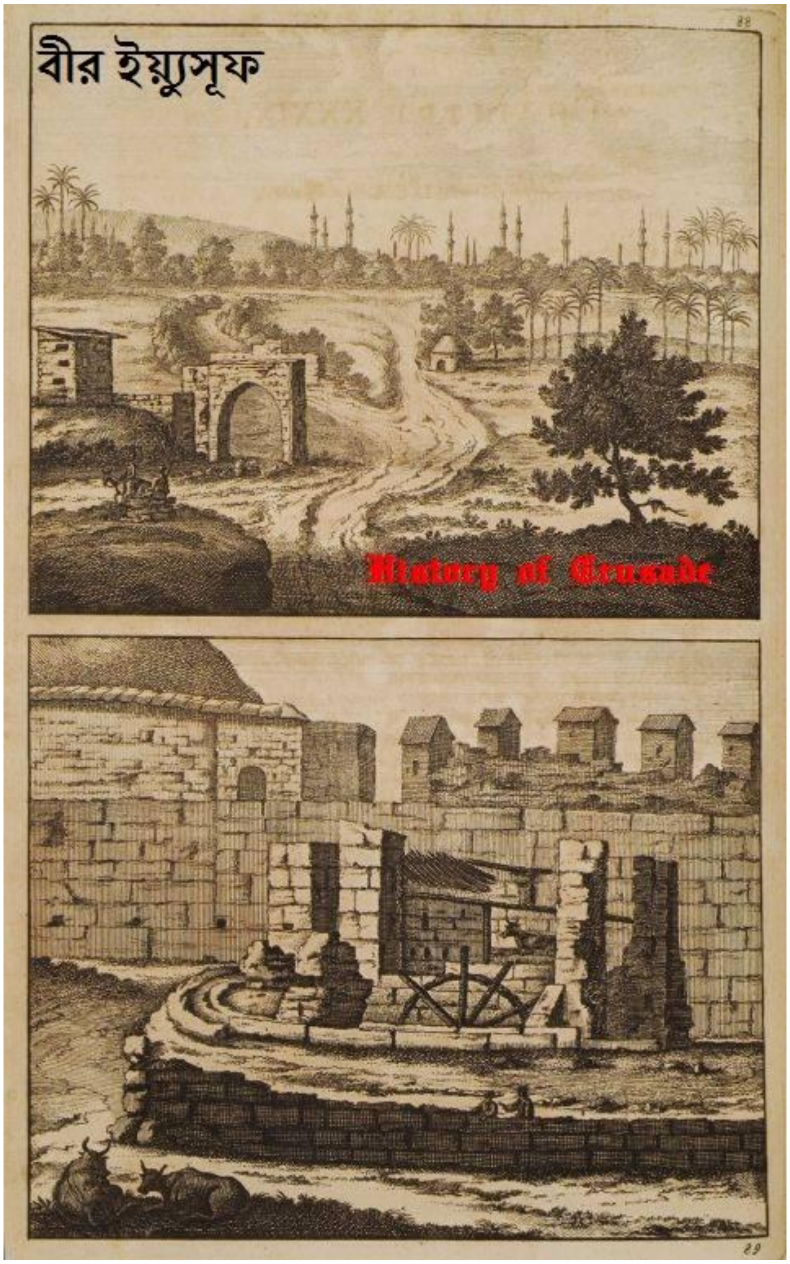

বা ইয়্যুসূফের কুয়া নামে খ্যাত। অনেকেই এটিকে ইয়্যুসূফ (আঃ) এর কুয়া মনে থাকেন- যেটি ভ্রান্ত ধারণা। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফ উনার জীবদ্দশায় সুলতান ইয়্যুসূফ নামে বেশি পরিচিত ছিলেন ও নিজেকে ইয়্যুসূফ নামেই অভিহিত করতেন। এগুলো ছাড়াও সুলতান শামের বহু দূর্গের সংস্কার করেন ও দূর্গের দেওয়ালগুলো আরও মজবুত করে নির্মাণ করে দেন। যা কালের সাক্ষ্মী হিসাবে আজও সুলতান ইয়্যুসূফের দূরদর্শিতার সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে।

#সামরিক_ক্ষেত্রে_সুলতান_সালাহ্_উদ_দ্বীনের_অবদান (১৩ খন্ডের ৫ম পর্ব)

সামরিক ক্ষেত্রের বহুদিকে সুলতান ইয়ুসূফের অবদান ছিলো অসীম, তিনি স্থাল ও নৌ দু'দিকেই বহু অবদান রেখেছেন। আমরা দু'দিক নিয়েই আলোচনা কোরব-(১) নৌবাহিনীঃ কোন সন্দেহ নেই যে 'ক্রুসেডের সময়' সুলতান ইয়ুসূফের পূর্বে মুসলিম নৌবাহিনী বলে কিছুই ছিলো না। এজন্য অবশ্য মুসলিমদের তেমন কোন সমস্যাও হয়নি, কারণ ইতিপূর্বে কোন নৌ-আক্রমণও হয়নি। কিন্তু সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্'র সময় কাউন্ট রেনাল্ড ঈসায়ী ১১৮০ সালে ১৬টি যুদ্ধ জাহাজ সম্বলিত ১টি নৌ-বাহিনী গড়ে তুলে শুধুমাত্র হাজ্জ্বযাত্রী বাহি জাহাজ ও বাণিজ্যতরী লুট করার জন্যে। এর পূর্বেই ঈসায়ী ১১৭৬ সালে ইসলামে দীক্ষিত আর্মেনীয় নাবিক হাসান-উদ-দ্বীন লূলু'র নেতৃত্বে ১ম আইয়ুবী নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। হাসান-উদ-দ্বীন লূলুই ছিলেন ১ম আইয়ূবী আমীরুল বাহ্র(নৌপ্রধান/Admiral)। আইয়ুবী নৌ বহরের সাহায্যেই আদান(এডেন) অধিকার করা হয়। এই নৌ-বহর ও আমীরুল বাহ্র হাসানের নেতৃত্বেই ক্রুসেডারদের ১৬টি রণতরীর নৌবহরকে পরাজিত ও বিধ্বস্থ করে মুসলিম বণিক ও হাজ্জ্বযাত্রীদের রক্ষা করা হয়। কিন্তু এই নৌবহর রেলান্ডের মতো দস্যুর সাথে যতোটা সক্ষম ছিলো, ঠিক ততোটাই অক্ষম ছিলো রিচার্ডের শক্তিশালী ইংরেজ নৌ-বহরের কাছে। এই বহর রিচার্ডের বহরের সামনে দাড়াতেই পারেনি। তবু ক্রুসেডের সময় ১ম নৌবাহিনী গড়ে তোলাত একক কৃতিত্ব - ১মাত্র সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের।

(২) স্থল বাহিনীঃ স্থল বাহিনীতে সুলতান বহুমুখী অবদান রেখেছেন, তা নিম্নরুপ- ১/ মামলূক বাহিনী গঠনঃ এটি ১টি প্রচলিত ভুল যে ১ম মামলূক বাহিনী গড়ে তোলার কৃতিত্ব আইয়ূবী সুলতান আস-সালিহ্'র। প্রকৃতপক্ষে সুলতান আস-সালিহ্ ব্যপক ভাবে দাস কিনে সেনাবাহিনী তৈরী করেন। কিন্তু সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্ সীমিত ভাবে হলেও ১ম তিনিই মামলূক সেনাদল গড়ে তুলেন। আর ১টি চমকপ্রদ বিষয়

হচ্ছে সুলতান যেই জাতীর মানুষদের কিনে ১ম মামলূক বাহিনী গড়ে তুলেন, তারা আর কেউ নয় বরং সুবিখ্যাত উছমানী তুর্কী সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা #ওঘুজ

জাতী। ওঘুজ গোত্রের লোকদের নিয়েই ১ম মামলূক বাহিনী গড়ে তোলা হয়। সে হিসাবে বলা যায়- ওঘুজদের ১ম বিশ্ব রাজনীতিতে আনেন সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্। সুলতানের #মামলূক_সেনারা

বীরত্বে ছিলো অনন্য। ২/ বর্শাধারীঃ নাটুকে লোকদের লেখা গল্প-উপন্যাসে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের মূল শক্তি তার তথাকথিত 'কমান্ডো' বাহিনী দেখালেও, এটি এতোই হাস্যকর ও গাঁজাখোরী ব্যাপার যে একে মিথ্যা প্রমাণ করতে যাওয়াটাও ১টা মূর্খতা। তাই সে চেষ্ঠা বাদ দিয়ে স্পষ্ট করে বলছি- ইবনুল আসীর ও ইবনে শাদ্দাদের বর্ণনায় একথা স্পষ্ট যে- সুলতান মূল শক্তি ছিলো বর্শাধারী বাহিনী। এদের বলা হতো #তাওয়াশী।

হাত্তিন ও কুরুন হামা'র মতো মোড় পরিবর্তনকারী যুদ্ধে এরাই বেশি কাজে এসেছে বিজয় ছিনিয়ে আনার ক্ষেত্রে।৩/ তরবারীর কারখানা স্থাপনঃ বিজ্ঞান ও মানসম্পন্ন ভাবে তরবারী প্রস্তুতের জন্য সুলতান আল-কাহিরাহ্তে ১টি তরবারীর কারখানা স্থাপন করা হয়, যেখানে কামারদের নিদৃষ্ঠ মাপে মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তরবারী বানানোর প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র দেয়া হতো। এই সনদ পরবর্তীতে কামারশালা খোলার/চাকরী লাভের জন্য বিরাট সহায়ক হতো।#আইয়্যুবী_তরবারী

নিঃসন্দেহে ক্রুসেডারদের তরবারীর চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলো, এবং এই তরবারীই মামলূক আমলের শুরুতেই মিছর ও শামে ব্যবহৃত হতো। এই ছিলো সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের সামরিক ক্ষেত্রে অবদান, তার সেনাবাহিনীতে ৪টি জাতের মানুষ ছিলোঃ ১/ স্বজাতী কুর্দী, ২/ কুর্দীদের সমগ্রোত্রিয় আর্মেনিয়া, ৩/ সূদানী নিগ্রো ও ৪/ ওঘুজ তুর্কী। গল্প-উপন্যাসের সাথে বাস্তবের কোন মিল নেই, বাস্তবে সূদানী নিগ্রোরা ছিলো সালাহ্-উদ-দ্বীনের নিজের লোক।

#সুলতান_ইয়ুসূফের_যুগের_মনিষীরা_১ (১৩ খন্ডের ৬ষ্ঠ পর্ব)

আইয়্যূবী যুগ ছিলো ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগ, এযুগে ইতিহাস, বিজ্ঞান, জ্যামিতি ও প্রকৌশল শাস্ত্রের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। সুলতান ইয়ুসূফ শাহ্'র যুগে বহু মনীষি ছিলেন যাদের অবদান আমরা আজও ভোগ করছি। এদের মাঝে প্রথমেই আসে আল-জাঝারীর কথা। বাদী-উয-যামান আবুল ইয্-উদ-দ্বীন ইসমাঈল-ইবনুর রায্যাক আল-জাঝারী, #আল_জাঝারী

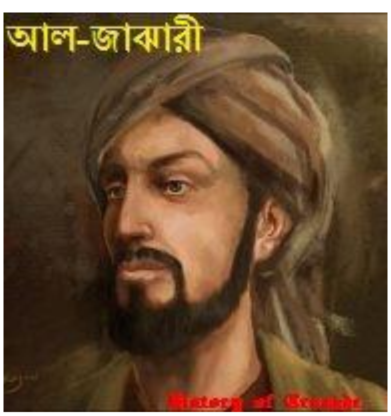

নামেই যিনি সমধিক পরিচিত। ঈসায়ী ১১৩৬ সালে তিনি আর্তুকীদ আমীরাতের #সিজির(যাঝিরাহ্ ইবনু উমার)

শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জাতীতে তিনি ছিলেন তুর্কী, জাঝিরাহ্'র অধিবাসী হওয়ায় তিনি আল-জাঝারী নামেই পরিচিত। জাতীতে তিনি ছিলেন কুর্দী, তবে তুর্কী ও আরবী ভাষায় পন্ডিত হওয়ায় অনেকেই তাকে আরব ও তুর্কী ভেবে ভুল করেছেন। তিনি যাঙ্গী আমলে মাওসিলে ও আইয়্যূবী আমলে আল-কাহিরাহ্'য় অবস্থান করেন ও যাঙ্গী ও আইয়্যূবী দুই বংশেরই পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি ১জন বহুবিদ্যাবিশারদ, এমন মানুষ কেবল আইয়্যূবী যুগেই নয় বরং বর্তমান বিশ্বেও বিরল। আল-জাঝারী একাধারে ছিলেন- আলীম, উদ্ভাবক, যন্ত্র প্রকৌশলী, শিল্পী, চিত্রকর ও গণিত বিশারদ! সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের #যেই_ছবি

আমরা দেখে থাকি তা আল-জাঝারীর-ই নিজের হাতে আঁকা। ঈসায়ী ১১৮৫ সালে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন এভাবেই সিংহাসনের উপর পোজ দিলে আল-জাঝারী উনাকে সামনে রেখেই এই ছবি আঁকেন। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন মুদ্রায় নিজের প্রতিকৃতি অঙ্কনের রীতি চালু করেন, উনার মুদ্রায় খোদিত উনার চিত্র আল-জাঝারীর চিত্রের হুবহু প্রতিলিপি। তার বহু রচনার মাঝে الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل/ The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices বিশ্ববিখ্যাত। এই বইতে ১০০ প্রকারের যন্ত্র তৈরীর পদ্ধতি সম্পর্কে লেখা আছে, যার মাঝে ৮০ প্রকারের নৌযান নির্মাণের পদ্ধতি আল-জাঝারী নিজেই দেখিয়ে দিয়েছেন। নিজে চিত্রকর হওয়ায় তিনি তার গ্রন্থগুলোতে সচিত্র অঙ্কন করে দেখিয়ে দেন- কিভাবে কোনটা নির্মাণ করতে হবে। মানুষের ছবি আঁকতেও তিনি যে পারদর্শী ছিলেন তার প্রমাণ সালাহ্-উদ-দ্বীনের ছবি, এই ছবি থেকেই ১৫৬৮ সালে ক্রিষ্টোফানো দেল আলতিসিমো সালাহ্-উদ-দ্বীনের #এই_চিত্রটি

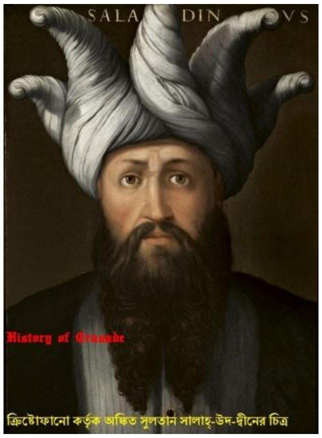

অঙ্কন করেন। তার সমস্থ কৃতিত্বের মাঝে সেরা ও অপ্রতিদ্বন্দী কৃতিত্ব হচ্ছে রোবট আবিষ্কারের মতো যুগের অগ্রগামী আবিষ্কার। সুলতানের প্রাসাদে মানুষ ছাড়াই বাদ্য বাজানোর জন্য তিনি এই#সুর_মুর্ছনাকারী_বাদকদল

আবিষ্কার করেন! রাজকীয় ভোজ-উৎসবে বাদ্য বাজানোর জন্য এই আজব ব্যান্ডদল গড়ে তোলা হয়, পানি, চাকা ও আরও অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্য#এই_ব্যান্ডদল

এর ভেতর থেকে সুর ভেসে আসতো ও এরা হালকা দুলতো, মনেহতো এরা মনের সুখে বাজনা বাজাচ্ছে! এটিই ছিলো বিশ্বের ১ম রোবট, যদিও মিথ্যাবাদী প্রতারক পশ্চিমারা আজও এটা স্বীকার করেনি! এই যান্ত্রিক ব্যান্ডদল ছাড়াও তিনি ৩ প্রকারের ঘড়ি আবিষ্কার করেন, যার প্রত্যেকটিই যুগ অগ্রগামী ও অদ্ভুত। এদের মাঝে ১ম টি #হাতী_ঘড়িঃ

দেয়,#এটি

হাতীর পিঠে বহনকারী ১ আশ্চর্য্য চলমান ঘড়ি- যা আজও বিশ্ব সভ্যতাকে নাড়া দেয়,#এটি

ছিলো উনার ১টি বিখ্যাত আবিষ্কার!, ২য় টি #মোম_ঘড়িঃ

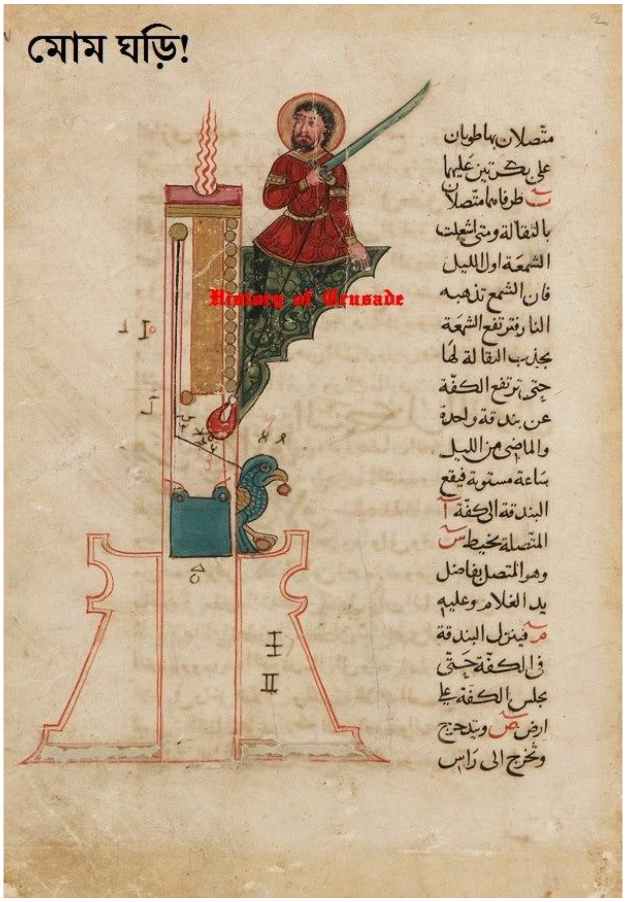

মোমের সাহায্য নির্মিত অত্যাশ্চর্য্য এক ঘড়ি ও ৩য় টি#প্রাসাদ_দূর্গ_ঘড়িঃ

যা প্রাসাদে বা দূর্গের সিংহ দুয়ারে স্থাপিত থাকবে। বলাই বাহুল্য আল -জাঝারী এই প্রত্যেকটি চিন্তাই আধুনিক, যা একালে ভাবা সম্ভব- কিন্তু সেই আইয়্যূবী যুগে মানুষের কল্পনারও বাহিরে ছিলো! তিনি যান্ত্রিক বাদকদল ছাড়াও আরেকটি [#স্বয়ংক্রিয়_যন্ত্র]

আবিষ্কার করেন! পানি শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন[#বাঁশী]

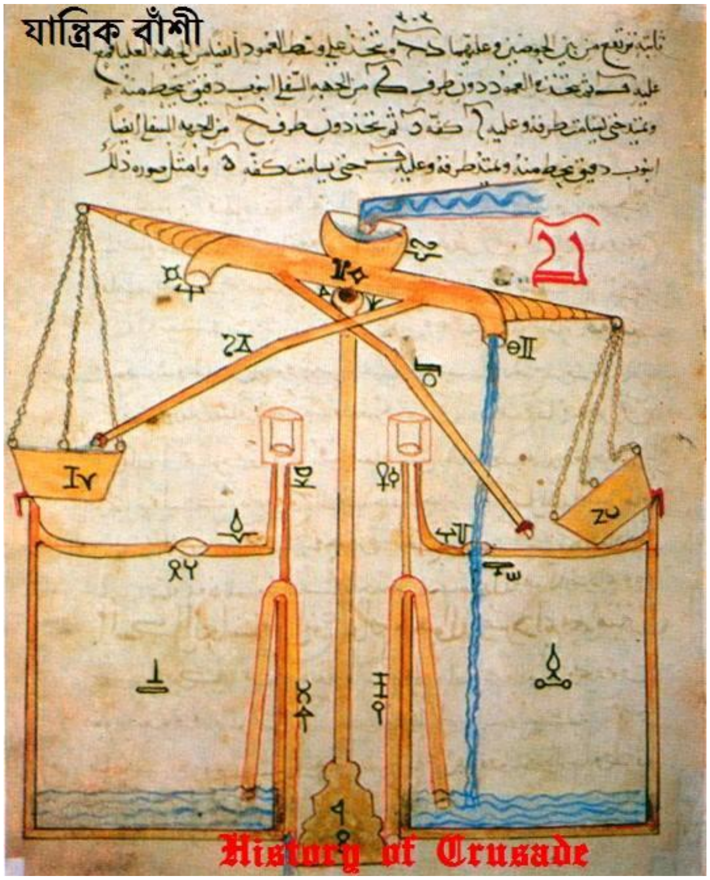

আবিষ্কার করেন- যা একটানা বাজতে থাকবে! জনকল্যাণে তিনি পারস্য চাকাকে উন্নত রুপ দেন একে যন্ত্রচালিত করে#শিকল_চালিত_পাম্প

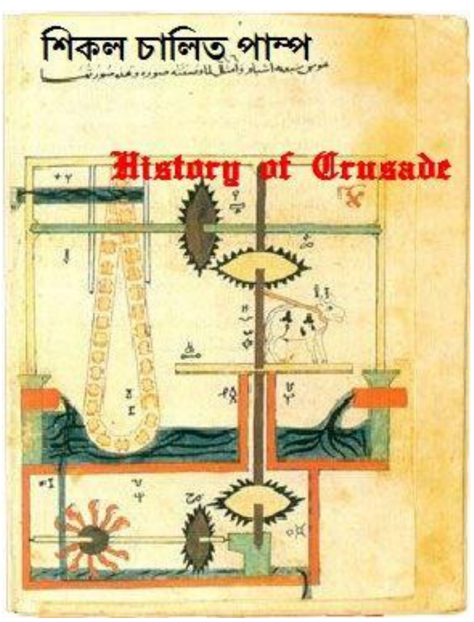

বসিয়ে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে বিশ্বের মাঝে উনি ১ম#বেসিন

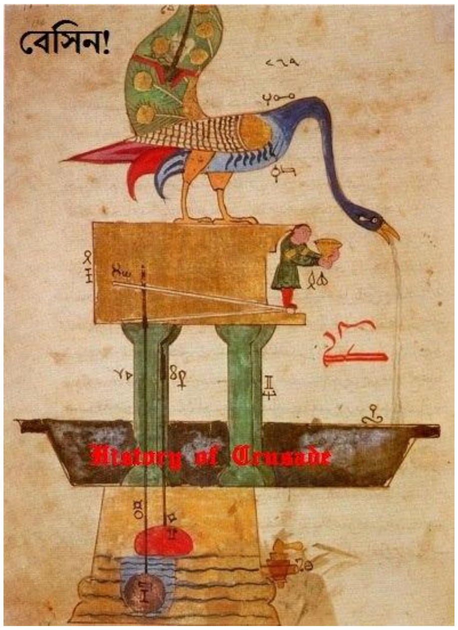

আবিষ্কার করেন, যাতে টিপ কল(ট্যাপ) এর ব্যবস্থাও ছিলো!! এমন কি উনি#ফ্লাশও

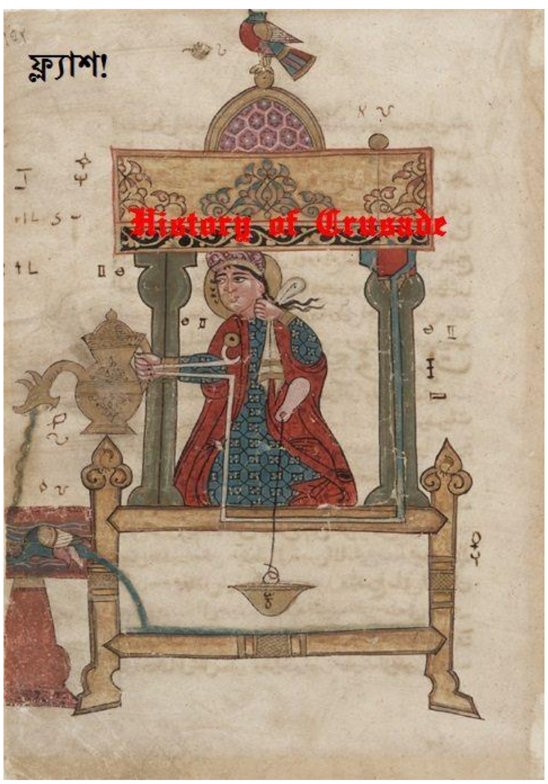

আবিষ্কার করেন, যা সেই যুগে কল্পনারও অতীত ছিলো!! উনার#চিত্রিত_পান্ডুলিপি

আজও বিশ্ব সভ্যতার জন্য আর্শীবাদসরুপ, এগুলো আজও সেই প্রমাণই দিচ্ছে যে উনি আজ থেকে প্রায় ১০০০ বছর আগে কতোটা অগ্রগামী ছিলেন! উনার কীর্তি ও আবিষ্কারের বিবরণ দেয়া শুরু করলে তা ১০ পর্বের নিচে শেষ হবে না, উনি ১০০১টি নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেন!!! তবে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে নিজের চিত্র ছাড়া সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন উনার আবিষ্কারকে কাজে লাগাতে পারেননি ও মূল্যায়ণ করেননি! সেটা করলে ক্রুসেডারদের আল-জাঝারীর আবিষ্কৃত কোন যন্ত্রের সাহায্যে আরও দ্রুত ধ্বংস করা যেতো। হতাই সংক্ষেপে উনার উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের বিবরণ দেয়া হলো- যেগুলো বিশ্বে উনিই ১ম আবিষ্কার করেন! আল্লাহ্ এই মহান আবিষ্কারকের কবর জান্নাতের সুগন্ধী দিয়ে ভরে দিক।

#সুলতান_ইয়্যুসূফের_যুগের_মনীষিরা_২ (১৩ খন্ডের ৭ম পর্ব)

(১) কাজ্বী বাহা-উদ-দ্বীনঃ একাধারে আলীম ও ইতিহাসবিদ কাজ্বী বাহা-উদ-দ্বীন ঈসায়ী ১০ই রমাদান ৫৩৯ হিজরী মুতাবিক ১১৪৫ ঈসায়ীর ৭ই মার্চ যাঙ্গী সালতানাতের আদি রাজধানী ও প্রাণকেন্দ্র মাওসিলে জন্মগ্রহণ করেন। আল-জাঝারীর মতো তিনিও জাতীতে ছিলেন কুর্দী, তার মূল নাম সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্'র মূল নামের সাথে এক, ইয়্যুসূফ-ইবনে-রাফী-ইবনে-শাদ্দাদ। কিন্তু কিন্তু সুলতান ইয়্যুসূফ কর্তৃক প্রদত্ত "বাহা-উদ-দ্বীন"(ধর্মের দ্যুতি) নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি মূলত বাহা-উদ-দ্বীন শাদ্দাদ নামেই খ্যাত, শাদ্দাদ তার দাদার নাম। মাওসিলে তিনি তাফসির ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভের পর তিনি বাগদাদের বিশ্বখ্যাত নিজামিয়া মাদরাসায় "মুঈদ"(সহকারী অধ্যাপক) পদে উন্নীত হন। নিজামিয়ার শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি অতঃপর ঈসায়ী ১১৭৩ সালে মাত্র ২৮ বছর বয়সে "মুদার্‌রিস"(অধ্যাপক) হয়ে মাওসিল মাদরাসায় যোগদান করেন। ঈসায়ী ১১৮৮ সালে ৪৩ বছর বয়সে তিনি হাজ্জ্বে যান ও হাজ্জ্ব থেকে ফেরার পথে সুলতান ইয়্যুসূফ উনাকে ত্বলব করেন। সুলতান ইতিপূর্বে মাওসিলের যাঙ্গীদের বিরুদ্ধে লড়াইকালে তার রচনার সাথে পরচিত হন। ঈসায়ী ১১৮৮ সালে ইয়্যুসূফকে "বাহা-উদ-দ্বীন" খেতাব দিয়ে "কাজ্বী-উল-আসকার"(সেনাবাহিনীর বিচারক) পদে নিয়োগ দেন। শুরু হয় বাহা-উদ-দ্বীনের পথচলা, তিনি নিজ গুণবলে কায়রোর ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক থেকে প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত হওয়ার গৌরব লাভ করেন। সামরিক বিচারক ও উচ্চ পদে থাকার সুবাদে সুলতানের সাথে সাথে থাকার সুযোগ লাভ করেন। এভাবেই দু'জন ক্রমেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন। তিনি ৩য় ক্রুসেডের আক্কা'র অবরোধ ও আরসূফের যুদ্ধের ১জন প্রত্যক্ষদর্শী, তাই তার রচিত ইতিহাস খুবই মূল্যবান। ক্রুসেড সিরিজ ও এর গোড়া আলতামাশের ঈমানদীপ্ত দাস্তান এই শাদ্দাদের নামেই তাদের গালগল্প চালায়, যার সাথে শাদ্দাদের কোন সম্পর্কই নেই। শাদ্দাদের রচিত "তারিখুল মাওসিল"সহ আরও ইতিহাস গ্রন্থের নাম জানা গেলেও তিনি মূলত তার "আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া ওয়াল মাহাসিনুল ইয়্যুসূফীয়া" গ্রন্থের কারণেই বিশ্বখ্যাত, গল্প-নাট্যকার ও মিথ্যা রচয়িতা তথাকথিত "ইসলামী লেখকেরা"(!) একেই শাদ্দাদের

ডায়েরী বলে থাকে- যা উদ্ভট ও হাস্যকর। তিনি ফিকাহ্ ও হাশর সম্পর্কেও বই লিখেন, বই লিখেন জিহাদের রুপরেখা সম্পর্কেও। কিন্তু তিনি এই ১টি মাত্র বইয়ের কারণে বিশ্বখ্যাত, যা আমাদের তথ্যসূত্রের অন্যতম ও বাহা-উদ-দ্বীনের চাকুরীতে যোগদানের পর আমরা তার আন-নাওয়াদির থেকেই বেশির ভাগ তথ্য আহরণ করেছি। এটি The rare & exellent History of Saladin নামে ইংরেজীতে পরিচিত।(২) ইবনুল আসীরঃ আরেক বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও নিঃসন্দেহে আইয়্যূবী যুগের সেরা ইতিহাসবিদ। তিনি জাতীতে ছিলেন আরব, তিনি ও বহু গুণে গুণান্বিত পন্ডিত আল-জাঝারীর জন্মস্থান ছিলো এক- আধুনিক তুর্কীর কিজির-এ। ঈসায়ী ১১৬০ সালে তিনি যাঙ্গী সালতানাতভুক্ত জাঝিরাহ্'র কিজির-এ জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নামঃ আবুল হাঁসান আলী-ইবনে-মুহাম্মাদ-ইবনে-মুহাম্মাদ আশ-শাইবানী, তিনি বিখ্যাত শাইবান গোত্রের লোক ছিলেন, তার হেই(গোত্র সমষ্ঠী) বানু-বাক্র এর নামানুসারেই জাঝিরাহ্'র ১টি প্রদেশের নাম রাখা হয় দিয়ার-ই-বাক্র বা বাক্র গোত্রের প্রদেশ, যা বর্তমান তুর্কীর প্রদেশ। যাই হোক আরবী হওয়া সত্ত্বেও শত শত বছর কুর্দীস্তানে থাকতে থাকতে তারা কুর্দী হয়ে যান ও নিজের পরিচয়ও দিতেন কুর্দী বলে। তিনি ইতিহাসের তথ্যের অনুসন্ধানে বাগদাদ, হালাব ও দামেশ্কে বহুবার গিয়েছেন ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের মিছর অধিকারের সময়, সিংহাসনারোহণকালে ও মাওসিল অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তার ইতিহাসজ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন তাকে সরকারী ইতিহাস লেখকের চাকরী দিতে চাইলে তিনি অগ্রাহ্য করেন। কারণ তার মতে এতে নিরোপেক্ষতা ক্ষুন্ন হবে ও ইতিহাসের তথ্য অনুসন্ধানের জন্য তার কাজের ব্যাঘাত ঘটবে। তিনি একাধারে রচনা করেনঃ১-আত-তারিখুল বাহির ফিদ দাওলাহ্ আল-আতাবাকিয়া-বি আল-মাওসিল, ২-উসদ আল-গাবাহ্ ফি মারিফাতুছ ছহাবা, ৩-আল-লূবাব ফি তাহ্জিব আল-আনসান এবং অমূল্য-৪-আল-কামিল ফিত তারিখ। তিনি তার সমুদয় আহরিত জ্ঞান ও তথ্যের দ্বারা মূলতা আল-কামিল ফিত-তারিখ(পরিপূর্ণ ইতিহাস) গ্রন্থটি লিখেন। এটি ছিলো আদাম সিফাতুল্লাহ্(আঃ)

এর সময় থেকে বিশ্বের ইতিহাস! তিনি ১২৩১ ঈসায়ীতে তার এই বিরাট অমর কর্ম শেষ করেন। তিনি স্বচক্ষে যাঙ্গী সুলতানদের, সালাহ্-উদ-দ্বীনের অভিষেক, জাঙ্গীদের সাথে সালাহ্-উদ-দ্বীনের যুদ্ধ দেখেন ও তার আল-কামিলে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি নিজে সালাহ্-উদ-দ্বীন কর্তৃক বিলিয়ে দেয়া বিখ্যাত নীলকান্তমণিটি ওজন করে দেখেন! এসব কারণে ও বিশেষত নিরপেক্ষতার কারণে তার আল-কামিল খুবই মূল্যবান। আমরা আল-কামিল থেকে বহু তথ্য পরিবেশন করেছি। আল-কামিলের ইংরেজী অনুবাদ “The complete History” নামে খ্যাত।

“পরবর্তী আইয়্যূবীরা”

History of Crusade·Monday, 11 September 2017

#আল_আজীজ_ও_আইয়্যূবী_সালতানাত(১৪ খন্ডের ১ম পর্ব)

ঈসায়ী ১১৯৩ সালে ক্রুসেডের ইতিহাসের অন্যতম নায়ক গাযী সালাহ্-উদ-দ্বীনের ইন্তেকালের পর আইয়্যূবী সালতানাতে অস্থিরতা নেমে আসে। আর এটার বীজ বুনে যান সুলতান নিজেই, দুই মহাদেশ ব্যপি বিস্তৃত বিশাল আইয়্যূবী সালতানাত তিনি নিজেই পুত্র ও ভাইদের মাঝে ভাগ করে দিয়ে যান। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটা নিঃসন্দেহে উদারতম ও মহৎ ব্যবহার, কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে- “ঝড়ের পূর্বাভাষ”। সুলতান ইয়্যুসূফ শাহ্ তার বড় ছেলে আল-আফযালকে দঃ শাম, মেজ আল-আজীজকে মিছর, তারাবুলুস আল-গার্ব ও হিজাঝ, সেজো আয্-যাহিরকে উঃ শাম ও সুলতানের দুর্ধর্ষ ভাই তুরান শাহ্কে ইয়ামান ভাগ করে দিয়ে যান। তবে দঃ শামের অর্ন্তগত দুটি দূর্গ কার্ক, শাওবাক ও এর অর্ন্তগত ক্ষুদ্র অঞ্চল দিয়ে যান তার যোগ্যতম ভাই আল-আদিলকে। আল-আদিলের এই রাজ্য যেনো ছিলো দঃ শামের মাঝে এক ছিটমহলের মতো। যাই হোক এভাবেই বিশাল #আইয়্যূবী_সালতানাত

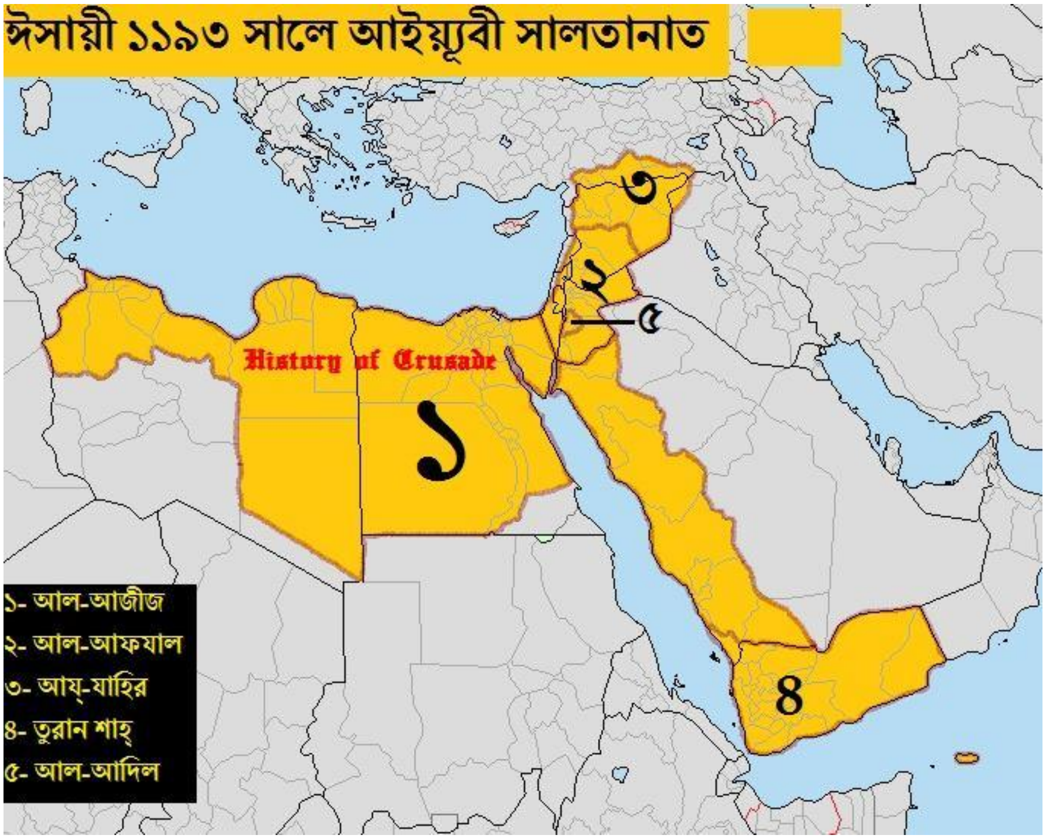

৫ খন্ডে বিভক্ত হয়ে যায়, এবং কালক্রমে এগুলো আরও খন্ড খন্ড হতে থাকে। দঃ শাম আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এর গুরুত্ব ছিলো অনেক, কারণ ক্রুসেডার রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু জেরুসালেম রাজ্যের রাজধানী আক্কা'র অবস্থান ছিলো এখানেই, এবং এর রাজধানী আদ-দামেশ্ক্ব ছিলো আইয়্যূবী সালতানাতের এশিয় অংশের রাজধানী। তদুপরি দামেশ্কেই আইয়্যূবী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান সালাহ্ -উদ-দ্বীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তাই দামেশ্কের গুরুত্ব ছিলো অনেক। কিন্তু ক্ষমতায়, আয়তনে ও শক্তিতে সেরা ছিলো আল-আজীজ উছমানের মিছর, এটা ছিলো ১ বিপুল এলাকা- মিছর, তারাবুলুস আল-গার্ব, হিজাঝ ও দুমাতুল জান্দাল সম্বনয়ে এক বিরাট এলাকা, এটাই ছিলো সব থেকে নিরাপদ অঞ্চল; কারণ এর প্রতিবেশিদের কারও সাধ্য ছিলো না আইয়্যূবীদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার চিন্তা পর্যন্ত করা। ক্রুসেডার রাজ্যগুলোর সাথে এর কোন সীমান্তও ছিলো না। তাই জিহাদের দায়িত্ব সুলতান আল-আজীজেরই ছিলো বেশি। উঃ শামও নিরাপদ ছিলো

না, কারণ তাদের সীমান্তেই ছিলো সেই দুর্দমীয় যাঙ্গী রাজ্য, শত চেষ্ঠা করেও সালাহ্-উদ-দ্বীন যাদের রাজ্য জয় করতে পারেননি। আল-আদিলের তো কোন সুযোগ-ই ছিলো না, কারণ তিনিই জায়গীরতুল্য এক ভূভাগের মালিক। দুর্ধর্ষ তুরান শাহ্ এমন এক স্থানে ছিলেন যেখান থেকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়ার কোন উপায়-ই ছিলো না। আশ্চর্য্যজনক হচ্ছে ৩ আইয়্যুবী সুলতানের কেউই ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করার কোন ব্যবস্থাই করলেন না ও তাদের কারও মাথায় এটা খেললো না যে- তারা(দঃ ও উঃ শাম) অবরুদ্ধ ক্রুসেডার রাজ্যগুলোদ্বারা। আর ক্রুসেডারেরাও শান্ত থাকলো, কারণ আইয়্যুবীদের তারা শত্রু মনেকরেনি ও আল-কুদ্স হারানোর পরও প্রায় গোটা লেভান্ট তাদের হাতেই ছিলো। তাদের মূল লক্ষ্য ছিলো ব্যবসায়ীক মুনাফা লাভ করা আল-কুদ্সের অধিকার নয়। আল-কুদ্সের অধিকার ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের কথা ছিলো ছেলে ভুলানী গানের মতোই। যাই হোক সুলতান আল-আজীজ রাজ্য বিস্তারের বা ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করার কোন চেষ্ঠাই করলেন না। তিনি বরং বহু বিচিত্র কাজে হাত দিলেন- যা হাস্যকর। তিনি আল-কাহিরাহ্’র অদূরে অবস্থিত গীজা’র বিখ্যাত #৩_পিরামিড

ধ্বংসের উদ্যোগ নিলেন, কিন্তু তার শ্রমিকেরাই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একে অসম্ভব বলে রায় দেয়ায় আল-আজীজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই 'মহাপরিকল্পনা' ত্যাগ করেন। এবারে তিনি গীজায় অবস্থিত #মেনকাউরের_পিরামিড

ধ্বংসের কাজে হাত দিলেন! এখানে তিনি কিছুটা সফলতা পেলেন, তারা ৮ মাসে শত চেষ্ঠার পর এর দু'টি মাত্র পাথর খসাতে সক্ষম হয় এবং প্রজাদের হাসির খোরাক জোগায়। ভাঙার শ্রমিকেরা আগেই সুলতানকে জানিয়ে দেন যে ভাঙার ব্যয় হবে নির্মাণ ব্যয়ের চেয়েও বেশি, তাও সুলতান রাজী হন। বহু চেষ্ঠার পর পিরামিডের উত্তরের দিকে ছবির এই ভাঙা অংশটি তারা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এত অর্থ, শ্রম, যন্ত্রপাতী ও শ্রমিকের মৃত্যু হয় যে শেষ পর্যন্ত সুলতান হার মানেন ও পিরামিড ভাঙার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। বাংলায় ১টি প্রবাদ আছে- "নেই কাজ তো খৈ ভাজ", সুলতানের কোন কাজ না থাকায় তিনি এই কাজে হাত দেন। উল্লেখ্য যে আম্‌র-ইবনুল-আস(রাঃ) ১জন ছহাবী ছিলেন ও তিনি নিজে পিরামিড দেখেও ভাঙার কোন উদ্যোগ নেননি, কারণ উনি এগুলো কোন মূর্তি ছিলো না ও উনি জানতেন এগুলো ফারাওদের কবর। আর ইসলাম কোন বিধর্মীরও সমাধীকে অপমান করার অনুমতি দেয় না।

#গৃহযুদ্ধের_যুগ। (১৪ খন্ডের ২য় পর্ব)

সুলতান সালাহ্-উদ এজন্যেই তার রাজ্য ছেলে ও ভাইদের মাঝে ভাগ করে দিয়েছিলেন যাতে তারা রাজ্য নিয়ে নিজেদের ভেতর বিবাদ না করে। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়, রাজ্য নিয়ে ৩ ভাইয়ের মাঝে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। তাদের কাজ দেখে এটাই মনেহবে যে- ক্রুসেডারেরা তখন চলে গিয়েছিলো- মুসলিম জাহানে আর কোন বিপদ ছিলো না- তাই তারা নিজেদের মাঝে মারপিট করছে! বড় শাহ্যাদা আল-আফ্যাল মিছর না পাওয়ায় খুবই অসন্তুষ্ট ছিলো, কারণ তার মতে মিছর সবথেকে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ তাই ওটা পাওয়ার হক্ব আসলে তারই বেশি ছিলো! আর মিছরের সুলতান আল-আজীজের ইচ্ছে ছিলো শামেরও অধিপতি হওয়া, কারণ মূল অংশ মিছর তার পদানত, সেহেতু উঃ ও দঃ শামও মিছরের অর্ন্তগতই হতে হবে। সব থেকে ক্ষুদ্র রাজ্য দেয়া হয়েছে সেই রাজ্যের সুলতান, সালাহ্-উদ-দ্বীনের ভাই আল-আদিলের লোভই ছিলো বেশি। তার ইচ্ছে ছিলো গোটা আইয়্যুবী সালতানাত পদানত করা। সন্দেহ ভাই সালাহ্-উদ-দ্বীনের ৩ ছেলেই ছিলো অযোগ্য, কারও মাথাতেই জিহাদের চিন্তাও আসেনি! আল-আদিল ছিলেন ভাতিজাদের শেষ করে নিজে ক্ষমতায় বসার ধান্ধায়, এর মাঝে ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল ইয়ামান ও হিজাঝসহ বহু যুদ্ধে বিজয়ী সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের ভাই তুরান শাহ্। তিনি শান্তিপূর্ণ ইনসাফের সাথে ইয়ামানে রাজত্ব করতেন ও কারও সাথে-পাছে থাকতেন না। যাইহোক গন্ডগোল ১ম শুরু করেন মিছরের সুলতান আল-আজীজ, পিতার মৃত্যুর মাত্র ১বছর পরই তিনি রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে বড় ভাই আল-আফযালের রাজ্য দঃ শামের রাজধানী দামেশ্ক আক্রমণ দ্বারা। কার্ক ও শাওবাকের সুলতান আল-আদিল ভাতিজাদের বিবাদ মিটিয়ে না দিয়ে তিনি তুলনামূলক শক্তিশালী আল-আজীজের পক্ষ নিলেন। আল-আজীজের পক্ষে নিয়ে আল-আদিল একাধিকবার দামেশ্ক আক্রমণ করেন। আল-আফযাল ছোট ভাই আয-যাহির গাযী'র সাথে জোট বাঁধেন আল-আজীজ ও আল-আদিলের জোটের বিরুদ্ধে। কিন্তু বারংবার আক্রমণ করে আল-আদিল মাত্র ৩ বছর বাদেই ঈসায়ী ১১৯৬ সালে দঃ শাম অধিকার করে নেন! আল-আফযাল সাহসী ছিলেন,

আরসূফের যুদ্ধে তিনি পিতার বাহিনীতে অন্যতম সেনাপতি ছিলেন, কিন্তু চাচা আল-আদিলের তীক্ষ্ম বুদ্ধি তার ছিলো না। রাজ্যচ্যুত অবস্থায় ঈসায়ী ১২২৫ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। ১১৯৮ সালে মিছরের সুলতান আল-আজীজ মারা গেলে তার পুত্রের নাবালত্বের সুযোগে আদিল নিজেই রাজত্ব করতে থাকেন ও মাত্র ২ বছর পর ঈসায়ী ১২০০ সালে ১১ বছরের নাবালেগ ভাতিজা সুলতান আল-মানসূর নাছির-উদ-দ্বীনকে সড়িয়ে নিজেই মিছরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। উঃ শাম ও ইয়ামান তার আনুগত্য স্বীকার করলেও সরাসরি এই দুই অঞ্চল মিছরের আর কোন আইয়ূ্যবী সুলতানের অধীনে আসেনি, এভাবেই শুরু হয় ক্ষয়ের ইতিহাস।
#আয_যাহির_গাযী

আয-যাহির গাযী কর্তৃক নির্মিত হালাব নগর দূর্গের বুরুজ

তুলনামূলক যোগ্য ছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভাই ও চাচার একাধিক আক্রমণের কারণে তিনি কিছু করতেই ব্যর্থ হন, তদুপরি জাঝিরাহ্'য় তার অধীনস্থ যাঙ্গীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে! আইয়্যূবীদের এই চরম সংঘাতময় কালে ক্রুসেডারেরা তাদের চুক্তির কথা বে-মালুম ভুলে গিয়ে শাম আক্রমণ করে বসে। ঈসায়ী ১১৯৭ সালে সাইপ্রাসের #আইমেরী (আমালরিক-অব-লুসিগনান) সদ্য অধিকৃত আল-আদিলের রাজ্যের অর্ন্তগত #বাইরুত

অধিকার করে নেন। একই সময় এন্টিয়করাজ #৩য়_বোহেমন্ড আয-যাহিরের রাজ্যের অর্ন্তগত #জাবালাহ্

অধিকার করে নেন। তবে আয-যাহির প্রতিরোধ নিষ্ফল বুঝতে পেরে জাবালাহ্ ধ্বংস করে দিয়ে যান। আইয়্যুবীদের দুর্গতির এখানেই শেষ নয় ঈসায়ী ১২০৬ সালে সিলিসিয়ারাজ#২য়_লিও আয-যাহিরকে আমকের যুদ্ধে পরাজিত করেন। ওদিকে রাজ্যচ্যুত আল-আফযাল সাল্‌জুক রুমের সীমান্ত অঞ্চলে আস্তানা গাড়েন হালাব অধিকারের উদ্দেশ্যে। এভাবেই সালাহ্-উদ-দ্বীনের ইন্তেকালের ২০ বছর পর্যন্ত আইয়্যুবী সুলতানদের মূল কাজ ছিলো নিজদের ভেতর যুদ্ধ করা। তারা নিজেদের মাঝে যুদ্ধ করে মরছিলেন আর ওদিকে ক্রুসেডারেরা একের পর এক অঞ্চল অধিকার করে নিচ্ছিলো। ঈসায়ী ১২১৩ সাল নাগাদ আইয়্যুবীদের গৃহযুদ্ধ থামে।

#আল_আদিল (১৪ খন্ডের ৩য় পর্ব)

আবু-বাক্‌র আহ্‌মাদ-ইবনে-নাজমুদ দ্বীন আইয়্যুব, ইতিহাসে তার রাজকীয় উপাধী আল-আদিল নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের ভাই ও অন্যতম যোগ্য ভাই। ঈসায়ী ১১৪৫ সালের জুন মাসে দামেশ্‌কে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ে তিনিও তার বাপ,চাচাদের মতো যাঙ্গী বাহিনীতে

যোগদান করেন, তিনি সুলতান নূর-উদ-দ্বীন মাহ্‌মূদ যাঙ্গী(রহঃ) এর বাহিনীতে যোগদান করেন। সুলতান নূর-উদ-দ্বীন মিছরে ৩বার অভিযান প্রেরণ করেন আল-আদিলের চাচা আসাদ-উদ-দ্বীন উরফে শের-ই-ক্বোহ্'র নেতৃত্বে। ৩য় বারের বার ঈসায়ী ১১৬৮ সালে তিনি চাচার বাহিনীতে শামিল হয়ে মিছর অভিযানে অংশ নেন। তার ভাই সালাহ্-উদ-দ্বীন মিছরের ফাতিমী সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে তিনি সহকারী শাসক নিযুক্ত হন। সালাহ্-উদ-দ্বীন ১১৭৪ সালে মিছরের ক্ষমতায় এসে আল-আদিলকে মিছরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি অত্যন্ত তৎপর ও যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, ১ বছরের ভেতরেই তিনি সরকারী আয় বৃদ্ধি করে কোষাগারকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে ফেলেন যে- এই অর্থ বলেই বলীয়ান হয়ে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ঈসায়ী ১১৭৫ সালে শাম অভিযানে অগ্রসর হন ও দীর্ঘ ৮ বছর ভাইয়ের বাহিনীর যাবতীয় সরবরাহ ও অর্থের যোগান এই আল-আদিল-ই দিতেন। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন শাম অধিকারের পর ঈসায়ী ১১৮৩ সালে আল-আদিলকে উঃ শামের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ৩ বছর তিনি সাফল্যের সাথে হালাব শাসন করেন, ৩ বছর পর ঈসায়ী ১১৮৬ সালে ৩য় ক্রুসেড শুরু হলে সালাহ্-উদ-দ্বীন তাকে মিছরে ডেকে পাঠান। ক্রসেডের ঝাড়-ঝঞ্ঝা সব শামের উপর দিয়েই যেতো, কিন্তু আইয়ূ্যবী সালতানাতের শক্তির কেন্দ্রবিন্দু ছিলো মিছরে। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে শামে, মিছরকে কার উপর রেখে যাবেন সালাহ্-উদ-দ্বীন? কে আছে এমন বিশ্বস্থ? তাই তিনি আল-আদিলকে হালাব থেকে ডেকে পাঠান ও ঈসায়ী ১১৮৬ সালে মিছরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মিছরের শাসনকর্তার পদ তিনি ৬ বছর যাবৎ অলঙ্কৃত করার পর ঈসায়ী ১১৯২ সালে সুলতান আবার তাকে আইয়ূ্যবী সালতানাতের উত্তর প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, এটিই ছিলো সব চাইতে বিপদজনক প্রদেশ। কারণ যাঙ্গী ও সাল্‌জুকরা ছিলো এই প্রদেশেরই প্রতিবেশী ও যাঙ্গীদের থেকে অধিকৃত জাঝিরাহ্'র কিয়দংশ এই প্রদেশেরই অর্ন্তগৎ ছিলো। ১ বছর তিনি সাফল্যের সাথে মাওসিলের যাঙ্গী সুলতান ইয্-উদ-দ্বীন যাঙ্গীকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। ঈসায়ী ১১৯৩ সালে

সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ইন্তেকাল করলে তাকে আবার কার্‌কে আসতে হয়। কারণ মৃত্যুর আগে সুলতান তার সবথেকে বিশ্বস্থ্য ভাইকে সবথেকে ক্ষুদ্র অঞ্চল - কার্‌ক ও শাওবাক দূর্গ ও এর পার্শ্বস্থ্ অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে যান। আল - আদিল আল-কার্‌ক ও শাওবাকের শাসনকর্তা থাকাকালীন দঃ শামের সুলতান আল-আফ্‌যালের বিরুদ্ধে মিছরের সুলতান আল-আজীজের দলে যোগ দিয়ে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। ৩ বছর পর বুদ্ধি ও কূটনীতির জোরে আল-আদিল তার ভাতিজা আল-আফযালকে বিতাড়িত করে নিজেই দঃশামের অধীশ্বর হয়ে যান। তিনি আল-আজীজের আনুগত্য স্বীকার করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। আইয়্যুবীরা যখন এভাবে নিজেদের মাঝে লড়াই করছিলো তখন লেভান্টে ক্রুসেডারেরা আবার হানা দিতে থাকে, দখল করে নেয় জাবালাহ্ ও বাইরূতের মতো সম্বৃদ্ধ সমুদ্র বন্দর। মিছরের সুলতান আল-আজীজ আল-আদিলের শাম অধিকারের ২ বছর পর মারা গেলে আল-আদিলের সামনে সুবর্ণ সুযোগ চলে আসে। আল - আজীজের ১১ বছরের নাবালেগ পুত্র আল-মান্‌সূর নাছির-উদ-দ্বীন মুহাম্মাদ সিংহাসনে বসলে তিনি নিজেই ভাতিজার নাবালেগত্বের সুযোগে মিছরের ক্ষমতা করায়ত্ব করেন ও ঈসায়ী ১২০০ সালে তাকে সড়িয়ে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি “আলা মালিক-উল-আদিল”(ন্যায়পরায়ণ রাজ) “সাইফ-উদ-দ্বীন”(ধর্মের তরবারী) উপাধীধারণ করেন। তিনি মুসলিমদের কাছে যেমন
#আল_আদিল,

তেমনি ক্রুসেডারদের কাছে সাফাদ্বীন নামে পরিচিত, সাফাদ্বীন সাইফ-উদ-দ্বীনের বিকৃতরুপ। আল-আদিল আদিলের নাগালের বাহিরে ছিলো কেবল ইয়ামান ও উঃ শাম। দু'টৈ অচিরেই তার আয়ত্বে এসে গেলো। তুরান শাহ্ তার ভাইয়ের আনুগত্যের প্রস্তাবে বলেছিলেন যে- "ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ কোরবেন ও কোন মুসলিম রাজ্য আক্রমণ কোরবেন না, এই শর্ত মানলে আমি আনুগত্য স্বীকার কোরব"। আল-আদিল তুরান শাহ্'র শর্ত মেনে নেন, উঃ শামের সুলতান তার ভাতিজা আয-যাহির গাযীর সাথে স্বীয় কন্যা দায়ফা খাতুনের বিয়ে দিয়ে তাকেও নিজ আয়ত্বের ভেতর নিয়ে আসেন আল-আদিল।

#আল_আদিলের_শাসনামল (১৪ খন্ডের ৪র্থ পর্ব)

ইয়াফা'র যুদ্ধে পরাজয়ের পর আইয়্যুবীরা ফিলিস্তীনের তাদের গোটা উপকূলের উপর দাবী ত্যাগ করলে স্বাভাবিক ভাবেই ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড দ্য-লায়নহার্ট অত্যন্ত খুশী হন। শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে আল-আদিলের ভূমিও ছিলো অপরিসীম, তার পুত্র আল-কামিল ছিলেন ক্রুসেডারদের সাথে মৈত্রীর ব্যাপারে বাপ(আল-আদিল) ও চাচা(সালাহ্-উদ-দ্বীন)এর চেয়েও কয়েক ধাঁপ এগিয়ে। তাই মুগ্ধ রিচার্ড

ঈসায়ী ১১৯২ সালের ২৯শে মে Star sundayএর পূর্ববর্তী রবিবারের দিন আল-কামিলকে #নাইট উপাধীতে ভূষিত করেন। বিশ্বের ইতিহাসে এটাই ছিলো কোন খ্রীষ্টান কর্তৃক কোন মুসলিমকে নাইট উপাধী দেওয়ার ১ম নজীর! এ ঘটনার কয়েক মাস পর ২রা নভেম্বর পরাজিত আইয়্যুবীদের সাথে বিজয়ী ক্রুসেডারদের কুখ্যাত "ইয়াফার চুক্তি" সাক্ষরিত হয়। যাতে ফিলিস্তীনের গোটা উপকূল ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়। এই চুক্তির পর আইয়্যুবীরা ক্রুসেড থেকে সড়ে আসে ও খ্রীষ্টানদের সাথে শান্তি বজায় রাখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলে - রিচার্ড সায় দেন এবং আল-আদিলের সাথে নিজের ছোট বোন #জোয়ান এর ও ভাইঝি(#জিওফ্রে_২য় এর কন্যা) #এলিয়ানর এর সাথে আল-আদিলের বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি এই প্রস্তাবে সালাহ্-উদ-দ্বীনকে আরও জানান যে- এই বিয়ের যৌতুক হিসাবে আল-কুদ্সের শাসনভার বর(আল-আদিল) ও কনের(জোয়ান/এলিয়ানর) হাতে দেয়া হবে। সালাহ্-উদ-দ্বীন সানন্দে সম্মতি দেন, কিন্তু আল-আদিল নিজেই বেঁকে বসেন; কারণ খ্রীষ্টান নারীকে বিয়ের কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিলো না- যদিও উনি ক্রুসেডারদের সাথে মৈত্রীর পক্ষে ছিলেন। আল-আদিলের সিংহাসনে আরোহণ মাত্রই ঈসায়ী ১২০০ সালে মিছরে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়, যাতে প্রচুর স্থাপনার ক্ষতি হয়। এছাড়া তার ভাতিজা সুলতান আল-মানসূরের রাজত্বকালে তার বেনামী শাসনামলে ঈসায়ী ১১৯৯ সালে নাইলে প্রলংকরী বন্যা হয়, যা দীর্ঘ ৩ বছর স্থায়ী হয় ঈসায়ী ১২০২ সাল পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। ভূমিকম্প ও ৩ বছরব্যাপি বন্যার কারণে মিছরে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। এত সবের মাঝেও কিছু আল-আফযালের সাথে আল-আদিলের গৃহযুদ্ধ থেমে ছিলো না! এর মাঝে ১বারও কিন্তু ক্রুসেডারদের দিকে ১টি তীরও নিক্ষেপ করা হয়নি! এটা ১টা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ব্যাপার যে আল-আদিল প্রশাসক হিসাবে ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে মিছরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু সিংহাসনে আরোহণের পর এমন কি আইয়্যুবীদের মাঝে গৃহযুদ্ধের অবসানের পরও(১২১৩ ঈঃ) ক্রুসেডারদের আক্রমণ করা হয়নি! ফিলিস্তিনের উপকূল মুক্ত করার কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি! তবে আইয়্যুবী বংশের

রেওয়াজ অনুযায়ী ঠিকই সমরাভিযান পরিচালনা করা হয়। আইয়্যুবীদের রেওয়াজই ছিলো ক্রুসেডারেরা যাই করুক না কেন বিভিন্ন ছুঁতোয় তাদেরই বংশানুক্রমিক মুনীব যাঙ্গীদের আক্রমণ করা। আল-আদিলও তাই করলেন, এবং তিনিই ১মাত্র আইয়্যুবী সুলতান যিনি যাঙ্গীদের আদি রাজধানী ও শক্তিকেন্দ্র মাওসিলকে আইয়্যুবীদের বাধ্য করেন। তিনি সান্‌জার ও মূল জাঝিরাহ্’র যাঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করে করে তাদের পরাস্থ করেন ও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। তার আমলেই যাঙ্গী সুলতান ইয্-উদ-দ্বীন(২য়) মাসঊদ আইয়্যুবীদের অধীনতা মেনে নেন- যাকে পরাজিত করতে আয-যাহির গাযী ব্যর্থ হয়েছিলেন! যাঙ্গীদের পদানত করার পর তিনি অপর মুসলিম শক্তি আর্তুকী সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন ও তাদের রাজধানী কালাত/দূর্গ(বর্তমান তুর্কীর #আহ্‌লাত)

অধিকার করে নেন। এরফলে আইয়্যুবী সালতানাত সীমা ভান হ্রদ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ভান হ্রদের পূর্বে আর ১পা-ও এগুলেন না আল-আদিলের বাহিনী, কারণ ১২১৪ সালে খাওয়ারিঝাম সাম্রাজ্যের সীমাও#ভান_হ্রদ

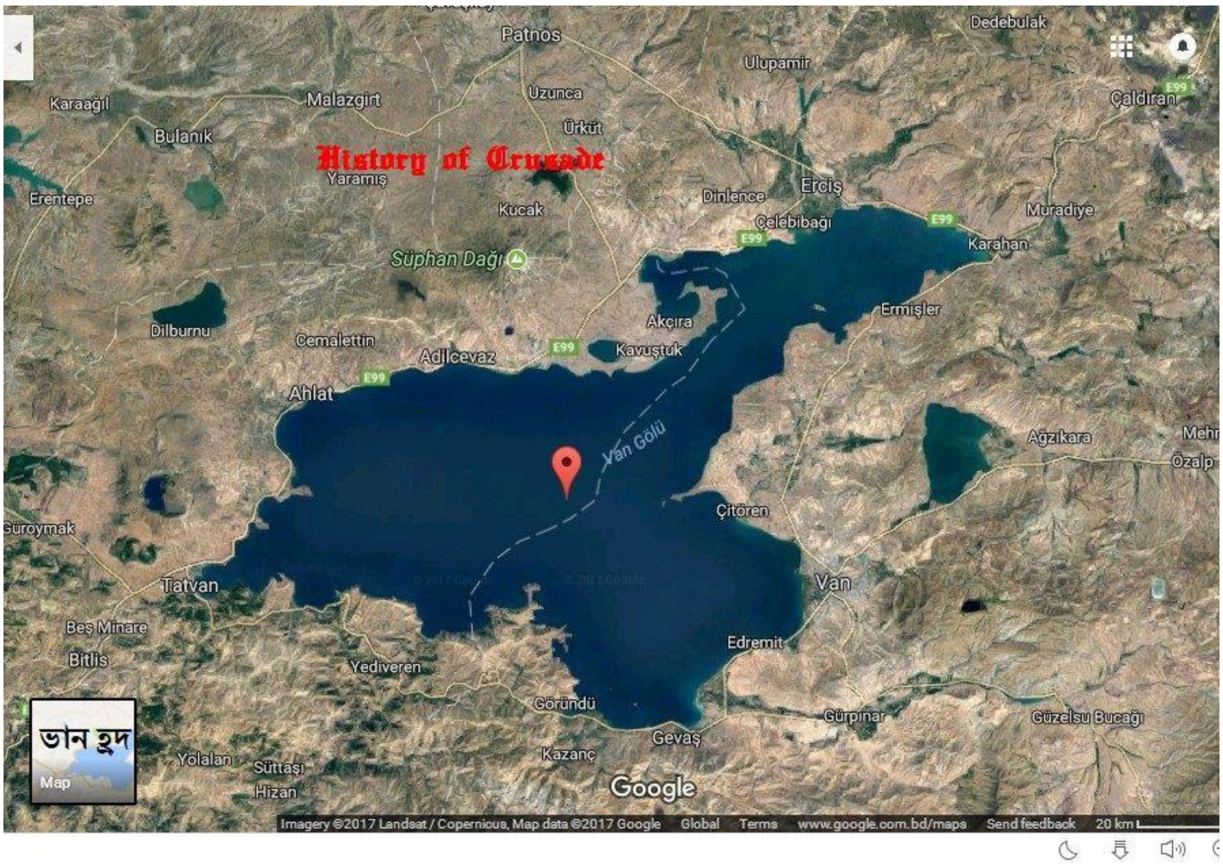

পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলো। দুর্বল মুসলিম রাজ্যগুলোতে আক্রমণ করাই ছিলো আইয়্যূবী সুলতানদের বৈশিষ্ট, এবারও তাই হলো। ওদিকে আল-আদিল যখন দুর্বল ও ক্ষুদ্র যাঙ্গী, আর্তুকীদের আক্রমণ করে তার বাহুবল দেখাচ্ছিলেন তখন ক্রুসেডারেরাও তাদের বাহুবল দেখালো আইয়্যুবী সালতানাত আক্রমণ করে। আল-আদিল ক্রসেডারদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে থাকতে আগ্রহী হলেও ক্রুসেডারেরা বারংবার আইয়্যূবী সালতানাতে হানা দিতে থাকে। ঈসায়ী ১২০৪ সালে ক্রুসেডার নৌবাহিনী#আর_রাশীদিয়া

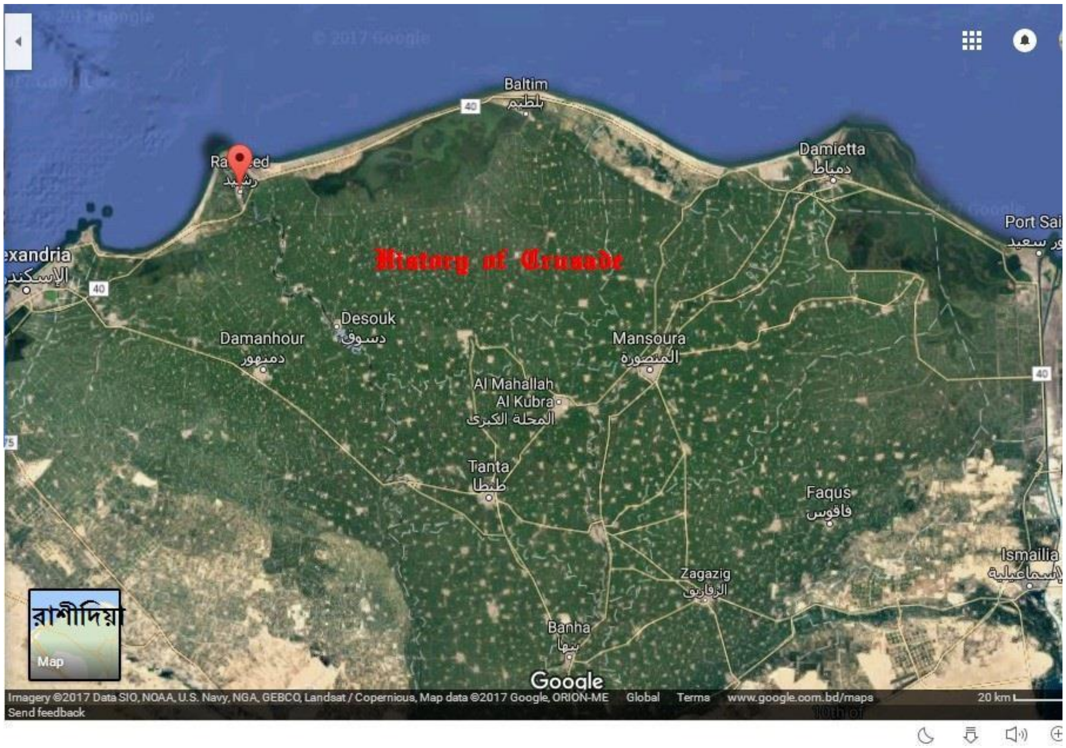

ও ১২১১ ঈসায়ীতে [#আদ_দামিইয়াত]

লুণ্ঠন করে ও ধ্বংসলীলা চালায়। এবারে আর্তুকী ও যাঙ্গীদের আক্রমণের সুযোগে তারা ঈসায়ী ১২১৭ সালে আক্কাতে সমবেত হয় নতুন উদ্যোমে ক্রুসেডের জন্য। ৭২ বছরের বৃদ্ধ আল-আদিল ফিলিস্তীন ছুটে যান, কিন্তু তাদের রুখতে ব্যর্থ হন। ক্রুসেডার বাহিনী আদ-দামিইয়াত আক্রমণ করে, সুলতান তখন খুব অসুস্থ্য হয়ে

পরেন ও রাজধানীতে ফিরে আসেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি এই সুসংবাদ শুনে ইন্তেকাল করেন যে তার পুত্র “নাইট” আল-কামিল ক্রুসেডারদের আদ-দামিইয়াত থেকে হটিয়ে দিয়েছে। এ সংবাদ শোনার পরই ঈসায়ী ১২১৮ সালের আগষ্ট মাসে আল-আদিল ইন্তেকাল করেন। তিনি দামেশ্ক্বের নগরদূর্গকে সংস্কার করে একে আরও দুর্ভেদ্য করে গড়ে তুলেন।

#সুলতান_আল_কামিল (১৪ খন্ডের ৫ম পর্ব)

সুলতান আল-আদিলের জেষ্ঠ্যপুত্র আবুল মা'আলী মুহাম্মাদের জন্ম ঈসায়ী ১১৭৭ সালে- তার চাচা সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের শাসনামলে। ঈসায়ী ১১৯২ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সেই তিনি ক্রুসেডারদের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হিসাবে খ্যাতি লাভ করায় ২৯শে মে ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড দ্য-লায়নহার্ট তাকে “Knight” উপাধী দান করেন। আবুল মা'আলী মুহাম্মাদ ক্রুসেডারদের কাছে পরিচিত ছিলেন “মেলেদ্বীন” নামে। ঈসায়ী ১১৯৬ সালে তার পিতা আল-আদিল শামের ক্ষমতায় এলে তিনি ১ম রাজনীতিতে যুক্ত হন। ঈসায়ী ১১৯৯ সালে আল-আদিল যাঙ্গী ও আর্তুকীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জড়িয়ে পরেন ও এক চরম দুঃসময়ে আবুল মা'আলী মুহাম্মাদের ডাক পরে। ২২ বছর বয়সে মা'আলী পিতার সাহায্যে ছুটে যান, তিনি পৌছুলে আল-আদিল #মারদিন

অভিযানের দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করে নিজে দামেশ্‌ক্বে ফিরে যান। সময়টি ছিলো আইয়্যূবীদের জন্য খুবই ক্রিন্তিকাল, কারণ ছোট ছোট মুসলিম রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে আইয়্যূবীদের অভিযানের পর অভিযানের কারণে ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যগুলোর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায় ও তারা জোটবদ্ধ হয়। মাওসিল, সানজার ও জাঝিরাহ্‌ আইয়্যূবীদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়- জোটের নেতৃত্ব গ্রহণ করে মাওসিলের যাঙ্গীরা। ঈসায়ী ১২০০ সালে আবুল মা'আলী যাঙ্গী জোটের সাথে যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন ও আল-আদিল কর্তৃক অধিকৃত #মাইয়াফারাক্বীন(বর্তমান তুর্কীর দিয়ারবেকিরের সিলভান)

থেকে বিতাড়িত হন। মাইয়াফারাক্বীন আবার যাঙ্গীদের দখলে যায়, আল-আদিল মাইয়াফাক্বীন পুর্নদখলের জন্য পুত্রের সাহায্যে ১টি সেনাদল পাঠান। কিন্তু আবুল মা'আলী মাইয়াফারাক্বীন অধিকারে ব্যর্থ হন তবে#হাররান(বর্তমান তুর্কীর সানলীউর্ফা প্রদেশে অবস্থিত হার্‌রান)

আইয়্যূবীদের অধিকারে আসে। এই বছর-ই(ঈসায়ী ১২০০ সাল) আল-আদিল মিছরের সিংহাসনে আরোহণ করলে তিনি আবুল মা'আলীকে ডেকে পাঠান ও পূর্ব মিছরের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ঈসায়ী ১২১৮ সালে আল-আদিলের মৃত্যু পর্যন্ত ১৮ বছর আবুল মা'আলী পূর্ব মিছরের রাজপ্রতিনিধি হিসাবে কর্মরত ছিলেন, আল-আদিল তার জেষ্ঠ্যপুত্রকে অসীম ক্ষমতা দিয়েছিলেন। আল-আদিল

#আইয়্যূবী_সালতানাতকে

তার ৩ পুত্রের মাঝে ভাগ করে দিয়ে যান, আবুল-মা'আলীকে মিছর ও তারাবুলুস; আল-মুয়াজ্জিম ঈসাকে ফিলিস্তীন; আল-আশরাফ মূ'সাকে শাম ও জাঝিরাহ্'র কিয়দংশ দিয়ে যান। ইয়ামান ও হিজাঝে তখন জারী ছিলো আবুল মা'আলীর পুত্র আল-মাস্‌উদ ইয়্যুসূফের শাসন। ইয়ামানের তুরান শাহ্'র বংশধরদেরও ছাড় দেননি আল-আদিল, ঈসায়ী ১২১৫ সালে তিনি তার জেষ্ঠ্য পৌত্র ইয়্যুসূফকে আল-মাস্‌উদ উপাধী দিয়ে ইয়ামান ও হিজাঝের শাসক নিযুক্ত করেন। ঈসায়ী ১২১৮ সালে সুলতান আল-আদিল ইন্তেকাল করেন এমন এক সময় যখন ৫ম ক্রুসেড চলছিলো। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের ইন্তেকালের পর তার ভাই ও পুত্রদের মাঝে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় সেই সুযোগেই ৫ম ক্রুসেড শুরু হয়। এসময় ক্রুসেডারেরা মুসলিমদের পরাজিত করে জাবালাহ্ ও বাইরুত দখল করে, আক্কাতে সমবেত হয় এবং আদ-দামিয়াত ও আর্-রশীদিয়ায় আক্রমণ চালায়, যার বিবরণ আমরা ইতিপূর্বেই দিয়েছি। ৫ম ক্রুসেডের সময়ই আল-আদিল ইন্তেকাল করেন, তিনি এই

সুসংবাদ শুনে ইন্তেকাল করেন যে তার জেষ্ঠপুত্র আবুল মা'আলী ক্রুসেডারদের আদ-দামিয়াতে পরাস্থ করেছেন! বিজয়ী শাহ্যাদা আবুল মা'আলী মুহাম্মাদ "মালিক-উল-কামিল নাছির-উদ-দ্বীন" উপাধীধারণ করে মিছরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণকালে আল-কামিলের বয়স ছিলো ৪১ বছর। মিছর, তারাবুলুস আল-গার্ব, হিজাঝ ও ইয়ামান এই বিশাল এলাকা আল-কামিলের অধিকারে পেয়েছিলেন সিংহাসনে বসেই। আবুল মা'আলী মুহাম্মাদ মুসলিম ইতিহাসে "আল-কামিল" ও ক্রুসেডারদের কাছে "মেলেদীন" নামে খ্যাত। তিনি এমন এক সময় মিছরের সিংহাসনে আরোহণ করেন যখন ৫মক্রুসেড চলছিলো। কিন্তু আইয়্যূবীদের রাজকোষ তখন ছিলো পূর্ণ, বিশাল এলাকায় আল-কামিলের পূর্ণ আধিপত্য ছিলো এবং রাজধানী আল-কাহিরাহ্ ছিলো আরও দুর্ভেদ্য। কেননা আল-কামিল তার চাচা সালাহ্-উদ-দ্বীনের পর আল-কাহিরাহ্র নগর-দূর্গে বহু কাজ করে একে আরও দৃঢ় করেন। ১৮ বছরের পূর্ব মিছরের রাজপ্রতিনিধি থাকায় অভিজ্ঞতারও অভাব ছিলো না আল-কামিলের। দেখা যাক- ৫ম ক্রুসেড আল-কামিল কিভাবে নেয়?

#৫ম_ক্রুসেড (১৪ খন্ডের ৬ষ্ঠ পর্ব)

মূলত ব্যবসায়ীক উদ্দেশ্যে ক্রুসেডে জড়ালেও খ্রীষ্টানরা আল-কুদ্সের হস্তচ্যুতি মেনে নিতে পারেনি। আমাদের বিগত খন্ডগুলোতে দেখিয়েছি কিভাবে সুকৌশলে সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন হাত্তিনে প্রায় বিনা যুদ্ধে ক্রুসেডারদের বিনাশ করেছিলেন। হাত্তিনে ক্রুসেডারদের মেরুদন্ড ভেঙে যাওয়ায় প্রায় বিনা বাঁধায় আল-কুদ্স মুসলিম অধিকারে আসে। আল-কুদ্সের জন্য যুদ্ধ, সেই আল-কুদ্সই প্রায় বিনা যুদ্ধে হস্তচ্যুতি এরই জানান দিচ্ছিলো যে- "আল কুদ্স অধিকারের ফলে ক্রুসেড শেষ হয়ে যায়নি, নতুন করে দ্বিগুণ উদ্যোমে শুরু হতে যাচ্ছিলো"। সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন এটা বুঝতে পেরেই সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন ইয়াফার চুক্তিতে ফিলিস্তীনের প্রায় সমগ্র উপকূল ক্রসেডারদের হাতে তুলে দেন, নিজে আল-কুদ্স অধিকারে

রাখার শর্তে। কারণ ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ডের বিরুদ্ধে জল-স্থলে প্রায় প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি পরাজিত হন। তিক্ত সত্য এটাই যে ক্রুসেডারদের "ধ্বংস করবো নাহয় নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবো" এমন প্রতিজ্ঞ করার মতো দৃঢ়চেতা ব্যক্তি তিনি ছিলেন না। তার মূল লক্ষ্য ছিলো আল-কুদ্স মুসলিমদের অধিকারে রাখা, আমরণ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা নয়। সেটা থাকলে তিনি ইয়াফা চুক্তির পর ক্রুসেডারদের শিরদাড়া ভেঙে দেওয়ার ফিকিরে থাকতেন, রিচার্ডের সাথে বন্ধুত্ব করতেন না ও রিচার্ডের প্রস্তাবে রাজী হয়ে রিচার্ডের বোনের সাথে উনার ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে নবদম্পতির হাতে আল-কুদ্স তুলে দিতেও রাজী হতেন না! আল্লাহ্কে শত কোটি শুকরিয়া যে আল-আদিল এই বিয়েতে রাজীই ছিলেন না, নতুবা আল-কুদ্স সালাহ্-উদ-দ্বীনের আমলেই আবার খ্রীষ্টানদের অধিকারে যেতো। সবথেকে বড় কথা সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীন উনার পৌত্র আবুল মা'আলী মুহাম্মাদ(পরবর্তীতে সুলতান আল-কামিল)কে "নাইট" উপাধী নিতেই দিতেন না। কারণ যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ(ক্রুসেড) করে ও তাতে বীরত্বের পরিচয় দেয় তাদেরকেই নাইট উপাধী দেয়া হয়। আল-কামিল ছিলেন ১ম মুসলিম নাইট! উনার পর বহু মুসলিম(?)কেই নাইট উপাধী দেয়া হয়, যেমনঃ কুখ্যাত সালমান রুশ্দী। যাইহোক সুলতান সালাহ্ -উদ-দ্বীন থেকে শুরু করলাম আইয়ূ্যবীদের নীতি বোঝানোর জন্য। সুলতান সালাহ্ -উদ-দ্বীন কর্তৃক দেখানো ক্রুসেডারদের সাথে মৈত্রীর পথ উনার পুত্রেরা, ভাই ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরাও অনুসরণ করেন- খুবই একনিষ্ঠ ভাবে। আইয়ূ্যবী সুলতানদের কান্ড কারখানা(ক্রুসেডার রেখে ক্ষুদ্র ও দুর্বল যাঙ্গী ও আর্তুকীদের আক্রমণ করা) দেখে মনে হওয়ার কোন সুযোগ নেই- ক্রুসেডার বলে কিছু ছিলো! তারা নিজেদের মাঝে লড়াই করে মরতো ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যগুলোর উপর বাহুবল দেখাতো আর ক্রুসেডারদের সাথে বন্ধুত্ব কামনা করতো। কিন্তু ক্রুসেডারেরা কিন্তু নিশ্চুপ ছিলো না, তারাই যথার্থ বুদ্ধিমান, তারা প্রতিটা দিন নিজেদের নতুন ভাবে গড়ে তুলছিলো আল-কুদ্স পুনরুদ্ধারের জন্য। আইয়ূ্যবী ভাই ও চাচারা যখন নিজেদের মাঝে তীব্র সমরে ব্যস্ত ঠিক তখনই ঈসায়ী ১২০৮ সালে#পোপ_৩য়_ইনোসেন্ট আল-কুদ্স

পুনরুদ্ধারের ঘোষণা দেন। শুধু তাই নয় তিনি ঈসায়ী ১২১৩ সালে#পাপাল_বুল জারী করেন, পাপাল বুল পোপ কর্তৃক জারীকৃত চূড়ান্ত ফারমান বিশেষ। ঈসায়ী ১২১৩ সালে "কুইয়া মাজোর" নামে ১টি পাপাল বুল জারী করে আল-কুদ্স পুনরুদ্ধারের ঘোষণা দেন। ঈসায়ী ১২১৫ সালে আদ-লিবারানদাম বা স্বাধীনতা নামে আরেকটি পাপাল বুল জারী করে আল-কুদ্স পুনরুদ্ধারের জন্য ক্রুসেডের ডাক দেন। তার ডাকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য নামে খ্যাত জার্মান সাম্রাজ্য, হাঙ্গেরী, ফ্রান্স, বায়জান্টাইন সাম্রাজ্য প্রভৃতি এগিয়ে আসে। ৫ম ক্রুসেড ঘোষিত হওয়ার আগেই ক্রুসেডারদের দ্বারা জাবালাহ্ ও বাইরুতের পতন হওয়ায় তারা আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। আল-আদিলের সময়েই ক্রুসেডারেরা আক্কাতে সমবেত হলে সূচনা হয় ৫ম ক্রুসেডের। আল-আদিল ক্রুসেডারদের রুখতে স্বয়ং ফিলিস্তীন চলে আসেন, কিন্তু ঈসায়ী ১২১৭ সালের ১০-ই নভেম্বর জর্দান নদীর তীরে অবস্থিত আত-তেল(বর্তমান #বেথসাঈদা, ইসরাঈল)

এর শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পিছু হটে যায়। আল-আদিলকে পরাজিতকারী রাজা এন্ড্রু নিজেও কিন্তু আর বেশি এগুতে পারলো না- ভারী অবরোধের যন্ত্রপাতির জন্য। তা তখনও এসে পৌছায়নি। আল-আদিল মিছরে গিয়ে বার্ধক্যের কারণে অসুস্থ্য হয়ে পরেন, ঠিক সেই সময় ক্রুসেডারেরা আর-রাশীদিয়া ও আদ-দামিইয়াতে আক্রমণ চালায়। রাশীদিয়া লুণ্ঠিত হয়, আদ-দামিইয়াতের ১টি বুরুজ অধিকার করে নেয় ক্রুসেডারেরা কিন্তু শাহ্যাদা আবুল মা'আলী(পরবর্তীতে সুলতান আল-কামিল) ক্রুসেডারদের পরাজিত করে দামিইয়াত রক্ষা করেন। ৫ম ক্রুসেডে ১মাত্র এই দামইয়াতের যুদ্ধেই ঈসায়ী ১২১৮ সালে মুসলিমরা বিজয়ী হয়। বিজয় সংবাদ শুনেই সুলতান আল-আদিল ইন্তেকাল করলে আল-কামিল সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সুযোগে ক্রুসেডারেরা আবার দাম্ইয়াতে আক্রমণ চালায়।

#আল_কামিল_বনাম_৫ম_ক্রুসেড (১৪ খন্ডের ৭ম পর্ব)

মালিক-উল-কামিল অর্থ পরিপূর্ণ রাজা, আল-কামিল যথেষ্ঠ অভিজ্ঞতা নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন ও তিনি ১জন গাযী হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আল-কামিল শুধু যে ক্রুসেডারদের দামিইয়াত অধিকার ব্যর্থই করে দেন তাই নয়, এসময় ক্রুসেডারদের মাঝে মহামারী দেখা দেয় যাতে ইংল্যান্ডের কার্ডিনাল রবার্টসহ বহু ক্রুসেডার মারা যায়। আল-কামিলের রাজকোষ ছিলো পূর্ণ, তার পিতা আল-আদিল অর্থের মূল্য বুঝতেন, তাই তিনি তার ভাই সালাহ্-উদ-দ্বীন কর্তৃক মিছরের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হলে রাজকোষ পরিপূর্ণ করে তুলেন। এরফলেই সুলতান সালাহ্-উদ-দ্বীনের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো বহু যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করার পরও কায়রো নগর-দূর্গ নির্মাণের মতো ব্যয়বহুল কাজ সম্পন্ন করা। সিংহাসনে আরোহণের পর আল-আদিল তার রাজকোষ যে কোন দুর্যোগের জন্য(বিশেষত দুর্ভিক্ষ ও নাইলের বন্যার পর) পূর্ণ করে রাখেন। আল-কামিল সিংহাসনে আরোহণ করেন ১জন গাযী হিসাবে, যখন ক্রুসেডারেরা রোগে- ধুঁকছিলো এবং তার রাজকোষ ছিলো পূর্ণ। উপরন্ত তারাবুলুস আল-গার্ব, মিছর, হিজাঝ ও

ইয়ামান ছিলো তারই অধীনে। বিরাট ১ সুযোগ ছিলো আল-কামিলের সামনে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরার জন্য। কিন্তু ১ম মুসলিম নাইট আল-কামিল তা করলেন না, তিনি বরঞ্চ উলটো পথ ধরলেন! তিনি বৃথাই কালক্ষেপ করতে লাগলেন ও ক্রুসেডারদের সাথে শান্তির প্রস্তাব করলেন। ওদিকে ক্রুসেডারেরা কিন্তু বসে ছিলো না, ক্রুসেডারদের ধর্মীয় অভিভাবক ইংল্যান্ডের কার্ডিনাল রবার্টের মৃত্যু হওয়ায় পোপ #৩য়_অনোরিয়াস তার নিজ রাজ্যের কার্ডিয়াল #পেলাগিও_গালভানীকে ঈসায়ী ১২১৯ সালে ক্রুসেডারদের অভিভাবক হিসাবে মিছরে প্রেরণ করেন। আল-কামিল আশ্চর্য্য ধরণের নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করে মিছরের মাটি থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়নের কোন উদ্যোগ-ই নিলেন না! উপরন্তু পেলাগিওর কাছে তিনি প্রস্তাব পাঠালেন আদ-দামিইয়াত অথবা আল-কুদ্স এই দু'শহরের যে কোন ১টি শহরে ক্রুসেডারদের বিনা শুল্কে অবাধে বাণিজ্য করতে দেয়া হবে। কিন্তু পেলাগিও আল-কামিলের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আল-কুদ্স পুর্নদখলের লক্ষ্যে অটল থাকেন। এই সংবাদ শুনে হল্যান্ডের কাউন্ট #১ম_উইলিয়াম গতিপথ বদলে নিজ রাজ্যে ফিরে যান, কারণ এটা ছিলো ১ চরম লোভনীয় প্রস্তাব। ওদিকে ঈসায়ী ১২১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে #সেইন্ট_ফ্রান্সিস আদ-দামিইয়াত পৌছান ও সুলতানের শিবিরে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন।
#সুলতান_কামিল_সেইন্ট_ফ্রান্সিসকে

সুলতান আল-কামিল ও সেইন্ট ফ্রান্সিসের ধর্মালাপ

খুবই সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন ও তার কথা খুব মন দিয়ে শুনেন। এতকিছু করেও ক্রুসেডারদের শান্ত করা যায়নি নভেম্বর ১২১৯ ঈসায়ীতে তারা আইয়ুবী বাহিনীকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে আদ-দামিইয়াত অধিকার করে নেয়। এর পেছনে অবশ্য হাক্কারী কুর্দী বাহিনীর অধিনায়ক ইমাদ-উদ-দ্বীন-ইবনে-মাসতূবের হাত ছিলো। কামিলের ছোটভাই আল-ফাইয ইব্‌রাহীম অবশ্য আগেই গুপ্তচর মারফত সংবাদ পেয়ে তাকে সাবধান করেছিলেন, কিন্তু অপদার্থ আল-কামিল তবু কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন। কিন্তু দাম্‌ইয়াতের অধিকার নিয়ে ক্রুসেডারদের মাঝে বিবাদ আরম্ভ হয়- ক্রুসেডারদের মনোনীত কন্সটান্টিনোপলের ল্যাটিন সম্রাট ও জেরুসালেম রাজ্যের রাজা#১ম_জন দামিইয়াতকে তার এলাকা

দাবী করেন, যেহেতু তার সৈন্যদের অবদানই বেশি, কিন্তু পোপের প্রতিনিধি কার্ডিনাল পেলাগিও জনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ক্রুদ্ধ জন ঈসায়ী ১২২০ সালে তার রাজধানী আক্কায় ফিরে যান, তিনি আশা করেছিলেন যে ফ্রান্সের সম্রাট সৈন্য পাঠাবেন; কিন্তু তার সেই আশা পূরণ হয়নি। ক্রুসেডারদের নিজেদের ভেতর ঐক্য এতকিছুর পরও তাও বজায় ছিলো, তাই সবকিছু ভুলে গিয়ে ১ম জন ঈসায়ী ১২২১ সালে আবার মিছরে ফিরে আসেন। ১ম জন আসার পর ক্রুসেডার বাহিনী দক্ষিণে মিছরের রাজধানী কায়রো অভিমুখে অগ্রসর হন। কাপুরুষ আল-কামিল দামিইয়াতে পরাজিত হয়েই কায়রো পালিয়ে গিয়েছিলেন। আল-কামিলের সৈন্যরা অবশ্য ক্রুসেডারদের উপর ঝটিকা আক্রমণ জারী রেখেছিলো, যারফলে বিরক্ত হয়ে ২,০০০ জার্মান সৈন্য কায়রো অভিযানে যেতে অস্বীকৃতি জানায় ও দামিইয়াত ফিরে যায়। আল-কামিল তার ভাইদের সাহায্য চাইলে ঈসায়ী ১২২১ সালে শাম থেকে তার ছোটভাই সুলতান আল-মুয়াজ্জিম ঈসা সসৈন্য ভাইয়ের সাথে এসে যোগ দেন। ক্রুসেডারেরা তবু অনঢ়, কায়রো তারা দখল করবেই............

#কলঙ্কিত_চুক্তি (১৪ খন্ডের ৮ম পর্ব)

ছোটভাই সুলতান আল-মুয়াজ্জিম ঈসা সসৈন্যে আল-কামিলের সাথে যোগ দিলেও আল-কামিলের দুর্বল মনে বল ফিরে এলো না। ক্রুসেডারদের কায়রোর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সে ভীত হয়ে পরলো এবং আবার পোপের প্রতিনিধি কার্ডিনাল পোলাগিও'র কাছে শান্তির প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু পোলাগিও ক্রুসেডারেরা অনঢ় তাদের দাবীতে, তাদের দাবী ১টাই সন্ধি হতে পারে কেবলমাত্র আল-কুদ্স তাদের হাতে ছেড়ে দিলে। আল-কামিল ক্রুসেডারদের প্রস্তাবের কোন জওয়াব দিলেন না, কিন্তু কায়রো'র কাছাকাছি আসতেই তিনি নাইলের পানি ছেড়ে দিলেন, যা বাঁধ দ্বারা আটকে রাখা হয়েছিলো। এরফলে নাইল স্ফীত হয়ে ভয়াল এক বন্যা হয় ও বানের জলে ক্রুসেডারদের শিবির ও বহু সৈন্য ভেসে যায়। বাধ্য হয়ে কার্ডিনাল পোলাগিও শান্তি প্রস্তাব করলে আল-কামিল তা লুফে নেন, ৮ বছরের(১২২১-

১২২৯) জন্য শান্তি স্থাপিত হয় মুসলিম ও ক্রুসেডারদের মাঝে। ঈসায়ী ১২২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আদ-দামিইয়াত পুর্নদখলের মাধ্যমে ৫ম ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটে। ঈসায়ী ১২২১ সালে ক্রুসেডারেরা গোটা মিছর ছেড়ে গেলে আল-কামিল তার বংশের ঐতিহ্য অনুসারে আবার গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পরেন তার ছোট ভাই আল - মুয়াজ্জিম ঈসার সাথে- শামের দখল নিয়ে। যে ছোটভাই বিপদের দিকে তার পক্ষে এগিয়ে এসেছেন তার রাজ্যের দিকেই হাত বাড়ালেন আল-কামিল শাম অধিকারের জন্যে। দুই ভাইয়ের এই নির্বুদ্ধিতামূলক যুদ্ধ ১২২৭ ঈসায়ী পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। আইয়্যূবীদের এই জঘন্য অবস্থা দেখে ক্রুসেডারেরা আবার উৎসাহী হয়ে ওঠে। সিসিলির রাজা ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট#২য়_ফ্রেডরিখ্(১২২০-১২৫০ ঈঃ) ঈসায়ী ১২২৭ সালে আল-মুয়াজ্জিম ঈসার মৃত্যুর পর ফিলিস্তীন অভিমুখে অগ্রসর হলে শুরু হয় ৬ষ্ঠ ক্রুসেড। ১২২৫ সালে ২য় ফ্রেডরিখ পোপকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাগে আনলেন ও স্বয়ং ক্রুসেডের নেতৃত্বদানের কথা বললে পোপ রাজী হন। ঈসায়ী ১২২৬ সালে ফ্রেডরিখ্ ফিলিস্তীন এসে পৌছান- আল-কুদ্স অধিকারের উদ্দেশ্যে। আল-কামিল যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচতে ২য় ফ্রেডরিখের কাছে শান্তি প্রস্তাব পাঠান ও স্বরণ করিয়ে দেন যে এখনও ৫ম ক্রুসেডের শান্তিচুক্তির মেয়াদ শেষ হতে ২ বছর বাকি আছে। ২য় ফ্রেডরিখ কামিলকে জানান যে- তিনি জানিয়ে শুনিয়েই নিদৃষ্ঠ সময়েই আল-কুদ্স আক্রমণ করবেন। অপদার্থ ও আইয়্যূবী বংশের সর্বনিকৃষ্ঠ সুলতান এতে ভীত হয়ে পরেন ও ঈসায়ী ১২২৯ সাল এসে পরলে নিজেই আবার শান্তি প্রস্তাব পাঠান। ফ্রেড্রিখ অপদার্থ কামিলকে সাফ জানিয়ে দেন যে- আল-কুদ্স ফেরত না দিলে যুদ্ধ অনিবার্য। ফ্রেডরিখ যখন ফিলিস্তীনের মাটিতে পা রাখেন তখন আল-কামিল ও তার অপর ভাই আল-আশরাফের মধ্যে যুদ্ধ ভাব বিরাজ করছিলো। আল-কামিল এবারে আল-আশরাফের সাথে বিবাদ মিটিয়ে ফেলেন ও দু'জনে ১ চুক্তি করেন, চুক্তি অনুযায়ী আল-কামিল ফিলিস্তীন ও দঃ শামের অধিকার প্রাপ্ত হন ও আল-আশরাফ উঃ শামের। যাইহোক ঈসায়ী ১২২৯ সালে ফ্রেডরিখ যুদ্ধের জন্য আয়োজন আরম্ভ করলে কামিল এতে ভীত হয়ে পরেন ও ফ্রেডরিখের

প্রস্তাব মেনে নেন! ঈসায়ী ১২২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে#আল_কামিল_২য়_ফ্রেডরিখের

সাথে ১ কলঙ্কিত চুক্তির মাধ্যমে আল-কুদ্স ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেন। সন্ধিটির ধারাগুলো ছিলো নিম্নরুপঃ১/ আল-কুদ্স শহর ও এর শহরতলী ২য় ফ্রেডরিখের অধিকারে যাবে- যা ২য় ফ্রেডরিখের অধীন জেরুসালেম রাজ্যের অধীনে শাসিত হবে।২/ আল-কুদ্সে যাওয়ার জন্য #বর্তমানের_মতো(ইসরাঈলের মতো)

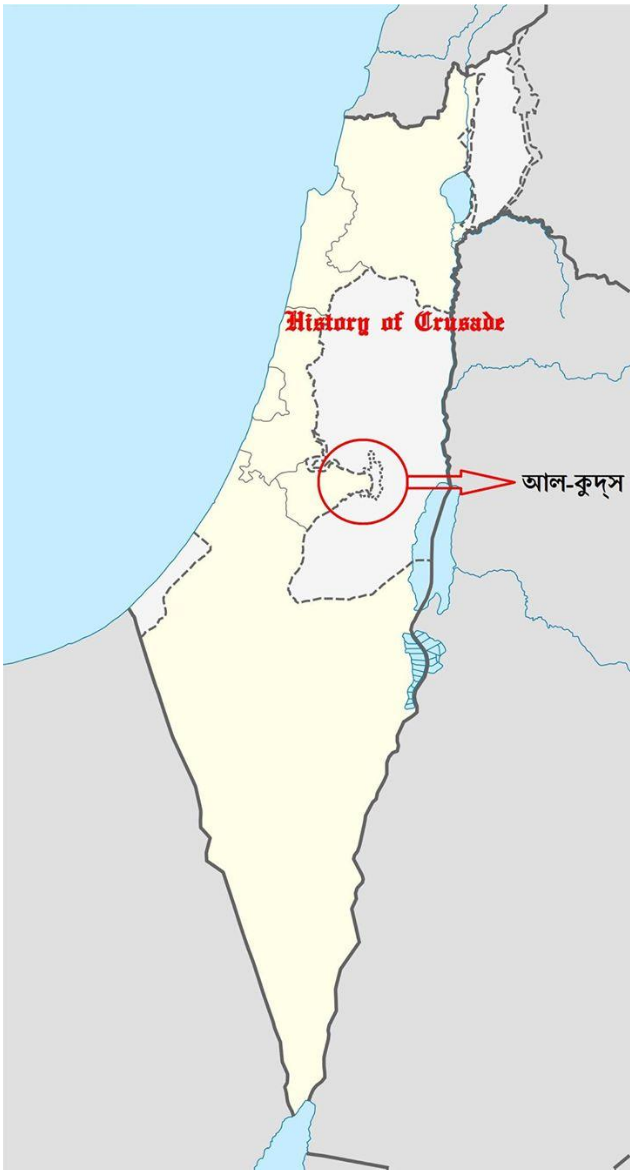

১ চিলতে ভূমি ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেয়া হবে- সাগরের সাথে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে।৩/ মাসজিদুল আকসা ও কুব্বাতুস সাখ্‌রা মুসলিম ইমামদের অধীনে থাকবে ও ওখানকার মুসলিম অধিবাসীরা স্ব-স্ব স্থানে থাকবে।৪/ বাইত লাহাম(বেথেলহেম) ও আন-নাছিরিয়াহ্(নাজেরেথ)সহ খ্রীষ্টানদের স্মৃতি বিজড়িত শহরগুলো ক্রুসেডারদের অধীনে যাবে ও এখানে কোন মুসলিমরা থাকতে পারবে না।৫/ মুসলিম রাজ্যে ক্রুসেডারদের অবাধে যাতাযাতের অধিকার দিতে হবে- বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে।৬/ আল-কুদ্সের দেওয়াল যা সালাহ্-উদ-দ্বীন ধ্বংস করে

দিয়েছিলেন তা পুর্ননির্মাণ করে দিতে হবে। এবং ৭/ এই চুক্তি ঈসায়ী ১২৩৯ সাল পর্যন্ত ১০ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।এই চুক্তির ফলে আল-কুদ্‌স থেকে ৪০ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

#আল_কামিল_ও_২য়_আল_আদিল (১৪ খন্ডের ৯ম পর্ব)

ঈসায়ী ১২২৯ সাল, ক্রুসেডারদের মনের খাহেশ পূরণ হলো, তাদের জেদের জয় হলো, আল-কুদ্‌স ৪০ বছর পর ক্রুসেডারদের অধীনে গেলো। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ সিবাত-বিন-আয্‌ জাওযী বলেন "আল-কামিল আল-কুদ্‌সকে সম্রাটের(২য় ফ্রেডরিখ)কাছে তুলে দেওয়ার সংবাদ আল-কুদ্‌সে ছাড়িয়ে পরলে ফ্রাঙ্কদের কানেও তা পৌছায় ও তারা দলে দলে আল-কুদ্‌সে চলে আসে এবং জাহান্নামের প্রতিটি দ্বার ইসলামের জন্য ভেঙে দেয়" অর্থাৎ মুসলিমদের জন্য জাহান্নামের প্রতিটি দ্বার মুসলিমদের জন্য খুলে দেয়। চুক্তির ১টি মৌখিক ধারা ছিলো(সম্রাট ২য় ফ্রেডরিখ আশ্বাস দিয়েছিলেন) ১০ বছর পর ঈসায়ী ১২৩৯ সালে বাইতুল মুকাদ্দাস আইয়্যূবীদের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে। যাহোক ২০ বছর রাজত্ব করার পর ১ম মুসলিম 'নাইট' আল-কামিল ৬১ বছর বয়সে ঈসায়ী ১২৩৮ সালের ৬-ই মার্চ দামেশ্‌ক্বে ইন্তেকাল করেন। ক্রুসেডের ১ম ৩ মহানায়ক(ইমাদ-উদ-দ্বীন যাঙ্গী, নূর-উদ-দ্বীন যাঙ্গী ও সালাহ্‌-উদ-দ্বীন ইয়্যুসূফ)এর মতো ক্রুসেডের খলনায়ক আল-কামিলকে আদ্‌-দামেশ্‌ক্বে তারই নির্মিত #মাদরাসা

ও মাসজিদের নিচে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য যে মাদরাসা ও মাসজিদ নির্মাণ করে তাতেই দাফন হওয়ার রীতি চালু করেন সুলতান নূর-উদ-দ্বীন মাহ্মূদ যাঙ্গী(রহঃ)। আল-কামিলের রাজত্বকালেই তার শক্তিশালী প্রতিবেশি খাওয়ারিযাম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ও সীমান্তে এক ভয়াল শত্রুর ছায়া পরে,যার নাম- মোঙ্গল। আল-কামিলের মৃত্যুর পর আবার আইয়্যূবী সালতানাতে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়,মিছরের সুলতান সাইফ-উদ-দ্বীন ও শামের সুলতান নাজমুদ দ্বীন এই আপন দুই ভাইয়ের মাঝে প্রচন্ড লড়াই আরম্ভ হয়। আল-কামিলের মৃত্যুর সময় নাজমুদ দ্বীন জাঝিরাহ্'র সীমান্ত অঞ্চলে ছিলেন। খাওয়ারিযাম সাম্রাজ্যের ধ্বংস ও তদস্থলে উদীয়মান মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হলে আল-কামিল দ্বিগুণ চিন্তিত হন ও তার পুত্রদের মাঝে যোগ্যতম নাজমুদ দ্বীনকে জাঝিরাহ্ সীমান্তে প্রেরণ করেন। কিছুদিন পর আল-কামিলের মৃত্যু হলে কামিলের আদেশ আগ্রাহ্য করে কনিষ্ঠ পুত্র সাইফ-উদ-দ্বীন ঈসায়ী ১২৩৮ সালের ৬-ই মার্চ পিতার মৃত্যুদিনেই তড়িঘড়ি করে "আল-মালিক-উল-আদিল(২য়) সাইফ-উদ-দ্বীন আবু-বাক্‌র ইবনে- নাছির-উদ-দ্বীন

মুহাম্মাদ” উপাধীধারণ করে মিছরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাহ্যাদা নাজমুদ দ্বীন ছোট ভাইয়ের এই আচরণে খুব কষ্ঠ পান ও আপোষে তাকে মিছরের সিংহাসন ছেড়ে দিতে বলেন। কিন্তু সুলতান আল-আদিল(২য়) তা অগ্রাহ্য করে বলেন “শাম আপনার ভাগ্যেই আছে, তাই শাম নিয়েই সন্তুষ্ঠ থাকুন; নতুবা শামও আমি অধিকার করে নেবো”। বাধ্য হয়েই নাজমুদ দ্বীন “আল-মালিক-উস-সালিহ্(নিঃস্বার্থ রাজা) নাজমুদ দ্বীন আল-আইয়্যুব(২য়) উপাধীধারণ করে দামেশ্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তার ১৬ বছরের ছোট ভাই আল-আদিল(২য়) এর এটুকুও সহ্য হলো না, “শাম ও মিছর উভয়েই আল-কামিলের অধীনে ছিলো, এবং আল-কামিলের পর আমিই মিছরের সিংহাসনে আরোহণ করেছি তাই শাম উত্তরাধিকার সূত্র আমার” ওয়াযুহাতে শাম আক্রমণ করে বসলে আবার গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। দুই ভাই যখন গৃহযুদ্ধে মগ্ন তখন ঈসায়ী ১২৩৯ সালে চুক্তি মোতাবেক#সম্রাট_২য়_ফ্রেডরিখ

#বাইতুল_মুকাদ্দাস_ও_কুব্বাতুস_সাখ্‌রা

মুসলিমদের হাতে ছেড়ে দেন। ফ্রেডরিখ তার কথার দাম ও পুরো আল -কুদ্স দুই-ই চাইছিলেন, তাই তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস ছেড়ে দেন। কিন্তু দুই ভাইয়ের লড়াই তুঙ্গে ওঠায় ফ্রেডরিখ দু'মাস পর বাইতুল মুকাদ্দাসও অধিকার করে নেন। যেহেতু চুক্তির সময়সীমা ১ বছর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে তাই ফ্রেড্রিখ গোটা আল-কুদ্স কব্জা করে নেন ও এই পবিত্র শহরটি থেকে মুসলিমদের বিতাড়িত করেন। ঈসায়ী ১২৪০ সালে আস-সালিহ্ চূড়ান্তভাবে আল-আদলের(২য়) বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং তাকে কারারুদ্ধ করেন। আল-আদিল(২য়) মাত্র ১৭ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন ও ১৯ বছর বয়সে সিংহাসনচ্যুত হন। সিংহাসনচ্যুত করারপর উনাকে দামেশ্‌ক্বে বন্দী করে রাখা হয়, ৮ বছর প্রাসাদে বন্দী থাকার পর ঈসায়ী ১২৪৮ সালের ৯-ই ফেব্রুয়ারী মাত্র ২৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

SALAHUDDIN
Al Ayyubi